

"আমরা গোলাপ ফুল,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি লয়ে
ফুটেছি কাঁটার মাঝে
সৌরভে অতুল।"

922/18
১ম—৭ম সংখ্যা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

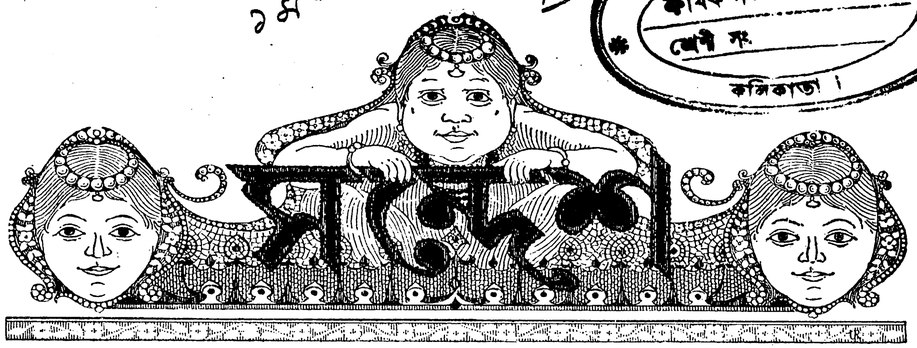

চতুর্দ্দশ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

পাঁজি

বোশেখ মাসে বেজায় গরম, ঠাণ্ডা কোথায় পাই,
দুপুরবেলা আম না ছেঁচে লঙ্কা দিয়ে খাই।

জষ্টি মাসে তেষ্টা পেলে খাব কালো জাম,
কাঁটাল ভেঙে মিষ্টি কোয়া, ঢিলিয়ে ডাঁশা আম।

আষাঢ় মাসে বর্ষা আসে ঝম্ ঝমা ঝম্ ঝম্,
ইস্কুলেতে ভিজেই যাব, ছুটি ত একদম্।

শ্রাবণ মাসে প্যাচ্ প্যাচানি, তাল-ফুলুরি খাই,
একটু খেলা বিষ্টি আবার, ভাল লাগে না ছাই।

ভাদ্দরেতে টিপ্‌টিপিনি, ডোবায় ডাকে ব্যাঙ্,
রকের ওপর শ্যাওলা পড়ে, পিছ্‌লে ভাঙা ঠ্যাঙ্।

আশ্বিনেতে জামা জুতো কাপড় কেনার ধুম,
নেমন্তন্ন, পূজো দেখা, দুপুর রাতে ঘুম।

কাত্তিকেতে সাঙ্গ আমোদ, আবার হাতে বই,
একটা মজা কিন্তু আছে—যশোর দেশের কই।

COLOURED DOCUMENT.

অঘ্রাণেতে র‍্যাপার নেওয়া, রাত্তিরে লেপ চাই,
লম্বা রাতে খুব ঘুমোনো, কোনো বালাই নাই।

পৌষ মাসে পিঠেপুলি, পাত্‌লা খেজুর-গুড়,
নতুন কোপি ভেট্‌কি মাছে পেটটা যে ভরপূর।

মাঘ মাসেতে নার্‌কোলে কুল, টোপা কুল আর নুন,
খোকার গায়ে জল দিলে সে কেঁদেই হবে খুন।

ফাগুন মাসে আমের বউল, দেদার ফোটে ফুল,
দেখ্‌ব কোথায় আম বেড়েছে ছেড়ে দিয়ে কুল।

চোত্‌ মাসেতে সজ্‌না ফুলের চচ্চড়ি যা খাই,
কচি আমের ঝোল খেয়ে ভাই ঠাণ্ডা হয়ে যাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

নববর্ষে

মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় এবার "সন্দেশ"এর চতুর্দ্দশ বৎসর আরম্ভ হইল। বৎসরের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে স্মরণ করি। আমাদের প্রিয় পাঠকপাঠিকাদের মঙ্গল হউক; এবারে আমরা যেন আরো ভাল করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারি।

একটা বৎসর চলিয়া যাওয়া ত সহজ কথা নহে। পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমরা এই সময়ের মধ্যে না জানি কোথা হইতে কোথায় চলিয়া আসিয়াছি। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, গত বৈশাখ মাসে আমরা আকাশের যে স্থানে ছিলাম, সূর্য্যের চারি দিক ঘুরিয়া আবার সেইখানে ফিরিয়া অসিয়াছি; এই ঘটনাটি ঘটিতে যে সময় লাগিয়াছে, তাহাই একটি বৎসর। সূর্য্য এখান হইতে প্রায় ৯২৭৯৬৯৫০ মাইল দূরে, তাহার চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে গেলে প্রায় ৫৮৪০০০০০০ মাইল পথ চলিবার দরকার হয়। এই কাজটি আমরা ৩৬৫।০ দিনে শেষ করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮॥০ মাইল হিসাবে চলিতে হইয়াছে।

সেকেণ্ডে ১৮॥০ মাইল! কি ভয়ঙ্কর কথা। রেলগাড়ী যদি এত তাড়াতাড়ি চলিতে পারিত, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে এক মিনিটও লাগিত না। ২২ মিনিটের মধ্যে সমস্তটা পৃথিবী ঘুরিয়া আসা যাইত (অবশ্য, পৃথিবীর চারিদিক বেড়িয়া রেল থাকিলে)।

"সন্দেশ" এর ১৩ বৎসরের একটি হিসাব-নিকাশ আমি করিয়াছিলাম; তাহার কতক আজ তোমাদের শুনাইতে চাই। ইহা লাভ-লোকসানের হিসাব নয়;—এ হিসাব একটু আজগুবি মনে হইলেও, শুনিতে ভাল লাগে।

এই ১৩ বৎসরে "সন্দেশ" ছাপার জন্য যত কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা যদি সারি দিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত (১২০ মাইল লম্বা) ৬ ফুট চওড়া একটা রাস্তাকে অনায়াসে ঢাকিয়া রাখা যায়! "সন্দেশ" ডাকে দেওয়ার জন্য এ পর্য্যন্ত যত ডাক-টিকিট ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা যদি পাশাপাশি সারি দিয়া লাগান হয়, তাহা হইলে প্রায় ১৬০০ ফুট (অর্থাৎ, সাধারণ মেল-ট্রেণের প্রায় দুটি সম্পূর্ণ ট্রেনের সমান) লম্বা হয়।

এ পর্য্যন্ত যত "সন্দেশ" ছাপা হইয়াছে, সব যদি থাক বাঁধিয়া উঁচু করিয়া সাজান হয়, তাহা হইলে ২৩,০০০ ফিট উঁচু একটি স্তম্ভ হয়। এই সকল "সন্দেশ" যদি ওজন করা যায়, তাহা হইলে মোট ওজন প্রায় ৯০০ মণ—অর্থাৎ তোমাদের ৮০০ জনের সমান—হইবে।

এই ১৩ বৎসরে যত "সন্দেশ" ডাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাঁধিবার জন্য মোট প্রায় ১৪৭ মাইল সূতার প্রয়োজন হইয়াছে।

যত বৎসর কাটিয়া যাইবে, এই হিসাবের অঙ্কগুলিও ততই বাড়িয়া চলিবে।

ভূতের ভয়

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

সবাই ঘুমে ঘোর, নিঝুম দুপুর রাত,
এমন সময় কেরে খুটুর খুটুর খাট্‌
বেড়ায় উঠান ময়?

মেজদি সজাগ ভারি, ঘুম গেল তার ছুটে,
ভাবে শব্দ কিসের দেখ্‌তে হবে উঠে,
চোর টোর ত নয়?

সেজদি ছিল শুয়ে, তুল্‌ল তারে ঠেলে,
চুপি চুপি চুপি হুড়কো খুলে ফেলে
বেরোয় ঘরের থেকে।

সেজদি কিছু ভীরু, বল্‌ছে "যেয়োনাকো"
মেজদি বলে "তুমি এই খানেতে থাকো,
আস্‌ছি আমি দেখে।"

বলেই সোজা চলে উঠান হ'য়ে পার
কেউ কোথাও নেই, স্তব্ধ চারিধার,
হঠাৎ গেল থেমে।

বাপ্‌ কি ভীষণ আওয়াজ!! কাঁপ্‌ল বাড়ীঘর
ঘুমের ঘোরে লোকে কাঁপ্‌ল থর্‌ থর্‌
উঠ্‌ল ভয়ে ঘেমে।

উঠান কোণে ওকি? গোঁ গোঁ গোঁ কে করে?
চ্যাঁচায় কে যে শোন "ধর্‌ল দিদি মোরে
ভূত প্রেত কি দানা;

চুলের মুঠি ধ'রে ফেল্‌ল ছিঁড়ে খুঁড়ে,
খিম্‌চে নিল ছাল যায় যে জ্বলে পুড়ে,
বেরোয় পরাণ খানা।"

দেখ্‌ল কাছে গিয়ে উড়িয়া ঝি নানী
বাইরে শুয়ে ছিল জড়িয়ে কাঁথা খানি,
স্বপ্নে ভয় পায়।

সবাই গেল ঘরে সবই চুপ্‌ চাপ্‌,
মেজদি পড়ে ঢুলে, আবার খুটুর্‌ খাট্‌
শব্দ শোনা যায়।

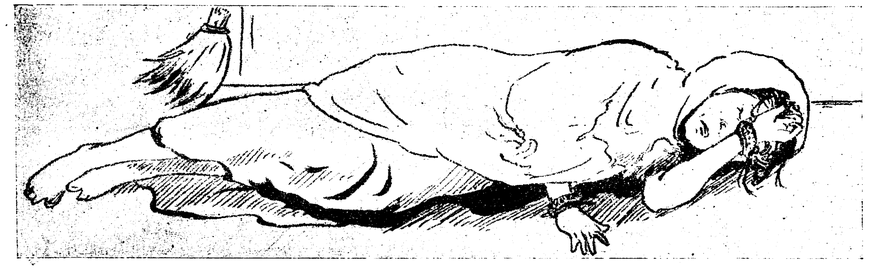

জানলা দিয়ে সোজা মেজদি দেখে চেয়ে
প্রকাণ্ড এক ষাঁড় দুয়ার খোলা পেয়ে
বেড়ায় উঠানেতে।

এই কি তবে ভূত? এরেই দেখে তবে
উড়িয়া ঝি অমন চ্যাঁচায় বিকট রবে,
সন্দেহ নাই এতে।

সকাল বেলা নানী যখন এল কাজে
ষাঁড়ের কথায় বলে "হতেই পারে না যে,
এই দেখনা টাক।"

সত্যি কপালে তার আঁচড় কাটা কাটা
উব্‌ড়ো খাব্‌ড়া চুলের মধ্যে খানিক ছাঁটা
সিঁথির মাঝে ফাঁক!

হার মানে যার কাছে বারো ভরির বালা,
উড়িষ্যার সে 'খড়ু' নূতন ছাঁচে ঢালা,
কাল পরেছে নানী।

খড়ুর কাঁটা খোঁচায় গোছা গোছা চুল,
মেজদি হেসে বলে "নেই রে এবার ভুল।
ছিঁড়ল কে চুল জানি।"

শ্রীসুখলতা রাও।

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাইরাস্ হার্ডিং, গিডিয়ন্ স্পিলেট, হারবার্ট, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্ আমেরিকার রিচ্‌মণ্ড সহরের অবরোধ হইতে বেলুনের সাহায্যে পলায়ন করিয়া, যে দিন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত অজানা একটি দ্বীপে পতিত হন—তখন হইতে পূর্ণ সাতমাস কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা অজানা-দ্বীপটির নাম দিয়াছিলেন "লিঙ্কলন্ দ্বীপ"। লিঙ্কলন্ দ্বীপের চারিদিকে সমুদ্র, সুতরাং ভবিষ্যতে দ্বীপ পরিত্যাগ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত, যাত্রীদল এই দ্বীপেই বাড়ীঘর বানাইয়া বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

লিঙ্কলন্ দ্বীপে যে অন্য কোন জনমানবের বসতি আছে, কিংবা ইতি পূর্ব্বে অন্য কেহ কোন দিন এখানে আসিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সন্দেহজনক নানা ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও, এ যাবৎ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এরূপ অবস্থায় শূকরের পেটে বন্দুকের গুলির অস্তিত্ব দেখিয়া, দ্বীপবাসিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভাবনা হইবার বিষয়ই বটে! শূকরটা ত আর পেটে বন্দুকের গুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই—কেহ বন্দুক দিয়া উহাকে গুলি করিয়াছিল এবং সেই গুলিই উহার পেটে পাওয়া গিয়াছে।

মুখ হইতে গুলিটা বাহির করিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট যখন টেবিলের উপরে রাখিল, তখন কাহারও মুখে কথাটি নাই—সকলে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত। হঠাৎ সেখানে কোন অপদেবতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও, বোধকরি, দ্বীপবাসিগণ এতটা বিচলিত হইতেন না।

সাইরাস্ হার্ডিং গুলিটি হাতে লইয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পেন্‌ক্রফ্‌টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পেন্‌ক্রফ্‌ট! তুমি না বলেছিলে—যে শূয়রটার পেটে গুলি পাওয়া গিয়েছে, সেটা মাস তিনেকের বাচ্চা ছিল?" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"হাঁ ক্যাপ্‌টেইন্! সেটার তিন মাসের বেশী বয়স কিছুতেই হতে পারে না। ওটা যখন ওর মায়ের সঙ্গে ফাঁদে পড়েছিল, তখন তার মায়ের দুধ খাচ্ছিল দেখেছিলাম।"

হার্ডিং বলিলেন—"তাহলে প্রমাণ হচ্ছে, যে, গত তিন মাসের মধ্যে লিঙ্কলন্ দ্বীপে কেউনা কেউ বন্দুক ছুড়েছিল। এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমাদের এখানে আস্‌বার আগেই এই দ্বীপে লোক ছিল, কিংবা মাস তিনেকের মধ্যে কোন লোক এই দ্বীপে এসেছে। তারা ইচ্ছা করে এসেছে কি জাহাজডুবি হয়ে এসে পড়েছে, সেটা পরে মীমাংসা হবে। এরা মালয় দস্যু ছিল না আমাদেরই মত ইউরোপবাসী ভদ্রলোক ছিল সেটাও বলা যায় না। হয়তবা ওরা এখনও দ্বীপে রয়েছে, কিংবা চলেও গিয়ে থাক্‌তে পারে। যাই হোক্, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর—শীগ্‌গির এ বিষয়ের একটা কিছু মীমাংসা করা দরকার।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আমরা ছাড়া অন্য কেউ লিঙ্কলন্ দ্বীপে আছে, একথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এইটুকু ত দ্বীপ, এতে কোন লোকজন থাক্‌লে এত দিনে কারো না কারো চোখে পড়্‌ত।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"তাহলে শূয়রটা নিশ্চয় পেটে গুলি নিয়েই জন্মেছিল—না পেন্‌ক্রফ্‌ট?"

নেব্ বলিল—"আমার মনে হয়, বন্দুকের গুলিটা অনেক আগে থেকেই পেন্‌ক্রফ্‌টের মুখে"—

পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—"দেখ নেব্! তুমি কি বল্‌তে চাও, যে, পাঁচ ছয় মাস থেকে গুলিটা আমার মুখে ছিল, তবু আমি এতদিন টের পাইনি? দেখ দেখি, আমার মুখে কোন গর্ত্ত টর্ত্ত আছে কি-না যেখানে গুলিটা লুকিয়ে থাক্‌তে পারে?" এই বলিয়া সে এত বড় হাঁ করিয়া তাহার বত্রিশটা দাঁত দেখাইয়া বলিল—"নেব্, তুমি যদি আমার কোন দাঁতের গোড়ায় ফাঁক বার কর্‌তে পার, তাহলে আমার ছয়টা দাঁত তুলে ফেলো।"

হার্ডিং এই দারুণ ভাবনার মধ্যেও একটু হাসিয়া বলিলেন—"না, নেবের কথার কোন মূল্য নাই। যাহোক্, আমার বিশ্বাস, দুই তিন মাসের মধ্যে এখানে কেউ না কেউ বন্দুক ছুড়েছিল। আর এটাও মনে হয়, যে, যারা এই দ্বীপে নেমেছিল তারা এখানে বেশী দিন থাকেনি—হয়ত বা, এখান দিয়ে যাবার পথে লিঙ্কলন্ দ্বীপে শুধু একটু নেমেই চলে গিয়েছে। আর সে জন্যই তারা আমাদের চোখে পড়েনি। যাহোক্, যত শীগ্‌গির সম্ভব, এই বিষয়টা পরিষ্কার করা দরকার।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"যে কাজই আমরা করি এখন খুব হুঁসিয়ার হয়ে করা চাই।"

হার্ডিং বলিলেন—"আমারও তাই মত। আমার ভয় হচ্ছে, সম্ভবতঃ মালয় দস্যুরা দ্বীপে এসেছিল।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ক্যাপ্‌টেইন্! আমার মনে হয়, কিছু কর্‌বার আগে একটা "ক্যানো" (আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের নৌকা) তৈরি করে নেওয়া ভাল। মার্সি নদী বেয়ে যাওয়া যাবে, দরকার হলে দ্বীপটার চার্‌দিক্ ঘুরেও দেখ্‌তে পার্‌ব।"

হার্ডিং বলিলেন—"পেন্‌ক্রফ্‌ট! কথাটা বলেছ ভালই কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করা চল্‌বে না—কারণ, একটা নৌকা বানাতে কম পক্ষে এক মাস সময় লাগ্‌বে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা কেন? নৌকা ত আর সমুদ্রে যাবার মত বড় নৌকার কথা বলিনি, ছোট্ট খাট্ট ক্যানো—সেটা দিন পাঁচেকের মধ্যেই করে ফেল্‌তে পার্‌ব।"

হাডিং বলিলেন—"পাঁচ দিনে যদি হয়ে যায়, তবে এখনই আরম্ভ করে দাও। কিন্তু নৌকা তৈরি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের খুব সাবধান হয়ে থাক্‌তে হবে—গ্রেনাইট্ হাউস্ থেকে বেশী দূরে এখন থেকে কেউ শিকার কর্‌তে যেও না।"

রাত্রির আহারের সুন্দর আয়োজনটা সেদিন নিরানন্দেই শেষ হইল। আহারের পর হাডিং ও স্পিলেট্ এই গুলির ব্যাপার লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা করিলেন। অবশেষে হাডিং বলিলেন—"স্পিলেট্! পর পর কতগুলি ঘটনা দেখে আমি অবাক্ হয়েছি। এ ক্ষেত্রেও আমার বিশ্বাস, যতই সন্ধান করি না কেন, আমরা কিছুই দেখ্‌তে পাব না।"

পরদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্যানো বানাইবার কাজে লাগিয়া গেল। খাদ্যের ব্যবস্থাটাও ত করা চাই? সুতরাং স্পিলেট্ হারবার্টকে লইয়া শিকারে বাহির হইলেন। হাডিংএর নিষেধ স্মরণ করিয়া, তাঁহারা গ্রেনাইট্ হাউসের দুই মাইলের বেশী দূরে যাইতেন না। ইহার মধ্যেই বনের আশে পাশে—ক্যাপিবারা, য়্যাগুটি, কেঙ্গারু, পিকারী প্রভৃতি প্রচুর শিকার পাওয়া যাইত। ইহার উপরে ফাঁদে যে খরগোস পড়িত, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম হইত না।

একদিন শিকারে বাহির হইয়া তাঁহারা মার্সি নদীর ধারে বনের কাছে গিয়াছেন। সেখানে প্রায় দুইশত ফুট উঁচু একটা গাছ ছিল—নিউজিলাণ্ড দেশে সেটাকে "কৌরি" গাছ বলে। সেই গাছটা দেখিয়া হারবার্ট বলিল—"মিষ্টার স্পিলেট্! এই গাছটায় চড়্‌লে দ্বীপের চার্‌দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"ঠিক বলেছ, কিন্তু এত উঁচু গাছের ডগায় উঠ্‌তে পার্‌বে কি?"

হারবার্ট চালাক, চট্‌পটে, হাল্‌কা—স্পিলেটের কথা শুনিবামাত্র, দেখিতে দেখিতে একেবারে গাছের ডগায় গিয়া উঠিয়া পড়িল। যতদূর দৃষ্টি যায় এবং যে সব জায়গায় দ্বীপবাসিগণ এখন পর্য্যন্ত যায় নাই, সে সমস্ত স্থান হারবার্ট মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। সমুদ্রে কোন জাহাজ কিংবা নৌকার চিহ্নও নাই। দ্বীপের কোন খানে সন্দেহজনক জায়গা কিংবা ধোঁয়া—কিছুই দেখা গেল না। বালকের দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ, কিন্তু দেখিবার মত কিছু থাকিলে তবে ত দেখিতে পাইবে? ইহার পর হারবার্ট গাছ হইতে নামিয়া আসিলে, স্পিলেট্ তাহাকে লইয়া গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। সাইরাস্ হার্ডিং হারবার্টের মুখে সব কথা শুনিয়া, গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। যাহা হউক, সমস্ত দ্বীপটা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিবার পূর্ব্বে, কোন বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলিবার উপায় নাই।

দুই দিন পরে—২৮এ অক্টোবর তারিখে—আরও এমন একটি ঘটনা হইল, যাহার মীমাংসা করা নিতান্তই আবশ্যক।

হারবার্ট ও নেব্ গ্রেনাইট্ হাউস্ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সমুদ্রতীর দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ হারবার্ট দেখিল, প্রকাণ্ড বড় একটা কচ্ছপ পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছে—সমুদ্রের দিকে। দেখিয়াই "নেব্! শীগ্‌গির এস" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কচ্ছপটার নিকট গেলে পর নেব্ বলিল—"এটাকে ধর্‌ব কি করে?" হারবার্ট বলিল—"ধরা ভারি সোজা! চল কচ্ছপটাকে উল্টে চিৎপাত করে ফেলি, তবেই আর পালাতে পার্‌বে না।"



বল্লম দিয়া কচ্ছপটাকে চিৎপাত করিয়াছে

কচ্ছপটি নিতান্ত ছোট ছিল না—তিন ফুট লম্বা আর ওজনে প্রায় চার মণ ছিল! হারবার্ট ও নেব্ হাতের বল্লম তাহার বুকের তলায় লাগাইয়া, প্রাণপণ চেষ্টায়, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া, অবশেষে সেটাকে চিৎপাত করিতে পারিয়াছিল।

কচ্ছপটাকে চিৎপাত করিয়া নেবের আনন্দ দেখে কে! "খাসা হয়েছে, পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা খুসী হবে এখন" এই বলিয়া সে আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। যাহা হউক, এতবড় কচ্ছপটাকে এখন গ্রেনাইট্ হাউসে লইয়া যাইবার উপায় কি? হারবার্ট বলিল—"এখানেই থাক্, উপুর হতে ত আর পার্‌বে না? চল, গ্রেনাইট্ হাউসে গিয়ে ঠেলা-গাড়ীটা নিয়ে আসি।" তখন এটাই উত্তম উপায় বলিয়া স্থির হইল। তবু হারবার্টের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। বড় বড় পাথরের চাকা আনিয়া, কচ্ছপটার চারিধারে বেশ করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিল।

গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিয়া গিয়া তাহারা পেন্‌ক্রফ্‌টকে কচ্ছপের কথা কিছুই বলিল না। ভাবিল, একেবারে সেটাকে আনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌টের তাক্ লাগাইয়া দিবে। কিন্তু হায়! ঠেলা-গাড়ী লইয়া গিয়া, তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদেরই তাক্ লাগিয়া গেল! সেখানে কচ্ছপের চিহ্নটিও নাই!!

কতক্ষণ পর্য্যন্ত হারবার্ট ও নেব্ চক্ষু বড় করিয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল! তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ভুল কিছুই হয় নাই, ঠিক এইখানেই কচ্ছপটাকে রাখিয়া গিয়াছিল—এখনও তাহার চারিধারের চাপা পাথরগুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

নেব্ বলিল—"তাহলে দেখ্‌ছি, কচ্ছপগুলি নিজে নিজেই আবার উপুড় হতে পারে!" হারবার্ট বলিল—"তাইত এখন মনে হচ্ছে।" হারবার্ট একথা বলিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল—"কচ্ছপের পলায়নের ব্যাপার শুনে হার্ডিংও নিশ্চয়ই অবাক্ হয়ে যাবেন, মীমাংসা কিছুই কর্‌তে পার্‌বেন না।"

নেব্ বলিল—"হারবার্ট! গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরে গিয়ে আমরা চুপ্‌চাপ্ থাক্‌ব, কচ্ছপের বিষয় উল্লেখও কর্‌ব না।" হারবার্ট বলিল—"সে কি নেব্! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা কি না বল্‌লে চলে? গিয়েই বল্‌তে হবে।"

ফিরিয়া আসিয়া হারবার্ট ও নেব্, যেখানে হার্ডিং ও পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকা বানাইতেছিলেন, সেখানে গেল। হারবার্ট কচ্ছপের ব্যাপার হার্ডিংকে বলিতে বিলম্ব করিল না। শুনামাত্র পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"যত সব বোকার দল—এমন চমৎকার শিকারটা হাতছাড়া কর্‌লে?"

নেব্ বল্‌িল—"আমাদের দোষ কি? ওটাকে বেশ করে চিৎপাত করে রেখেছিলাম।" হারবার্ট বলিল—"শুধু চিৎপাত করা নয়, চার্‌দিকে আবার বড় বড় পাথরের গোঁজও দেওয়া হয়েছিল।"

হার্ডিং বলিলেন—"জল থেকে কতটা দূরে ছিল কচ্ছপটা?"

হারবার্ট বলিল—"ফুট পনর দূরে।"

হার্ডিং—তখন কি ভাটা ছিল?—"হাঁ ক্যাপ্‌টেইন।"

হার্ডিং বলিলেন—"শুক্‌নোতে যা কর্‌তে পারেনি, জোয়ারের সময় জলের সাহায্য পেয়ে কচ্ছপটা তাই করেছে—তখন উপুড় হয়ে পালিয়েছে!"

হার্ডিংএর যুক্তি নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনি নিজে কি ঐ যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন? বোধ হয় তা হন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অক্টোবর মাসের ৯তারিখ গাছের ছালের তৈরী ক্যানোটি প্রস্তুত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার কথা মত ঠিক পাঁচ দিনেই উহা শেষ করিতে পারিয়াছে। সহজ সাদাসিধা ক্যানো, তাহাতে—সমুখের দিকে, মধ্যখানে এবং পিছনের দিকে তিনটি বসিবার জায়গা। দাঁড় টানিবার জন্য খাঁজকাটা আছে, একটা হাল আছে ক্যানোটি বার ফুট লম্বা আর ওজনে প্রায় আড়াই মণ, সুতরাং বেশ হাল্‌কাই।

গ্রেনাইট্ হাউসের সাম্‌নে সমুদ্রের তীরে, জলের কাছে ক্যানোটা রাখিয়া দেওয়া হইল। জোয়ার আসিলে পর ক্যানো জলে ভাসিবামাত্র, পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহাতে চড়িয়া, হালের সাহায্যে চালাইয়া দেখিল—চমৎকার নৌকা হইয়াছে, ইহাতে বেশ কাজ চলিবে। তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"সবাই এসে চড়, দেখি সকলের ভর সয় কি-না।"

বাস্তবিক সকলকে লইয়া নৌকা বেশ চলিতে পারে কি-না—সেটা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। হার্ডিং, স্পিলেট্, হারবার্ট ও নেব সকলেই নৌকায় চড়িলে পর, পেন্‌ক্রফ্‌ট সমুদ্র-তীর ধরিয়া চলিল। পাহাড়ের লাইন যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, ততদূর যাইতে হইবে। খানিক দূর গিয়াই নেব্ বলিল—"ও পেন্‌ক্রফ্‌ট! নৌকা যে ফুটো, জল উঠ্‌ছে যে!" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"নূতন তৈরি, এখন একটু আধটু জল উঠ্‌বে বৈকি। দুদিন বাদে, গাছের ছাল জলে ভিজে যখন ফুটো গুলি বন্ধ হয়ে যাবে—তখন দেখো, এক ফোঁটা জলও আর উঠ্‌বে না।"

পরিষ্কার আকাশ বাতাসের চিহ্নটুকু নাই, সমুদ্রের জল কাচের মত মোলায়েম। নেব ও হারবার্ট দাঁড় ধরিয়াছে, পেন্‌ক্রফ্‌ট হালে বসিয়া নৌকা চালাইতেছে। ফ্রাঙ্‌ক্‌লিন্ পাহাড়টি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকাটাকে তীর হইতে আধ মাইল বাহিরের দিকে লইয়া গেল। সেখান হইতে নদীর মুখের দিকে চলিল। স্পিলেট্ পেন্‌সিল নোটবুক হাতে করিয়া বসিয়া ছিলেন, তীরের দৃশ্যটি মোটা মোটা লাইন দিয়া আঁকিয়া লইলেন। তীরের এই অংশটা সকলের কাছেই নূতন, সকলে মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় ঘণ্টা খানেক এরূপভাবে চলিয়া ফিরিবার মতলব করিয়াছে, এমন সময়, হারবার্ট বলিয়া উঠিল—"ঐ দূরে সমুদ্রের তীরে ওটা কি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে?" মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে গেল।

স্পিলেট্ বলিলেন—"তাইত, সত্যিই ত কিছু রয়েছে ওখানে। দেখে মনে হয়, যেন, জাহাজডুবীর কোন জিনিষ বালিতে পুঁতে গিয়েছে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ঠিক বুঝতে পেরেছি—পিঁপে! ও পিঁপের মধ্যে নিশ্চয়ই জিনিষে ভর্ত্তি।" তখন হার্ডিংএর আদেশে পেন্‌ক্রফ্‌ট তীরে নৌকা লাগাইবামাত্র সকলে নামিলেন। তারপর নিকটে গেলে দেখা গেল—পেন্‌ক্রফ্‌টের কথাই ঠিক—দুটি বড় বড় পিঁপের সঙ্গে একটা সিন্ধুক বাঁধা, সেটা বালীর মধ্যে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে! বোধ হয় কোন জাহাজ ডুবিয়াছে, আর মূল্যবান্ জিনিষ-পূর্ণ এই সিন্ধুকটাকে বাঁচাইবার জন্য, দুইপাশে দুইটি পিঁপে বাঁধিয়া ওটাকে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—আর সেটা ভাসিতে ভাসিতে এইখানে তীরে আসিয়া, বালির মধ্যে ভাটার সময় আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌টের উৎসাহ দেখে কে? "নিশ্চয়ই এতে আমাদের সব দরকারী জিনিষ পাওয়া যাবে," বলিয়া সে প্রকাণ্ড এক পাথর লইয়াছে, বাক্সের ডালা ভাঙ্গিবার জন্য। হার্ডিং বারণ করিয়া বলিলেন—"একটু সবুর কর্‌তে পার না পেন্‌ক্রফ্‌ট? চল এটাকে গ্রেনাইট্ হাউসে

নিয়ে যাই—তারপর দেখা যাবে। বাক্সটাকে ভেঙ্গে লাভ কি? আস্ত থাক্‌লে ভবিষ্যতে আমাদের কাজেও লাগ্‌তে পারে।”

জোয়ারের জলে সিন্ধুকটা যখন ভাসিল, তখন সেটাকে লইয়া গিয়া নৌকার সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল—পিঁপার সাহায্যে ভাসিবে এবং নৌকার টানে চলিবে। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে মুস্কিল হইত। পিঁপাশুদ্ধ সিন্ধুকটা ভারিত কম নয়? ওটা নৌকার উপরে তুলিতে গেলে নৌকা ডুবিয়াই যাইত!



পিঁপার সঙ্গে বাঁধা সিন্ধুক

এখন কথা হইতেছে—সিন্ধুকটা আসিল কোথা হইতে? চারিদিকে সকলেই ভাল করিয়া সন্ধান করিল, কিন্তু জাহাজডুবির অন্য কোন রকম চিহ্ন কাহারও চক্ষে পড়িল না। হারবার্ট ও নেব্ একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দেখিল—ভাঙ্গা মাস্তুল টাস্তুল কিংবা অন্য কিছুর নাম গন্ধও নাই, জাহাজ টাহাজও কিছু দেখা গেল না। যাহা হউক, জাহাজডুবি যে হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি এই ঘটনার সঙ্গে শূকরের পেটের গুলির সম্পর্ক আছে? যাত্রীরা বোধ হয় দ্বীপের অন্য কোন অংশে রহিয়াছে। তবে এটা ঠিক, যে, সে সব লোক মালয়-দস্যু নয়। কারণ, সিন্ধুকটি যে আমেরীকা কিংবা ইউরোপের প্রস্তুত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধুকটাকে ভাসাইয়া দিবার সময় লোকেরা ভাবিয়া ছিল, নিশ্চয় ওটা ভাসিতে ভাসিতে দ্বীপের কোথাও গিয়া লাগিবে এবং পরে সেটাকে পাওয়া সম্বন্ধে কোন মুস্কিল হইবে না।

হার্ডিং বলিলেন—“সিন্ধুকটাকে গ্রেনাইট্ হাউসে নিয়ে, ওটার ভিতরের জিনিষের একটা লিষ্ট করে রাখ্‌ব। পরে কেউ ওটা দাবী কর্‌লে তাকে দিয়ে দিব। আর তা না হলে”—

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাড়াতাড়ি বলিল—“ওটার জিনিষপত্র গুলি আমরাই ব্যবহার কর্‌ব।”

গ্রেনাইট্ হাউসের নীচে তীরে পৌঁছিলে পর, সিন্ধুকটার বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। ক্রমে ভাটার জল নামিয়া গেলে যখন সেটা শুক্‌না জমিতে পড়িল, তখন নেব্ ছুটিয়া গিয়া খুলিবার যন্ত্রপাতি লইয়া আসিয়া উপস্থিত।

এমন ভাবে খুলিতে হইবে যাহাতে বাক্সটি নষ্ট না হয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রথমে পিঁপা দুটি খুলিয়া দেখিল—বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে, কাজে লাগিবে। তারপর হাতুড়ি বাটালি দিয়া বাক্সের ডালাটি খুলা হইল। ডালা খুলিলে পর দেখা গেল, যাহাতে ভিতরের জিনিষ ভিজিয়া নষ্ট না হয়, সে জন্য, জিঙ্ক্ লাইনিং দেওয়া রহিয়াছে। প্যাকিংএর পরিপাটি দেখিয়া নেব্ বলিল—“এর মধ্যে জ্যাম্ ট্যামের মত খাবার জিনিষ কিছু নাইত?” স্পিলেট্ বলিলেন—“কখনই না।” পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—“আহা! যদি এরমধ্যে—“এইটুকু বলিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।”



নেব্ দুই হাতে সস্‌প্যান্ লইয়া আহ্লাদে বত্রিশটি দাঁত বাহির করিল

জিঙ্ক্ লাইনিং সরাইলে পর, দেখা গেল—পোষাক পরিচ্ছদ, বই, রান্নার জিনিষ, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অতিশয় দরকারী জিনিষে সিন্ধুকটি একেবারে ভর্ত্তি!

এই সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ছাড়া ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য একটি ক্যামেরা এবং তাহার অন্য সমস্ত সরঞ্জামও ছিল। নেব্ দুই হাতে দুটি সস্‌প্যান্ লইয়া আহ্লাদে বত্রিশটি দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল। হার্ডিং কাঁটা, কম্পাস্, দূরবীণ প্রভৃতি লইয়া দেখিতে লাগিলেন। স্পিলেট্ ব্যস্ত হইলেন বন্দুক, গুলি, বারুদ, ক্যাপ্ এই সকল লইয়া। অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—“জাহাজ-ডুবিতে কোন লোক এই সব দরকারী জিনিষ ভরে সিন্ধুকটি ভাসিয়ে দিয়েছিল। যাহোক্, এই ক্যামারাটা না দিয়ে যদি

সিন্ধুকে আরো কাপড় চোপড় এবং গুলি বারুদ দিত, তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই ভাল হতো। ক্যামারা দেবার উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।”

স্পিলেট্ বলিলেন—“কোন জিনিষে এমন কোন চিহ্ন নাই কি, যা দেখে কিছু বুঝ্‌তে পারা যায়?”

তখন প্রত্যেকটি জিনিষ ভাল করিয়া দেখা হইল; বিশেষ ভাবে দেখা হইল বই, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি। কোন অস্ত্রে কিংবা কোন যন্ত্রে মেকারের (নির্ম্মাতার) নামটি পর্য্যন্ত নাই! বড়ই আশ্চর্য্য কথা, কারণ, এটা সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ। অস্ত্রগুলি আবার একেবারে নূতন, ব্যবহারের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! বইগুলি সবই ইংরাজি কিন্তু কোনটাতে প্রকাশকের নাম নাই। একটি বাইবেল্ ছিল, ইংরাজি, এবং তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন, সেটা প্রায়ই ব্যবহার করা হইত।



পেন্‌ক্রফ্‌টের কুসংস্কার

যাহা হউক, সিন্ধুক যেখান হইতেই আসিয়া থাকুক না কেন, লিঙ্কলন্ দ্বীপবাসীদিগের পক্ষে এটি অতিশয় মূল্যবান্ জিনিষ। এতদিন যে দ্বীপবাসিগণ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া এবং বুদ্ধিবলে তাহাদিগের কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, এখন এই সিন্ধুকটি পাঠাইয়া দিয়া ভগবান্ তাহারই পুরস্কার দিয়াছেন—সেজন্য সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু দুঃখ করিয়া বলিল—“হায় রে হায়! এতগুলি মূল্যবান্ জিনিষের মধ্যে শুধু আমার জিনিষটি নাই।”

নেব্ বলিল—“কেন পেন্‌ক্রফট! এতেও তুমি খুসী হওনি?” পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—“হয়েছি বৈকি। তবে, এর মধ্যে যদি অন্ততঃ পাউণ্ডখানেক তামাক থাক্‌ত, তাহলে আমার খুসীর মাত্রা পূর্ণ হতো।” পেন্‌ক্রফ্‌টের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি!

সিন্ধুক আবিষ্কারের ফল এই হইল, যে, এখন দ্বীপটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তখন স্থির হইল, পরদিন প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরের পশ্চিম দিকে যাইতে হইবে। যদি জাহাজডুবিতে সেখানে কেহ আট্‌কা পড়িয়া থাকে, তবে, তাহাকে সাহায্য করা দরকার।

সিন্ধুকের জিনিষগুলি গ্রেনাইট্ হাউসে লইয়া গিয়া, সেগুলিকে যত্নের সহিত সাজাইয়া রাখিতেই সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সেদিন ছিল উনত্রিশে অক্টোবর, রবিবার। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে হারবার্ট বলিল—“ক্যাপ্‌টেইন্! শোবার আগে বাইবেল্ থেকে খানিকটা পড়ে শুনান্ না?”

হার্ডিং বাইবেল্‌টি হাতে লইলেন। খুলিতে যাইবেন, এমন সময় পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—“ক্যাপটেইন্! আমার একটু কুসংস্কার আছে। আপনি বাইবেল্‌টা হঠাৎ একজায়গায় খুলে ফেলুন এবং সেই পাতায় প্রথম যা চোখে পড়্‌বে, তাই পড়ুন—দেখি আমাদের অবস্থার সঙ্গে কোন কথা মিলে যায় কি-না।”

হার্ডিং বাইবেল্‌টি হঠাৎ একজায়গায় খুলিয়াই পড়িলেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা পূর্ণ করেন; তাঁহাকে যে সন্ধান করে, সে তাঁহাকে পায়। ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্

ওরে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্—
চলে ফুর্ ফুর্ ফুর্,—
দোলে বন্-মাধবী—
দোলে শ্বেত-করবী,
আসে সৌরভ সুন্দর— ভুর্ ভুর্ ভুর্—
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

দোলে তুল্‌তুলে ফুল্‌কলি দুল্ দুল্ দুল্—
কাঁপে টল্‌টলে হিম-কণা টুল্ টুল্ টুল্—।
জাগে নীল্ পাখীটি
খোলে নীল্ আঁখিটি—;
আজি বুকে তার বেজে ওঠে সুর্, সুর্, সুর্,—
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

শোনো ভোম্‌রায় গান গায় গুন্ গুন্ গুন্—
হোলো মৌ-চুঁরে বৌ তার খুন্ খুন্ খুন্—।
চুষে মৌ-কলি কি
হোলো বুঁদ্ অলি কি ?

যত মৌমাছি মৌ-রসে চুর্ চুর্ চুর্।
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

বাজে ঝাউ ডালে ঝুম্ ঝুমি ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্;
ওরে কার্ চোখ্ ঢুল্ ঢুল্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ?
নীলা অপ্‌রাজিতার
ভাঙ্গে ঘুম্‌টি কি তার ?

ঝরে নাগ্-কেশরের রেণু ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

জ্বলে আশ্‌মানে লাল্ আলো জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্—
ওরে দেখ্‌বি তো আয় আয়, চল্ চল্ চল্—
তোরা ওঠ্‌না পাগল্
ঘরে খোল্‌না আগল্,

চল ঘর্ ছেড়ে যাই চলে দূর্ দূর্ দূর্
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্
ওরে ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।

শ্রীসুনীর্ম্মল বসু।

পাগলের কীর্ত্তি

সে ছিল দিনান্তের শেষ খেয়া। মাঝি মাল্লারা ছাড়া আর বড় কেউ ছিল না—ছিল দুটি যুবক, বোধ করি তারা এক সাথের পোড়ো হবে। একের হাতে এক খানা পুঁথি দেখে অন্যে তা কেড়ে নিয়ে পড়তে সুরু করলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার হাসি-খুসী মুখ খানা ঝরে পড়া ফুলের মত ম্লান হয়ে এল,—না ধীরে ধীরে

তাঁর চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। এই দেখে প্রথম যুবকটি বল্লে—"হাঁ ভাই এ তোর হল কি ? তুই যে সত্যি সত্যিই কাঁদ্‌তে সুরু কর্‌লি।"

যুবকটি চোখের জল একটু মুছে বল্লে—"হবে আর কি ছাই তবে বড় দুঃখ নিমাই ! আজ এতদিন আমরা এক সাথে পড়্‌ছি তোকে আমি, আর শুধু আমি কেন ?—সারা দেশটা যে পাগল বলেই জান্‌তো কিন্তু তোর যে এত জ্ঞান আর তুই যে এত ভাল লিখ্‌তে পারিস্ তা'ত কোন দিন আমরা স্বপ্নেও ভেবে উঠ্‌তে পারিনি"—বলেই যুবকটি চোখের জল মুছ্‌তে লাগ্‌লো।

এঁদের দুজনকেই তোমরা জান, প্রথমটি চৈতন্যদেব আর দ্বিতীয় যুবক বাঙ্‌লার সেই কাণাছেলে রঘুনাথ।

রঘুনাথ আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—"এর চাইতে সুখের বিষয় কি হতে পারে ? তবে কি জান, আমিও ন্যায়ের একখানা বই লিখেছি। কতদিন না খেয়ে না দেয়ে তার জটিল সমস্যার সমাধান করেছি। ন্যায় শাস্ত্রে আমার পুঁথির মত বই আর হয়নি। আমি মনে করেছিলাম এদিয়েই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাব, কিন্তু আজ আমার সে সুখ স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভাই, যদিও আমার পুঁতি আর সব ন্যায়ের শাস্ত্র চাইতে ভাল হয়েছে, কিন্তু তোমারটি যেমন সরল ও সুযুক্তিপূর্ণ হয়েছে, তাতে আমার বই খানা দেখে লোকে বাতুলের প্রলাপ বলেই উপেক্ষা কর্‌বে। আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, আজ আমার এত দিনের শিক্ষা সাধনা ও পরিশ্রম সকলই ব্যর্থ হয়ে গেল—এতদিনে আজ আমার সোণার-স্বপন ভেঙ্গে গেল।

চৈতন্যদেবের মনে বড় কষ্ট হল, আহা ! তাইত, তাঁর বই খানিইত যত অনর্থের গোড়া। এই বইখানা না থাক্‌লেত এক সাথের পড়ুয়া রঘুনাথের মনে আজ এত আঘাত লাগ্‌ত না।

"ওঃ ! তাই বল, তার জন্য এত দুঃখ করে লাভ কি ? এই অফল শাস্ত্রের আবার ভালমন্দই বা কি ?" বলেই চৈতন্য দেব রঘুনাথের হাত থেকে টেনে নিয়ে পুঁথি খানা গঙ্গায় ফেলে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুঁথিখানা গঙ্গার অতল সলিলে লীন হয়ে গেল। রঘুনাথ তো অবাক্ !

এইরূপে জগৎ একটা অমূল্য রত্ন থেকে বঞ্চিত হলো। রঘুনাথের লেখা সেই পুঁথি খানির নাম—দীধিতি। এরমত ন্যায়ের বই আর নেই, সুতরাং চৈতন্য-

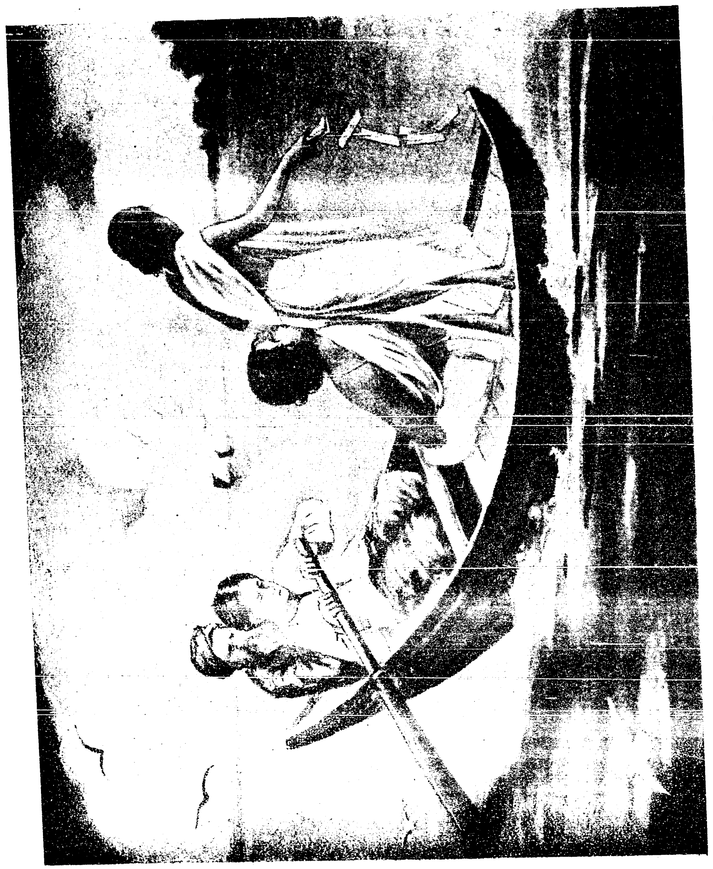

চৈতন্য দেব রঘুনাথের হাত থেকে টেনে নিয়ে পুঁথিখানা গঙ্গায় ফেলে দিলেন।

দেবের বইখানা—যার কাছে রঘুনাথের দীধিতি বাতুলের প্রলাপ বলে গণ্য হয়ে ছিল—তা' কত ভাল হয়ে ছিল সহজেই বুঝ্তে পার।

এই দীধিতির জন্যই রঘুনাথ অমর হয়ে আছেন। চৈতন্যদেব ইচ্ছা করলে নিজের বইয়ের দ্বারা অতুল কীর্ত্তি রেখে যেতে পারতেন কিন্তু বন্ধু বাৎসল্যের জন্য তিনি তা না করে, ত্যাগের দ্বারা সে কীর্ত্তিকে আরো গৌরব-মণ্ডিত করে গেছেন।

এই পাগ্লামিটাই ছিল তাঁর স্বভাব। এমন পাগ্লামি প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব ছাড়া যে-সে করতে পারে না।

এই সোণার বাঙলা ছাড়া জগতের কোথাও কেউ কোনদিন সমপাঠীর মন রাখ্বার জন্য এমন ত্যাগ করতে পারেনি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য ভূষণ।

সেকালে আর একালে

ভোর বেলা উঠে খবরের কাগজটি হাতে নিয়েই দেখ্লাম ইউরোপে মহা যুদ্ধ বেধেছে। কাল সবে লড়াই সুরু হ'লো আর আজ সকালেই তার খবর পেলাম! কত হাজার হাজার মাইল দূরের খবর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল! সারা পৃথিবীর টাট্কা-নূতন খবর রোজই খবরের কাগজে পাওয়া যায়। রাত্রে যে টেলিগ্রাম বিদেশ থেকে আসে, তার খবরও পরের দিনের কাগজেই পাওয়া যায়। বেতার টেলিগ্রাম আর রোটারি ছাপার-কলের দ্বারাই এই ব্যাপার সম্ভবপর হয়েছে।

একশত বৎসর আগের কথা একবার ভেবে দেখ তো। তখন এ সব কিছুই ছিল না। রোজ ডাকও আস্ত না, টেলিগ্রামও আস্ত না। রেল যা' ছিল ত'াও একালের তুলনায় ছেলেখেলা। টেলিগ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু তাও কেবল পরীক্ষার মত যন্ত্র ছিল। জাহাজ চল্ত বটে, কিন্তু তাও নিতান্ত আস্তেই। সেলাইয়ের কল ছিল না, মোটর ছিল না, টাইপরাইটার ছিল না। ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু, তাতে ছবি তোলায় এত সময় লাগ্ত, যে, সকলের পক্ষে

অতক্ষণ স্থির হ'য়ে বসাই অসম্ভব। প্রথম ক্যামেরার একখানি ছবি দিলাম। আজকাল ক্যামেরার সাহায্যে চলন্ত রেলের ছবি, খেলাধূলার ছবি, দৌড়ের ছবি সবই তোলা যায়। রঙ্গিন ছবি তোলারও প্লেট এবং ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে।

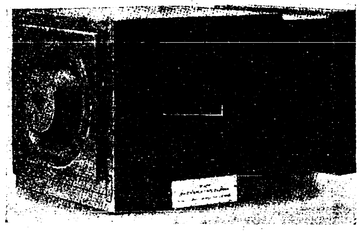

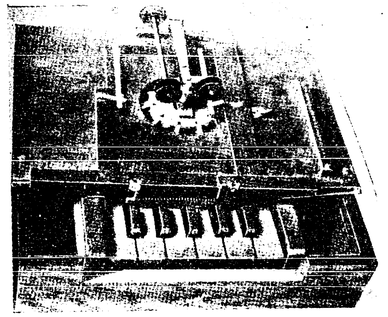

প্রথম টাইপরাইটারের একটা ছবি দিলাম। দেখ্‌তে এটা অনেকটা খেলার পিয়ানোর মত। হাতে লিখ্‌তে তার চেয়ে বেশী সময় লাগ্‌ত ;—কিন্তু, তবু তো কলের লেখা! আজকালের টাইপরাইটারের সাহায্যে হাতের লেখার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি লেখা যায়।

সে কালের ছাপাখানার কথা একবার ভেবে দেখ। ছোট্ট কাঠের প্রেস ; তা'তে ছোট কাগজ ছাপা হ'তো। একজন লোক একটা 'রোলার' নিয়ে, তা'তে কালী মাখিয়ে, হরফের উপরে কালী মাখিয়ে দিত ; তারপর একটি লোক ছাপার কাগজখানা হরপের উপর রেখে দিত, আর একজন চাপ দিয়ে ছাপা তুল্‌ত। এই ভাবে মিনিটে তিন চারখানার বেশী ছাপা সম্ভব হ'তো না। আর আজকাল, প্রকাণ্ড রোটারী প্রেসে ১৬, ২০ কি ২৪ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ একেবারে সবটা ছাপা হ'য়ে, কাটা হ'য়ে ভাঁজ হয়ে, প্রেস থেকে বেরিয়ে আসে, আর এই ছাপা ঘণ্টায় ২৫ হাজার পর্য্যন্ত হয়!

সেকালের আর একালের রেল, জাহাজ আর মোটরের কথা ভাব। ছবিগুলি দেখ্‌লেই তার ধারণা অনেকটা কর্‌তে পার্‌বে। সে কালের রেলের আগে একজন ঘোড়-সোয়ার রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্য যেতো! তা' থেকেই বুঝ্‌তে পার রেল কেমন বেগে চল্‌ত। জাহাজেরও অবস্থা তাই। শুধু কলের সাহায্যে যথেষ্ট বেগ

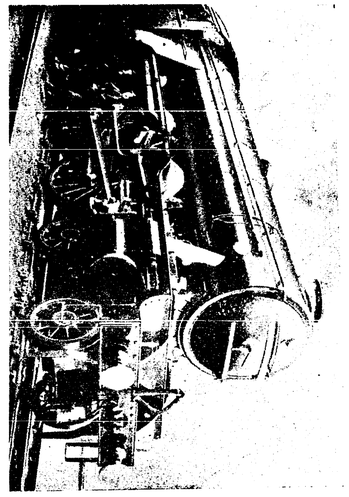

একালের এঞ্জিন—৩০।৩৫খানা বড় গাড়ী নিয়ে ঘণ্টায় ৬০।৬৫ মাইল যায়।

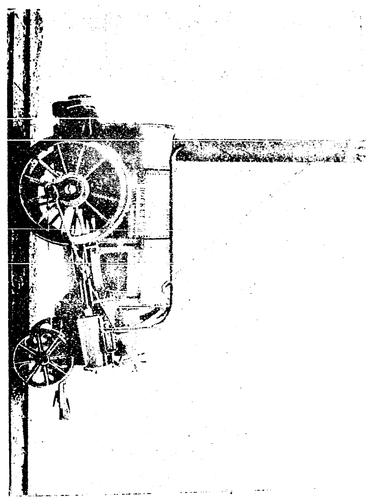

সেকালের এঞ্জিন—৪।৫খানা ছোট্ট গাড়ী নিয়ে ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল যেতো।

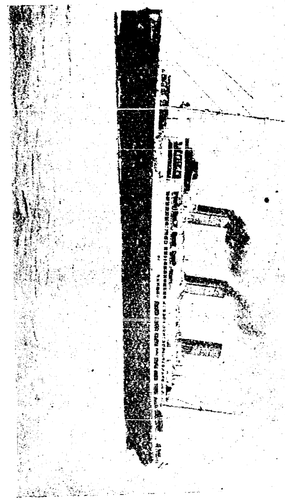

একালের জাহাজ—হাজার হাজার আরোহী নিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল যায়।

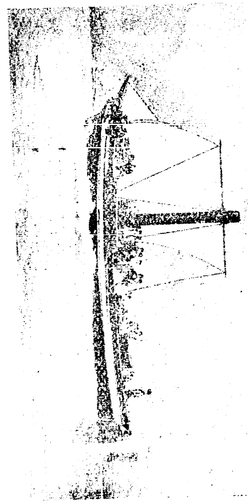

সেকালের জাহাজ—কয়েকটি আরোহী নিয়ে ঘণ্টায় ৬।৭ মাইল যেতো।

হ'তো না ব'লে পালেরও সাহায্য নেওয়ার দরকার হ'তো। মোটরও সেই রকমেরই ছিল। প্রথম মোটরটি দুইজন লোককে ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল বেগে বহু কষ্টে নিয়ে যেতে পার্‌ত! ভবিষ্যতে হয় তো এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে চ'ড়েই বেশীর ভাগ লোক জন চলাফেরা কর্‌বে; বেতার টেলিফোনে দেশ-বিদেশে যা'র তা'র সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌বে, টেলি গ্রাফে ছবি পাঠাবে; সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে সকলেই রঙ্গিন ছবি তুল্‌তে পার্‌বে আর সহরের কারখানার চিম্‌নীর আর উনুনের ধোঁয়া জন্মের মত শেষ হয়ে, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারাই সব কাজ হবে। তা' ছাড়া, মরুভূমিকে চাষ ক'রে তা'তে কত ফল,ফুল, তরকারী জন্মিয়ে বহু-লোকের খাবার ব্যবস্থা করা হবে। ওষুধের যেমন গুলি তৈরী হয়, হয় তো খাবার জিনিষেরও তেম্নি 'গুলি' তৈরী করা থাক্‌বে; দরকারের সময় পকেট থেকে 'খানা' বের ক'রে, জল মিশিয়ে খেলেই হয়। দেখা যাক্ কি হয়।

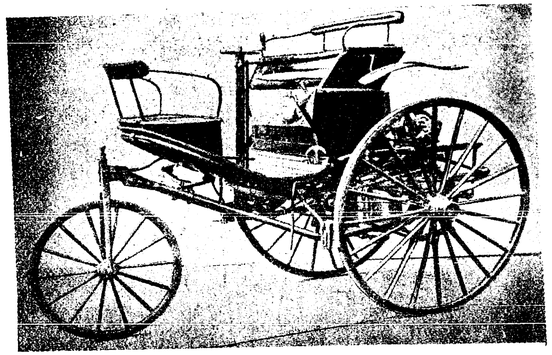

সে কালের মোটর গাড়ী—২টি আরোহী নিয়ে বহু কষ্টে ঘণ্টায় ৩।৪ মাইল যেতো।

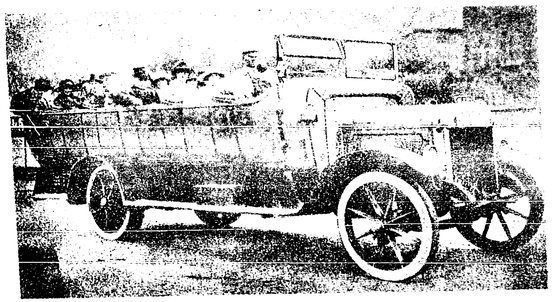

একালের মোটর গাড়ী প্রায় ২০।২৪ জন আরোহী নিয়ে ঘণ্টায় ২০।২৫ মাইল যায়।

ছোট ও বড়

(ছোট)

আমরা সকালে উঠি মাঠে চলি যাই—
ধূলা মাটী গায়ে মাখি খেলাই বেড়াই।
গরু বাছুরের যত্ন করি মন দিয়া—
পাখী সনে গান গাই পুলকিত হিয়া।
বাড়ী এসে মোটাভাত খুসী হয়ে খাই,
দুপুরে রোদেরে মোরা কভু না ডরাই।
সাথী সনে কাড়াকাড়ি মারামারি করি,
বন্ধুরে আবার সাধি পায়ে তার ধরি।
রাখালী পীরিত কিগো কাচের বাসন?
এই কিলা কিলি, এই মিতালি দুজন।

গুলেল্ লাঠির খেলা, যত্ন করি শিখি,—
সখ করে কেহ কেহ কভু পড়ি লিখি।
রোদ বৃষ্টি সাপ বাঘ কারে না ডরাই—
এমনি করিয়া মোরা কাজ করে যাই।
মাতা পিতা বড় ভাই দেবতা সমান,
নাহি জানি মন্দ কথা ভেদ বুদ্ধি জ্ঞান।
আমরা রাখাল শিশু রাখালিয়া মতি
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি করি তাঁরে নতি।
বাবুয়ানা দেখি মোরা সাত হাত সরি
অচেনা জিনিষ দেখি দণ্ডবৎ করি।

বিদেশী খেলনা, সাজে নাহি প্রয়োজন,
বেঁচে থাক্ লক্ষ বর্ষ দেশী শিল্পী গণ।
পয়সা খরচ করি তেল নুন মাছে,
আর প্রায় সবি কিন্তু ঘরে ঘরে আছে।

উঠানে সূতার গাছ ঘরে তাঁত চলে,
দিদি মা ওষুধ দেন, তাতে ফল ফলে।
বাহিরের আড়ম্বর কিছু নাহি চাই,
মা বাবার হাসি মুখ দেখি সর্ব্বদাই।
আমরা রাখাল শিশু ঘৃণিত ইতর,
তাও ভাল সদানন্দ মোদের অন্তর।
ঈশ্বরের পায় করি কোটী নমস্কার,
রাখোয়াল জন্ম যেন পাই শতবার।

(বড়)

দু'দণ্ড বেলায় ভাঙে ঘুম আমাদের,
ধমকেতে ভীতি প্রাণে রাখি চাকরের।
'মুড়ি ভাত ননী ছানা'—লাজে মরে যাই,
চা' বিস্কুট কাট্‌লেট্ প্রাতরাশে খাই।
গলাটি ঢাকিয়া রাখি মাফ্‌লার দিয়া,
হাত পা মোজায় ঢাকি ঠাণ্ডার লাগিয়া।
চক্ষু ঢাকি চশমায় টুপী দেই মাথে—
বিলাতী কুকুর চলে বেড়াবার সাথে।
মিহি ধুতি জামা পরি, সিগারেট শিখি,
মেকলে, টমাস নাম কাগজেতে লিখি।
ননীর পুতুল মোরা মলায় কাতর,
পিয়ানোতে তান ধরি—পাড়াটী ফাঁপর!
বাপ মা ভাইকে মানি, খাতিরে টাকার,
আমরা স্বাধীন চেতা কলি কুলাঙ্গার।
দেবতা অতিথি সব ঘৃণিত সংস্কার,
দান, দয়া, সেবা নীতি ছিল মান্ধাতার।
বিদেশী সভ্যতা চাই—বিদেশী আচার,
মূর্খ ভারতের নীতি আশ্রয় চাষার।

বিদেশী জিনিষ কিনি ঘটি বাঁধা দিয়া,
বৃথা আড়ম্বর করি সকলে মিলিয়া।
জানিনা যে সব কথা সেই সব বলি,
যে পথে চলিতে মানা সেই পথে চলি।
কলির বঙ্গের ছেলে ভদ্র মহাশয়,
দিন রাত করি মোরা সৃষ্টি ও প্রলয়।
আমরা করিব সবে ভারত উদ্ধার,
কলমের চোটে হবে জয় জয়কার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গাছের দেহ

চারা গাছ গুলি এতদিনে বেশ বড় হয়েছে—তাদের ভাঁড় থেকে তুলে বাগানে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। একদিন মা একটি গাছ সাবধানে খুঁড়ে তুলে এনে বল্লেন, "গাছেদের যে প্রাণ আছে, তারা খায় দায়, নিশ্বাস নেয়, একথা যখন জান্‌লে, তখন কি করে যে তারা এসব করে তা ও শুন্‌তে তোমাদের ভাল লাগ্‌বে। আজ তা' হ'লে গাছের শরীরের বিষয়ে কিছু বলি শোন—

"প্রথমে, এই আস্ত গাছটা দেখ—হাত, পা, নাক, মুখ, মাথা, পেট কিছুই তো এর দেখা যায়না, অথচ এর প্রত্যেক অংশেরই কিছু নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে—কোন্ অংশের কি কাজ, তাই দেখা যাক্।

"বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়েই শিকড়টা আপনি মাটির নীচে যায়, আর কাণ্ড বা গুঁড়িটা আপনিই উপর দিকে ওঠে—এই সময়ে যদি বীজটাকে উল্টিয়ে শিকড় উঁচু দিকে গুঁড়ি নীচু দিকে করে দাও, তবু আবার ঘুরে শিকড় নীচে যাবে ও গুঁড়ি উপর দিকে উঠ্‌বে। মাটির উপরে কাণ্ড যেমন আলো-বাতাসের মধ্যে ডাল পাতা মেলে দেয়, মাটির নীচে শিকড়ও তেমনি জল ও খাদ্যের খোঁজে ডাল পালা ছড়িয়ে দেয়। শিকড় দিয়ে গাছের যেন পা আর মুখ

দুইয়ের কাজই হয়—শিকড় দিয়ে আঁকড়িয়ে গাছ মাটিতে খাড়া থাকে, আর শিকড় দিয়ে চুষে মাটির রস খায়। শিকড়ের গায়ে চুলের চেয়েও সরু সরু রোঁয়া থাকে, সেই গুলি দিয়েই শিকড় রস টানতে পারে।

"কাণ্ডটা হ'ল যেন গাছের গা—সূর্য্যের আলো ও বাতাস না হলে গাছের চলেনা, তাই কাণ্ড সর্ব্বদা উপর দিকে ওঠে, যাতে আলো হাওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। লতা গাছও কাছে যা অবলম্বন পায় তাই বেয়েই উপরে ওঠে। কোনো গাছ যদি অন্ধকারে পড়ে, তো আপনি বেঁকে আলোর দিকে ঝুঁকে যায়। খোলা জায়গাতে বড় বড় গাছ অনেকখানি ডাল পালা ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু যেখানে খুব ঘেঁসাঘেঁসি অনেক গাছ থাকে, সেখানে তো ডাল ছড়াবার বেশী সুবিধা হয়না—তখন কাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে উঠে সে অভাব পুষিয়ে নেয়।

"আমাদের গা-টা যেন খোলের মত, শ্বাসযন্ত্র, পাকযন্ত্র সব তার ভিতরে পোরা থাকে—কিন্তু গাছের শ্বাসযন্ত্র, পাকযন্ত্র থাকে বাইরে, পাতার মধ্যে!

"আমাদের শরীর যেমন চাম্‌ড়ায় ঢাকা, গাছের ও তেমনি ছাল থাকে; আমাদের শরীরে যেমন শিরায় শিরায় রক্ত চলে, গাছের শরীরেও কতকটা তেমনি করেই, রসবাহী নলের ভিতর দিয়ে রস চলে; আমাদের শরীরের মধ্যে একটা হাড়ের কাঠাম বা কঙ্কাল আছে, তার জোরেই আমরা চল্‌তে, ফির্‌তে, বস্‌তে, দাঁড়াতে পারি—গাছের শরীরের মধ্যে ও একটা কঙ্কাল আছে। ডাঁটা চিবিয়ে আমরা যে ছিব্‌ড়ে ফেলি, ঝিঙ্গের জাল দিয়ে গা ঘসি, গাছতলা থেকে যে জালের মত পাতা তোমরা 'লেসের পাতা' বলে কুড়িয়ে আনো, সেগুলো আর কিছু নয়—গাছের কঙ্কাল! আমাদের শরীরে যেমন হাড় সবচেয়ে মজবুত অংশ বলে সহজে নষ্ট হয় না, গাছের এই কঠিন অংশটুকুও তেমনি সহজে নষ্ট হয় না। এই কঙ্কালের জন্যই গাছ মজবুত হয়—গাছ যত বড় ও শক্ত হতে থাকে, তার কঠিন অংশও তত বাড়তে থাকে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি তো এই কঠিন অংশেই প্রায় ভরা থাকে—তাকেই আমরা কাঠ বলি।

"পাতার মধ্যে গাছের চোখ বল, নাক বল, মুখ বল, পাকযন্ত্র বল, শ্বাসযন্ত্র বল, সবই আছে! পাতা দিয়ে খায়, পাতার মধ্যে হজম করে, পাতা দিয়ে নিশ্বাস নেয়, পাতা দিয়ে দেখে!

"গাছের গায়ে অনেক সময়ে কাঁটা কিম্বা রোঁয়া থাকে; জন্তুর কিম্বা পোকা

মাকড়ের গায়ে কাঁটা ও রোঁয়া যা কাজ করে, গাছেরও সেই কাজই হয়—অর্থাৎ জন্তু ও পোকামাকড়ের হাত থেকে এবং শীতের উৎপাৎ থেকে আত্মরক্ষা হয়।

"গাছ বড় হলে তাতে ফুল ফল হয়। ফুল ফল যে কেবল গাছের শোভার জন্য আর আমাদের আনন্দ দিবার জন্য হয়, তা ভেবোনা, ফুল ফল দিয়া গাছের খুব দরকারী কাজ হয়—ফুল থেকে ফল হয়, ফলের বীচি থেকে আবার নূতন গাছ হয়, এই রকম করে ফুল ফলের ভিতর দিয়েই গাছের বংশ বিস্তার হয়। সাধারণ ফুলে দুই রকম জিনিষ থাকে—পাপ্‌ড়ি আর কেশর। পাপ্‌ড়ি আবার দুই রকম থাকে—ছদ্ ও দল। সবুজ কিম্বা কচি পাতার রঙ্গের কয়টি পাপ্‌ড়ি দিয়ে যে কুঁড়ি হয়, সেই পাপ্‌ড়িগুলিকে ছদ্ বলে। কুঁড়ি ফুট্‌বার সময় ছদের মুখ খুলে গিয়ে আসল পাপ্‌ড়ি বা দল বেরিয়ে পড়ে। দলগুলি বড় কোমল, তাই কচি বেলায় তাদের রক্ষা কর্‌বার জন্য ছদের ঢাক্‌নি থাকে। পাপ্‌ড়ির ভিতরে কতগুলি শুঁড়ের মত কেশর থাকে, তা তোমরা সকলেই দেখেছ। কেশর আবার দু রকম থাকে—রেণু-কেশর, আর বীজ-কেশর। কয়েকটি কেশরের আগায় ছোট্ট ছোট্ট থলির মধ্যে রেণু থাকে, তারাই হ'ল রেণু-কেশর, আর মাঝ্‌খানে একটি কেশর থাকে তাতে রেণু থাকে না, কিন্তু তার গোড়ার দিক্‌টা একটু মোটা থাকে, আর এই মোটা জায়গাটার ভিতরে ভবিষ্যতের বীজ থাকে—তাই এটাকে বীজ-কেশর বলে। অনেক ফুলে এই দুই রকমের কেশরই থাকে, আবার অনেক ফুল আছে তাদের কতগুলির মধ্যে শুধু রেণু-কেশর থাকে আর কতগুলির মধ্যে শুধু বীজ-কেশর থাকে—যেমন লাউ কুম্‌ড়োর ফুল, পেঁপে ফুল। এক ফুলেই থাক্ আর ভিন্ন ফুলেই থাক্, এই দুই রকম কেশর নাহলে গাছের কাজ চলে না। বীজ কেশরটি থেকেই ভবিষ্যতে বীজ হয়, কিন্তু রেণুকেশর থেকে রেণু পেলে তবেই সে বীজ প্রাণ পায়। কাজেই রেণু-কেশর থেকে বীজ কেশরে রেণু যাওয়াই চাই। কতক রেণু তো হাওয়ায়

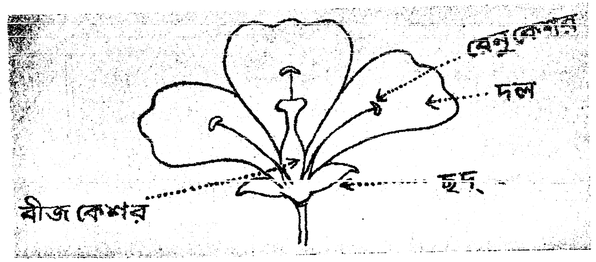

উড়ে যায়, আর কতক কেমন করে যায় জান? ফুলের মধুর লোভে যখন মৌমাছি প্রজাপতিরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের গায়ে পায়ে রেণু লেগে যায় আবার যখন বীজকেশরে বসে তখন সেই রেণু বীজকেশরে লেগে যায়। ফুলেরা যেমন মৌমাছি প্রজাপতিদের মধু খেতে দেয়, তেমনি তাদের দিয়ে কেমন কাজ করিয়ে নেয়, দেখেছ? ফুলের যে নানারকম সুগন্ধ আর নানারঙ্গের বাহারে পাপ্‌ড়ি,

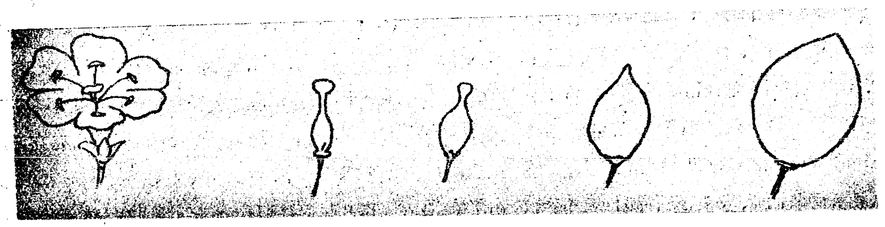

তাতেই এই সব পোকাদের আকর্ষণ করে আনে। পাপ্‌ড়ি ও রেণু-কেশরের কাজ হয়ে গেলে তারা ঝরে পড়ে, কিন্তু বীজ-কেশরটি থেকে যায়—সেটি ক্রমে বড় ও মোটা হতে হতে শেষে ফল হয়ে দাঁড়ায়।

"তাহ'লে দেখ, গাছের প্রত্যেক অংশেরই কিছু নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে। এই কাজ কর্‌বার জন্য, আশ্চর্য্য উপযোগী ভাবে প্রত্যেক অংশের গঠন করা হয়েছে। সে এত সূক্ষ্ম কারিকুরী যে, শুধু চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়ে কেমন দেখায়, তারই ছবি আজ তোমাদের দেখাবো।

"লক্ষ লক্ষ ইঁট গেঁথে যেমন ঘর বাড়ি হয়, তেমনি অসংখ্য ছোট ছোট কোষ গেঁথে আমাদের শরীর তৈরী হয়েছে। কোষগুলি এত ছোট যে, শুধু চোখে বোঝা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে বেশ বোঝা যায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় যে, গাছের শরীরও ঐ রকম কোষ গেঁথে তৈরী।

"গাছের শিকড়ের ডগাটি অণুবীক্ষণে কেমন দেখাচ্ছে দেখ! মৌচাকের মতন খোপ খোপ কাটা! একএকটা খোপ হচ্ছে একএকটা কোষ। বাইরের এক স্তর কোষ হ'ল শিকড়ের চাম্‌ড়া বা ছাল (ক); চাম্‌ড়া ভেদ করে যে সরু সরু নলের মত বেরিয়েছে (খ) সেগুলি হচ্ছে শিকড়ের গায়ের সূক্ষ্ম লোম—এই

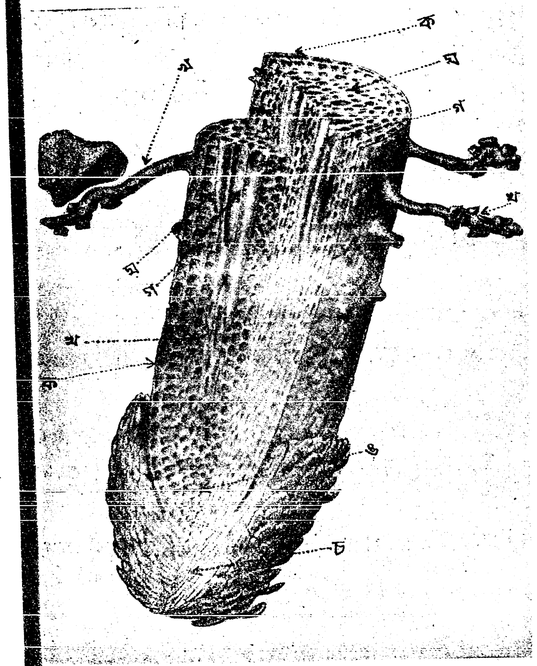

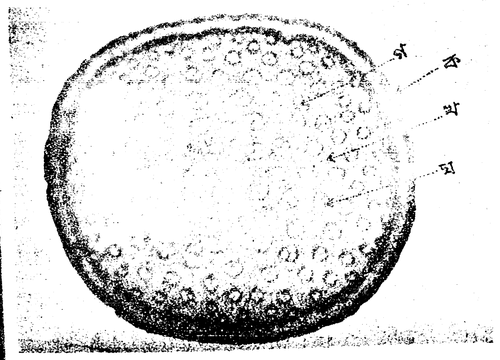

দিয়েই শিকড় মাটির রস টানে। (গ) সরু নলের মত যে দেখ্‌ছ এগুলি হচ্ছে রসবাহী নল বা শিরা—এর ভিতর দিয়ে রস যায়; (ঘ) এগুলি হচ্ছে খাদ্যবাহী কোষ—এই কোষগুলির ভিতর দিয়ে খাবার সরবরাহ হয়; (ঙ) এটা হচ্ছে শিকড়ের ডগা—এই অংশটি ভারি কোমল, তাই এটিকে রক্ষা কর্‌বার জন্য কেমন টুপীর মত একটা কোষের ঢাক্‌নি (চ) রয়েছে দেখ!

"গাছের গুঁড়ির মধ্যেও ঐ রকম ছাল, খাদ্যবাহী কোষ, ও রসবাহী নল থাকে—শিকড় থেকে ঐ নলের মধ্যে দিয়ে পাতায় রস যায়, আবার পাতার মধ্যে যে খাবার হজম হয়, তার সার ভাগ-টুকু খাদ্যবাহী কোষের ভিতর দিয়ে চার্‌দিকে সরবরাহ হয়। কচি গাছের কাণ্ড থেকে, পাত্‌লা একটা চাকা বা স্লাইস কেটে অণুবীক্ষণে দেখ্‌লে কেমন দেখায় দেখ—শিকড়টা লম্বালম্বী কাটা হয়েছিল, এটা আড় ভাবে কাটা হয়েছে—(ক) ছাল (খ) খাদ্যবাহী কোষ (গ) রসবাহী নল (ঘ) কঙ্কাল। রস-বাহী নলের চার্

পাশের কতগুলি কোষের দেওয়াল পুরু হয়ে এই কঠিন অংশ বা ছিব্‌ড়ার সৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

আচ্ছা জব্দ

১

ডিগ্‌বাজী খাঁ ডোবায় জল খেতে এসে দেখে, কাদাখোঁচা পাখীরা ডোবার জল বিল্‌কুল নোংরা আর কাদা করে দিয়েছে।

ডিগ্‌বাজী খাঁ রাগ ক'রে বল্লে—"তোদের কি আক্কেল গা? ভদ্রলোকেরা জল খাবে আর তোরা কিনা সব জল নোংরা আর কাদা ক'রে দিলি? সারাদিন কাদা ঘেঁটে তোদের বুদ্ধিটাও তেম্‌নি হয়েছে।"

এই কথায় কাদাখোঁচা পাখীরা শেয়ালকে গরম গরম আচ্ছা বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিল।

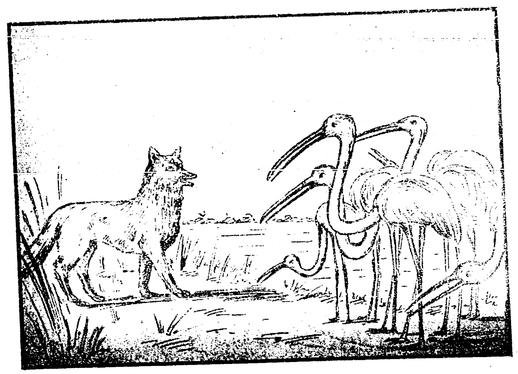

সারস পাখীরা পাশেই ছিল; ঝগড়ার ফাঁক পেলে তাদের তো পোয়া বারো;—শুধু একটা 'অছিলা' চাই।—চেঁচামেচিতেও তাদের সঙ্গে কেউ বড় পেরে উঠে না। তারা সবাই তখন এক সঙ্গে চেঁ চি য়ে ব ল্লে—"জানোয়ার আবার ভদ্রলোক নাকি? ছোট জাতের স্পর্দ্ধা দেখ না! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

বাচ্চু (ওয়াক্ পাখী) উপর থেকে মাথা নেড়ে বল্লে—"হক্ কথা, হক্ কথা।" হাড়িচাঁচা পাখীটা দূর থেকে শুনে হি হি ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

২

ডিগ্‌বাজী খাঁ গাল খেয়ে মুখ লাল ক'রে বাড়ী ফিরে এল। সে সারস, বাচ্চু ও হাড়িচাঁচার কথাগুলি বনের সবাইকে বলে বেড়ালো।

সকলে একবাক্যে বল্লে—"কি! জানোয়ারদের নিয়ে ঠাট্টা আর গালাগালি? জানোয়ার হয়ে আমরা এই অপমান কিছুতেই 'বরদাস্ত' কর্‌বো না।"

তখন সকলে পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল, কি করে এই পাখীদের আচ্ছা রকম জব্দ করা যায়। সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, জিরাফ, চিতাবাঘ, হাতী, জলহাতী (হিপ্‌-পপটেমাস), নেক্‌ড়ে, শেয়াল সবাই মিলে একটা মস্ত সভা কর্‌ল। বানর সভাপতি হয়ে গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে বস্‌ল। সকল জন্তুদের সলা পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল। খেক্‌শেয়াল বুদ্ধিমান প্রাণী; গা হাত পা ঝেড়ে সে দাঁড়িয়ে বল্লে—"এস, সবাই মিলে লড়াই ক'রে পাখীগুলিকে আচ্ছা রকম জব্দ করি।"

বাঘ ও সিংহ এ কথায় সায় দিল। কাজেই অন্য জন্তুরাও তাতেই সম্মতি জানালো। তখন সভায় ঠিক হল, পাখীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সঙ্গত।

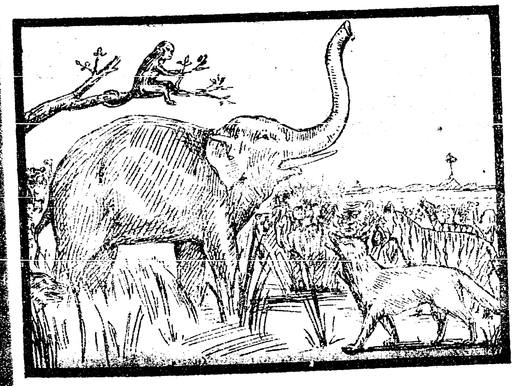

ডিগ্‌বাজী খাঁ বল্লে—"কে কি কাজের ভার নিবে, তা' এই সভায়ই এখন স্থির হয়ে যাক্।"

হাতী দাঁড়িয়ে শুঁড় উঁচু করে বল্লে—"আমি এই যুদ্ধের রসদ যোগাব। জল আর খাওয়া-দাওয়ার ভার আমার উপর রইল।"

ভালুক বল্লে—"আমি গাছের ডালে চড়ে কোথায় শত্রুরা লুকিয়ে আছে, সেই খবর ব'লে দিব।"

গণ্ডার বল্লে—"আমি শত্রুদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ঢালের মত থেকে গোলাগুলি আট্‌কাবো।"

চিতা বাঘ বল্লে—"আমি জয়ঢাক ঘাড়ে করে নেবো।"

জিরাফ বল্লে—"আমি বরং নাথা নেড়ে সেটা বাজাবো।"

সজারু আর খরগোস বল্লে—"আমরা ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে আস্‌বো।"

জলহস্তী বল্ল—"আমার এই মস্ত হা'য়ের ভিতর দশ বিশ গণ্ডা পাখী এক্‌বারেই ভরে নিতে পার্‌বো।"

নেক্‌ড়ে গলা হাঁক্‌ড়ে বল্লে—"আমরা তীর যোগাব।"

এখন যুদ্ধ কর্‌বার বাকি রইল একমাত্র সিংহ আর বাঘ।

দুজনেই ঠিক কর্‌লো, তারা তীর ধনুক মেরে পাখী শিকার কর্‌বে।

ডিগ্‌বাজী খাঁ সবাইকে সাহস দেখিয়ে বল্ল—"আমি সাম্‌নে থেকে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমি লেজ উঁচু করে সকলের সাম্‌নে থাক্‌বো। আমার এই নিশান যতক্ষণ খাড়া থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমরা সকলে খুব লড়বে; লেজ নীচু হলেই বুঝ্‌বে এখন সকলকে তাড়াতাড়ি পিছনে পালাতে হবে।"

সকলে কিছুক্ষণ পাতালি আর দাপাদাপি ক'রে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিল।

সভা ভঙ্গ করে সবাই বাড়ী গেল।

৩

মাছি সভার এই খবরটা বোঁ করে পাখীদের কাছে এসে বলে গেল। এই খবর পেয়ে পাখীরা ব্যস্ত হোল বটে, কিন্তু এরা ঠিক জান্‌তো, জন্তুদের কারু ওড়্‌বার ক্ষমতা নেই।

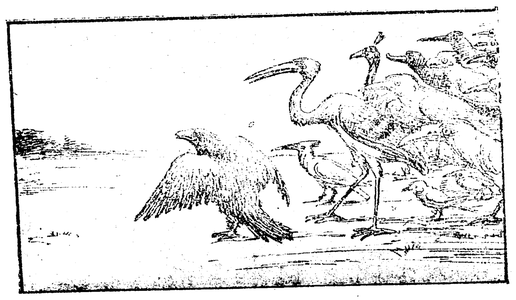

এদিকে কাক, চিল, ময়ূর, সারস, বাজ, কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, কাঠ ঠোক্‌রা সবাই মিলে একটা সভা হোল।

কিছুদিন বাদে দুই দলই নিজেদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোল।

বক বল্লে—"যুদ্ধে হার-জিৎ কি হয়, বলাতো যায় না। বরং একটা বুদ্ধি খাটিয়ে দেখা যাক্।"

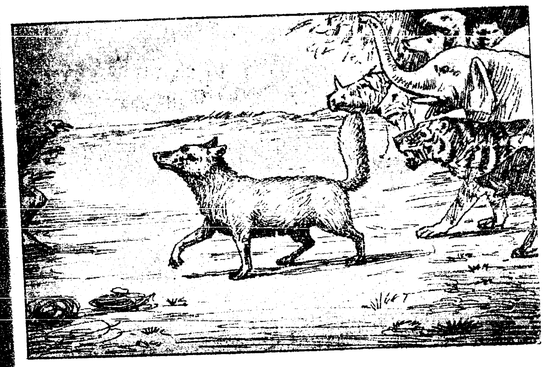

কাকেরা 'কা—কা' করে চেঁচিয়ে বল্লে,—বেশতো—বেশতো।

বক বল্লে,—"তা হলে ভীমরুল ভায়াকে এই খবরটা দিলে হয়?"

ফড়িং অমনি ভীম্‌রুল ভায়াকে খবর দিতে ছুট্‌লো।

ভীমরুল এসেই জিজ্ঞেস কর্‌লো—"আমায় কি কর্‌তে হবে বলতো?"

বক বল্লে—"তুমি বোঁ করে গিয়ে শেয়ালের লেজ জোরে কাম্‌ড়ে দিবে।"

৪

ডিগ্‌বাজী খাঁ সবাইকে নিয়ে হৈ হৈ ক'রে যুদ্ধে রওনা হোল।

পিছনে তার লেজখানা উপরের দিকে সোজা হয়েই আছে। যুদ্ধের গোড়াতেই ভীমরুল বোঁ ক'রে গিয়ে ডিগ্‌বাজী খাঁর লেজে জোরে হুল ফুটিয়ে দিলে। ভীমরুলের হুল তো বড় সহজ নয়, তাতে দুদিন সে হুল খানা পাথরে ধার দিয়ে এনেছে। হুল ফুট্‌তেই শেয়াল বোঁ ক'রে লেজখানা নাবিয়ে মাটিতে ঘস্‌তে লাগ্‌লো।

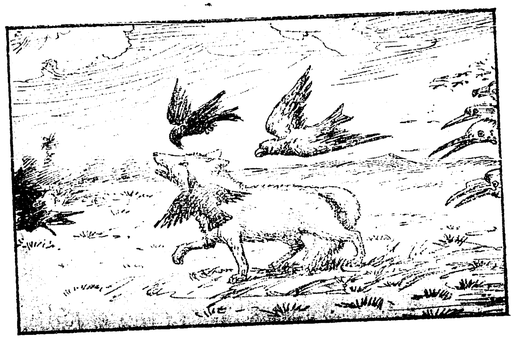

ডিগ্‌বাজী খাঁর লেজের দিকে তাকিয়ে অন্য জন্তুরা বুঝ্‌লো, এবার বুঝি তাদের শক্ত হার হয়েছে। অম্‌নি সকল জন্তুই পিছন ফিরে ভোঁ দৌড়।

৫

ডিগ্‌বাজী খাঁ পিছন ফিরে যত ডাকে, অন্যেরা ততই জোরে ছুট্‌তে থাকে। সবাই এক সঙ্গে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো।

ডিগ্‌বাজী খাঁ তখন একলা ভারি বিপদে পড়লো। কাক আর চিল উড়ে এসে ডিগ্‌বাজী খাঁকে বেজায় ঠোক্‌ড়াতে সুরু কর্‌লো।

শেয়াল "ক্যায়া হুয়া ক্যায়া হুয়া" বলে যতই ছুটে পালায় কাকগুলি ততই তার পিছনে তাড়া করে।

বেগতিক দেখে ডিগ্‌বাজী খাঁ এক গর্ত্তের ভিতর ঢুকে পড়লো। আজ যে তার প্রাণ বেঁচেছে—এই-ই ঢের। আর মনে মনে ভাব্‌লো—আচ্ছা জব্দটাই হোলেম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

কাল বৈশাখী

বসন্ত কালেই বাংলাদেশে ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হইতে থাকে। দক্ষিণে বাতাসে সমুদ্রের বাষ্পরাশি উড়িয়া আসে, আর বাংলার যত তৃণ লতা, গাছ পালার নূতন কচি পাতা গুলি আকাশে বাষ্প ছড়াইয়া মেঘের গায়ে জোর দিয়া দেয়। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পার হইলেই দেখা যায়—বিকাল বেলায়—

"সাজিয়াছে বায়ুকোণে মেঘভয়ঙ্কর,
ক্রোধভরে রাহু যেন গ্রাসিছে অম্বর।"

কালো মেঘ বেশীর ভাগ ঐ বায়ু কোণেই সাজে। উত্তরেও কোন কোন দিন সাজিতে দেখা যায়। কোনো দিন বা নৈঋত কোণেও মেঘের ঘটা হয়।

মেঘ সাজিলেই—আকাশে বলাকা মালা উড়িয়া চলিল। বলাকা কারে বলে তা অবিশ্যি জান। বককে বলে বলাকা। বকের সারি দেখিলেই বোঝা গেল ঝড়ের বেশী বিলম্ব নাই। চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ বিজলীর রেখা দূরে দূরে দেখা যায়। গুড়্ গুড়্—ধীরে ধীরে মেঘ ডাকে। বাতাস বন্ধ হইলেই জানা গেল ভীষণ ঝড় আসিতেছে। গাছেরা মুখ কালো করিল—তাহাদের সারা গায়ে যেন একটা ভয় বিষাদের ছায়া পড়িয়া যায়। লতাগুলি যেন একটা বিপদের আশঙ্কায় বড়

মলিন ভাবে গাছকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরে—মাঠের গরু বাছুর ব্যস্ত হইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া বাড়ীর দিকে আসিতে চাহে—আর হাম্বা রবে ডাকিয়া বলে—ও মা—আমায় শীগ্‌গীর নে। ছেলে বৌ বুড়া বুড়ি সবাই ব্যস্ত সবাই ভীত। মাঠে মাঠে হাওরে হাওরে—বোর ক্ষেতে শিলারির শিঙা বাজিয়া উঠে—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—পাড়ায় শাঁখ, ঝাঁঝরি বাজিল—চারিদিকে হুলুস্থুল। শিলারের বৌ ঝিরা উঠানে ত্রিশূল পুতিয়া—এলো চুলে তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া মন্ত্র পড়িল। তার অর্থ—মাঠের উপর যেন শিলাপাত হয় না। দেবতার মেঘ উড়িয়া যাউক। দেশের মানুষ খাইয়া বাঁচুক। তাহার স্বামী মেঘ তাড়াইয়া দিয়া বিজয়ী হইয়া ঘরে আসুক—সে তাহার জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিবে—ঠাণ্ডা জল রাখিবে—সুপারি পান সাজাইয়া রাখিবে।

ঝড় ছুটিল। ঘড়্ ঘড় ঘড়্—গুম্ গুম্ ঠাস্ ঠাস্—মেঘধ্বনি, ঝিক্ মিক্ বিজলী চমক—শোঁ শোঁ—শন্ শন্—বাতাসের ফোঁস্ ফোঁসানি, আর গম্ গম্ ছম্ ছম্—দেশ জোড়া একটা অস্ফুট ধ্বনি—। পাখীর কলরব, মানুষের হৈ-চৈ, গাছ পালার মড়্ মড়্—একটা প্রলয় কাণ্ড! নিমিষে সৃষ্টি তোল পাড়—গাছ ভাঙ্গে, ঘর দুয়ার পড়ে, লতা ছিঁড়ে—মানুষ পশু—নিরাশ্রয়!

বাংলার ঝড়ের নাম নিশান আছে, পরিচয় আছে। আমার ঠাকুরদা ঝড়ের নাড়ীনক্ষত্র চিনেন। মেঘ দেখিয়া বলেন—আজ অমুক ঝড় আসিবে—তার এই ফল। সত্যি সত্যিই সেই ঝড় কিনা জানি না। তবে ঝড়ের নাম বাংলায় বেশ পরিচিত।

ঝড়ের দেবী তাঁরা দুইটী বোন্। খোঁড়ী আর ভেঙ্গুরী। তারা দুইজনই বৈশাখ মাসে একটী বার বাপের বাড়ী যায়। বায়রা কি তেয়রা (১২।১৩) তাদের যাত্রার দিন। অত বড় রাণী কাজেই বড় মানুষী ঠাট চাইত? তাই আগে হইতেই তাহার জিনিষ পত্র লটবহর রওনা করিয়া দিতে হয়। এখনো অনেক বড় লোকের সরঞ্জাম ঢের আগে 'বুক্' করা হয়।

খোঁড়ী ভেঙ্গুরীর লোক লস্কর যায়, নহিলে মর্য্যাদা থাকে না—লোকে জানে না। সকলের আগে যায় পাইক পেয়াদা দুই ভাই ঢেকুরী মুখুরী—তারা জবরদস্ত জোয়ান, (বোধ হয়, কালো চেহারা, মাথায় বাব্‌রী ছাঁটা চুল, গাল পাট্টা, মাল কোঁচা মারা ভোজপুরীর মতন) তখনই জানা গেল ঝড়ের সুরু হইল।

তারপর গেল দাসী দুটা 'খাকুনী—বাঘুনী'। এদের দাপটে—বাংলা থর্ থর্—গাছ পালা পড়্ পড়্—দুনিয়া থাকে কি যায়। এরা রাণীর দাসী।

এরপর গেল রাণীদের সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির বাক্স পেটারা "ঝাইল, ঝাঁপা," তারপর তেল সিঁন্দুর গেল। অতঃপর রাণীদের খাস চাকর "রাঁড়ীর পুত্ ভূত্রা" যাত্রা করিল। একে বিধবার ছেলে, তার উপর এতবড় রাণীর খাস খানসামা, তার দাপটে সৃষ্টি ওলট পালট—! কি হয়, কি হয়।

ক্রমে বৈশাখ মাসের বায়রা তেয়রা আসিল। বাংলার মানুষ—গরীব ধনীর থর থরি কাঁপ—। (১) খোঁড়ী ভেঙ্গুরী যাইবেন। ঝড়ের দাপটে দেওয়ার ডাকে বাংলা টলমল। ঘরের ভিতর কাঁপিতে কাঁপিতে বাংলার বৌরা, শাশুড়ীরা জোর গলায় কহিতেছেন—

"আঁইঠা পাতের ছাউনী
ভেরেণ্ডার ঠুনি।
এই ঘরে তোর ভাগ্নে বৌ
ছুঁস্‌নি ছুঁস্‌নি॥ (২)

পবনের পুত্র হনুমান্‌জী, হনুমান্‌জীর দেবতা রামচন্দ্রজী। বটুক ভৈরব্ প্রভৃতির দোহাই পড়ে। উঠানে পিঁড়ি ফেলিয়া দিয়া ঝড়কে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করা হয়। আর ঝড়ের মাঝে যে অঝর [অপদেবতা] ভর করিয়া আসে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। শঙ্খধ্বনি করা হয়। ইত্যাদি—

---

(১) খোঁড়ী—খোঁড়া স্ত্রীলোক।
(২) ভেঙ্গুরী—যাহার পা বাঁকা বাঁকা হইয়া চলে।
এ দেশে একটা প্রবাদ আছে—

"কাণ (কাণা), খোঁড়া ভেঙ্গুর
হারামজাদার নেঙ্গুর।"

অর্থাৎ ইহারা ভয়ানক ধূর্ত্ত ও দুষ্ট প্রকৃতি। আর সকলের যাইতে ভয়ানক করঞ্জী—অর্থাৎ বিড়ালাক্ষ বা করঞ্জা চোখী।
(৩) আঁইঠা পাত—উচ্ছিষ্ট পাত।

বাংলা দেশে নিয়ম আছে, বায়রা তেয়রার পূর্ব্বে দূর দেশে যাত্রা করাযায় না। মেয়েরা নায়র যায় না। ধোপা কাপড় কাচে না। নাপিত ক্ষৌরী করে না। জেলে নৌকায় তেল সিন্দুর দেয় না। বিবাহাদি পর্য্যন্ত অনেকে করেন না। মহাজন তাগিদ করিলে খাতক বলে—তারপর যা হয় করব। এমন কি ছেলে নূতন কাপড় চাইলে মা বলেন—বাবা, বায়রা তেয়রার আগে কাপড় পর্‌লে ছিঁড়ে যায়। আমার কাছে থাক্—আমি তুলে রাখ্‌ব। আমিত তোর মা—

ভেরেণ্ডা—ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ—অত্যন্ত দুর্ব্বল গাছ।
ঠুনি—খুঁটী। অর্থাৎ—অস্পৃশ্য পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাতার ছাউনী—এত গরীব আমরা। ভেরেণ্ডার ঠুনির (ভেরেণ্ডার খাম তার আছে মধ্যঘরে—ঢুল্লরার বারমাসী)" ঘরে বাস করি। অর্থাৎ একটু দয়া করো। এরপর বিশেষ কথা এই যে—এই ঘরে তোমার ভাগ্নে বউ আছে—সুতরাং সাবধান, এ ঘর ছুঁইও না।

শ্রীকিরণশশী দেবী।

বকর্ বকর্

তেঁতুল তলায় গাম্‌ছা গলায় ছোলা ভাজা খাচ্ছে সে;
থুর্ থুরে এক বুড়ী দেখ চুপ্‌টি ব'সে কাছ ঘেসে,
খুক্ খুকিয়ে কাশ্‌ছে বুড়ী পাচ্ছে হাসি হাস্‌ছে না,
বল্‌ছে "আপদ, আজ প্রতিপদ, বিষম বিপদ বাঁশ কেনা।
ভাজা নুন্ আর তাজা চূণে তেঁতুল বীচির সম্বরা,—
হলুদ্ বেটে পাত চেটে খাও, ঘুচ্‌বে এবার মন্‌মরা।

আঁধার রাতে জ্বাল্‌তে বাতি হাত দিয়েছি দেশলায়ে
শ্যাওলা ভরা দেয়াল খানা দেখ্‌নু বিষম পেছ্‌লা এ—
অন্ধকারের গন্ধ পেয়ে যেই দাঁড়ানু তাল্‌ঠুকে—
ঠেক্‌ল মাথা ছোট্ট খোকার তুল্‌তুলে গাল্ লালমুখে।
তুল্‌তে কোলে দুল্‌তে খোকা কর্‌ল সুরু আন্ মনে,
থম্‌কে থেমে চম্‌কে নেমে, ভাগ্‌ল চোঁচা প্রাণপণে॥

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

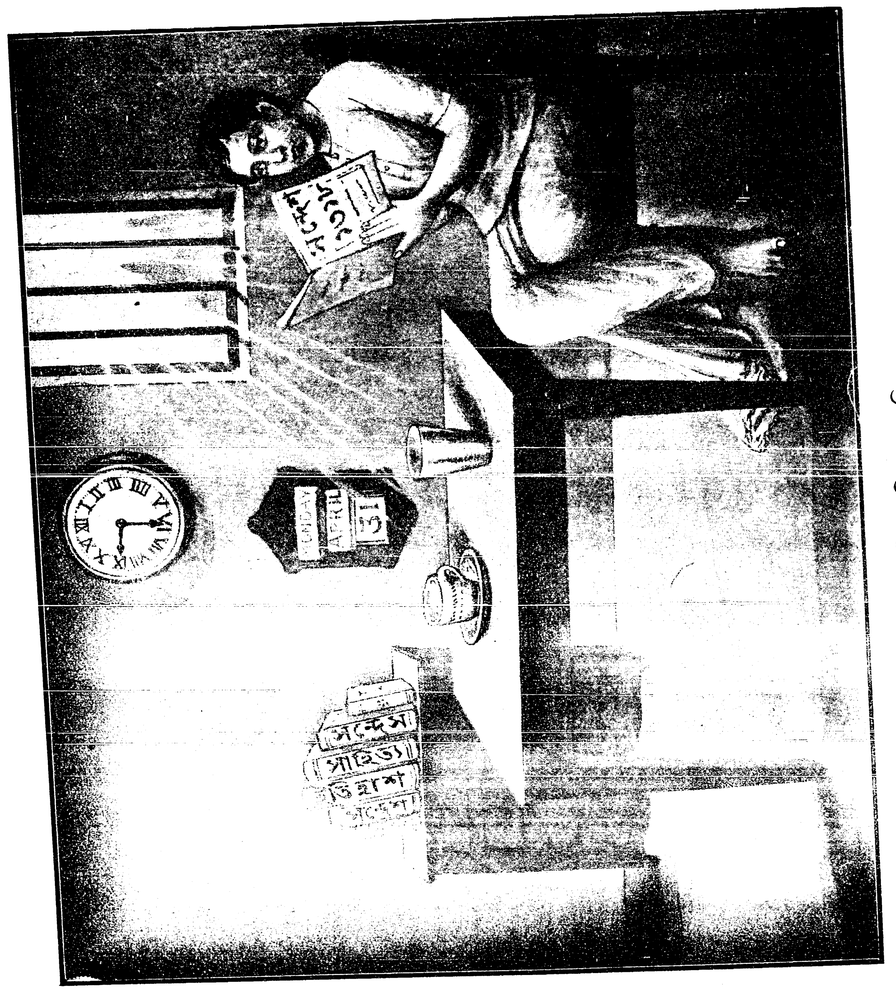

প্রতিযোগিতার ছবি

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

সামের পৃষ্ঠায় যে ছবিখানি দেখ্‌ছ, তার মধ্যে কয়েকটি ভুল আছে। সেই ভুলগুলি বের ক'রে ব'লে দিতে হবে কি কি। উত্তরটা এখন পাঠিও না। জ্যৈষ্ঠের "সন্দেশ"এ প্রতিযোগিতার আরেকটি বিষয় থাক্‌বে তার উত্তরএর সঙ্গে এউত্তর পাঠিও। উত্তর দিবার সময় কাহারও সাহায্য নিতে পার্‌বে না। ষোল বৎসর আর তার কম বয়সের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের জন্য এই পুরস্কার প্রতিযোগিতা। অন্যান্য নিয়মাবলী জ্যৈষ্ঠের "সন্দেশ"এ থাক্‌বে। এই প্রতিযোগিতার—

(১) প্রথম পুরস্কার— ১০৲ টাকা দামের
(২) দ্বিতীয় „ ৫৲ „
(৩) তৃতীয় „ ৩৲ „
(৪) চতুর্থ ও ৫ম ১৲ „

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কামান্, (২) রসুন, (৩) চড়াই, (৪) পাকা, (৫) বালি।

ধাঁধা

ননীদের বাগানে একটা ছোট গোল পুকুর ছিল, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট াল দ্বীপের মত ছিল। একদিন খেলা কর্‌তে কর্‌তে ননীর বল্‌টা সেই দ্বীপে প'ড়ে গেল। জল পার হয়ে দ্বীপে যাবার জন্য কোন রকম পোল ছিল না! কি করে বল্‌টা আনা যায়? ননী খুঁজে খুঁজে দুখানা কাঠের তক্তা পেল। কিন্তু পুকুরের পাড়ে ঠেকিয়ে তক্তা গুলি জলের উপর বাড়িয়ে দিয়ে সে দেখ্‌ল যে, একখানা তক্তাও দ্বীপে পৌঁছায় না একটু ছোট হয়। তখন অনেক ভেবে, সে সেই তক্তা

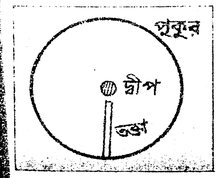

ানার সাহায্যে পোল বানিয়ে, জল পার হয়ে দ্বীপথেকে তার বল্ নিয়ে এল। ক'রে আন্‌ল বল দেখি?

১। দুই ভাই, তাদের বাবা, আর বাবার এক বন্ধু খেয়া পার হতে গিয়েছে। দুই ভাই এর প্রত্যেকের ওজন ২৪ সের, বাবার ওজন ১ মণ ৮ সের, বন্ধুর ওজন ও ১ মণ ৮ সের। কিন্তু খেয়া নৌকায় একবারে ১ মণ ৮ সেরের বেশী ওজন যেতে পারে না। তারা কেমন করে পার হ'ল বল দেখি?

(৩) ছবিতে দেখ, একটা কাঁচির মাথায় কেমন ক'রে সূতা বাঁধা হয়েছে।

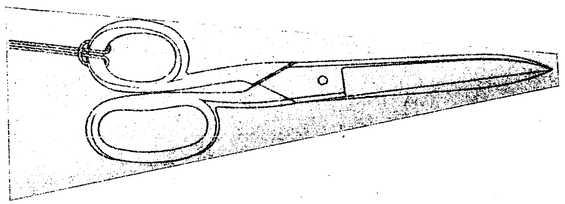

লম্বা সূতার দুইটা খোলা মুখ একজনের হাতেই আছে। এখন, সূতা থেকে কাঁচিটাকে খুল্‌তে হবে (অবশ্যি, সূতা না কেটে এবং সূতার মুখ না ছেড়ে) কেমন ক'রে খুল্‌বে বল দেখি?

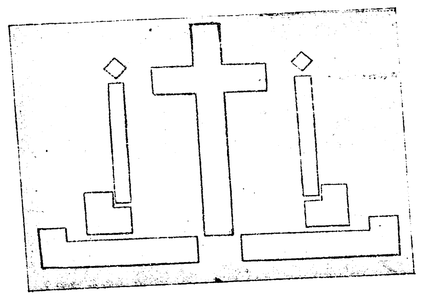

(৪) ৮ ইঞ্চি লম্বা আর ৪ ইঞ্চি চৌড়া (অথবা, যত লম্বা তার ঠিক অর্দ্ধেক চৌড়া) এক টুক্‌রা চৌকোণা কাগজ থেকে, ছবিতে যে আকারের ৯টি টুক্‌রা দেখ্‌ছ ঠিক ঐ রকম টুক্‌রা কেবল একটি বার লম্বালম্বি কেটে একটু কাগজ বাদ না দিয়ে বের কর্‌তে পার কি?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।



কয়েকটি রঙ্-বেরঙের পাখী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সন্দেশ

চতুর্দ্দশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ | ২য় সংখ্যা

স্নেহের টান

একটি ছিল ফুলের গাছ আর একটি ছিল মেয়ে—
দোঁহার ভালবাসায় দোঁহার পরশ ছিল ছেয়ে।
নিতি উজল সকাল সাঁঝে গাছের শাখা জুড়ি,
ছড়িয়ে মধুর রঙিন হাসি উঠ্‌ত ফুটে কুঁড়ি।
মেয়েটিকে বল্‌ত ডেকে—তোমার তরে ফুটি,
সই তুমি ভাই গাঁথ্‌বে মালা, তাইত ভুঁয়ে লুটি।
মেয়েটিও বাস্‌ত ভালো প্রাণটি ভরে তাকে,
ফির্‌ত শুধু গাছের তলে নানা কাজের ফাঁকে।
গাঁথ্‌ত মালা ফুলের মুখে হাজার চুমো খেয়ে,
ফুলের হাসি উঠ্‌ত বেড়ে পরশ তাহার পেয়ে।
সবুজ ঘন পাতার মাঝে থাক্‌ত দুটি টিয়া,
ডাক্‌ত তারা মধুর ভাষে ফুলের মধু পিয়া।
তারাও সেই মেয়েটিকে বাসত বড় ভালো,
রাঙা ঠোঁটে নেড়ে দিত চুলগুলি তার কালো।
শীতের দিনে ঝর্‌ল পাতা শুখিয়ে গেল কুঁড়ি,
ফুট্‌ল না ফুল—হাসির ছটা জাগ্‌ল না বন ভরি।

COLOURED DOCUMENT.

গাছের তলে ঝরে না ফুল মালা গাঁথার তরে,
মেয়ের কালো কাজল চোখে সলিল বেয়ে বেয়ে পড়ে।
সকাল বেলা বয়না বাতাস মধুর বাসে পুরে,
টিয়ে দুটি পালিয়ে গেল দেশ বুঝি কোন্ দূরে।
কেহ নাহি বল্‌ল তারে কিছু যাবার বেলা,
কাঁদ্‌ল মেয়ে পেয়ে এমন নিঠুর অবহেলা।
পুতুল খেলা বন্ধ হল, সকাল সাঁঝে বেয়ে—
ঘুরে বেড়ায় পাতা হারা গাছের পানে চেয়ে।
আঁচলে চোখ মুছে বলে—সই লো আমার সই,
ডাক্‌ছি কত, সাড়া তুমি দিচ্ছ তাতে কই।
দুল্‌বে নাকি আবার তুমি দখিন হাওয়ার তালে,
ফুল পাতা কি জাগ্‌বে নাক শুকনো তোমার ডালে!
তোমার শোকে আমার চোখে সলিল পড়ে ঝরি—
ফুট্‌বে না কি ভালবাসা রঙিন বুকে ধরি!
মেয়ের আকুল প্রাণের ডাকে জাগ্‌ল কুসুম ত্বরা।
ফাগুন মাসের শুক্‌নো শাখা সবুজ পাতায় ভরা।
জাগ্‌ল কুঁড়ি গন্ধ ভরা, ফুট্‌ল আবার আলো,
বল্লে—ও ভাই সবার চেয়ে তোমায় বাসি ভালো।
গিয়াছিলাম এই কটা দিন অনেক দূরের দেশে,
মান ভুলে যাও, কও কথা ভাই আমার সাথে হেসে।
হারিয়ে তোমার ভালবাসা ফুট্‌ব না'ত আর।
মালা হয়ে থাক্‌ব নাক কণ্ঠে কভু কার।
মধুর হেসে বল্ল মেয়ে—রাগ করিনি ভাই—
গিয়েছিলে কোন্ দেশেতে, জান্‌তে তাহা চাই।
আমার মত পেয়েছিলে সেইখানে কি সই!
গাছ বল্ল—তোমার মত মধুর মেয়ে কই!
এমন করে হাস্‌তে মধুর আর কেউ না জানে,
এলাম ফিরে আবার তোমার ডাগর চোখের টানে।

সবুজ টিয়ে এল ফিরে মেলে রঙিন পাখা,
হাজার ফুলে উঠ্‌বে ভরে গাছের সকল শাখা।
আবার মেয়ে চল্‌ল বনে সাজিটি তার হাতে,
বিকাল বেলা নিরালাতে মোহন মালা গাঁথে।
হারিয়ে যাওয়া পুতুল গুলো আবার ওঠে ঘরে,
হারা সাথীর সঙ্গে মেয়ে নতুন খেলা করে!

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোজেন্‌রেস্‌লি

(সুইস গল্প)

রেস্‌লি তার কাকার সঙ্গে একখানি ছোট বাড়ীতে থাক্‌ত—তিনি ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ ছিল না। 'কাকা' লোকটী বড় সুবিধার ছিলেন না—তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা করা ত দূরে থাক্‌,—তাঁর নিজের যা একটু সম্পত্তি ছিল, তাই দেখ্‌তেন না—সারাদিন তিনি কোন তাস খেলা কিংবা জুয়া খেলার আড্ডায় ঘুরে বেড়াতেন—কোন দিন ফিরে আস্‌তেন, কোনদিন আস্‌তেন না। যাবার সময়ে রেস্‌লিকে শূন্য সেল্‌ফ্‌ দেখিয়ে বলে যেতেন—"ওই খানে খাবার আছে খেও।"

রেস্‌লির তাতে বড় এসে যেত না; তাকে গ্রামের লোকেরা খুবই ভালবাস্‌ত—বাড়ীতে কিছু ভাল খাবার হলে ডেকে এনে খাওয়াত,—এমনি করে প্রায়ই তার খাবার জুটে যেত—যে দিন না জুট্‌ত, সে দিনও তার মনে কোন দুঃখ হত না—সে না খেয়েই হাসি মুখে দিন কাটিয়ে দিত। রেস্‌লি গোলাপ ফুল খুব ভালবাস্‌ত বলে, গ্রামের লোকেরা তাকে রোজেন্‌রেস্‌লি (rose=গোলাপ) বলে ডাক্‌ত।

যার বাড়ীতেই গোলাপ ফুল ফুট্‌ত, রেস্‌লি সেখানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌ত; গোলাপ ফুলের প্রতি তার এত টান দেখে সকলেই তাকে কিছু কিছু ফুল দিত। রেস্‌লিদের গ্রামের এক পাশে একটি ছোট কুঁড়েঘর ছিল, তাতে "দুঃখী বুড়ী" থাক্‌ত—তার অন্য একটি ভাল নাম অবশ্য ছিল, কিন্তু সেই নামটি সকলে ভুলে গিয়েছিল। বড় দুঃখে একলা দিন কাটাত বলে সবাই তাকে দুঃখী বুড়ী বলে ডাক্‌ত।

এই দুঃখী বুড়ী চিরকালই এই রকম দুঃখী ছিল না—সে তার স্বামী আর ছেলেকে নিয়ে এই ছোট বাড়ীটিতে সুখেই থাকৃত। কিন্তু একটানা সুখ চিরদিন কারো ভাগ্যে জোটে না—সকলেরই দুঃখের দিন আছে। মিসেস ফেল্যাণ্ডেরও (দুঃখী বুড়ী) দুঃখের দিন এল—হঠাৎ খুব অল্প দিনের জ্বরে তার স্বামী মারা গেলেন, আর তার একমাত্র ছেলে হেন্‌রীও এমনি ডানপিটে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল যে, নিরুপায় হয়ে মিসেস ফেল্যাণ্ড তাকে এক অবস্থাপন্ন চাষার কাছে চাকরী কর্‌তে পাঠিয়ে দিলেন—যাতে শাসনে থেকে আর পরিশ্রম করে তার স্বভাব শুধ্‌রে যায়, কিন্তু হেন্‌রীর এই পরাধীন জীবন পছন্দ হল না—হঠাৎ সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে মিসেস ফেল্যাণ্ডের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগ্‌ল আর কেমন করে জানি লোকে তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়ে তাঁকে 'দুঃখী বুড়ী' বলে ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন রেস্‌লি একটী সুন্দর গোলাপ ফুলের বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাগান থেকে কয়েকজন মেয়ে তাকে ডেকে বল্ল—"রোজেন্‌রেস্‌লি, এই দেখ তোমার জন্য গোলাপ ফুল রেখেছি।"

রেস্‌লি হাত বাড়ীয়ে তাদের কাছ থেকে চমৎকার এক তোড়া গোলাপ নিল।

রেস্‌লি ফুল নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দরজার কাছে একটী মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি তাকে ডেকে বল্লেন "বাঃ রোজেন্‌রেস্‌লি, তোমার গোলাপ গুলোত ভারি সুন্দর,—আমাকে দেবে? তাহলে আমি তোমাকে একটুক্‌রো রুটি দেব।"

রেস্‌লি সারাদিন কিছু খায়নি, ক্ষিদে তার খুবই পেয়েছিল, কাজেই সে সেই মহিলাটিকে সবগুলি গোলাপ দিয়ে দিল।

মহিলাটি ঘরে গিয়ে রুটি কাট্‌তে কাট্‌তে বল্লেন "তুমি যেদিন আমাকে গোলাপ এনে দেবে, আমি তোমাকে এক টুকরো করে রুটি দেব। তোমার যদি ভাল গোলাপ দিতে কষ্ট হয়—তাহলে বাসি গোলাপ দিও—সেগুলো ত ঝরেই যাবে। আমি কিনা গোলাপের আতর করি তাই গোলাপের অনেক পাপ্‌ড়ির দরকার হয়।" রেস্‌লি রোজ গোলাপ এনে দেবে বলে চলে গেল।

তারপর দিন রেস্‌লি আবার সেই বাগানে ফুল আন্‌তে গেল। সেই মেয়েগুলি

সে দিনও সেখানে ছিল—তারা রেস্‌লিকে দেখে বল্ল, "আজও ফুল নিতে পার, কিন্তু কালকের মতন অতগুলো দেব না।"

রেস্‌লি বল্ল "না, আমি ভাল গোলাপ চাইনা—আমায় বাসি গোলাপ দাও,—যেগুলো ঝরে যাবে।"

মেয়েগুলি বল্ল, "ও, বাসি গোলাপ! তাহলে যত ইচ্ছা নিতে পার।"

রেস্‌লি যত বাসি গোলাপ পেল সব তুলে নিল। সেদিন তার আগের দিনের চেয়েও আরো অনেক বড় তোড়া হল।



রেস্‌লি দুঃখী বুড়ীর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দুঃখী বুড়ী বেরিয়ে এসে বল্ল, "কোথায় যাচ্ছ রোজেন্‌রেস্‌লি?"

রেস্‌লি বল্ল—"এক জন আমাকে বলেছে গোলাপ ফুল দিলে রুটি দেবে, তাই তাকে ফুল দিতে যাচ্ছি।" দুঃখী বুড়ী, তার ঘরের জানালা বেয়ে যে গোলাপের লতা উঠেছিল, তার থেকে দুটো গোলাপ কেটে দিয়ে বল্ল, "এই গোলাপগুলিও তাকে দিও,—সে যদি এর জন্যে একটু রুটি দেয় আমায় এনে দিও?"

রেস্‌লি সেই মহিলাটিকে গিয়ে ফুল দিল আর বুড়ীর গোলাপ দুটো দেখিয়ে বল্ল, "এর জন্যে একটুক্‌রো রুটি আলাদা করে দেবে?"

তিনি একটুক্‌রো বড় আর একটুক্‌রো ছোট রুটি দিলেন। দুঃখীবুড়ী সেই

রুটি পেয়ে রেস্‌লিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বল্ল, "রোজ যদি আমি তোমাকে ফুল দিই, তুমি আমায় রুটি এনে দিতে পার ?"

রেস্‌লি রাজী হল।

তারপর দিন রেস্‌লি গোলাপ নিতে দুঃখীবুড়ীর কাছে গেল,—দুঃখীবুড়ী তাকে আবার দুটো গোলাপ দিয়ে বল্ল, "কাল তুমি রুটি দিয়ে আমার যে কি উপকার করেছ, তা আর কি বল্‌ব! কতদিন পরে রুটি খেতে পেয়ে খুব আরাম লাগ্‌ছে —শরীরও ভাল লাগ্‌ছে।"

মহিলাটিকে গোলাপ দিয়ে রুটি নিয়ে ফিরবার পথে রেস্‌লির খালি দুঃখীবুড়ীর শীর্ণ দুর্ব্বল শরীর আর কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টির কথা মনে হচ্ছিল,—আর ভাব্‌ছিল— "ওরই তো আমার চেয়ে রুটির বেশী দরকার।"

দুঃখীবুড়ীর বাড়ী পৌঁছিয়ে কি জানি কি ভেবে রেস্‌লি তাকে সবটা রুটিই দিয়ে দিল। দুঃখীবুড়ী বল্ল, "ওকি রোজেন্‌রেস্‌লি, সবটা রুটি কেন আমাকে দিলে ?"

রেস্‌লি "আমার ক্ষিধে পায়নি" বলে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর থেকে রেস্‌লি রোজই তার নিজের রুটিটা দুঃখীবুড়ীকে দিয়ে দিত— নিজে পাড়ার লোকের কাছ থেকে যেদিন যা পেত তাই খেয়ে থাক্‌ত। সবদিন ত সমান জুট্‌তনা,—এক একদিন হয়ত তাকে অনাহারেই কাটাতে হত—কিন্তু তবু এই ছোট্ট আটবছরের মেয়েটীর মুখ কখনও ম্লান হতনা—গোলাপ ফুলের মতন সুন্দর মিষ্টি হাসি তার মুখে সর্ব্বদাই লেগে থাক্‌ত। একদিন কিন্তু রেস্‌লি দুঃখীবুড়ীর বাড়ীতে ঢুকেই ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—দুঃখীবুড়ী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি হয়েছে রোজেন্‌রেস্‌লি, কাঁদ্‌ছ কেন ?"

রেস্‌লি তার জামায় একটা ছেঁড়া দেখিয়ে বল্ল—আমার জামা ছিঁড়ে গেছে, তাই ইস্কুলের মেয়েরা কবিতা বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আমি যেখানে যাচ্ছিলাম, আমার পিছন পিছন ছুট্‌ছিল, আর বল্‌ছিল—

"ওরে, আমার গোলাপ সুন্দরীরে
তোর পাপ্‌ড়ীগুলো কে দিল ছিঁড়ে ?"

দুঃখীবুড়ী বল্ল—"তাই নাকি, বড় অন্যায় ত! আচ্ছা তুমি ওই চৌকীটাতে বস, আমি তোমার জামা সেলাই করে দিই।"

সেলাই কর্‌তে কর্‌তে দুঃখীবুড়ী তার ছেলের আর স্বামীর কথা বলে, দুঃখ্ করে বল্ল, "আমার যা ছিল সবই গেছে,—এখন ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সহায় নেই,—তাঁর নাম করে, আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করেই আমি কোনমতে টিকে আছি।"

রেস্‌লি অবাক্ হয়ে বল্ল, "ঈশ্বর কে ? কি করে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর ?"

দুঃখীবুড়ী বল্ল—"ঈশ্বর সকলের প্রভু,—তিনি তোমাকে আমাকে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়ার শেষ নাই,—কেউ দুঃখে পড়ে ডাক্‌লে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন—তিনি সকলের পিতা—সর্ব্বশক্তিমান।"

রেস্‌লি—"তাহলে আমিও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌ব,—হেন্‌রীর জন্য প্রার্থনা কর্‌ব।" দুঃখীবুড়ী তার জামা সেলাই করা শেষ করে বল্ল, "এই দেখ, তোমার জামা সেলাই করা হয়ে গিয়েছে—আর কেউ তোমাকে ঠাট্টা করবে না। আর যদি কখনও জামা ছিঁড়ে যায়—আমার কাছে নিয়ে এস—আমি সেলাই ক'রে দেব।"

সেদিন রাত্রে শোবার আগে রেস্‌লি দু'টি হাত জোড় করে বল্ল, "ঈশ্বর, তুমি হেনরীকে ভাল করে দুঃখীবুড়ীর কাছে এনে দাও।"

এর পর থেকে সে রোজই শোবার সময়ে এই প্রার্থনা কর্‌ত।

তারপর হেমন্ত কাল শেষ হয়ে শীতকাল এল। চারদিক বরফে ঢাকা— গাছগুলোর সব পাতা ঝরে গিয়েছে। আর গোলাপ পাওয়া যায় না—সেই মহিলাটি রেস্‌লিকে বল্লেন, "এখন ত আর গোলাপ পাওয়া যাবে না—শীত চলে গেলে আবার এনে দিও।"

রেস্‌লির দুঃখীবুড়ীর কথা মনে হল—'সে কি করে এই শীতে রুটি না পেলে বাঁচ্‌বে ?' তার চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। মহিলাটি ভাব্‌লেন, রুটি খেতে পাবেনা বলে রেস্‌লির দুঃখ হয়েছে—তাই তিনি বল্লেন—"আচ্ছা, যদি ফুল নাও দাও তবু রোজ এস, আমি তোমাকে এক টুক্‌রো করে রুটি দেব।"

রেস্‌লি রোজ তাঁর কাছ থেকে রুটি নিয়ে দুঃখী বুড়ীকে দিত। রোজ বিকালে দুঃখীবুড়ী দরজার কাছে অপেক্ষা কর্‌ত, আর ঠিক একই সময়ে দেখ্‌তে পেত— ওই যে শাল জড়িয়ে রুটি হাতে রেস্‌লি আস্‌ছে; কতদিন যে রেস্‌লিকে একটু রুটি খেতে বলেছে, কিন্তু রেস্‌লি কিছুতেই রাজী হয়নি।

এমনি ক'রে ক্রমে শীত কেটে গ্রীষ্মকাল এল। বরফ গলে গেল, সূর্য্যের আলোও চারদিক ঝক্‌ঝক্ করতে লাগ্‌ল। গাছে গাছে ফুল ফুটে উঠ্‌ল, প্রজাপতি গুলো এফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল; প্রকৃতি যেন হেসে উঠ্‌ল।

কিন্তু এই সুখের সময়ে রেস্‌লির বড় দুর্দ্দিন এল,—তার কাকা এক দোকান-দারের কাছে অনেক টাকা ধার করেছিলেন; সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না পেয়ে, নালিশ করে কাকার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে বস্‌ল; রেস্‌লি আর তার কাকা নিরাশ্রয় হয়ে পড়্‌ল। শেষে তার একমাত্র আশ্রয় কাকাও হঠাৎ একদিন রাতারাতি তাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন—সকালে উঠে রেস্‌লি দেখ্‌ল, কাকার কোন চিহ্ন নাই! পাড়ার লোকে জট্‌লা করে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ও হতভাগা কোথায় পালিয়েছে, ও আর আসবেনা।" মেয়েটীর জন্য সবাই দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌ল। কেউ বল্ল, "আমার বাড়ী এসে কাজ কর্ম্ম করুক, আমি খেতে পর্‌তে দেব; গরীব মানুষ, শুধু শুধু ত ওকে পুষতে পার্‌ব না।" কেউ বল্ল, "ওকে অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দাও।" এই সব শুনে রেস্‌লির বড় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল—কাকা যদিও তাকে মোটেই যত্ন কর্‌ত না—তবু সেই কাকার জন্য তার মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল। নিজেকে বড় নিরাশ্রয় মনে হল—সে ঘরের এককোণে বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ তার মনে হল—"তাইত, কাঁদ্‌ছি কেন, আমি দুঃখী বুড়ীর কাছে গিয়ে থাক্‌লেই পারি?" তখনই সে লাফিয়ে উঠে দুঃখী বুড়ীর বাড়ীর উদ্দেশে চল্ল। পথে একজন তাকে কতকগুলি গোলাপ ফুল দিল। ফুল নিয়ে রেস্‌লি চলেছে, এমন সময়ে অচেনা একটি লোক তার টুপিটা রেসলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্ল, "আমায় একটা ফুল দেবে?"

রেস্‌লি তার সবচেয়ে ভাল ফুলটা লোকটির টুপিতে লাগিয়ে দিল—লোকটি বল্ল, "তোমার নাম কি?"

"রেস্‌লি, রোজেন্‌রেস্‌লি।"

"আচ্ছা রোজেন্‌রেস্‌লি, এই গ্রামে মিসেস্ ফেল্যাণ্ড বলে কেউ থাকে?"

"না, মিসেস্ ফেল্যাণ্ড বলেত কাউকে চিনিনা?"

ছেলেটি বিষণ্ণ হয়ে বল্ল, "আচ্ছা, ওই মোড়ের ছোট্ট বাড়ীটাতে কে থাকে?"

"দুঃখীবুড়ী। তার এক ছেলে ছিল, সে পালিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, দুঃখীবুড়ী কি তার ছেলেটার উপর খুব রাগ করেছে?"

"না। সে তার জন্য প্রার্থনা করে, আমিও করি।"

"তাই নাকি! তুমি কি বলে প্রার্থনা কর?"

"আমি বলি,—হে ঈশ্বর, হেন্‌রীকে ভাল করে দুঃখীবুড়ীর কাছে এনে দাও।"

"যদি সত্যিই হেন্‌রী আবার ভাল হয়ে ফিরে আসে? ধর, আমিই যদি হেন্‌রী হয়ে থাকি?" রেস্‌লি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটি বল্ল—"আমিই হেন্‌রী—আমায় মায়ের কাছে নিয়ে চল।"

দুঃখীবুড়ীর দরজার কাছে গিয়েই রেস্‌লি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "দুঃখীবুড়ী, দেখ্‌বে এস, তোমার হেন্‌রী এসেছে।"

বুড়ী দৌড়িয়ে এসে হেন্‌রীকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল—তাদের দুজনের চোখ দিয়েই জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক পরে মার কাছ থেকে রেস্‌লির কথা শুনে হেন্‌রী বল্ল, "ও না থাক্‌লে তুমিত মরেই যেতে, ওইত তোমাকে বাঁচিয়েছে—ওকে আমি আর এরকম করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেবনা, আমার কাছে রেখে ইস্কুলে পড়াব।"

দুঃখী বুড়ী বল্ল,—"কিন্তু তুমি অত টাকা কোথায় পাবে?"

হেন্‌রী তার মনি ব্যাগ খুলে দেখাল, তার মধ্যে অনেকগুলি মোহর রয়েছে।

দুঃখীবুড়ী অবাক্ হয়ে বল্ল—"এত মোহর কোথায় পেলে?"

হেন্‌রী বল্ল—"আমি লণ্ডনে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে খুব ভাল কল কব্জার কাজ শিখে এসেছি—এখন আমি ঢের টাকা উপার্জ্জন্ কর্‌তে পার্‌ব।"

সেই থেকে রেস্‌লি দুঃখীবুড়ীর কাছে থাক্‌তে লাগ্‌ল, তার কাকার আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেন্‌রী যখন কাজ কর্‌তে যেত, রেস্‌লি রোজ একটা করে গোলপ তার টুপিতে পরিয়ে দিত, সেই কাজটি শীতকালেও বাদ পড়্‌ত না; কারণ, রোজেন্‌রেস্‌লির গুণের কথা এমনি প্রচার হয়েছিল যে, গ্রামের বড় লোকেরা—যাঁদের বাগানে গরম কাঁচের ঘরে শীতকালেও গোলাপ ফোটে তাঁরাও রোজেন্‌রেস্‌লির জন্য ফুল রাখ্‌তে ভুলতেন না।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কাছো।

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লিঙ্কলন্ দ্বীপবাসিগণের এখন সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাহাদিগের অভাব ত নাই-ই, আবশ্যক হইলে এখন তাহারা অপরকেও সাহায্য করিতে পারে। যাহা হউক, পর পর কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা হইবার দরুণ, এখন দ্বীপের অনুসন্ধান নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং তদনুসারে, ৩০এ অক্টোবর, যাত্রার আয়োজন সমস্তই করা হইল। স্থির হইল, যে, মার্সি নদী ধরিয়া যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর যাইতে হইবে। দ্বীপের পশ্চিম ভাগে, কোন সুবিধাজনক স্থানে, অস্ত্র শস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত সঞ্চিত রাখা দরকার।

শুধু সঙ্গে লইয়া যাইবার জিনিষের কথা ভাবিলে চলিবে না, দ্বীপের পশ্চিম ভাগে কোন দরকারী জিনিষ পাওয়া গেলে তাহা গ্রেনাইট্ হাউসে আনিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। বাস্তবিক যদি কোন জাহাজ ডুবিয়া থাকে, তবে তাহার অনেক জিনিষপত্র ঢেউএর আঘাতে নিশ্চয়ই তীরে আসিয়া লাগিয়াছে।

খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, যন্ত্রপাতি, টেলিস্‌কোপ্, পকেট কম্পাস্—সমস্ত জিনিষই লওয়া হইয়াছে। তাছাড়া, দুইটি কুড়াল লওয়া হইল, ঘন বনের মধ্যে গাছ কাটিয়া পথ করিতে হইবে। একটি ছোট ষ্টোভ্ (উনান) ছিল, নেব্ সেটিও লইতে ভুলিল না। বলা বাহুল্য, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেবের আর আনন্দের সীমা নাই। হার্ডিং সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে, নিতান্ত দরকার না হইলে কেহই বন্দুক ছুড়িয়া গুলি নষ্ট করিতে পারিবে না।

৩০এ অক্টোবর প্রাতে ৬টার সময়, যাত্রীদল এবং টপ্‌কে লইয়া ক্যানোটি যাত্রা করিল। একটু পরেই জোয়ার আসিলে, স্রোতের তেজে ক্যানোটি বেগে ছুটিয়া চলিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্যানোটাকে নদীর ঠিক মধ্যখানে লইয়া গিয়া, হাল ধরিয়া শুধু বসিয়া রহিল—দাঁড় টানিবার প্রয়োজন হইল না।

দুই দিকে উঁচু পার, মধ্যখান দিয়া ক্যানো চলিয়াছে—চারিদিকের দৃশ্য মনোহর। নামিবার উপযুক্ত স্থান দেখিতে পাইলেই মাঝে মাঝে ক্যানো থামাইয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট, স্পিলেট্ ও হারবার্ট বন্দুক লইয়া এবং টপ্‌কে সঙ্গে লইয়া ডাঙ্গায় উঠেন—শিকারের উদ্দেশ্যে নয়, নানা রকমের গাছ গাছড়ার মধ্যে দরকারী কোন গাছ পাওয়া যায় কিনা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ হারবার্টের সাহায্যে তাহারই সন্ধান করা প্রধান উদ্দেশ্য। তীরে উঠিলে পর হারবার্ট খুঁজিয়া দেখিতে পাইল—বাঁধা-কপি জাতীয় এক রকমের গাছ, শালগম এবং অনেক রকরেম শাক সব্‌জি বনের মধ্যে আছে।

শিকড়-শুদ্ধ তাহা তুলিয়া আনিয়া লাগাইলে বেশ বাঁচিয়া উঠিবে। এক রকম ছোট গাছ তাহার বোঁটায় সোঁয়া আছে—সেগুলি দেখিয়া হারবার্ট বলিল—"পেন্‌ক্রফ্‌ট! এ গাছটা কি জান?"



এটা কি তামাকের গাছ?

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তামাকের গাছ কি?" হারবার্ট বলিল—"না, তামাকের গাছ নয়—এগুলি রাই সরষের গাছ।" তাহা শুনিয়া পেন্‌ক্রফট বিরক্ত হইয়া বলিল—"তোমার রাই সরষে গোল্লায় যাক্, তামাকের গাছ দেখ্‌তে পাও ত আমাকে বলো।" স্পিলেট্ বলিলেন—"ব্যস্ত হয়ো না পেন্‌ক্রফ্‌ট! তামাকের গাছও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।" ইহার পর দুই তিন রকমের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলিয়া লইয়া, সকলে ক্যানোতে ফিরিয়া আসিল।

বেলা প্রায় দশটার সময় ক্যানো মার্সি নদীর দ্বিতীয় বাঁকে আসিয়া উপস্থিত। এ স্থান নদীর মুখ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূর। এখানে গাছের ছায়ায়, মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হইল। স্থানটি ভারি সুন্দর ও নির্জ্জন। এখানে মার্সি নদী ৬০।৭০ ফুট চওড়া এবং ৫।৬ ফুট গভীর। এই সকল স্থানে কোন দিন যে কেহ ইতি-পূর্ব্বে আসিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাওয়া গেল না। সাইরাস্ হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন, যে, এই বনপূর্ণ স্থানে জাহাজ ডুবির লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এখান হইতে আরও ৫।৬ মাইল দ্বীপের পশ্চিম ভাগে যাইতে হইবে।

ক্রমে স্রোতের বেগ কমিয়া যাইতে লাগিল, হয়ত বা ভাটা আরম্ভ হাইয়াছে। হারবার্ট ও নেব্ দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। খানিক অগ্রসর হইলে, দেখা গেল, বন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে—গাছ পালা দূরে দূরে, ছত্রভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক একটা গাছ প্রকাণ্ড, প্রায় দুই শত ফুট উঁচু। হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—"ইউকেলিপ্‌টাসের গাছ!" হার্ডিংবলিলেন—

"ইউকেলিপটাস্ যেখানে জন্মায় সে জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর হয়। হারবার্ট! এ গাছকে অষ্ট্রেলিয়া দেশে কি বলে জান?"

"না, ক্যাপ্‌টেইন্।"

"এগুলিকে অষ্ট্রেলিয়াতে বলে 'ফিভার-ট্রি' (জ্বরের গাছ)।"

"এতে জ্বর হয় বলে কি 'ফিভার-ট্রি' বলে?"

"না, এতে জ্বর বারণ করে, তাই একে ফিভার-ট্রি বলে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা, যেখানে কেবলই জ্বর হয়, সেখানে ইউকেলিপ্‌টাসের চাষ করে সে জায়গা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে—এ গাছের হাওয়া জ্বর-নাশক।"



স্থানটি সুন্দর ও নির্জ্জন

যাত্রীদল আরও দুই মাইল পথ অগ্রসর হইল। দ্বীপের এই স্থানটার চারিদিকে দৃষ্টি যতদূর যায়, কেবলই বড় বড় ইউকেলিপ্‌টাসের গাছ চক্ষে পড়ে। এখানে নদীতে জল খুব কম, মধ্যে মধ্যে গাছ গাছড়া পাথর টাথরও আছে। দাঁড় টানিয়া চলা অসম্ভব, পেন্‌ক্রফ্‌ট লগি ঠেলিয়া ক্যানো চালাইতে লাগিল—সম্ভবতঃ আর বেশী দূর ক্যানো চলিবে না। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, সন্ধ্যার দেরি নাই। হার্ডিং দেখিলেন—দ্বীপের পশ্চিম ভাগে পৌছিবার এখনও বিলম্ব আছে, সমুদ্র-তীর এখনও প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে। জলের অভাবে যেখানে তাঁহারা থামিতে বাধ্য হইবেন, সেখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

ক্রমে আবার বন জঙ্গল আরম্ভ হইল; তাহার মধ্য দিয়াই, অল্প জলে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্যানো লইয়া যাত্রীদল চলিয়াছেন। বনে আবার জীব জন্তু দেখা দিল। পেন্‌ক্রফ্‌টের দৃষ্টি প্রখর; সে দেখিল, বনের মধ্যে এক দল বানর লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে ২।৩টা বানর ক্যানোর নিকটেই দাঁড়াইয়া, যাত্রীদলকে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। ভয়ের লেশ মাত্র নাই,

তিপূর্ব্বে মানুষ দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সাইরাস্ হার্ডিং বারণ না করিলে পেন্‌ক্রফট একটাকে গুলি করিয়াই বসিত। বড় বড় বানর, গায়ে রীতিমত শক্তি তাহাদের—গুলিকে ঘাঁটাইয়া শত্রু করিলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত না। সুতরাং হার্ডিং গুলি চালাইতে বারণ করিয়া খুব ভাল কাজই করিয়াছিলেন।

আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, মধ্যে মধ্যে ক্যানোর তলা মাটিতে আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ক্যাপটেইন্! আর মিনিট পনরর মধ্যে একেবারে থামতেই হবে।" হার্ডিং বলিলেন—"বেশ, যেখানে থামতে বাধ্য হব, সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করা যাবে।" হার্ডিং নদীর বাঁক টাঁক হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা গ্রনাইট্ হাউস্ হইতে প্রায় সাত মাইল পথ আসিয়াছেন।

খানিক দূর গিয়াই ক্যানোর তলা মাটিতে আট্‌কাইয়া গেল। এখানে নদী কুড়ি ফুট চওড়া, দুই ধারের গাছগুলি উপুড় হইয়া পড়িয়া নদীর উপরে কুঞ্জের মত আড়াল করিয়াছে। জলপ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। তাতে বুঝিতে পারা গেল, খানিক আগেই ক্যানোর পথ একেবারে বন্ধ। একটা বাঁক ঘুরিয়াই দেখা গেল সমুখে ঝরণা। আবার ক্যানোর তলা আট্‌কাইয়া গেল। তখন, নদীর দক্ষিণ তীরে ক্যানোটাকে একটা গাছের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা হইল।

স্থানটি বড়ই সুন্দর, বেলাও শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং স্থির হইল সেখানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। যাত্রীদল ক্যানো হইতে নামিয়া, একটা ঝোঁপের নীচে আগুন জ্বালাইয়া রান্নার তাগাড় করিলেন। ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া সকলে খাওয়া খাওয়া শেষ করিলেন—এখন ঘুমের চিন্তা। বনে জন্তু আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং আগুনের ধুনি জ্বালিয়া হারবার্ট ও নেব্ পালা করিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাত্রিটা কাটিয়া গেল নির্ব্বিঘ্নেই। পরদিন, ৩১এ অক্টোবর, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই সকলে আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩১এ অক্টোবর প্রাতে ছয়টার সময় তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া,সকলে আবার রোয়ানা হইলেন। সমুদ্র-তীরে পৌছিতে কতক্ষণ লাগিবে? হার্ডিং বলিয়াছিলেন সমুদ্র-তীর আর ঘণ্টা খানেক এর পথ। কিন্তু সেটা নির্ভর করে—পথে কিরূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহার উপরে। সম্ভবতঃ ঘাস, লতাপাতা কাটিয়া পথ করিতে হইবে, সেজন্য, যাত্রীদল হাতে কুড়াল লইয়া চলিলেন। বন্দুকও সঙ্গে লওয়া হইল, কারণ, রাত্রে যখন হিংস্র জন্তুর ডাক শোনা গিয়াছে, তখন সাবধান থাকা ভাল। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই দিনের মত খাদ্য সঙ্গে করিয়া লইল। হার্ডিং

সঙ্গীদিগকে বন্দুক ছুড়িতে বারণ করিয়া দিলেন—সমুদ্র-তীরের নিকটে কোন লোক থাকিলে, বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাঁহাদিগের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিবে।

উঁচু-নীচু, ঢালু জমি পার হইয়া সকলে শুষ্ক উর্ব্বর জমিতে পৌছিলেন। এখানকার মাটি দেখিয়া মনে হইল, নীচে কোন ঝরণা কিংবা জলাভূমি থাকার দরুণ জমি বেশ উর্ব্বর হইয়াছে।

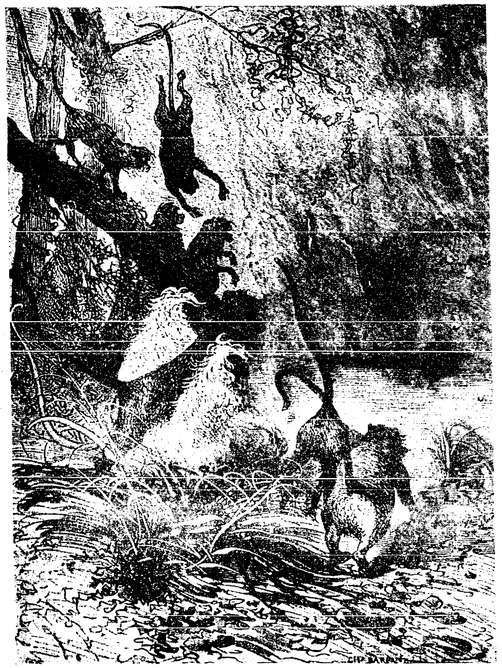

বানরের দল

কিন্তু মার্সি নদী এবং রেড্ ক্রীক্ ছাড়া সেখানে অন্য কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। পথে আবার অনেক বানর দেখিতে পাওয়া গেল, দল বাঁধিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। মানুষ দেখিয়া তাহারা ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যেন পূর্ব্বে এরূপ জীব আর কখন দেখে নাই। দলে বানর অসংখ্য কিন্তু তাহাদের মেজাজ ঠাণ্ডা, কাহারও মনে অনিষ্ট করিবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় পথে একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত—সমুখে অজ্ঞাত একটি ঝরণা, প্রায় ৩০।৪০ ফুট চওড়া আর তাহাতে ভীষণ স্রোত! এখন উপায়? এই ঝরণা পার না হইলে ত সমুদ্র-তীরে যাওয়া যাইবে না! হার্ডিং বলিলেন—"ভাবনা কি? এই ঝরণা নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং এটার তীর ধরে গেলেই সমুদ্র-তীরে গিয়ে উপস্থিত হব।" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি দুপুরের খাদ্যের একটু ব্যবস্থা করেনি।" বলিয়াই সে ঝরণার তীরে উপুড় হইয়া পড়িয়া হাত জলে ঢুকাইয়া দিল। পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল, পেন্‌ক্রফ্‌ট বড় বড় কতগুলি চিংড়ি মাছ তুলিয়া আনিয়াছে। নেব্ ত আহ্লাদে গলিয়া গেল। কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিল—"হায় রে! লিঙ্কলন্ দ্বীপে সবই আছে, নাই শুধু তামাক!"

মাছ ধরিতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগিল না। ইহারই মধ্যে পেন্‌ক্রফ্‌ট চিংড়ি মাছ দিয়া একটা থলি ভর্ত্তি করিয়া ফেলিল। তারপর সকলে আবার রোয়ানা হইলেন। বনের মধ্য দিয়া চলিতে কষ্ট হইতেছিল কিন্তু ঝরণার পার ধরিয়া চলিতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইল না। স্থানে স্থানে বড় জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল, ঝরণায় জল খাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার দুই ধারেই বন চলিয়াছে, তাহাতে বড় বড় গাছও রহিয়াছে সুতরাং বেশী দূরে কিছু দেখিবার উপায় নাই। বনের মধ্যে, অন্ততঃ ঝরণার আশে পাশে কোন জন্তু টন্তু আছে বলিয়া মনে হইল না। থাকিলে টপ্ নিশ্চয়ই চেঁচামেচি করিয়া তাহার অস্তিত্বের সংবাদ দিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় হারবার্ট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—সমুদ্র! সমুদ্র! শুনিয়া হার্ডিং একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন বটে কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই চহিয়া দেখিলেন—সমুখে সমুদ্রের পশ্চিম তীর বিস্তৃত। কিন্তু পূর্ব্ব তীরের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। পাহাড়, পর্ব্বত, বালির তীর—কিছুই সেখানে নাই। বনটাই সমুদ্রের কিনারা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, লম্বা লম্বা গাছগুলি একেবারে জলের উপরে উপুড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। দেখা যায়, যেন, সমুদ্র তীরে গাছ-বনের একটা খুব উঁচু বর্ডার দেওয়া। ঝরণার জল এখানে আসিয়া প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হইতে হু হু শব্দে সমুদ্রের জলে পড়িতেছে। এই ঝরণার নাম দেওয়া হইল "ফল্‌স্ রিভার"। তীরের এই বন জঙ্গলের বর্ডারটি চলিয়া গিয়াছে প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত। তারপর ক্রমেই গাছ পালা কমিয়া গিয়া, শেষে তীরটি দাঁড়াইয়াছে—যেন সোজা একটা লাইনের মত।



সমুদ্র! সমুদ্র!

একটা উঁচু ঢিপির উপরে নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট রান্না করিল। সেখান হইতে চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টি যতদূর চল তাহার মধ্যে কোন জাহাজ কিংবা অন্য কোন চিহ্ন টিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না।

কিন্তু সাইরাস্ হার্ডিং সমস্তটা পশ্চিম-দিক্—অর্থাৎ গোটা সার্পেণ্টাইন্ পেনিন্‌সুলাটা নিজে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখা পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন না।

সকালের আহারের পর, প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। ফল্‌স্ রিভার হইতে সার্পেণ্টাইন্ পেনিন্‌সুলার শেষ (রেপ্টাইল্ এণ্ড্) পর্য্যন্ত বার মাইল পথ। পরিষ্কার সমান জমি হইলে এই পথটুকু যাইতে চার ঘণ্টা লাগিত। কিন্তু এখন গাছ পালা কাটিয়া পথ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে হইবে, সুতরাং দ্বিগুণ সময়ের দরকার।

সম্প্রতি কোন জাহাজডুবি হইয়াছে এরূপ কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। স্পিলেট্ বলিলেন—"চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়নি বলেই যে জাহাজডুবি হয়নি—এ ধারণা ভুল। চিহ্ন টিহ্ন হয়ত সমুদ্রের জলে ভেসে চলে গিয়েছে।" স্পিলেট্ ঠিক কথাই বলিয়াছেন। শূকরের পেটে বন্দুকের গুলির ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে, যে, মাস তিনেকের মধ্যে লিঙ্কলন্ দ্বীপে কেহ না কেহ বন্দুক ছুড়িয়াছিল।

বেলা পাঁচটা বাজিতে চলিল, তখনও দুই মাইল পথ বাকি আছে। সুতরাং, গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া আবার ক্যানোর কাছে আড্ডায় ফিরিয়া আসা অসম্ভব—রেপ্টাইল্ এণ্ড্-এ-তে-ই রাত্রি কাটাইতে হইবে। বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, সঙ্গে খাদ্য যথেষ্ট আছে। প্রায় সাতটার সময় যাত্রীদল রেপ্টাইল্ এণ্ড্-এ পৌছিল। এখানেই সমুদ্র-তীরের বনের শেষ, তাহার পর হইতে কেবল বালি, পাহাড়-পর্ব্বত। হয়ত বা এখানে জাহাজডুবির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফট ও হারবার্ট একটা ভাল জায়গার সন্ধান করিতে লাগিল। বনের প্রান্তে একটা বাঁশের ঝাড় দেখিতে পাইয়া হারবার্ট বলিল—"বেশ ভালই হলো, এই বাঁশে অনেক কাজ দিবে।" পেন্‌ক্রফট জিজ্ঞাসা করিল—"বাঁশে কোন্ কাজ হবে হারবার্ট?" হারবার্ট বলিল—"বাঁশের পাত্‌লা চটা বানিয়ে সুন্দর বাস্‌কেট্ তৈরি করা যায়। বাঁশের ফাঁপা চোঙ্গা দিয়ে জলের পাইপ করা যায়। বাড়ী ঘর তৈরি কর্‌তে বাঁশ খুব কাজে লাগে—বেশ হাল্‌কা মজবুত আর এতে সহজে পোকা ধরে না। আর শুনেছি, ভারতবর্ষে নাকি এই বাঁশের নরম কুঁড়ি খায়—আমাদের দেশে যেমন য়্যাস্‌পারেগাস্ খায় তেম্‌নি বাঁশের কোঁড়ও খেতে খুব চমৎকার!"

রাত্রে থাকিবার জায়গা বেশীক্ষণ খুঁজিতে হইল না। তীরের পাহাড়ে ঢেউএর আঘাতে অনেক গহ্বরের মতন হইয়াছিল, তাহারই একটা বড় রকমের গহ্বর দেখিয়া সবে মাত্র তাহারা ভিতরে ঢুকিতে যাইবে, অমনি গহ্বরের ভিতরে একটা দারুণ গর্জ্জন শোনা গেল। পেন্‌ক্রফট একটানে হারবার্টকে পিছনের দিকে একটা বড় পাথরের আড়ালে আনিয়া বলিল—"আমাদের বন্দুকে ছোট ছোট গুলি পুরা আছে; গর্জ্জনটা কোন সাংঘাতিক হিংস্র জন্তুর, এ ছোট গুলিতে ও জন্তুর কিছুই হবে না।" ঠিক এই সময়ে গহ্বরের মুখে প্রকাণ্ড একটা জন্তু আসিয়া উপস্থিত! জন্তুটা ক্রমে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার চক্ষু দুইটি

আগুনের ডেলার মত জ্বলিতেছে। তখন দেখা গেল, এটা একটা জাগুয়ার। আর মনে হইল, যেন, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাহার এটা প্রথম নয়।

এই সময়ে স্পিলেট্‌ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "তিনি হয়ত জাগুয়ারটাকে দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত"—এই ভাবিয়া যাই হারবার্ট তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনি তিনি হাত তুলিয়া তাহাকে বারণ করিলেন। পর মুহূর্ত্তে স্পিলেটের বন্দুকের গুলি জাগুয়ারের চক্ষু দুটির মধ্যখানে গিয়া লাগিল। জাগুয়ারটা সবে লাফ দিবার আয়োজন করিয়াছিল, এমন সময় স্পিলেটের গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া তখনই মরিয়া গেল।



স্পিলেট্ জাগুয়ারকে গুলি করিয়াছেন

ততক্ষণে হার্ডিং, নেব্ সকলেই আসিয়া উপস্থিত! চমৎকার জন্তুটি, ইহার চামড়া গ্রেনাইট্ হাউসে লইয়া যাইতে হইবে। তখন স্পিলেট্ বলিলেন—"আপদ দূর হয়েছে, এখন আমরা নিরাপদে এই গহ্বরে রাত্রিটা কাটাতে পার্‌ব।" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"বাইরে থেকে অন্য জাগুয়ার যদি এসে হাজির হয়?" ইহার ব্যবস্থাও স্থির করা হইল। গহ্বরের মুখে প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি জ্বালিয়া রাখিলেই, বাহির হইতে কোন জন্তুর আক্রমণের ভয় থাকিবে না।

জাগুয়ারের দেহটা গহ্বরের ভিতরে নিয়া, গহ্বরের মুখে আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা হইল। নেব্ জাগুয়ারের চামড়া ছাড়াইতে লাগিয়া গেল। অন্যেরা রাশি রাশি শুক্‌না কাঠ আনিয়া গহ্বরের মুখে জড় করিলেন। হার্ডিং কতগুলি শুক্‌না বাঁশের টুক্‌ড়া কাটিয়া, সেই কাঠের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থার পর সকলে গহ্বরের ভিতরে গেলেন। গহ্বরের মেঝেতে দেখা গেল,

রাশি রাশি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে—এই সকল হাড় জাগুয়ার বাবাজির দৈনিক আহারের উদ্বৃত্ত। যাহা হউক, সকলের বন্দুকে গুলি ভরিয়া রাখা হইল, যদি কোন জন্তু রাত্রে আক্রমণ করিতে আসে? তারপর আহারাদি শেষ হইলে, কাঠের স্তূপে আগুন ধরাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। গহ্বরের মুখের কাঠ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে, খানিক পর পর, বাঁশের গাঁইট ভীষণ শব্দে ফুটিয়া উঠিতেছে—সে শব্দ শুনিয়া মহা হিংস্র জন্তুও ভয়ে পলায়ন করিবে।

এইরূপে বাঁশ ফুটাইবার কায়দাটি শুধু হার্ডিং-ই বুদ্ধি করিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা নহে। মার্কো পলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে—মধ্য এসিয়ায় তাতারেরা এইরূপে বাঁশ ফুটাইয়া,তাহাদের তাঁবু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

খুকী

পুট্‌পুটে তার ঠোঁট দুখানি,
টুক্‌টুকে তার গাল,
দু'পাশ দিয়ে নদীর মতন
পড়্‌ছে ঝরে নাল।
পিট্‌পিটে তার চোখ দুটিতে
মুখের দিকে চায়,
দু'ইটি দাঁতের ছোট্ট হাসি
উছ্‌লে পড়ে' যায়।
কাজটি কেবল কান্নাহাসি,
কথায় শুধু—ম্যা,
নিজের মনে আবোল তাবোল—
বু ব্যা ত্যা ন্যা।
খাটের থেকে ধুপ্ ধাপ্ ধুপ্
গড়িয়ে আছাড় খায়,

চিল-চেঁচিয়ে ফাটায় বাড়ী,
আবার হেসে চায়।
মায়ের কোলে নেপ্‌টে থাকে,
ডাক্‌লে কেহ—আয়,
খপ্ করে' মার জড়িয়ে গলা
লুকিয়ে বুকে চায়।
ছাতা জুতো ঘটি বাটি
যা দেখে সে তাই,
টেনে এনে হাঁ করে, তার
মুখে দেওয়া চাই।
এম্‌নি মেয়ে দুষ্টু পাজি,
বয়স নটি মাস,
কখন্ কেঁদে হাত পা ছোঁড়ে,
কখন্ বেরোয় হাস।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কার জোর বেশী?

একবার এক পিঁপ্‌ড়ের ভারি ইচ্ছে হোল, লেখা পড়া শিখে সে-ও একজন বিদ্বান হয়। অনেক জায়গায় সে ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু শেখাবার পড়াবার মত লোক সে একটিও খুঁজে পেল না। অবশেষে পণ্ডিত গঙ্গা ফড়িংয়ের দেখা পেয়ে নিজের মতলবটা সে প্রকাশ করে বল্লে,—'পণ্ডিতজী, হয়রাণ হ'য়ে শেষটায় তোমারি আশ্রয় নিলুম; আমায় কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও'।

পণ্ডিত গঙ্গা ফড়িং বল্লে—তা' বেশ। দুনিয়ায় পণ্ডিত আর ক'জন মিলে? সেকালে তো আড়াই জন পণ্ডিতের নাম শোনা যায়; আর এ কালে?

তিন দুগুণে সাত বল্‌তে যেমন বোঝ, তেম্‌নি আড়াই পণ্ডিত বল্‌তে একাই আমি।

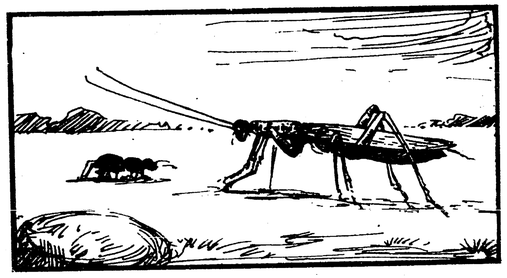

পণ্ডিতের কথা শুনে পিঁপ্‌ড়ে তো ভারি খুসী। এতদিনে যা হোক, একটা ডাক্‌-সাইটে পণ্ডিতের দেখা পেলাম।

গঙ্গা ফড়িং বল্লে,—একটা কথা তোমায় আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেটার অর্থ যেদিন ঠিক বুঝ্‌তে পারবে সেই দিনই তুমি হবে পণ্ডিত; আর যদি সেটা না বোঝ তবে হবে খণ্ডিত।

পিঁপ্‌ড়ে বল্লে,—তা' বেশ বেশ। সে কথাটাই তুমি আমায় শিখিয়ে দেও।

গঙ্গা ফড়িং বল্লে,—'জোর যার মুলুক তার'—শুধু এই কথাটা শিখে নিও।

পিঁপ্‌ড়ে তো গুরুজীকে প্রণাম করে সেই দিনই বাড়ী রওনা হোল।

পিঁপ্‌ড়ে মনে মনে ভাব্‌লো—আর কি। এই একটা কথা শিখেই তো পণ্ডিত হয়ে দেশ বিদেশে আমার নাম জাহির হ'বে। তাই কানে কলম গুঁজে সে দেশে রওনা হোল।

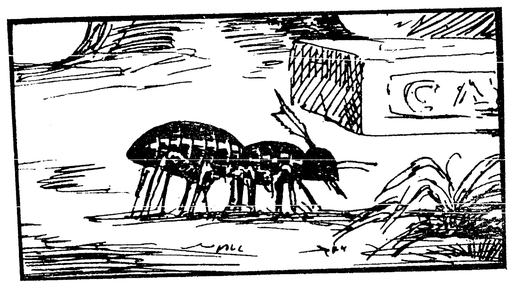

বাড়ী ফিরবার পথে এক জায়গায় পিঁপ্‌ড়ের রাত হো'ল, ঘাসের উপর রাত্রির শিশিরে তার পা ভিজে গেল। যতই সে জোরে চল্‌তে চায়, শিশিরে ততই পা জড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো। পিঁপ্‌ড়ে তখন ভাব্‌লো, পণ্ডিতজী যা' বলেছে —তাই এবার ঠিক হোল দেখ্‌ছি, জোর যার মুলুক তার—এই শিশিরের জোর যে বেশী তাতে আর সন্দেহ কি।

পিঁপ্‌ড়ের এত বড় একটা বিদ্যে হোল ভেবে সে শিশিরকে জিজ্ঞেস কর্‌লো, —কি ভাই, তোমারই জোর দেখ্‌চি সকলের চেয়ে বেশী।

শিশির বল্লে,—না ভাই, আমার চেয়ে সূর্য্যের জোর ঢের বেশী। ভোরের সূর্য্য এখুনি সমস্ত শিশির শুকিয়ে নেবে।

ভোর বেলা সূর্য্যের তাপে সব শিশির শুকিয়ে গেল।

পিঁপ্‌ড়ে তখন সূর্য্যকে বল্লে—সূর্য্যি মামা, দেখ্‌ছি তোমারই জোর সকলের চেয়ে বেশী।

সূর্য্য বল্লে,—না ভাগ্নে, তা' নয়। এখুনি মেঘ এসে আমায় ঢেকে দিয়ে যাবে।

পিঁপ্‌ড়ে মেঘের দেখা পেয়ে বল্লে,—মেঘ ভাই, তোমারই দেখ্‌চি সকলের চেয়ে বেশী জোর। মেঘ বল্লে,—তা'ও কি হয়। দেখ, বাতাস এখুনি আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

পিঁপ্‌ড়ে বাতাসের দেখা পেয়ে বল্লে,—ভাই, তোমারই দেখ্‌লুম জোর সকলের চেয়ে বেশী।

বাতাস বল্লে,—তা'ও কি হয়। ঘর বাড়ীর জোর আমার চেয়েও বেশী। সেগুলি তো সব আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

পিঁপ্‌ড়ে তখন ঘর বাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লে,—ভাই, তোমার জোর সবাইকে হার মানিয়েছে।

ঘর বল্লে,—সে কি কথা হোল। মানুষতো নিজের খুসী মত বাড়ী ঘর ভাঙ্গে আবার তৈরী করে।

পিঁপ্‌ড়ে তখন মানুষের কাছে গিয়ে বল্লে,—তুমিই ভাই বীর, সবার চেয়ে তোমারই জোর বেশী।

মানুষ বল্লে,—তা'ও নয়। এই দেখনা, লোহার ছুরি আমায় অবধি কেটে ফেল্‌তে পারে।

পিঁপ্‌ড়ে তখন ছুরির কাছে গিয়ে বল্লে,—সবাইর কাছে শুনে এলাম তোমারই জোর সকলের চেয়ে বেশী।—কথাটা কি ঠিক ?

ছুরি তখন পিঁপ্‌ড়ের গায়ের উপর পড়ে বল্লে,—'তার পরীক্ষা চাও ? দেখ', এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোহার ছুরির ধারটুকু পিঁপ্‌ড়ের গায়ের উপর এসে পড়্‌তেই, পিঁপ্‌ড়ের শরীর কেটে দুই টুক্‌রো হয়ে গেল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

গাছের দেহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"পাতার মধ্যে গাছের হজম করা এবং নিশ্বাস নেওয়া এই দুই কাজই হয়। পাতার উপর পিঠটা বেশী ঘোর সবুজ হয়, আর নীচের পিঠটা একটু ফিকে রং হয়—কেন এমন থাকে, জান? পাতার উপর পিঠেই তো রোদ বেশী পড়ে, এদিকে গাছের হজমের কাজটি আবার সূর্য্যের আলো ছাড়া চলে না—গাছের পাতায় ক্লোরোফিল্ বলে এক রকম সবুজ কণিকা আছে, তাই দিয়ে, সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে গাছ হজম করে—কাজেই উপর পিঠে, যেখানে আলো বেশী, সেখানে সবুজ কণিকাও বেশী। উপর পিঠে যেমন সবুজ কণিকা বেশী, নীচের পিঠে তেমনি আরেকটা জিনিষ বেশী—অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়, নীচের পিঠের চাম্ড়ার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ফুটো আছে। ছবিতে দেখ,

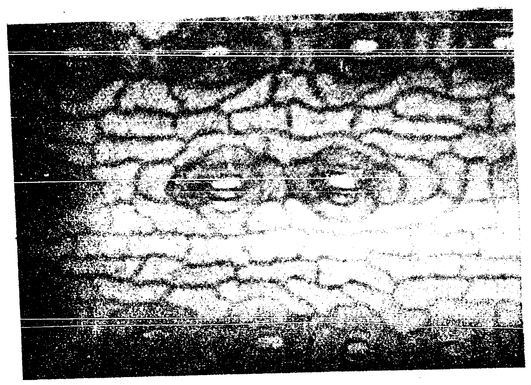

প্রত্যেকটি ফুটোর দুপাশে কেমন কমলা লেবুর কোয়ার মত দুটি কোষ, ঠিক যেন এক জোড়া ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে আছে! এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে গাছ বাতাস খায়—বাতাসে যে কার্ব্বণ-ডায়োক্সাইড্ থাকে, সবুজ কণিকা আর সূর্য্যকিরণের সাহায্যে তার থেকে কার্ব্বণটুকু আলাদা করে নিয়ে গাছ নিজের হজমের কাজে লাগায়, আর অক্সিজেনটুকু ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে বার করে।

"এই ফুটোর মধ্যে দিয়েই আবার গাছ নিশ্বাস নেয়, সুতরাং একে গাছের নাকও বল্তে পার, মুখও বল্তে পার! যতক্ষণ সূর্য্যের আলো থাকে, ততক্ষণ নিশ্বাস নেওয়ার চেয়েও খাওয়াটাই বেশী উৎসাহের সঙ্গে চল্তে থাকে, রাত্রে খাওয়ার কাজ বন্ধ থাকে—শুধু নিশ্বাস চল্তে থাকে।

"পাতার মধ্যে শুধু যে হজম ও নিশ্বাস নেওয়ার কাজ হয় তা নয়, আরেকটি

আশ্চর্য্য জিনিষ পাতার মধ্যে থাকে—সূর্য্যের আলো না হলে গাছের চলে না, এবং এই আলোর কাজ পাতার মধ্যে হয় তা তোমরা শুনেছ; গাছেরা যে আপনি বেঁকে আলোর দিকে যায়, তাও শুনেছ, কিন্তু বলতো, আলোর দিকে গাছ কি করে আপনি যায়? গাছের কি চোখ আছে? না হলে কেমন করে টের পায় যে, কোন্ দিকে আলো আর কোন্ দিকে অন্ধকার? পাতার ভিতরেই এমন শক্তি আছে যা দিয়ে গাছেরা আলো-অন্ধকার বুঝ্তে পারে। পাতার উপর পিঠে কতগুলি কোষের উপর লেন্সের কাঁচের মত স্বচ্ছ আবরণ থাকে, এইগুলি দিয়েই গাছেরা আলো-অন্ধকারের প্রভেদ বুঝ্তে পারে—সুতরাং এগুলিকে গাছের 'চোখ' বলা যেতে পারে। অবিশ্যি আমাদের চোখের সঙ্গে এ চোখের তুলনা হয় না, কিন্তু অনেক নীচু শ্রেণীর জীবের চোখের চেয়ে এচোখ কিছু এমন মন্দ নয়!

"পাতার উপর পিঠের কোষগুলির মধ্যে সবুজকণিকা ঠাসা থাকে, নীচের পিঠের চাম্ড়ার মধ্যে অসংখ্য নিশ্বাসের ফুটো থাকে, আর বাতাস ঢুক্বার জন্য কোষগুলি মগজের মত ফোঁপ্ড়া হয়। পাতার গায়ে অসংখ্য শিরা থাকে, এগুলি দিয়ে দুই কাজ হয়—এর ভিতর দিয়ে রস যায়, আর এগুলি কঙ্কালের মত, পাতাকে শক্ত রাখে।

"ফুলের পাপ্ড়ির মধ্যেও ঐ রকম কোষ আর নল দেখা যায়, তবে পাপ্ড়ি বড় কোমল জিনিষ, তার মধ্যে ছিব্ড়া প্রায়ই থাকে না।

"রেণুগুলো শুধু চোখে আমরা গুঁড়োর মতন দেখি, কিন্তু অণুবীক্ষণে কি সুন্দর দেখায় দেখ!

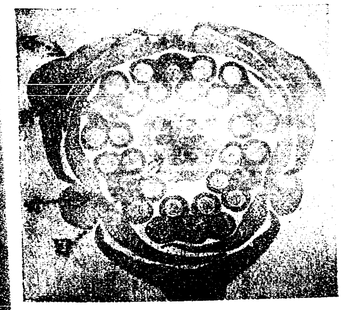

"কুঁড়ির মধ্যে ছদ, দল ও কেশর কেমন থাকে থাকে গোছান থাকে, মাঝখানে বীজকেশরের ফোলা অংশটির মধ্যে ভবিষ্যতের বীজ কেমন সুন্দর করে সাজান থাকে, শুধু চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণে কেমন দেখায় দেখ!

প্রথমে থাকে ছদ্ (ক), তার ভিতরে দল (খ), তার পরে গোলভাবে সাজানো রেণু-কেশর (গ) রেণুর থলেগুলি কেমন গোলগোল দেখাচ্ছে দেখ; মাঝখানে বীজকেশর (ঘ) ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বীজকোষ রয়েছে, ঐগুলি বড় হয়ে বীচি হবে।

"তাহ'লে দেখ, অসংখ্য কোষ গেঁথে গেঁথেই গাছের দেহ তৈরী হয়েছে এবং দেহের যে অংশের যে কাজ তারই উপযুক্ত করে সে অংশের কোষের গঠন হয়েছে।



"এই কোষ জিনিষটা কি? কোষ বা খোপটা আসল জিনিষ নয়, আসল জিনিষ হচ্ছে কোষের মধ্যে যা থাকে, সেই জিনিষটা। 'সন্দেশে' তো আমিবা বা এককোষ প্রাণীর কথা পড়েছিলে, সেই হল সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর প্রাণী, তারপর ক্রমে উন্নতি হতে হতে নানা রকম পোকা, মাকড়, সরীসৃপ, মাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী জীব এই সব হয়েছে—গাছেরও তেমনি এক কোষ উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে, শ্যাওলা, ছাতা ইত্যাদি করে, ক্রমে নানারকম ফল-ফুলওয়ালা গাছ হয়েছে। কিন্তু গোড়ায় ঐ একটি কোষ থেকেই সবারি উৎপত্তি। কোষের মধ্যে যে protoplasm বলে একটি জিনিষ থাকে, সেইটাই হচ্ছে সব জীবের মূল জিনিষ। প্রটোপ্লাস্‌ম্ দিয়েই এককোষ থেকে আরম্ভ করে সবচেয়ে উন্নত জীবের শরীর তৈরী হয়, তবে আমাদের শরীরের ও গাছ পালার শরীরের প্রটোপ্লাস্‌মে কিছু তফাৎ আছে।

"একটি কোষ দুভাগ হয়ে কেমন দুটি কোষ হয়, ছবিতে দেখ। বহুকোষ প্রাণীর শরীরও প্রথমে একটি কোষ থেকেই আরম্ভ হয়—একটি দুভাগ হয়ে দুটি হয়, দুটি দুভাগ হয়ে চারটি হয়, চারটি থেকে আটটি হয়, আটটি থেকে ষোলটি হয়, এমনি করে বেড়ে চলে—এমনি করেই সামান্য একটি সরষের চেয়েও ছোট বীজ থেকে প্রকাণ্ড বটগাছ হয়ে দাঁড়ায়! এই রকম নিজে থেকে বাড়বার শক্তি জড়ের নাই, প্রটোপ্লাস্‌ম্ দিয়ে তৈরি জীব দেহেই



শুধু এ শক্তি আছে। প্রটোপ্লাস্‌মের মধ্যে একটা ঘন সার অংশ আছে, সেইটা থেকেই আবার নতুন কোষ তৈরী হয়। এই প্রটোপ্লাস্‌ম্ যে কি আশ্চর্য্য জিনিষ—এর রহস্য কেউ ভেদ করতে পারেনি। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস্ প্রভৃতি কতগুলি জড় জিনিষ দিয়েই প্রটোপ্লাস্‌ম্ তৈরী হয় কিন্তু এই জড় জিনিষের মধ্যে প্রাণ কি করে আসে? কৃত্রিম উপায়ে ঐ উপাদানগুলি মিশিয়ে ত মানুষ প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেনি—তবে এর মধ্যে প্রাণ কোথা থেকে কেমন করে আসে? সে কথা সেই যাদুকরই জানেন, যিনি জড় জীব সমস্তই সৃষ্টি করেছেন—অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সবই যাঁর চক্রে ঘুরছে—মানুষ এ পর্য্যন্ত ভেবে ভেবে এর কোনো কূল কিনারা পায়নি!

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

"যাদুঘর"

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। আমার একটা স্বভাব ছিল দেশ বিদেশের অতীত কালের ইতিহাস সংগ্রহ করা। সেই জন্য মাঝে মাঝে খাতা পেন্সিল লইয়া যাদুঘর বা মিউজিয়ামে (Museum) যাইতাম ও পুরাকালের গাছ পাথরের ইতিহাস যতটা সম্ভব লিখিয়া আনিতাম।

যাদুঘরে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে যে প্রকাণ্ড ঘরটী আছে তাহাতে পুরাকালের বহু প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, এক কোণে একটী বহুশত বৎসরের পুরাতন শবও আছে। আমি সেই ঘরে বসিয়া মাঝে মাঝে মূর্ত্তির গায়ে যে ছোট ছোট ইতিহাস আছে তাহা লিখিয়া লইতাম ও বইতে সেই সব মূর্ত্তি সম্বন্ধে কি লেখা আছে তাহা মিলাইয়া দেখিতাম।

একদিন কলেজের ছুটির পর বাড়ী না ফিরিয়া সোজা যাদুঘরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতেছি এমন সময় দেখিলাম, কোণের একটি পাথরের মূর্ত্তির পশ্চাতে কতগুলি দাগ দেখা যাইতেছে; ঠিক যেন সেকালের

ভাষায় একটী কবিতা লেখা। আমি তাড়াতাড়ি মূর্ত্তির পশ্চাতে বসিয়া পড়িয়া লেন্স দিয়া উহা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম ততই মনে হইতে লাগিল প্রায় বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সমস্ত মানেটা গুছাইবার চেষ্টা করিতেই সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে কতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি জানি না, হঠাৎ দেখিলাম একটা আলোর রশ্মি আমার লেন্সের ভিতর দিয়া লেখার উপর পড়িতেছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি সব অন্ধকার। উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুয়ারের নিকট গেলাম কিন্তু গিয়া দেখি সব দুয়ার ও জানালা তালা চাবি দিয়া বন্ধ। ভিতরে চীৎকার করিয়া মরিলেও বাহিরে তাহা শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ঘরে কোনই আলো ছিল না কিন্তু আমি যে দিকেই যাইতেছি পশ্চাৎ হইতে দুইটী আলোর রশ্মি আসিয়া সম্মুখে পড়িতেছে। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ দরজায় প্রাণপণে ধাক্কা দিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। তারপর 'দরওয়ান' 'দরওয়ান' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। যখন চীৎকার করিতে করিতে গলা প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে তখন হঠাৎ দেখিলাম, সেই আদিম কালের শবটী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছে। তাহার সেই কাল অঙ্গারের মত মুখ আর তার মধ্যে আগুনের গোলার মত চক্ষু দুইটী দিয়া আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে! দেখিয়াই আমার বুক হইতে গলা অবধি শুকাইয়া গেল। হাসি থামিলে সে তাহার ধপ্‌ধপে সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল—"তুমি না রোজ আমাদের পুরা কালের সংবাদ টুকে নিতে আস? আজ আমাদের Museum এর অধিবাসিদের এক সভা হবে। সভায় যে সকল বক্তৃতা হবে তা' তোমার নোট বহিতে টুকে নিয়ে যাও, তোমাদের জীবিত লোকদের পড়ে শুনিও।" এই বলিয়া সে আমার হাত দুখানা ধরিয়া তুলিয়া নিয়া, একটী পাথরের স্তম্ভের উপর বসাইয়া দিল এবং সে নিজেও পা দোলাইয়া আমার পাশেই বসিল। ভয়ে আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। কিন্তু সেখান হইতে পলাইবার কোনই উপায় নাই। কি করিব; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ক্রমশঃ ভীড় জমিতে লাগিল। পাথরের মূর্ত্তিরা অনেকটা গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁহারা আস্তে আস্তে আসিয়া নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিতে লাগিলেন। তারপর আসিল পাখীরা। তাহারা একবার এখানে আর একবার ওখানে, এইরূপে

সবাই গণ্ডগোল করিতে লাগিল। সেই শবটী যিনি আমার পাশেই বসিয়াছেন তিনিই সভাপতি। তিনি বারে বারে 'স্থির হও' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন।



তারপর সবাই একসাথে কিল্ বিল্ করিতে করিতে আসিলেন সর্পকুল। ফণা তুলিয়া শিষ্ দিতে দিতে তাঁহারা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট গ্যালারিতে গিয়া বসিলেন। কুমীর ও মাছেরা নিজেদের ইচ্ছামত এদিক ওদিক গিয়া বসিলেন। তারপর হেলিয়া দুলিয়া কঙ্কাল মূর্ত্তিরা প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বত্রিশ পাটি দন্তে বিকশিত হাসি দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। মানুষের কঙ্কালটী আমাকে দেখিয়া একটি সেলাম ঠুকিয়া স্বস্থানে বসিল। ক্রমশঃ হাতী, ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ, গণ্ডার, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর আসিতে লাগিল প্রস্তর যুগের প্রাচীন জীব জন্তু সকল। ঘর একেবারে ভরিয়া গেল। সকলে বলা বলি করিতে লাগিল, আজিকার সভা খুব জমিয়াছে।

মানুষের কঙ্কালের পাশে গরিলাটি একটী গাছের ডাল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দরজায় সে ছিল প্রহরী। মিটিং আরম্ভ হইবে এমন সময় সে ছুটিয়া আসিয়া সভাপতিকে সেলাম করিয়া খবর দিল—শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাঁহাদের সভায় আসিতে দেওয়া হইবে কি না? অনেকেই বলিতে লাগিলেন উহারা নিতান্তই আধুনিক উহাদের আসিতে দিয়া কোনও লাভ নাই। কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর তাহারাও সভায় স্থান পাইল। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

চারিদিকে কঙ্কালের হাত তালি ও গর্জ্জনের মধ্যে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া নাকি সুরে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"এঁই সঁভার উদ্দেঁশ্য এঁই যেঁ আঁপনাঁরা সঁকলে পঁরস্পঁরে নিঁজেদেঁর অঁতীত ইঁতিহাঁস বঁর্ণন কঁরিয়া সঁভার সঁভ্যদের জ্ঞাঁন লাঁভে সঁহায়ঁতা কঁরুন। আঁমি যাঁহাকে যঁখন বঁলিব তিঁনি তঁখন উঁঠিয়া বঁক্তৃতাঁ দিঁবেন এঁবং কেঁহ গোঁল মাঁল কঁরিতে পাঁরিবেন না; কঁরিলে গঁরিলা দ্বাঁরা গঁলা ধাঁক্কা দিঁয়া তাঁহাকে বাঁহির কঁরিয়া দেঁওয়াঁ হঁইবে।" সভাপতি বসিলে, আর একবার হাত তালি দিয়া সকলেই স্থির হইয়া চুপ করিয়া নিজ নিজ আসনে বসিলেন।

প্রথমতঃ একটী কাবুলীর কঙ্কাল বক্তৃতা আরম্ভ করিল। থুথু ছিটাইয়া পোস্ত ভাষার ভীষণ খ্যোঁৎ খ্যোঁৎ আওয়াজে বারে বারে যে আমার পিলে চমকাইতে ছিল তা আর বলিয়া কাজ নাই। সে বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ী ছিল আফ্‌গানিস্থানের একটা উঁচু পাহাড়ের নীচে এক গ্রামে। গ্রামে বেশী লোকজন ছিল না—আমি আমার দোস্ত্ আর কয়েক ঘর চাষী। বছরের তিন চারি মাস আমরা চাষ আবাদ করিতাম। বাকী কয় মাস বনে বনে শিকার করিয়া কাটাইতাম। একদিন আমি ও আমার দোস্ত্ শিকারে গিয়াছি, দেখিলাম বনের মধ্যে এক রাস্তা দিয়া দুইজন লোক যাইতেছে। দেখিয়া মনে হইল লোক দুইটীর কাছে কিছু টাকা আছে। আমরা আস্তে আস্তে কিছুদূর তাহাদের অনুসরণ করিয়া, একটা বেশ সুবিধার জায়গায় আসিয়া লোক দুইটীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। একজন গুলি খাইয়া পড়িয়া গেল, আর একজন দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। যে লোকটা পড়িয়া গেল তার কাছে কিছু টাকা পাওয়া গেল। টাকা লইয়া আমরা মনের ফুর্ত্তিতে বাড়ী গেলাম। কিছুদিন পরে দোস্ত্‌কে

বলিলাম—চল দোস্ত্ বিদেশে ব্যবসা করিতে যাই। দোস্তেরও ইহাতে সহজেই মত হইল। সংসারে আমাদের আমি আর দোস্ত্ ছাড়া কেহই ছিল না। কাজেই পরের দিনই সব গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে জঙ্গলে ঢুকিয়া কিছু শুক্‌না ফল কুড়াইয়া লইলাম ও হিং গাছ কাটিয়া কিছু (হিংএর) রস লইলাম। কয়েকদিন জঙ্গলের মধ্যে হাঁটিয়া অবশেষে আমরা পেশোয়ারে পৌঁছিলাম। আগে আমরা কখনও রেল গাড়ী দেখি নাই। এখানে আসিয়া রেল গাড়ী দেখিয়া বেশ আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। খবর নিয়া জানিলাম, টাকা দিলে কোম্পানী হইতে টিকিট নামে একখানা কাগজ পাওয়া যায় এবং সেই কাগজ সঙ্গে থাকিলেই এই গাড়ী চড়িয়া বেড়াইয়া আসা যায়। আমাদের কাছে টাকা ছিল। গাড়ীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে যে কাগজের দরকার তাহাই দু'খানা কিনিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। ৩।৪ দিন সমানে গাড়ী দৌড়াইয়া আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম। শুনিলাম গাড়ী আর যাইবে না। অগত্যা নামিয়া সহরে ঢুকিলাম। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতার লোকের পয়সা ঢের আছে। কিন্তু তাহা জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া বড়ই শক্ত। আমরা ২।৩ বার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম এখানকার লোক সব এক জোটা। জোর দেখাইতে গেলেই বহুলোক এক সঙ্গে মিলিয়া ধরিয়া নিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া রাখে। কাজেই কয়েক বার ঠেকিয়া শিখিয়া শেষে হিংএর ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইল। দেখিলাম এ ব্যবসা নেহাৎ মন্দ নয়। হিংও ২।১টা বাজে ফল দিয়া আমরা বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইতে লাগিলাম।

একদিন বালিগঞ্জে একটা অন্ধকার রাস্তার মোড়ে, একটা লোকের মাথায় বাড়ি দিয়া কিছু টাকা পাওয়া গেল। রাস্তায় ফিরিতে ফিরিতে দোস্ত্ বলিল, "টাকার বেশীর ভাগই আমার।" আমি বলিলাম, "সে কি দোস্ত্—মাথায় বাড়ি দিলাম আমি, আর টাকার বেশীর ভাগটাই তোমার?" কথায় কথায় তর্ক আরম্ভ হইল। দোস্ত্ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া ছুরি খুলিয়া আমার বুকে বসাইয়া দিল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমার গায়ে একটুও মাংস নাই। কিন্তু ইংরাজেরা আমাকে এই মস্ত বাড়ীতে থাকিবার জন্য একখানি কাঁচের ঘর দিয়াছেন। একদিন রাত্রে আমি দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম দোস্ত্ ঢের জমি কিনিয়াছে ও সাদী করিয়া বেশ সুখেই বাস করিতেছে।"

ইতি মধ্যে সভায় একটা বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। কোণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আমার দিকে চাহিয়া দাঁত খিচাইতেছে ও ছুটিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে এবং একটী ভল্লুক তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় সভাপতি মহাশয় উঠিয়া ব্যাঘ্র মহাশয়কে অত্যন্ত তিরস্কার করাতে, সে অগত্যা জিভ চাটিতে চাটিতে চুপ করিয়া জায়গায় বসিল।

গোলমাল একটু থামিলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে স্বয়ং হস্তিরাজ বক্তৃতা করিতে উঠিল। একটী পাথরের টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া, শুঁড় উঁচু করিয়া জলদ গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল—আমার বয়স লক্ষ বৎসরের বেশী। হে সভ্যগণ, আমি বোধ হয় আপনাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় এবং আমার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী, আমি যাহা বলিব আপনারা মন দিয়া তাহা শুনুন কোনও প্রতিবাদ

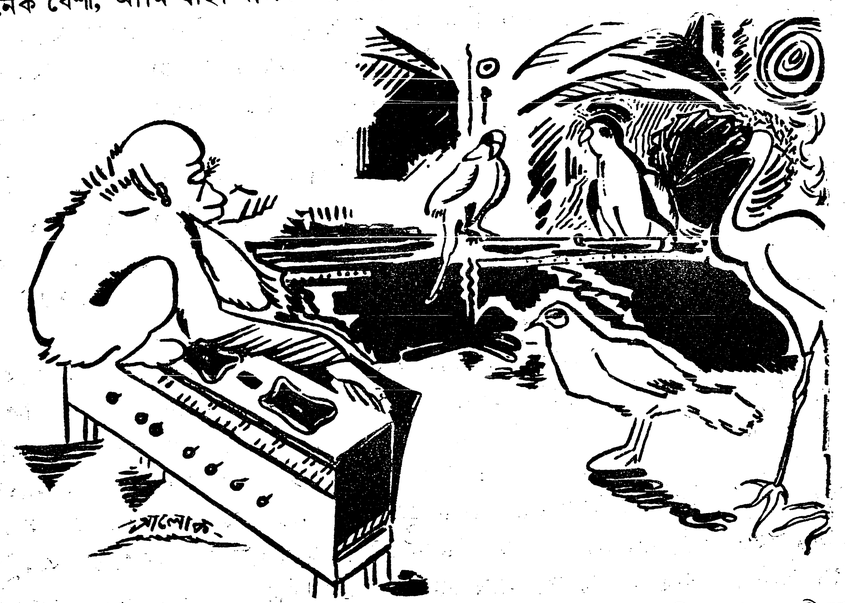

করিবেন না—এই বলিয়া হস্তিরাজ তাহার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া হস্তি মহাশয় উপবেশন করিলে, চারিদিক হইতে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল।

এমন সময় শুনিলাম, এক কোণ হইতে অতি সুমিষ্ট শব্দ আসিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, একটী বৃহৎকায় ওরাং ওটাং বসিয়া হারমনিয়ামে সুর দিতেছে এবং উটপাখী, বক, সারস, দয়েল, শালিখ, হাঁস প্রভৃতি পাখীরা কণ্ঠ মিলাইয়া গান ধরিয়াছে। গান ক্রমশঃই জমিয়া উঠিল। প্রথমতঃ হাততালি, তারপর একজন দুইজন করিয়া সঙ্গীতে যোগ দিতে লাগিল। বানরের ও পাখীর কিচির্ মিচির্ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ক্রমশঃ বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতিরা যখন গানে যোগ দিয়া "তা-থৈ" "তা-থৈ" নাচিতে সুরু করিল, তখন আমার প্রাণ ত "আত্মা রাম খাঁচাছাড়া!" যতক্ষণ পাখীরা হারমনিয়মের সঙ্গে গাহিতে ছিল ততক্ষণ একরকম মন্দ লাগে নাই। কিন্তু হাতী, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক, উল্লুক প্রভৃতির চীৎকারে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে আমি প্রায় মৃতের মত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, আর বেশী বাড়াবাড়ী না হইয়া ক্রমশঃ সঙ্গীত শেষ হইল। যদিও ব্যাঘ্র মহাশয় বারে বারে আমার দিকে আড়চোখে তাকাইয়া জিভ্ চাটিতে ছিলেন, কিন্তু তবু সভাপতির আজ্ঞা স্মরণ করিয়া অপূর্ব্ব শক্তিতে আত্মসংযম করিয়া রহিলেন। যাহা হউক, সঙ্গীত শেষ হইলে সকলে আবার স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল। সঙ্গীতের ভাব ও সুর নাকি এতই মধুর যে, দেখিলাম কুমীর প্রভৃতি কেহ কেহ সেই ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। গানটা কতকটা এইরূপ :—

জানোয়ারেরা— আম্‌রা সবাই ভালবাসি
টাট্‌কা মারা নয়রে বাসি,
মানুষগুলোর মাথার ঘি।
তোম্‌রা মোদের চেনো কি ?

পাখীরা— চিনি যে, নাই সন্দেহ তায়,
বাঘ, ভালুক, আর কুমীর ভায়ায়,
তোম্‌রা সুখে চিবাও হাড়
আমরা ঠুঁকি ঘি।

সকলে—(কোরাস্) আয়রে সবাই ভাগ করে নিই
কচি হাড় আর মাথা,
কেউ বা চিবাই, ঠুঁকি, নাচি
তাক্ ধিনা ধিন্ তা-থা।

এইরূপে গান শেষ হইল।

ক্রমশঃ
শ্রীসুকুমার ঘোষ।

সাঁতারের গান

মিঠে হাঁওয়া ফুর্ ফুর্
চলে কোন্ দূর্ দূর্,
ভরা নদী গান গেয়ে—
ছুট্‌ছে।

দুল্‌ছে তেঁতুল গাছ
চল্‌ছে পাতার নাচ,
বন ভরা লাখ ফুল
ফুট্‌ছে।

আকাশ অথই নীল
নীচে তার ওড়ে চিল,
মেঘ হতে' ফেটে পড়ে
রোদ্দুর।

মাঠের পথটী ধরে,
নিজ মনে গান করে'
পথিক চলিয়ে যায়
কদ্দূর।

জেলেরা ফেল্‌ছে জাল
উড়িয়ে ধবল পাল
মাঝি ছোট তরী খানি
বাইছে।

সাদা হাঁস সারে সার
খেল্‌ছে জলের ধার
সেথা বক শালিকেরা
নাইছে।

ওপারে অনেক দূরে
তরু ছায়া আছে জুড়ে,
দেখা যায় শুধু কালো
বনটী।

কেঁপে কেঁপে চলে জল
বেঁকে বেঁকে ছল ছল
দুষ্ট চপল তার
মনটী।

দেরে ডুব—দেরে ডুব—
খেলা আজ হবে খুব
এখানে জলেতে থই
পাই না।

চল চল—সর সর—
সাবধান—ধর ধর,
ওখানে মার্‌ল মাছ
ঘাই না?

আজ্‌কে ওপারে হাট—
ভরে গেছে সারা মাঠ।
ঘরে আর কেউ কোথা
নাই রে।

ক্ষেতে গিয়ে পাকা ফুটি
আনি যে আমরা লুটি
তিন ডুবে ওই পারে
যাই রে।

বুড়ো মাঝি খেয়া দিয়ে
আস্‌বে মোদের নিয়ে।
বেলা হলে' সবে ঘরে
ফির্‌ব।

তেঁতুল তলার কাছে—
ঘোলাজল যেথা নাচে
পুরাণো সে ভাঙা ঘাটে
ভিড়ব।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

পরের পৃষ্ঠায় ১২টি ছবি আছে; তা'র প্রত্যেকটি কোনও পশু বা পাখীর শরীরের অংশ (হাত, পা, ডানা, ঠোঁট ইত্যাদি)। কোন্‌টা কোন্ জন্তুর বা পাখীর শরীরের কোন্ অংশ, বল্‌তে হবে।

বৈশাখের ভুল ছবির উত্তর আর এই ছবিগুলির উত্তর এক সঙ্গে বিচার ক'রে পুরস্কার দেওয়া হবে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে উত্তরগুলি "সন্দেশ" কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। খামের উপরে বাঁ দিকের কোণে "প্রতিযোগিতা" কথাটি লিখে দিতে হবে। উত্তর দিবার সময় অন্য কারো সাহায্য নেওয়া নিষেধ।

১৬ বৎসরের গ্রাহকগ্রাহিকাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। পুরস্কার সম্বন্ধে আমাদের বিচারই চূড়ান্ত; এ বিষয়ে কোনও লেখালেখির উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে না।

প্রতিযোগিতার ছবি

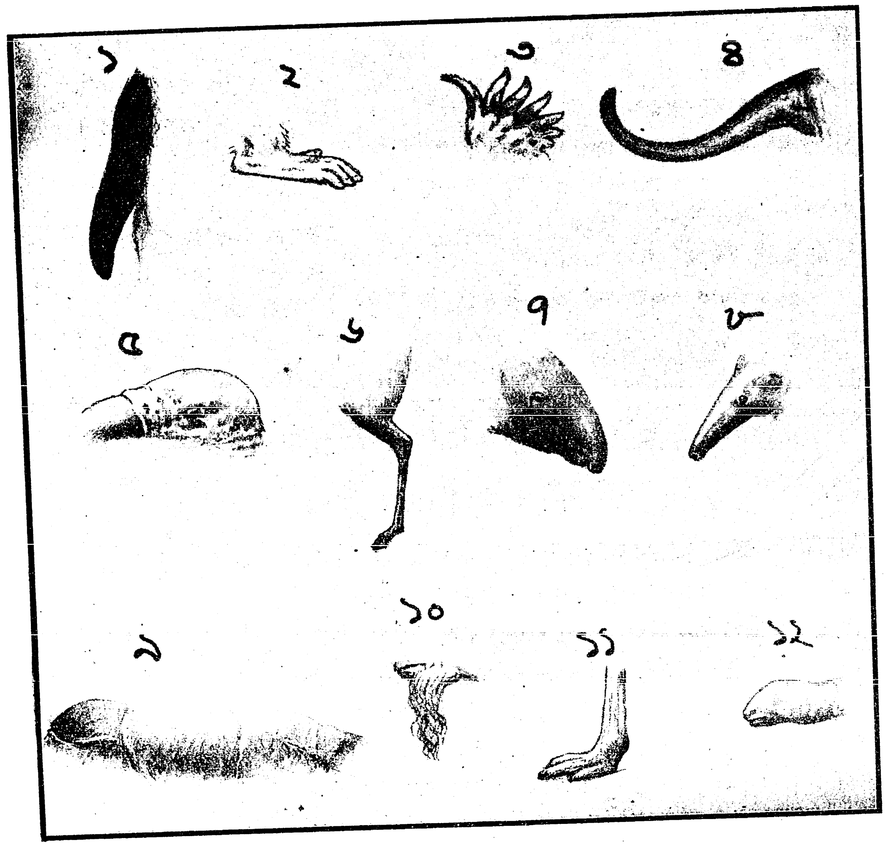

কিসের কি ?

(আগের পৃষ্ঠা দেখ)

গল্প-সল্প

মোটে দুটো

বর্দ্ধমানে রেল থেমেছে ;—গাড়ী ছাড়্‌বার আর ১ মিনিট বাকি। হঠাৎ রামবাবুর খেয়াল হ'লো, নাতীর জন্য কয়েকটা মিহিদানা কিনে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি গাড়ী থেকে গলা বার ক'রে প্ল্যাটফর্ম্মে একটি ছোট ছেলেকে দেখে বল্‌লেন, "ওহে খোকা ! এই তিন আনার পয়সা নিয়ে, সাম্নের দোকান থেকে চট্ ক'রে চারটে মিহিদানা কিনে আন তো ! বাকি পয়সা দিয়ে তোমার নিজের জন্য দুটো মিহিদানা কিনে খেয়ো।"

একটু বাদেই ছেলেটি মিহিদানা খেতে খেতে ফিরে এসে, রামবাবুর হাতে দু' আনা পয়সা ফেরত দিয়ে ব'লে গেল, "আজ্ঞে, মোটে দুটো মিহিদানাই দোকানে ছিল ; তাই আপনারটা আর কেনা গেল না।"

সত্যিই তো !

ছোট্ট ছেলেটিকে একটা বাড়ীর সাম্নে দাঁড়িতে থাক্‌তে দেখে একটি ভদ্রলোক তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি খোকাবাবু ! তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন তো ?" খোকা মাথা নেড়ে বল্ল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ !" ভদ্রলোকটি অম্নি বাড়ীতে ঢুকে ডাকাডাকি কর্‌লেন, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। একটু বাদেই তিনি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কই খোকাবাবু—তুমি না ব'লেছিলে তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন ? কত ডাক্‌লাম, কেউ তো সাড়া দিল না ?"

খোকা বল্‌ল, "আজ্ঞে হ্যাঁ ! বাবা নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন।"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "তবে ?"

খোকা বল্‌ল, "আমি তো এ বাড়ীতে থাকি না।"

বৈশাখের ধাঁধার উত্তর

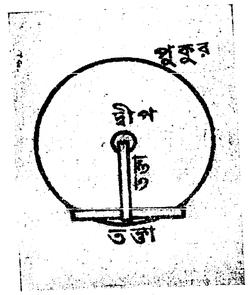

(১) ছবিতে দেখ, কেমন ক'রে তক্তা রেখে, দ্বীপ থেকে বল নিয়ে এল।

(২) প্রথমে দুই ভাই নৌকার ওপারে গেল; এক ভাই ফিরে এল। তারপর বাবার বন্ধু ওপারে গেল, ওপারের ভাইটি নৌকা নিয়ে ফিরে এল। তারপর আবার দুই ভাই ওপারে গেল; আবার এক ভাই ফিরে এল। তারপর তাদের বাবা একা পার হ'লো; ওপারের ভাইটি নৌকা নিয়ে ফিরে এসে এপারের ভাইটিকে নিয়ে পার হ'লো।

(৩) ছবিতে দেখ, সূতাটাকে কাঁচির মুখ দিয়ে কেমন ক'রে গলিয়ে কাঁচিটাকে খুল্‌তে হবে।

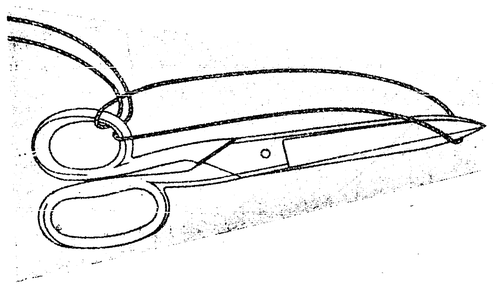

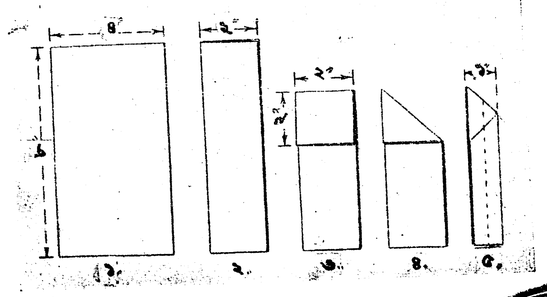

(৪) ছবিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর দিয়ে দেখান হয়েছে কাগজটাকে কি ভাবে ভাঁজ কর্‌তে হবে। তিন নম্বরের ভাঁজের পর, কাগজটাকে উল্টে নেওয়া হয়েছে লক্ষ্য কর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

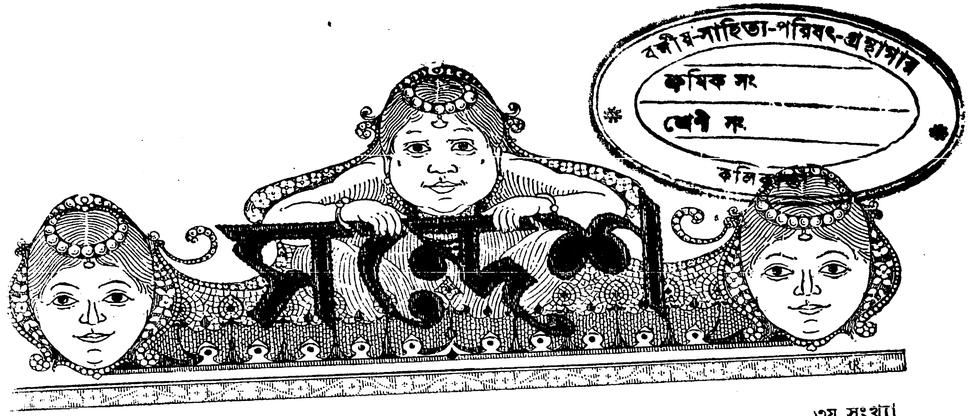

চতুর্দ্দশ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৩ | ৩য় সংখ্যা

খেলানা

রঙিন খেলেনা পিঠে কতগুলি, বুড়া চলেছিল পথে,
রৌদ্র-তপ্ত ধূলা বালি রাশি—পায়ে ঠেলি কোন মতে।
গাছের পাতায় হু হু হু হাওয়ায়—মর্ম্মর সুর উঠে—
কুলায় কুলায় পাখীরা ঘুমায়—আকাশে মেঘেরা ছুটে।
ক্ষীণ স্বরে বুড়া 'খেলেনা চাহি গো' হেঁকে পথে চলি' যায়—
জানালা হইতে একটি বালক খেলানার পানে চায়।
কাঠের পুতুল বাঁশের বাঁশরী—কত কি ভরা সে ঝুলি,
বালক ভাবিছে মোরে যদি দেয় খেলাঘরে এনে তুলি।
বাড়ীর সকলে ঘুমায় তখন বালক রয়েছে জাগি।
বুড়া বসে আসি বুড়াবট তলে ক্ষণেক বিরাম লাগি।
খিড়কি খুলিয়া আইল বালক বটতলে তার কাছে,
পাতার শব্দ শুনিয়া চমকি বুড়া ফিরে চায় পাছে।
ঊষার মতন সুন্দর তার মুখ পানে চেয়ে রয়।
বুড়ার চাহনি দেখি বালকের জাগিল কেমন ভয়!
বুঝিয়া তা' বুড়া নামাল চাহনি—চাহিল খানিক জল।
জল খেতে গিয়ে দুই আঁখি তার—করে উঠে ছল ছল।

বালক বলিল—পুতুল জোড়াটা নিব আমি, দাম কত ?
পুতুলের ঝোলা মাটীতে রাখিয়া বুড়া করে মাথা নত।
পুরাতন কত স্মৃতি আসে ফিরে ধরি নব কলেবর—
তাহার চোখের মণি সম ছিল, এরি মত সুন্দর।
তারে বুকে লয়ে ছিল সংসারে,—একদা বরষা রাতে—
কোল ছেড়ে তার কোথা গেল চলি—দারুণ বাদর রাতে।
এমনই তার মুখটী কোমল—এমনি ডাগর আঁখি,
নীরবে বসিয়া কাঁদে বুড়া তার এক হাতে হাত রাখি।
নীরব নিরালা এ দুপুর বেলা শোক ঘনাইয়া উঠে—
কি জানি কেন গো বালকের দুই আঁখি বেয়ে ধার ছুটে।
শৈশবে সে যে পিতামাতা হারা মামার বাড়ীতে থাকে,
এমন আদরে একটু পরশ কেহ নাহি করে তাকে।
ঝুলি খুলে বুড়া একে একে একে সাজায়ে খেলেনা গুলি,
কম্পিত করে বালকের কাঁখে সযতনে দিল তুলি।
মুখখানি তার আর একবার দেখি, ধরি বাঁকা পথ—
হন হন করি চলিল তুলিয়া অবশ চরণ রথ।
তার পর দিন গেছে চলি কত—বুড়া আসে নাই আর,
নিয়ত দুপুরে বালক দাঁড়ায়ে রহিত পথের ধার।
খেলিতে খেলিতে খেলাঘরে কভু বুড়ারে পড়িত মনে—
আপনার মনে ফুঁপিয়া কাঁদিত বসিয়া ঘরের কোণে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীব-জগতের নিয়ম ভঙ্গ

পাখী আর সাপ-টিক্‌টিকি জাতীয় জন্তুতে ডিম পাড়ে, মাছ জলেই থাকে, পাখী ওড়ে,—জীব-জগতের এরূপ কয়েকটি সাধারণ নিয়ম আমরা জানি। কিন্তু, এই নিয়ম সব সময় খাটে না। উড়ুক্কু মাছ, উড়ুক্কু জানোয়ার, ডিম-পাড়া জানোয়ার,

প্রভৃতি কয়েকটির কথা তোমরা বোধ হয় শুনেছ। আজ আবার ঐ রকমের কয়েকটি নিয়ম-ভঙ্গের কথা তোমাদের বল্‌ব।

প্রথমেই দুটি উড়ুক্কু মাছের ছবি দিলাম। এদের কত বড় ডানা আছে দেখ।

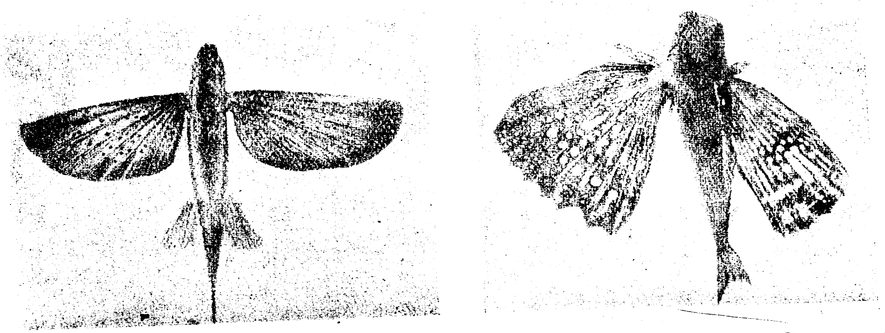

বড় রাক্ষুসে মাছের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এদের ডানা। পুরীতে যারা গিয়েছ তারা হয়তো উড়ুক্কু মাছ দেখেও থাক্‌তে পার।

এবার দুটি ছবি দিলাম ;—ডান দিকেরটি হচ্ছে, একটি ফুস্‌ফুস্‌ওয়ালা মাছের



ছবি। মাছ জলে থাকে ব'লে তার ফুস্‌ফুসের দরকার হয় না ; কিন্তু এ বেচারাকে অনেক সময় শুক্‌নো ডাঙার উপর থাক্‌তে হয় ;—তাই এর নিশ্বাস নেবার জন্য

ফুস্‌ফুসের দরকার। গভীর জলে নিয়ে গেলে এবেচারা ডুবেই মারা যাবে। বাঁ দিকের ছবিটিতে দেখ, একটি মাছ কাদার মধ্যে কেমন সুন্দর বাসা তৈরী ক'রে রেখেছে! এই জাতের মাছের বাসা বানিয়ে থাকাই অভ্যাস।

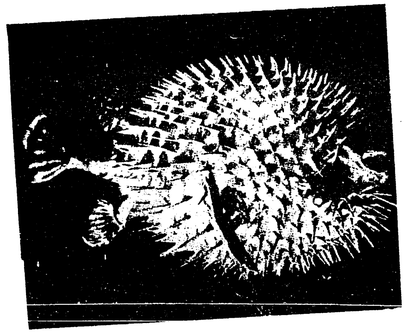



এবার একটি মাছের ছবি দেখ;—একে 'সজারু-মাছ' বলা যেতে পারে। গভীর সমুদ্রে এর নিবাস। গায়ে ঠিক সজারুর কাঁটার মত শক্ত কাঁটা। যিনি ধর্‌তে যাবেন তাঁর ভাগ্যে কিছু সাজা আছে।



পাখীর বাসা দেখেছ। উপরের ছবিটি কোন্ পাখীর বাসা বল্‌তে পার কি?—নিশ্চয়ই কোন বড় পাখীর বাসা হবে! বাসাটা খুবই বড়; একজন মানুষ অনায়াসে এর ভিতর ব'সে থাক্‌তে পারে। কিন্তু আসলে এটা পাখীর বাসা মোটেই নয়—বনমানুষের বাসা। একটি ওরাংওটাং এই বাসাটি

বানিয়েছে। সিম্পাঞ্জি আর ওরাংওটাং এই রকমের বাসা বানিয়ে তার মধ্যে বাস করে।

আগের পৃষ্ঠার নীচের জন্তুটিকে চেন কি?—এর নাম হচ্ছে হংস-চঞ্চু;—নিবাস অষ্ট্রেলিয়া দেশে। এই জন্তু পাখীর মত ডিম পাড়ে। এ ছাড়া আরও দুই রকমের জন্তু আছে যারা ডিম পাড়ে।



এবার একটি জন্তুর ছবি দিচ্ছি;—ইনি জাতে বানর। গাছের ডাল আঁক্‌ড়ে বসে থাকেন;—হঠাৎ শূন্যে বোঁ ক'রে উড়ে আরেক গাছের ডালে চ'লে যান্। আসলে এটা প্রকৃত ওড়া নয়। এঁদের হাত আর পায়ের মাঝে একটা প্রকাণ্ড পর্দ্দা আছে; হাত-পা ছড়ালে সেই পর্দ্দা একটা প্রকাণ্ড ডানার মত হয়ে যায়। তারই সাহায্যে হাওয়ার উপর ভর ক'রে চ'লে যান্। এই জন্তুটির নাম হচ্ছে "কোবেগো"। এক জাতের ব্যাং আছে তাদের পায়ের আঙ্গুল খুব লম্বা আর পর্দ্দা দিয়ে জোড়া। তারাও শূন্যে ভর ক'রে অনেক দূর যেতে পারে।

জীব-জগতের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গের আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়;—এবার সামান্য কয়েকটি দিলাম।

কাব্‌লী-আলা

ঝাঁক্‌ড়া চুলে পাগ্‌ড়ী বেঁধে
নাগ্‌ড়া জুতো পায়
পোঁট্‌লা কাঁধে মস্‌মসিয়ে
কাব্‌লী-আলা যায় ;
কাণের ফুটোয় দুল্‌ছে দুটো
মাক্‌ড়ী বাঁধা রিং—
ঝোলায় বুঝি কাব্‌লী-মটর,
পেশোয়ারী হিং !



কাব্‌লী-আলা এই দুপুরে
চল্‌ছ কোথায় ভাই,
ছুটির দিনে কুটীর-দাওয়ায়
ভাব্‌ছি ব'সে তাই।
চলার নেশায় চল্‌ছ বুঝি,
হয়নি চলার শেষ ?
কাব্‌লী-আলা, কাব্‌লী-আলা
কোথায় তোমার দেশ ?
কোন্ পাহাড়ের মধ্যখানে
কোন্ সে মরুর 'পর
হাজার খেজুর গাছের ছায়ায়
তোমার গ্রামের ঘর !

এই দুপুরে কোথায় তুমি
চল্‌ছ কাবুলী ;—
বুঝ্‌ছি না ছাই আবোল্ তাবোল্
বল্‌ছ' যা বুলি।

কাব্‌লী-আলা তোমার ঘরে
নাই কি জননী !
বেরিয়ে এলে এই দুপুরে ;
বারণ শোননি !

ঝিঙের ক্ষেতে বস্‌ল ফিঙে
লাগ্‌লো চোখে ঢুল্
চালের বাতায় দুল্‌ছে দোদুল্
চাল্ কুম্‌ড়োর ফুল্।
কাঠ্-ঠোক্‌রা ডাক্‌ছে কোথায়—
শুন্‌ছ কি তার স্বর ?
বায়স ডাকে ব্যাকুল হয়ে
বকুল গাছের পর।
ডাবের ডালে ডাক্‌ছে ডাহুক,
ডাক্‌তেছে বুল্ বুল্ ;
ঝট্‌কা লেগে ছট্‌কে পড়ে
শুক্‌নো শালের ফুল্।
বিলের ধারে মাছ-রাঙ্গারা
কর্‌ছে কোলাহল্,
ছায়ার লোভে উড়্‌ছে বনে
বন্-বলাকার দল্।
কাব্‌লী-আলা এই দুপুরে
চল্‌ছ কোথা ভাই—
ছুটির দিনে কুটীর-দাওয়ায়
ভাব্‌ছি বসে তাই।

ঝাউয়ের ঝাড়ে ঝিমোয় ঝিঁঝি
চোখ্ দুটি ঘুম্ ঘুম্ ;

BLEED THROUGH.

সজ্‌নে গাছে বাজ্‌না বাজে
ঝুম্‌ঝুমি ঝুম্‌ঝুম্‌।
ডাইনে তোমার ধানের জমি
আলের পরে আল্‌,
ঝাঁক্‌ড়া মাথায় দাঁড়িয়ে আছে
একটি দুটি তাল্‌।



হিঙুল রংএর কি ফুল ফোটে
বনের কিনারায় —!
ধূলায় লুটায় শিমুল তূলা ;
হাওয়ায় উড়ে যায়।

সাম্‌নে তোমার শ্যাম্‌লা নদী
একটুও নেই জল—
বালুর ঢালু চড়ায় ফলে
তাজা ফুটির ফল্‌।
দূরের ধূসর ধূমল ধূ ধূ
নীল পাহাড়ের গায়,
চল্‌ছ তুমি কোন্‌ সে গাঁয়ে
মাঠের সীমানায়।
আঁকা বাঁকা মেঠো পথের
শেষ কোথা যে ভাই—
ছুটির দিনে কুটীর দাওয়ায়
ভাব্‌ছি বসে তাই।

ঝাঁঝাল্‌ হাওয়ায় উড়্‌লো ধূলো,
ঘূর্ণি ঘুরে যায়,
কাব্‌লী-আলা বস্‌ল এবার
বাব্‌লা গাছের ছায়।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

"যাদুঘর"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রোতারা একটু স্থির হইয়া বসিলে, কুম্ভীর মহাশয় বত্রিশ-পাটি দন্ত বিকশিত করিয়া বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া আসিলেন। আবার চারিদিকে করতালি-ধ্বনি আরম্ভ হইল। কুম্ভীর মহাশয় দাঁত খিচাইয়া হাসিয়া হাসিয়া চারিদিকের শ্রোতাদের অভিবাদন করিতে লাগিলেন। হাততালি থামিলে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

মহাশয়গণ—আমার কাহিনী অতি দুঃখের। সে কাহিনী শুনিয়া আপনারা নিশ্চয় চোখের জল ফেলিবেন। পদ্মা নদীর মোহনা হইতে কিছু দূরে, সমুদ্রের মধ্যে একটী ছোট পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের গুহায় আমি বাস করিতাম। এই পাহাড়টা ছিল আমার রাজধানী! সাগরে, আমার রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, প্রত্যহ আমার কিছু মাংস ও ফল মূল চাই। প্রজারা যেন নিত্য প্রাতে উহা আমার রাজপুরী—সেই গুহায় রাখিয়া যায়। সেইরূপেই বরাবর কার্য্য হইত এবং প্রজারা অতিশয় যত্নে আমার খাদ্য যোগাইত। সমুদ্রে ফল মূলের অভাব নাই কিন্তু মাংসেরই খুব অভাব। কোন না কোন প্রজার প্রাণ না হইলে আর মাংস খাওয়ার যো নাই। এই জন্য নদী নালায় ঢুকিয়া গরু বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মানুষ যাহা পাইতাম ধরিয়া লইয়া যাইতাম। এই সূত্রে অনেক নদ নদী, গ্রাম ও সহর আমি দেখিয়াছি। নদীতে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতাম, গরু বাছুর নদীর তীরে চরিতেছে। আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া, খপ্‌ করিয়া একটার ঠ্যাং ধরিয়া জলে নিয়া আসা, সে এক আনন্দের ব্যাপার! সব মাংস অপেক্ষা মানুষের মাংসই বেশী মিষ্ট কিন্তু মানুষ ধরা বড়ই কঠিন। উহারা যেমন সেয়ানা তেমনি ফন্দিবাজ। ভাল করিয়া কাম্‌ড়াইয়া ধরিলেও, অনেক সময় চোখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া পলাইয়া যায়। মানুষ ধরিয়া তাহার সুমিষ্ট মাংস খাইতে সাধ থাকিলে কয়েকটী কৌশল জানা আবশ্যক। স্নানের ঘাটের কাছাকাছি, কোথাও শুধু নাক ও চোখ দুটি বাহির করিয়া ভাসিয়া থাকিতে হয়—যেন মানুষ জলে নামিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর ডুব দিয়া গিয়া ধরিলেই হইল। কিন্তু চালাকিতে শৃগাল ও মানুষকে আঁটিয়া উঠা ভারি শক্ত। একবার বর্ষাকালে জলের ধারে এক শৃগালকে দেখিতে পাইয়া, চুপি চুপি যাইয়া তাহার পা

কাম্‌ড়াইয়া ধরি, কিন্তু ধূর্ত্ত শৃগাল চেঁচাইয়া উঠিল—"কুমীর ভায়া, তুমি আমার পা না ধরিয়া লাঠি ধরিয়াছ কেন?—আমার পা যে এখানে রহিয়াছে।" এই বলিয়া সে যাহা বাড়াইয়া দিল আমি তাহাই ধরিলাম। শৃগাল এক লাফে ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইল। আমি ভাল করিয়া চিবাইয়া দেখি, যাহা ধরিয়াছি তাহা একখানা পোড়া কাঠ। আপনারা ইহাতে সহজেই বুঝিতেছেন, শিকার ধরা খুব সহজ নয়। এইরূপ মানুষের ধূর্ত্ততার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আপনাদিগকে এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিব। হলুদ গায়ে দিয়া যে সমস্ত মানুষ জলে নামে, তাহাদিগকে ধরিতে যাওয়া নেহাৎ বোকামি—উহাদের গায়ে এমন বিশ্রী গন্ধ হয় যে, সে মাংস একেবারে অখাদ্য হইয়া পড়ে। স্নানের ঘাটে খুব বেশী লোক থাকিলে শিকার ধরিতে যাওয়া বিপজ্জনক। এইরূপ আরও অনেক বিষয় আছে যাহা আপনারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। আমি একবার পদ্মা নদীতে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দুই দিকে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠ—তাহাতে সরিসা ও তিল ফুল ফুটিয়া মাঠ আলো করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই মাঠের মধ্য দিয়া একটী সুন্দর ছোট নদী চলিয়া গিয়াছে। সে স্থান এমন সুন্দর যে, আমার দেখিয়া মনে হইল যে, এই নদী নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছে। আমি নদী ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলাম, আরও কিছু দূর গিয়া দেখিলাম, নদীর পারে স্নানের ঘাটে দুইটী বালক স্নান করিতেছে। তখন ঠিক দুপুর বেলা। ঘাটে আর লোক ছিল না। কাজেই আমার যে শিকার ধরিবার সুযোগ হইল তাহা আর কি বলিব। এক ডুবে যাইয়া তাহাদের সাম্‌নে হুঁস্ করিয়া উঠিলাম। দুইটীকেই ধরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটী পলাইয়া গেল। বড়টীকে ধরিয়া তার কচি মাংসে সে দিনকার মত জলযোগ করা গেল। পরের দিন গ্রাম শুদ্ধ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তীরে বহু লোক সমবেত হইল বটে কিন্তু কেহই আর জলে নামে না। এইরূপ অসুবিধায় দিন যাইতে লাগিল। ছোট নদী, তাহাতে যা মাছ ছিল ২।৪ দিনেই ফুরাইয়া গেল, এরপর কি উপায় করিব ভাবিয়া চিন্তিত হইলাম। আরও ২।৪ দিন পর এমন হইল যে, সারা দিনে কোন শিকারই মিলিল না। তখন অগত্যা স্থির করিলাম আবার সমুদ্রে নিজের রাজত্বে ফিরিয়া যাইব এবং স্বদেশে থাকিয়া যাহা জোটে তাহা খাইয়াই রাজ্য শাসন করিব। এইরূপ মনস্থ করিয়া আস্তে আস্তে স্বদেশের দিকে রওনা হইলাম। স্থানটী বড়ই মনোরম ছিল। ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক, আস্তে আস্তে

ভাসিতে ভাসিতে রওনা হইলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি, একটী ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় দুইজন লোক আসিতেছে। দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। নৌকাখানা ডুবাইয়া দিয়া মানুষ দুইটী ধরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না দেখিয়া, খুব স্ফূর্ত্তি হইল। আস্তে আস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া, যখন খুব কাছাকাছি গিয়াছি, তখন হঠাৎ নৌকা হইতে গুড়ুম করিয়া একটী বিষম শব্দ হইল এবং আমার গায়ের কাছে কি একটা আসিয়া জলে পড়িল। আমি চুপ্ করিয়া ডুব দিলাম এবং নৌকার অপর দিকে গিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। ভাসিয়া উঠিয়া দেখি নিকটেই নৌকাখানি রহিয়াছে। হাঁ করিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে নৌকার দিকে ছুটিয়া চলিলাম। এমন সময় আবার গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল এবং ভীষণ জোরে একটা



কি আসিয়া আমার মুখের মধ্যে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় লাফাইয়া উঠিলাম এবং আবার বেগে নৌকার দিকে ছুটিয়া গেলাম। নৌকা যখন ধরি ধরি তখন আবার সেই বিষম শব্দ হইল এবং এমন জোরে আমার মাথায় গুলি লাগিল যে, আমি

কাম্‌ড়াইয়া ধরি, কিন্তু ধূর্ত্ত শৃগাল চেঁচাইয়া উঠিল—"কুমীর ভায়া, তুমি আমার পা না ধরিয়া লাঠি ধরিয়াছ কেন?—আমার পা যে এখানে রহিয়াছে।" এই বলিয়া সে যাহা বাড়াইয়া দিল আমি তাহাই ধরিলাম। শৃগাল এক লাফে ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইল। আমি ভাল করিয়া চিবাইয়া দেখি, যাহা ধরিয়াছি তাহা একখানা পোড়া কাঠ। আপনারা ইহাতে সহজেই বুঝিতেছেন, শিকার ধরা খুব সহজ নয়। এইরূপ মানুষের ধূর্ত্ততার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আপনাদিগকে এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিব। হলুদ গায়ে দিয়া যে সমস্ত মানুষ জলে নামে, তাহাদিগকে ধরিতে যাওয়া নেহাৎ বোকামি—উহাদের গায়ে এমন বিশ্রী গন্ধ হয় যে, সে মাংস একেবারে অখাদ্য হইয়া পড়ে। স্নানের ঘাটে খুব বেশী লোক থাকিলে শিকার ধরিতে যাওয়া বিপজ্জনক। এইরূপ আরও অনেক বিষয় আছে যাহা আপনারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। আমি একবার পদ্মা নদীতে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দুই দিকে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠ—তাহাতে সরিসা ও তিল ফুল ফুটিয়া মাঠ আলো করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই মাঠের মধ্য দিয়া একটী সুন্দর ছোট নদী চলিয়া গিয়াছে। সে স্থান এমন সুন্দর যে, আমার দেখিয়া মনে হইল যে, এই নদী নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছে। আমি নদী ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলাম, আরও কিছু দূর গিয়া দেখিলাম, নদীর পারে স্নানের ঘাটে দুইটী বালক স্নান করিতেছে। তখন ঠিক দুপুর বেলা। ঘাটে আর লোক ছিল না। কাজেই আমার যে শিকার ধরিবার সুযোগ হইল তাহা আর কি বলিব। এক ডুবে যাইয়া তাহাদের সাম্‌নে হুঁস্ করিয়া উঠিলাম। দুইটীকেই ধরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটী পলাইয়া গেল। বড়টীকে ধরিয়া তার কচি মাংসে সে দিনকার মত জলযোগ করা গেল। পরের দিন গ্রাম শুদ্ধ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তীরে বহু লোক সমবেত হইল বটে কিন্তু কেহই আর জলে নামে না। এইরূপ অসুবিধায় দিন যাইতে লাগিল। ছোট নদী, তাহাতে যা মাছ ছিল ২।৪ দিনেই ফুরাইয়া গেল, এরপর কি উপায় করিব ভাবিয়া চিন্তিত হইলাম। আরও ২।৪ দিন পর এমন হইল যে, সারা দিনে কোন শিকারই মিলিল না। তখন অগত্যা স্থির করিলাম আবার সমুদ্রে নিজের রাজত্বে ফিরিয়া যাইব এবং স্বদেশে থাকিয়া যাহা জোটে তাহা খাইয়াই রাজ্য শাসন করিব। এইরূপ মনস্থ করিয়া আস্তে আস্তে স্বদেশের দিকে রওনা হইলাম। স্থানটী বড়ই মনোরম ছিল। ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক, আস্তে আস্তে

ভাসিতে ভাসিতে রওনা হইলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি, একটী ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় দুইজন লোক আসিতেছে। দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। নৌকাখানা ডুবাইয়া দিয়া মানুষ দুইটী ধরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না দেখিয়া, খুব স্ফূর্ত্তি হইল। আস্তে আস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া, যখন খুব কাছাকাছি গিয়াছি, তখন হঠাৎ নৌকা হইতে গুড়ুম করিয়া একটী বিষম শব্দ হইল এবং আমার গায়ের কাছে কি একটা আসিয়া জলে পড়িল। আমি চুপ্ করিয়া ডুব দিলাম এবং নৌকার অপর দিকে গিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। ভাসিয়া উঠিয়া দেখি নিকটেই নৌকাখানি রহিয়াছে। হাঁ করিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে নৌকার দিকে ছুটিয়া চলিলাম। এমন সময় আবার গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল এবং ভীষণ জোরে একটা



কি আসিয়া আমার মুখের মধ্যে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় লাফাইয়া উঠিলাম এবং আবার বেগে নৌকার দিকে ছুটিয়া গেলাম। নৌকা যখন ধরি ধরি তখন আবার সেই বিষম শব্দ হইল এবং এমন জোরে আমার মাথায় গুলি লাগিল যে, আমি

অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর দেখি এই যাদুঘরে বন্দী হইয়া আছি। নৌকাখানি আক্রমণ করিতে যাইবার সময় যেমন হাঁ করিয়া গিয়াছিলাম, এখনও তেমনি "হাঁ" করিয়াই আছি। দিনের বেলায় কিছুতেই মুখ নাড়িতে পারি না। কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলি যখন দিনের বেলায় আমার গা ঘেসিয়া যায় ও গায়ে হাত দেয়, তখন আমার প্রাণটা যে কি করিতে থাকে তাহা আর কি বলিব। তাহাদের কচি-নরম-তক্‌তকে মাংস যে কি মিষ্টি তাহা মোটে একবারই আস্বাদন করিয়াছি।

এই বলিয়া কুম্ভীরমহাশয় খানিকক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল ও তাহার দুঃখে সমবেদনা জানাইতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম—বাপ্‌রে কি ভীষণ ব্যাপার! ভাগ্যি ছেলে মেয়েরা দিনের বেলায় যাদুঘর দেখিতে আসে। রাত্রে এই মৃতের দেশে ঢুকিলে যে আর কাহারও প্রাণ লইয়া ফিরিবার আশা নাই, তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

ইহার পর বক্তৃতা করিতে উঠিল একটী শ্বেত-ভল্লুক। মন্থর গতিতে আসিয়া সে পালোয়ানের মত দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইল। বক্তৃতা আরম্ভ হইলে, ঠিক সেই সময় সভায় এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। কি একটা কথা নিয়া একটী প্রকাণ্ড সিংহে ও একটী সুবৃহৎ ব্যাঘ্রে তর্কবিতর্ক সুরু হয়। দেখিতে দেখিতে উভয়েই লাফাইয়া উঠিয়া, ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিয়া দিল। বক্সিং দেখিতে সকলেরই খুব উৎসাহ, কাজেই ভল্লুক ভায়াকে একটু থামিতে বলা হইল এবং সভা হইতে স্থির করা হইল যে, মঞ্চে উঠিয়া বাঘ ও সিংহ দুইজনে বক্সিং খেলিবে। যে জিতিবে তর্কেও তাহারই জয় হইবে। দেখিলাম, মনুষ্য জাতির মত এখানেও "জোর যার, মুল্লক তার" এই নীতি সার। যাহা হউক, উভয়েই সভামঞ্চে উঠিয়া প্রস্তুত হইলে এক সমস্যা উঠিল—Umpire (বিচারক) হইবে কে?

চারিদিকে অনেক তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল—বহুক্ষণ কিছুই হয় না—এমন সময় এক কোণ হইতে একটী বানর উঠিয়া বলিল—"সভাপতি মহাশয়, আমি প্রস্তাব করি ঐ নব্য ধরণের মানুষটী, যিনি আপনার নিকট বসিয়া আছেন তিনিই umpire (বিচারক) হউন। আমরা সকলেই প্রাচীন। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে এই খেলার বহুল প্রচার হওয়ায়, ইহার অনেক নূতন নূতন আইন কানুন বাহির হইয়াছে। অতএব, ঐ মানুষটীকেই বিচারক স্থির করুন।" সভায় খুব করতালিধ্বনি উঠিল এবং সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং চারিদিক্ হইতে ক্ষুদ্র বানরের বুদ্ধির

প্রশংসা করিয়া চীৎকারধ্বনি উঠিতে লাগিল। কিন্তু আমার ত এদিকে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক কাকুতি মিনতি করিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। শেষে সভাপতি মহাশয়ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তুমি আর ওজর আপত্তি করিলে আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না। আমি যখন বলিতেছি তোমার কোন ভয় নাই, তখন তোমার আপত্তির কারণ কি?" তখন অগত্যা মঞ্চ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া umpire গিরি করিতে লাগিলাম। মানুষের বক্সিং খেলার যে সব আইন কানুন, এখানে তাহা হইতে অনেক তফাৎ। ঘুষি, লাথি, কিল, চড়, কামড় সবই বক্সিংএর অন্তর্গত। প্রথমে উভয়েই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া আস্তিন্ গুটাইয়া ঘুষাঘুষি আরম্ভ হইল। ফটাফট্ ঠকাঠক্ ঘুষি আর ফোঁসাফুঁসি ও রোষা-রুষি। ভয়ে প্রাণ যায় আর কি! তারপর আরম্ভ হইল দাঁত খিচুনি, নখানখি ও লম্ফ। চারিদিক্ হইতে 'বাহবা সাবাসে'র চোটে কাণে তালা লাগিয়া গেল। তারপর যাহা আরম্ভ হইল তাহাকে বক্সিং না বলিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ বলা যায়। আঁচড় কামড়ে উভয়ের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। আশ্চর্য্য এই, উহাদের গা দিয়া এক ফোঁটাও রক্ত পড়িল না। রক্ত না পড়িবার কারণ উহারা মৃতের দেশের প্রাণী। মৃতের দেশের প্রাণীর গায়ে রক্ত থাকে না।

যাহা হউক, যে ভাবে বক্সিং চলিতে লাগিল এভাবে আর কিছুক্ষণ চলিলে, উভয়ের শরীরের আর বড় বেশী কিছু আস্ত থাকিবে বলিয়া মনে হইল না। তাই খেলা থামাইবার জন্য প্রাণপণে বাঁশী বাজাইতে লাগিলাম; কিন্তু কার কথা কে শোনে! সেই ভীষণ খেলার আর বিরাম নাই। যাহা হউক, সভাপতি আসিয়া বহু চেষ্টায় খেলা বন্ধ করিলেন। তখন উভয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল—খেলার ফলাফল কি। দেখিলাম এবারেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ। যাহার বিপক্ষে বলিব সেই টুটি চাপিয়া ধরিবে। এখন উপায়? চট্ করিয়া মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। বলিলাম, "উভয় পক্ষই সমান এবং উভয়ের বীরত্বই অসীম, অতুলনীয় ও মানুষের বক্সিং খেলা অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে উন্নত ও কৌশলময়।" কথা শুনিয়া উভয়েই সন্তুষ্ট হইল, আমিও প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম, কিন্তু তোমাদের নিকট সত্যি কথা বলিতে কি—সিংহ অপেক্ষা বাঘের জোরটাই যেন বেশী মনে হইতেছিল।

কবির চুলের মত কেশর লইয়া যুদ্ধ করিতে সিংহ মহাশয়ের যে খুবই অসুবিধা হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং আসল গুণ্ডার মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা লোমে ব্যাঘ্র মহাশয়ের যে খুবই সুবিধা হইতেছিল তাহাও ঠিক। যাহা হউক, এইরূপে বক্সিং খেলা শেষ হইলে, আবার শ্বেত ভল্লুকের বক্তৃতা করিবার সময় আসিল।

ভল্লুক মঞ্চে উঠিয়া প্রথমেই বলিল—"শ্রীযুক্ত বাঘমহাশয় ও শ্রীযুক্ত সিংহমহাশয় যে খেলা দেখাইলেন, তাহাতে আপনারা সকলেই প্রীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার ধারণা ছিল শুধু মনুষ্য সমাজেই এইরূপ সভার মাঝে ঘুষাঘুষি হইয়া থাকে। আপনারাও যে এই প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে খুসী হইলাম।

"আমি আমার পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য উঠিয়াছি। আপনারা স্থির হইয়া শুনুন্। আমার বাড়ী ছিল উত্তর মেরুর খুব কাছে—সুমেরু পর্ব্বতে। সেখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। আমরা কয়েক ঘর ভল্লুক পরিবারই ছিলাম সে দেশের একমাত্র অধিবাসী। আমাদের পর্ব্বত হইতে উত্তর মেরু বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। আপনারা আজ সকলেই জানেন, পৃথিবী বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু মেরু প্রদেশের মধ্যস্থল একেবারে স্থির।

সেখানে আমাদের বৎসরের পর বৎসর কাটিত। আমরা সাধারণতঃ ফলমূল খাইতে ভালবাসি কিন্তু সে দেশে ত আর গাছ পালা নাই, তাই ফলমূলও খুব দুষ্প্রাপ্য। কাজেই আমরা সাধারণতঃ সামুদ্রিক জন্তু শিকার করিয়া খাইতাম। সীল ও নানাপ্রকার সামুদ্রিক মাছই ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য। সে দেশে আছে খালি পাহাড় ও সমুদ্র। সমুদ্রগুলি জমিয়া বিশাল বরফের মাঠ হইয়াছে আর তার মাঝে মাঝে বুড়া ঠাকুরদাদার মাথার মত ধপ্ ধপে শাদা বরফে ঢাকা পাহাড়। কোন কোন পাহাড়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া আমাদের মত দুই চারি ঘর ভল্লুক বাস করিত, তা ছাড়া প্রায় সব পাহাড়ই প্রাণী-শূন্য। সেই বিশাল বরফের মাঠের মাঝে মাঝে ধসিয়া গিয়া, ভিতরের জল বাহির হইয়া পড়িয়া ছোট ছোট পুষ্করিণীর মত হইয়াছিল। সেখানে অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ আসিয়া জুটিত এবং আমরা সে স্থান হইতে অনায়াসে শিকার সংগ্রহ করিতাম। শাদা ধপ্ ধপে বরফের মাঠের উপর আমরা "হা'ডুডু" "কুস্তি" "বক্সিং" প্রভৃতি খেলা খেলিতাম। এইরূপ নানা আমোদ আহ্লাদে সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছিল—এমন সময় একদিন দেখিলাম পাঁচ ছয়টী

অতি অদ্ভুত প্রাণী আসিতেছে। তাহাদের আকার ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। মাঠের এক পাশে একটী ছোট্ট পাহাড়ের উপর, তাহারা দেখিতে দেখিতে একটী কাপড়ের ঘর তৈয়ার করিয়া ফেলিল। একটু পরেই ঘরের পাশে একস্থান হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল এবং আশে পাশে বহু জিনিষ পত্র ছড়াইয়া তাহারা আহার করিতে বসিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে আমার সেজকাকা উদঙ্গকে উহাদের নিকট পাঠাইলেন। সেজকাকার গায়ে যেমন জোর আর তিনি তেমনি বাক্‌পটু বলিয়া আমাদের দেশে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। সকলে তাঁহাকে বারে বারে বলিয়া দিলেন যে, উহারা কেন আসিয়াছে এবং উহাদের কোনও বদমৎলব আছে কিনা তাহা যেন ভাল করিয়া জানিয়া আসেন। সেজ কাকা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, বীরদর্পে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া রওনা হইলেন। কাপড়ের ঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তিনি উহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া, একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া সকলেই বুঝিল ব্যাপার কিছু গুরুতর। সকলে একত্র হইলে সেজকাকা বলিলেন, "উহারা নিতান্ত দুরভিসন্ধি লইয়া এদেশে আসিয়াছে। এদেশ জয় করাই উহাদের উদ্দেশ্য এবং সেই নিমিত্ত উহারা নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সঙ্গে আনিয়াছে। আমার মনে হয় এখনই উহাদের আক্রমণ করা উচিত—আর অগ্রসর হইতে দেওয়া কোনও মতে উচিত নয়। এখন উহারা চা পান করিতেছে—ইহাই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়।" সেই প্রস্তাবই গৃহীত হইল এবং আমরা সদলে উহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলাম। আমরা কাপড়ের ঘরের খুব নিকটে আসিলে, উহারা আমাদের আক্রমণের বিষয় জানিতে পারিল এবং চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। দেখিলাম উহাদের হাতে এক প্রকার লোহার নল। তাহার ভিতর দিয়া আমাদের দিকে ভীষণ জোরে আগুনের গোলা ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ভীমবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এমন সময় আমার ছোট ভাই "ভূতো" ও আমাদের পাড়ার "হুতো"র গায়ে দুইটী গুলি লাগিল। তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া এমন দৌড় দিল যে, দলের প্রায় অনেকেই তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

তখন রহিলাম খালি আমি, সেজকাকা ও আমাদের পাড়ার আর দুইটী ছেলে—সেজকাকার শিষ্য। দেখিতে দেখিতে সেজকাকা শত্রুদের একজনকে ধরিয়া মাটিতে

পাড়িয়া ফেলিলেন এবং দুই হাতে তাহার দুই হাত ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেজকাকার শিষ্য দুইজনও দুইজন শত্রুর দফা শেষ করিয়া ফেলিল। এমন সময় আমার পেটে একটা গুলি লাগায় ব্যথায় চীৎকার করিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। অমনি সেজকাকা দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেজকাকারও ঐ দশা হইল।

সেজকাকার সুন্দর দেহটী লণ্ডন নামক সহরের যাদুঘরে আছে। আমার শরীর এই কলিকাতার যাদুঘরে আনিয়াছে ও সেজকাকার শিষ্যদের শরীর দুইটী, দুইটী বড় লোক কিনিয়া নিয়া গিয়াছেন। সেজকাকা ও তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁহারা একপ্রকার ভালই আছেন। তবে বিলাতের ছেলে মেয়েরা সেজকাকাকে মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত করে। আমি অবশ্য বেশী দিন এখানে আসি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় এখানকার ছেলে মেয়েরা যাহারা আমাদের দেখিতে আসে, তাহারা মোটের উপর বেশ ভালই। কিন্তু তাহারা বড়ই ভীরু। তাহারা বোঝে না তাহাদের দেখিতে আমরা কত ভালবাসি—দেখিলে আমাদের কত আনন্দ হয়।" এই বলিয়া ভল্লুকমহাশয় উপবেশন করিলেন।

ক্রমশঃ

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাগুয়ারের পরিত্যক্ত গহ্বরে আরামে ঘুমাইয়া যাত্রিদল রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সমুদ্র-তীরে গিয়া, দৃষ্টি যতদূর যায় চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন—জাহাজের ভগ্নাবশেষ কিংবা অন্য কোন জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। হার্ডিং টেলিস্কোপ্ লইয়া অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সকলই বৃথা হইল। দ্বীপের দক্ষিণ তীর কখনও দেখা হয় নাই। সে কাজটি কি তখনই আরম্ভ করা হইবে?

গিডিয়ন্ স্পিলেট্, তখনই দক্ষিণ-তীর অনুসন্ধান করিবার পক্ষে মত দিলেন। স্থানটি গ্রেনাইট্ হাউস্ হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে কিন্তু তাহা হইলেও এই কাজটি এ যাত্রায়ই শেষ করিতে হইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা বেশ কথা কিন্তু আমাদের নৌকাটার ব্যবস্থা কি হবে?"

স্পিলেট্ বলিলেন—"নৌকাটা মার্সি নদীর উৎপত্তি স্থানে একদিন ত রয়েছেই—না হয় একদিনের জায়গায় দুদিনই সেখানে রইল। দ্বীপে ত আর চোরের ভয় নাই?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা হলেও, কচ্ছপের ব্যাপারটার কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভরসাও বড় হয় না।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"কচ্ছপের ব্যাপারের কথা বলছ? সেটাত সমুদ্র উল্টে দিয়েছিল।"

হার্ডিং বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"সমুদ্র উল্টে দিয়েছিল, না কি, তা কে বল্‌তে পারে?"

এই সময়ে নেব্ বলিল—"আমরা যদি সমুদ্র-তীর ধরে ক্লু-কেপে যাবার চেষ্টা করি, তাহলে পথে যে মার্সি নদী পড়্‌বে—সেটা পার হব কি করে?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"কয়েকটা গাছের গোড়া জলে ভাসিয়ে দিলেই পার হওয়া যাবে—সে কাজের ভার আমার উপর রইল; তার জন্য ভাব্‌তে হবে না। আমাদের সঙ্গে খাদ্য যথেষ্ট আছে, তা ছাড়া, পথে শিকারেরও অভাব হবে না। অতএব এখনই রোয়ানা হওয়া যাক্।"

ক্লু কেপ্ হইয়া গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিতে হইলে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। সুতরাং, আর দেরি করিলে চলিবে না, ইহাতেও গ্রেনাইট্ হাউসে পৌঁছিতে রাত্রি হইবে।

সকাল ছয়টার সময় যাত্রিদল রোয়ানা হইলেন। বন্দুকগুলিতে গুলি পূরিয়া লওয়া হইল। টপ্ সকলের আগে। চলিতে চলিতে বনে ঢুকিয়া সে ছুটাছুটি না করিয়া ছাড়িল না।

উপদ্বীপের শেষ ভাগ হইতে সমুদ্র-তীর গোল হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়াছে—এই স্থানটি দেখিতে দেখিতে যাত্রিদল পার হইলেন। সম্প্রতি এখানে কোন মানুষ যে তীরে নামিয়াছে, সেরূপ কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"এখানে যেমন খালি বালির পার আর খাড়া সব পাথর দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয়, এস্থানে কোন জাহাজ এলে তার আর রক্ষা থাক্‌বে না।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"জাহাজ এখানে এসে মারা গেলেও, তার কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যাবে ত?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"চিহ্ন থাক্‌লেও ঐ পাহাড়ের মধ্যে, বালির মধ্যে থাকার কোন সম্ভাবনা নাই—কারণ, বালিতে যা পড়্‌বে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব চাপা পড়ে যাবে। বড় জাহাজের মাস্তুলটাও এ বালিতে অল্প দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।"

বেলা একটার সময় যাত্রিদল কুড়ি মাইল পথ চলিয়া, ওয়াসিংটন্ উপসাগরের অন্য পারে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হইল।

আহার এবং বিশ্রামে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া, আবার সকলে রোয়ানা হইলেন। বিকালে প্রায় তিনটার সময় যাত্রিদল একটা নির্জ্জন জলাশয়ের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জায়গাটা একটা স্বাভাবিক বন্দরের মত, সমুদ্র হইতে দেখা যায় না। একটা সরু খালের মত সমুদ্র হইতে

আসিয়া এই জলাশয়ের সঙ্গে মিলিয়াছে। স্পিলেটের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল, এই বন্দরের ধারে বিশ্রাম এবং জলযোগাদি করিতে হইবে। আয়োজন প্রচুর ছিল; এই জলযোগের পর একেবারে গ্রেনাইট্ হাউসে না পৌছান পর্য্যন্ত আর আহারের প্রয়োজন হইবে না।

এই স্থানটি সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০।৬০ ফুট উঁচু। এই উঁচু জায়গা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। হার্ডিং টেলিস্‌কোপ্ লইয়া অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন জাহাজ কিংবা জাহাজডুবির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

স্পিলেট্ বলিলেন—"আর কি! লিঙ্কলন্ দ্বীপে আমাদেরই পূর্ণ অধিকার, কোন রকম দাবী দাওয়া কর্‌বার লোক আর কেউ আস্‌বে না।"



খুব মজবুত কাপড়ের একটা টুক্‌রা

হারবার্ট বলিল—"কিন্তু বন্দুকের গুলি? সেটাত আর কাল্পনিক নয়?"

গুলির কথা পেন্‌ক্রফ্‌ট ভুলিতে পারে না, সেটায় তার দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং হারবার্টের কথার উত্তরে বলিল—"পোড়া কপাল! বন্দুকের গুলি কাল্পনিক হতে যাবে কেন?"

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহলে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে?"

হার্ডিং বলিলেন—"এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, যে, মাস তিনেক আগে, ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, একটা জাহাজ এখানে এসেছিল।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"তাহলে কি সে জাহাজটা কোন চিহ্ন টিহ্ন না রেখে, একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে?"

"না স্পিলেট্, তা নয়। তবে এটা ঠিক, যে, কোন মানুষ এ দ্বীপে এসেছিল এবং এখন সে আর এখানে নাই।"

হারবার্ট বলিল—"তাহলে জাহাজটাও আবার চলে গিয়েছে?"——"সে রকমই ত মনে হচ্ছে।"

এই সব কথাবার্ত্তার পর সকলে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিতে পাওয়া গেল—টপ্

ভীষণ চেঁচামেচি করিতেছে! ব্যাপার কি? একটু পরেই কাদামাখান একটা কাপড়ের টুক্‌রা মুখে করিয়া, টপ্ বন হইতে বাহির হইয়া আসিল!

নেব্ কাপড়ের টুক্‌রাটা হাতে লইয়া দেখিল—খুব মজবুত কাপড়ের একটা টুক্‌রা!

টপ্ তবু চীৎকার করিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল। তখন মনে হইল, যেন, তাহার সঙ্গে বনে যাইবার জন্য সকলকে ইঙ্গিত করিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"এবারে গুলির মীমাংসা কর্‌বার একটা জিনিষ বোধ করি পাওয়া গেল!"

সকলে টপের পিছনে পিছনে ছুটিলেন, বনের ধারে যে উঁচু দেবদারু গাছ ছিল—সেই দিকে। হঠাৎ যদি দরকার হয়, সেজন্য সকলেই বন্দুক সঙ্গে লইলেন।

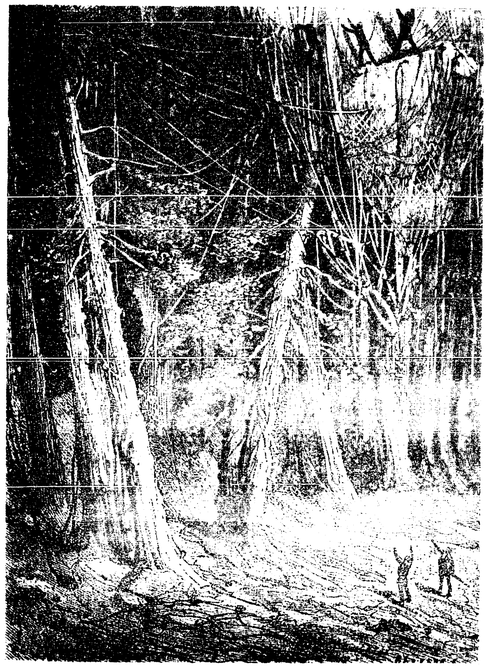

গাছের ডগায় বেলুনের অংশ

মিনিট সাত আট পরে, একটা খোলা জায়গা তাহার চারিদিকে খুব উঁচু গাছ—সেখানে সকলে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু অনেক সন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। এদিকে টপের চীৎকারও থামে নাই। গর্জ্জন করিতে করিতে সে একটা খুব উঁচু গাছের দিকে ছুটিয়া গেল।

এই সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—"আরে, খাসা! খাসা! জাহাজডুবির চিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রাণ হয়েছি, কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি—ঐ দেখ, চিহ্ন গাছের আগায় ঝুল্‌ছে!" তখন সকলে চাহিয়া দেখিল, দেবদারু গাছের ডগায় খুব বড় একটা সাদা কাপড় ঝুলিতেছে। তাহারই একটা টুক্‌রা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং সেটাই টপ্ মুখে করিয়া আনিয়াছিল।

স্পিলেট্ বলিলেন—"এটা ত জাহাজডুবির জিনিষ নয়, এটা যে—" পেন্‌ক্রফট বলিল—"এটা হচ্ছে আমাদের সেই বেলুনটির

অবশিষ্ট অংশ।" এই বলিয়াই আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"এখন আর ভাবনা কি! এই বেলুনের কাপড়ে আমাদের অনেক বছরের পোষাক হবে—রুমাল, সার্ট সবই হবে। মিষ্টার স্পিলেট্! দেখুন, আমাদের লিঙ্কলন্ দ্বীপের গাছে সার্ট জন্মায়।"

পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দের সঙ্গে তখন সকলেই যোগ দিল। বাস্তবিক বড়ই সৌভাগ্যের কথা, যে, বেলুনটা লিঙ্কলন্ দ্বীপের গাছে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল এবং দ্বীপবাসীরা আবার সেটাকে খুঁজিয়াও বাহির করিল।

নেব্, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট গাছে চড়িয়া, ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর বেলুনটাকে নামাইয়া আনিল। শুধু বেলুনের আবরণটা নয়, তাহার চারিদিকের জালের ছিন্ন দড়িগুলি, বেলুনের মুখের চাকাটি এবং লঙ্গরটি—সব শুদ্ধ আনিল। দেখা গেল, শুধু বেলুনের তলার দিকটা একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"বেলুনটা আস্ত থাকুক বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকুক তাতে কিছু এসে যাবে না—ভবিষ্যতে এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হলে, বেলুনে চড়ে আর কিছুতেই যওয়া হবে না—না ক্যাপ্টেইন্? যাহোক্, এখন বেশ বড় করে নৌকা বানান যাবে, তাতে বেলুনের কাপড় দিয়ে খাসা পাল বানিয়ে দিতে পারব।"

এসব বিষয় পরে চিন্তা করা যাইবে। সম্প্রতি বেলুনটিকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখা চাই। এত বড় কাপড় ও দড়ি দাড়ার বোঝা গ্রেনাইট্ হাউসে বহিয়া লইয়া যাওরা সম্ভব নয় কিন্তু তবুও ঝড় হইবার পূর্ব্বেই ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রিদল সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া, বেলুনটাকে সমুদ্র-তীরে লইয়া গেলেন। সেখানে পাহাড়ের মধ্যে একটা সুন্দর গহ্বর পাওয়া গেল, ঝড় বৃষ্টির সময়ও সেটা বেশ নিরাপদ স্থান হইবে।

এই গহ্বরে বেলুনটাকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া, বেলা ছটার সময় সকলে আবার "ক্ল-কেপের" পথে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানটির নাম রাখা হইল "বেলুন-বন্দর"।

পথে যাইতে যাইতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। যত শীঘ্র সম্ভব মার্সি নদীর উপরে একটা পোল বানাইতে হইবে—যাহাতে দ্বীপের দক্ষিণ অংশে ইচ্ছা করিলেই যাওয়া আসা করা যায়। তারপর বেলুনটাকে আনিবার জন্য ঠেলা-গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে—শুধু ক্যানোর সাহায্যে এ কাজ অসম্ভব।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। "ফ্লোট্‌সাম্-পয়ণ্ট"এ (যেখানে জাহাজডুবির সিন্ধুক পাওয়া গিয়াছিল) পৌছিতে একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। সেখান হইতে গ্রেনাইট্ হাউস্ আরো চার মাইল পথ। যাত্রিদল মার্সি নদীর তীর ধরিয়া চলিয়া, যখন তাহার মুখের কাছে প্রথম বাঁকটায় পৌছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছে। গ্রেনাইট্ হাউসে পৌছিয়া ক্লান্তি দূর করিবার আশায় সকলে ব্যস্ত হইলেন।

গভীর অন্ধকার রাত্রি। এখানে মার্সি নদী পার হইতে হইবে—এখানে নদী প্রায় আশী

ফুট চওড়া। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্ কুড়াল লইয়া লাগিয়া গেল একটা ভেলা বানাইতে। হার্ডিং ও স্পিলেট্ নদীর তীরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হারবার্ট নদীর তীরে পাইচারী করিতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া নদীর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—"ওটা কি ভাস্‌ছে?"

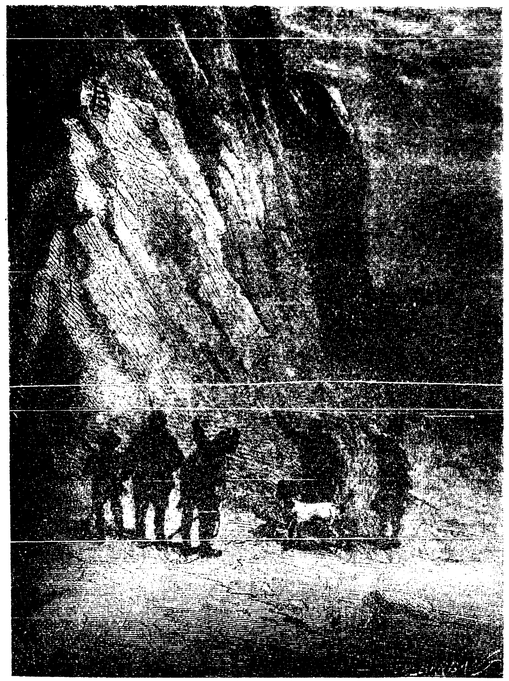

সিঁড়ি ত নাই!!

পেন্‌ক্রফ্‌ট কাজে ক্ষান্ত দিয়া চাহিয়া দেখিল—অস্পষ্ট একটা কি জিনিষ অন্ধকারে ভাসিয়া আসিতেছে। তখনই সে চেঁচাইয়া উঠিল—"নৌকো! নৌকো!" জিনিষটা আরও নিকটে আসিলে দেখা গেল—তাহাদেরই ক্যানোটি বাঁধন ছিঁড়িয়া মার্সির জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উপস্থিত!!

লম্বা একটা কাঠের ডাণ্ডার সাহায্যে নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকাটাকে তীরে ভিঁড়াইল। তখন হার্ডিং দেখিলেন, ক্যানোর বাঁধন-দড়িটি যেন পাথরে ঘসা খাইয়া খাইয়া কাটিয়া গিয়াছে!

স্পিলেট্ মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—"হার্ডিং! এটা কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।" হার্ডিং গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"সে কথা আর বল্‌তে—খুবই অদ্ভুত ঘটনা!"

যাত্রিদল ভূত-প্রেতের কথা বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই মানিয়া লইতেন, যে, ইহা একটি ভৌতিক ঘটনা! যাহা হউক, সেই অপদেবতা যে দ্বীপবাসিগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই সব কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ক্যানোতে চড়িয়া সকলে মার্সি নদীর মুখে আসিলে, নৌকাটিকে তুলিয়া চিম্‌নীর ধারে সমুদ্র-তীরে রাখা হইল। সকলে গ্রেনাইট্ হাউসের সিঁড়ির দিকে চলিলেন।

এই সময়ে টপ্ ভারি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নেব্ অন্ধকারে সিঁড়ির সন্ধান করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিল—"কি সর্ব্বনাশ! সিঁড়ি ত নাই!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাইরাস্ হার্ডিং গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুখে কথাটি নাই। সঙ্গীরা অন্ধকারে পাহাড়ের দেওয়ালে হাতড়াইতে লাগিল—যদি বা বাতাসে সিঁড়িটাকে সরাইয়া ফেলিয়া থাকে। বাতাস সিঁড়িটাকে মাটিতেও ফেলিয়া দিতে পারে ত? সে জন্য মাটিতেও সন্ধান করা হইল। কিন্তু কোথায় সিঁড়ি—সেটা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাতাসের ঝাপ্টায় সিঁড়িটা যদি মধ্যপথে রোয়াকের উপরে উঠিয়া গিয়া থাকে? কিন্তু অন্ধকারে সেটা জানিবার উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"লিঙ্কলন্ দ্বীপে এ-কি অদ্ভুত ঘটনা সব হতে আরম্ভ করেছে! এ যে একেবারে আক্কেল গুড়ুম করে দিলে।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"এটাকে আর অদ্ভুত ঘটনা বল্‌ছ কেন? আমাদের অবর্ত্তমানে অন্য কেউ এসে গ্রেনাইট্ হাউস্ দখল করে, সিঁড়িটি টেনে উপরে তুলে নিয়েছে। বাস্, জলবৎ তরলম্—এর মধ্যে আর অদ্ভুতটা কি আছে?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"সে ব্যক্তি কে?"

স্পিলেট্ বলিলেন—"শূয়রকে যে গুলি করেছিল—সে। তা না হলে আর কে হবে?"

এ কথার পর পেন্‌ক্রফ্‌ট গাল ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"এই! কে আমাদের বাড়ীতে এসে চোরের মত ঢুকেছ—উত্তর দাও।" পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্রমাগতই এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উত্তর কেহই কিছু দিল না, কিন্তু একবার মনে হইল, যেন, চাপা গলায় গ্রেনাইট্ হাউসের মধ্যে কে হাসিল!

এরূপ ঘটনা ঘটিলে কাহার বুদ্ধি ঠিক থাকে? যাত্রিদল এই দ্বীপে সাত মাস যাবৎ বাস করিতেছেন, তাহার মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আর হয় নাই। সকলে গ্রেনাইট্ হাউসের নীচেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য স্থির করা সহজ নয়! যাহা হউক, অনেক ভাবনার পর হার্ডিং বলিলেন—"আমার মতে, ভোর হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই। সকাল বেলা ভাল করে দেখে শুনে, যা উচিত মনে হয় তাই করা যাবে। এখন চল চিম্‌নীতে যাই। খাওয়া দাওয়া না হোক্, বাকি রাত্টা আরামে ঘুমিয়ে নিতে পার্‌ব।"

হার্ডিংএর পরামর্শমত কাজ করাই স্থির হইল। টপ্‌কে গ্রেনাইট্ হাউসের জানালার নীচে পাহারায় বসাইয়া সকলে চিম্‌নীতে গেলেন। কিন্তু সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইয়াছিল বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইলেই এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ বাহির করিতে হইবে—এই ভাবনা কাহাকেও ঘুমাইতে দিল না।

গ্রেনাইট্ হাউস্ শুধু বাসস্থান নয়, সেখানেই যাত্রিদলের সর্ব্বস্ব—খাদ্যবস্তু, যন্ত্রপাতি, গুলিবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই সেখানে রহিয়াছে। কোথাকার কে-না-কে আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবে—এটা বড়ই গুরুতর বিষয়! ইহা অপেক্ষা দুর্ভাবনার কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।

ঘুম ত আসিলই না, মধ্যে মধ্যে এক একজন উঠিয়া গিয়া দেখিতে লাগিল, টপ্ ভাল করিয়া পাহারা দিতেছে কি না। কেবল মাত্র হার্ডিং তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্যবলে চুপ করিয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যধিক মনের বল থাকা সত্ত্বেও, সাইরাস্ হার্ডিংকেও এই ঘটনায় বিচলিত করিল। তিনি স্পিলেটের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, চুপি চুপি এই ঘটনাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সমস্তই এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার নিকট মস্তক অবনত করিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট রাগিয়াই অস্থির—"কেউ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলেছে। বাছাধনকে একবার ধর্‌তে পার্‌লে মজাটা দেখিয়ে দিব।"

পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের আলোক দেখিবামাত্র, যাত্রিদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্রেনাইট্ হাউসের নীচে গিয়া উপস্থিত! গ্রেনাইট্ হাউসের জানালা টানালা সমস্তই বন্ধ করিয়া যাত্রিদল অনুসন্ধানকার্য্যে যাত্রা করিয়াছিলেন—সে সমস্ত তেমনই বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ীর দরজাটিও বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই বন্ধ দরজা এখন খোলা!! কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ গ্রেনাইট্ হাউসে ঢুকিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে যাহা দেখা যায় নাই, সূর্য্যের আলোকে সে সব দেখিতে পাওয়া গেল। সিঁড়ির উপরের অংশটুকু ঠিকই পূর্ব্বের মত ঝুলিতেছে কিন্তু মধ্য-পথের রোয়াকের উপর হইতে মাটি পর্য্যন্ত যে অংশটুকু, তাহা টানিয়া রোয়াকের উপরে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যাহারা ঢুকিয়াছে তাহারা, পাছে হঠাৎ আক্রান্ত হয় সেই ভয়ে এই কার্য্যটি করিয়াছে।

সিঁড়ির ঐ অংশটুকু কি করিয়া নামান যায়? হারবার্ট বহু চিন্তার পর এক বুদ্ধি বাহির করিল—তীরের পিছনে সরু, লম্বা দড়ি বাঁধিয়া, সেই তীর ছুড়িয়া সিঁড়ির শেষ ধাপের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিবে, তারপর সেই দড়ি টানিয়া সিঁড়ির নীচের অংশ নামাইয়া লইবে।

ছবিতে দেখ—সিঁড়ির নীচের অংশের খানিকটা রোয়াকের নীচে ঝুলিয়া রহিয়াছে। চিম্‌নী হইতে তীর ধনু আনিয়া, একটি তীরের সঙ্গে সরু দড়ি বাঁধিয়া, হারবার্ট অব্যর্থ সন্ধানে সেই তীর একটা ধাপের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিল।

হার্ডিং, স্পিলেট্, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্ পিছনে সরিয়া গেলেন, জানালায় আসিয়া কেহ উঁকি মারে কি-না দেখিবার জন্য। স্পিলেট্ দরজা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক প্রস্তুত রাখিলেন।

হারবার্ট দড়ি ধরিয়া সবেমাত্র টান দিয়াছে, অমনি বিদ্যুদ্বেগে একখানি হাত দরজা দিয়া বাহির হইল এবং চক্ষের নিমেষে সিঁড়িটাকে গ্রেনাইট্ হাউসের ভিতরে লইয়া গেল!

পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"হতভাগা, পাজি! একটা গুলি যখন বসিয়ে দিব, তখন মজাটা টের পারে।"

নেব্ বলিল—"কাকে বল্‌ছ? এটা কার হাত?"

"কার হাত দেখ্‌তে পাওনি? বাঁদরের হাত! ওরাংওটাং, বেবুন, গরিলা এর কোন্‌টা,

বল্‌তে পার্‌ব না—কিন্তু এটা যে বাঁদরের হাত সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। আমাদের অবর্ত্তমানে বাঁদর এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গ্রেনাইট্ হাউসে ঢুকেছে।"

পেন্‌ক্রফ্‌টের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে, দুই তিনটা বাঁদর তখনই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে পেন্‌ক্রফ্‌টও একটাকে লক্ষ্য করিয়া একগুলি ছাড়িয়া দিল। দুটো বাঁদর পলায়ন করিল কিন্তু একটা গুলি খাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। বেশ বড় সাইজের বাঁদর, সেটাকে দেখিয়া হারবার্ট বলিল—"ওরাংওটাং"।



বাঁদরটা গুলি খাইয়া পড়িতেছে

স্পিলেট্ বলিলেন—"হারবার্ট! তুমি তীর ধনু নিয়ে প্রস্তুত থাক, আবার জানালায় উঁকি মার্‌লেই তীর চালাবে।" কিন্তু বাঁদর ত আর যেমন তেমন চালাক নয়! একটায় গুলি খাইয়াছে দেখিয়া আর কি তাহারা জানালার ধারে আসে! যাহা হউক্, হারবার্ট আবার তীরের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িল। তীর সিঁড়ির উপরের অংশের একটা ধাপের মধ্য দিয়া গলিয়া আসিল বটে কিন্তু দড়ি ধরিয়া টান দিবামাত্র সে দড়ি ছিঁড়িয়া গেল।

তখন আর উপায় কি? হার্ডিং বলিলেন—"তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। সামান্য কতগুলো বাঁদর—এরা কতক্ষণ আর জ্বালাতন কর্‌বে।"

কিন্তু জ্বালাতন নিতান্ত কম সময় ধরিয়া করিল না। ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে কখন একটা নাক, কখন একটা থাবা জানালা দিয়া দেখা গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুলিও চলিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—"এক কাজ করা যাক্—চল আমরা লুকিয়ে থাকি। বাঁদরগুলো ভাব্‌বে, আমরা চলে গিয়েছি আর তখনই জানালায় উঁকি দিবে। স্পিলেট্ ও হারবার্ট এই পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক—জানালায় কিছু দেখা গেলেই গুলি কর্‌বে।"

স্পিলেট্ ও হারবার্ট, দুইজন বন্দুক লইয়া লুকাইয়া রহিলেন। হার্ডিং, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেবের সঙ্গে গেলেন বনে শিকার করিতে। আধ ঘণ্টা পরে কতগুলি পায়রা শিকার করিয়া তাঁহারা ফিরিলেন। পায়রা রোষ্ট করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করা হইল। স্পিলেট্ এবং হারবার্ট টপ্‌কে পাহারায় রাখিয়া আসিয়া, কিছু আহার করিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে আরও দুটি ঘণ্টা কাটিল, তবু যাত্রিদলের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

স্পিলেট্ নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—"এ যে বড় মুস্কিলের ব্যাপার হলো দেখ্‌ছি! আর এ মুস্কিলের আসান হবারও ত কোন উপায় দেখ্‌ছি না।"

তখন হার্ডিং বলিলেন—"চল পুরাতন পথটা দিয়া গহ্বরে ঢুক্‌বার চেষ্টা করি।" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তাই ত, এ খেয়ালটা ত আমার মাথায় একবারও ঢোকেনি!"

বাস্তবিক গ্রেনাইট্ হাউসে ঢুকিয়া বাঁদরগুলিকে তাড়াইতে হইলে, লেকের পাশের সেই পুরাতন পথটা দিয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে গ্রেনাইট্ হাউসে যাওয়া যাইবে না। পথের মুখটা অবশ্য সিমেণ্ট্ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেটাকে খুলিয়া লইতে হইবে।

তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে, যাত্রিদল টপ্‌কে পাহারায় রাখিয়া কুড়াল, কোদাল প্রভৃতি লইয়া রোয়ানা হইলেন—মাসি নদীর বাঁ পার ধরিয়া প্রস্‌পেক্ট হাইটে উঠিতে হইবে। তাঁহারা সবেমাত্র হাত পঞ্চাশ গিয়াছেন, অমনি টপ্ ভীষণ চেঁচাইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া চলিলেন। গ্রেনাইট্ হাউসের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় পাইয়া বাঁদরের দল পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যস্ততার দরুণ তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছে সিঁড়িটার কথা, নতুবা সিঁড়ি নামাইয়া দিয়া সহজেই সেই পথে পলায়ন করিতে পারিত। তাহা না করিয়া, বাঁদরগুলি এ জানালা হইতে সে জানালায় ছুটা ছুটি করিতে এবং উঁকি মারিতে লাগিল। এদিকে যাত্রিদলও সুযোগ বুঝিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকটা বাঁদর দারুণ চীৎকার করিয়া গ্রেনাইট্ হাউসের ভিতরেই পড়িল, কতগুলি গুলি খাইয়া নীচে পড়িবামাত্র চুরমার হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মনে হইল, যেন, আর একটি বাঁদরও গ্রেনাইট্ হাউসের মধ্যে জীবিত নাই।

এই সময়ে যাত্রিদল দেখিলেন, সিঁড়িটা রোয়াকের উপর দিয়া পিছলাইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে!!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"বাঃ, এ-ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার!"

হার্ডিং বলিলেন—"সত্যি পেন্‌ক্রফ্‌ট! সিঁড়ি কে ফেলে দিল?"

এই কথা বলিয়াই তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। অন্যেরাও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। ঘরের মেঝেতে নামিয়া, চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। ঘরের মধ্যে কেহই নাই, ভাঁড়ার ঘরেও নাই। ভাঁড়ার ঘরটি তেমনই আছে, বাঁদরের দল সেটির কোন জিনিষে হাত দেয় নাই।

পেন্‌ক্রফট তখন বলিল—"কে সে ভদ্রলোক দয়া করে সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছিলেন ?"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ওরাংওটাং এবং তাহার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া নেব্ আসিয়া ঘরে উপস্থিত! ওরাংটা প্যাসেজের (পথের) মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

পেন্‌ক্রফটের হাতে ছিল কুড়াল। কুড়ালের আঘাতে ওরাংকে মারিতে যাইবে, এমন সময় হার্ডিং বাধা দিয়া বলিলেন—"পেন্‌ক্রফট! এটাকে মেরো না। আমার বিশ্বাস এই ওরাং-ই সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছিল।"

তখন সকলে মিলিয়া, অনেক চেষ্টার পর ওরাংটাকে মাটিতে ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।



ওরাংকে দড়ি দিয়া বাঁধা হইতেছে

পেন্‌ক্রফট বলিল—"এখন এটাকে কি করা যাবে ?"

হারবার্ট বলিল—"এটাকে আমাদের চাকর করব।"

হারবার্ট এ কথা তামাসা করিয়া বলে নাই। সে জানিত, ওরাংওটাং ভারি বুদ্ধিমান্ জন্তু, ইহা দ্বারা অনেক কাজ করান যাইবে।

যাত্রিদল ওরাংএর নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। ওরাং গরিলার মত রাগীও নয় আবার বেবুনের মত বোকাও নয়। ইহাদিগের বুদ্ধি প্রায় মানুষের মত। অনেক পরিবারে ওরাংওটাংকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, খাবারে টেবিলের কাজ করা, কাঁটা-চামচ-ছুরি প্রভৃতি ব্যবহার করা—এমন কি চাকরদের সঙ্গে মিলিয়া মদ্যপান পর্য্যন্ত করিতে দেখা গিয়াছে।

ওরাংওটাংটা প্রকাণ্ড বড়, প্রায় ছয় ফুট উঁচু। বুকটি বিশাল চওড়া, শরীরটি দেখিলে মনে হয় তাহার গায়ে অসাধারণ বল।

নেব্ সাইরাস্ হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—"এটাকে কি সত্যি সত্যি আমরা চাকর করব ?"

হার্ডিং হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ নেব্! কিন্তু দেখো, যেন একে হিংসা করো না।"

পেন্‌ক্রফট ওরাংটার নিকটে গিয়া বলিল—"কি রে, আমাদের সঙ্গে থাকবি ? ক্যাপটেইনের চাকরি করবি ?" একটা "ঘোঁৎ" মত শব্দ করিয়া ওরাং যেন তাহার সম্মতি জানাইল।

তখন পেন্‌ক্রফটের অনুরোধে ওরাংটার নাম রাখা হইল "জাপ্"।

এইরূপে মাষ্টার জাপ্ গ্রেনাইট্ হাউসের দলভুক্ত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ঢ্যাংএর ফলার

উট্‌ফল গাছ এক ঘন যার পাতা
রোদ জল আট্‌কায় ঠিক যেন ছাতা।
নীচে তার বাস করে এক জোড়া ঢ্যাং
দেড় জোড়া শিং মাথে তিন জোড়া ঠ্যাং।
কোন দিন গান গায় কোন দিন খায়
কোন দিন পূজা করে নামাবলি গায়।
এক দিন ঢ্যাং বলে ওরে ঢেঙ্গী ভাই
পেট্ চলা হোল দায় বনে বাঘ নাই।
চাল বিনে বাঙ্গালির অবস্থা যেমন
বাঘ বিনে আমাদেরো অবস্থা তেমন।
শুনেছি আছয়ে রীতি মানুষের দেশে
বামুন হলেই পায় খেতে পেট্ ঠেসে।
চল্ যাই সেথা ধরি বামুনের সাজ
বসে যদি খেতে পাই খেটে কিবা কাজ।
গেলে কিবা খেতে পাব নাহি তাত জানা
চাইলে পেতেও পারি কচি বাঘ ছানা।

চলেছে সহরে ঢ্যাং খাইতে ফলার
লতা জড়াইয়া করে পইতা তৈয়ার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
তারিখ সং

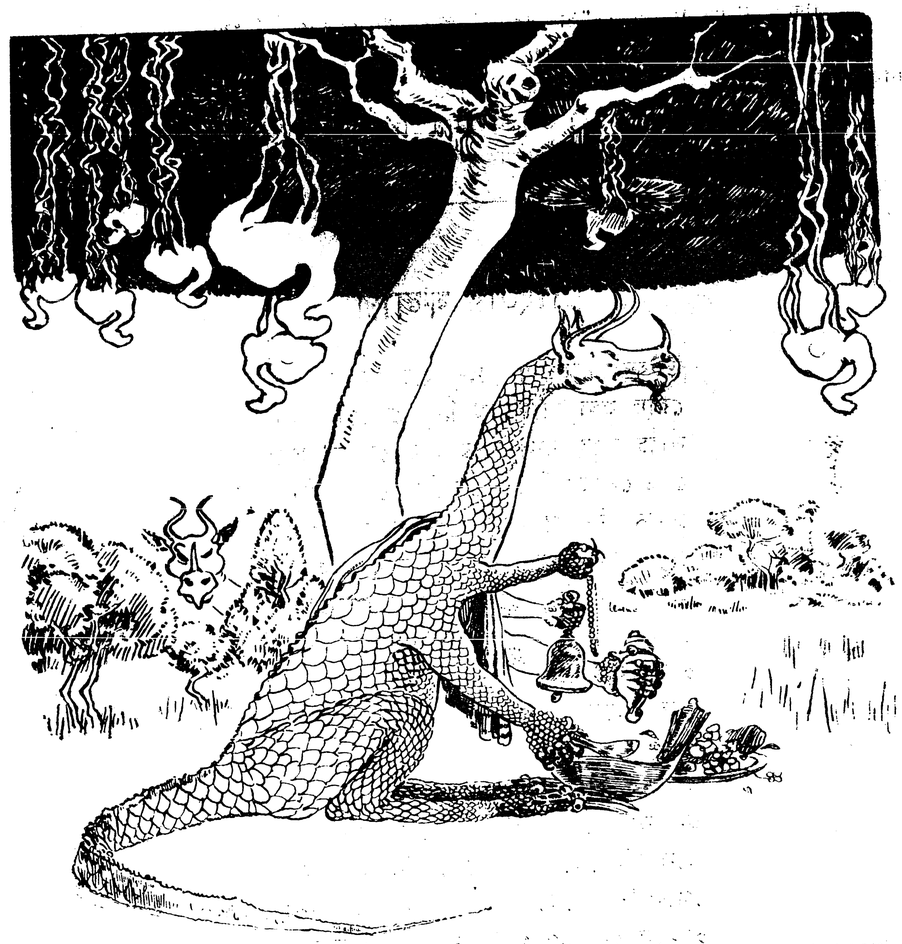

উট্‌ফল গাছ এক ঘন যার পাতা
রোদ জল আট্‌কায় ঠিক যেন ছাতা।

নীচে তার বাস করে এক জোড়া ট্যাং
দেড় জোড়া শিং মাথে তিন জোড়া ঠ্যাং।

হয়েছে বিপুল টিকি বটের জটায়
আস্ত এক বেল গাছ বাঁধা আছে তায়।
"হর হর ব্যোম ব্যোম" শব্দ মুখে ছোটে
মূর্চ্ছা যায় বুনো হাতি আওয়াজের চোটে।
অপরূপ বেশে চলে ঢেঙ্গী তার পিছে
সে রূপ বর্ণন করা চেষ্টা শুধু মিছে।
গণ্ডারের সঙ্গে জোড় মেল ট্রেন গাড়ী
জড়িয়ে পরাও তা'রে বেনারসী শাড়ি।
সিঁদুরের সঙ্গে মেঘে কাদা তিন টন্
লেপে দাও অষ্টে পৃষ্ঠে বুঝেছ কেমন?

রাজার মেয়ের বিয়ে বিরাট ব্যাপার
চলেছে বিপুল ভোজ অন্ত নাহি তার।
"লুচি দাও" "মাছ কই" "ওরে ব্যাটা চোর"
"দিবিনা সন্দেশ আর? পয়সাটাকি তোর?"
পাত্র মিত্র সাথে রাজা ঘুরিছেন সেথা
সকলে করিয়া তুষ্ট বলে মিষ্ট কথা।
আচম্বিতে শোনা গেল বিপরিত শব্দ
তরাসেতে সভাস্থল নিমেষেই স্তব্ধ।
গোয়ালে আগুন লাগে বাজে জগঝম্প
রেলে ভীম কলিসন ঘোর ভূমিকম্প।
মোহনবাগান জেতে দিয়ে দশ গোল
এ সব মিশালে হয় সেইরূপ রোল।
কি যে হোল নাহি পারে কেহই বুঝিতে
ভরসা হয়না কারো এগিয়ে দেখিতে।
হুড়মুড় করে ক্রমে সভার ভিতর
ছুটিয়া ঢুকিল যত রাজার লস্কর।



"হর হর ব্যোম ব্যোম" শব্দ মুখে ছোটে
মূর্চ্ছা যায় বুনো হাতি আওয়াজের চোটে।

অপরূপ বেশে চলে ঢেঙ্গী তার পিছে
সে রূপ বর্ণন করা চেষ্টা শুধু মিছে।

"শিগিগর পালান রাজা। এল ঘ্যাঁঘাসুর
আসিয়া পড়িল বুঝি আর নাহি দূর।"
এই রূপে চারিদিকে লাগাইয়া ভয়
সভাস্থলে আসিলেন ঢ্যাং মহাশয়।
সেই মূর্ত্তি একবার দেখিয়াই চট্
সভাশুদ্ধ লোক, দিল বেবাক চম্পট।

যে খাবার পেটপূরে খেত সারা দেশ
সে সকল ঢ্যাং ঢেঙ্গী করেন নিঃশেষ।
কিছুই হ'লনা কিন্তু ঢ্যাংয়ের পছন্দ
কোনটাই নহে ভাল নাহি স্বাদ গন্ধ।
"গণ্ডারের কাট্‌লেট্ হাতির কলিজা"
"কুমীরের সর্ষেগোলা তিমিমাছ ভাজা";
"কচি বাঘ দিয়ে, আহা, নিরামিষ ঝোল"
"যত দাও তত খাব করিবনা গোল;
"তা'নয় ব্যাটারা দিল যত ছাই পাঁশ"
"নেমন্তন্ন খেয়ে ঢেঙ্গী হ'লাম নিরাশ।"
"মিঠাই সন্দেশ দই সঙ্গে লুচিপাঁঠা"
"একি খায় ভদ্রলোকে? মুখে মার ঝাঁটা।"
"মানুষ ব্যাটারা জন্তু!" এই কথা বলে
এঁটো হাতে ঢ্যাং গেল বনে ফিরে চলে।

হে ভাই সন্দেশ যদি তোমার বাড়ীতে
ঢ্যাং আসে, খেতে বল কি কি দেবে পাতে।

"ক্যাদার-দা"

BLEED THROUGH.

চিত্রকরের ক্রীতদাস

অনেক দিন আগে স্পেন দেশে একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তাঁর নাম ছি
মূরিলো। মূরিলো তরুণ চিত্রকরদের জন্য একটি স্কুল করেছিলেন। তারা সমস্ত
দিন সেই স্কুলে ছবি আঁকত আর রাত্রিতে ছবি
আঁকবার জিনিষ পত্র রেখে বাড়ী যেত।



ক্রীতদাসের ছবি আঁকা

একদিন একটি ছাত্র স্কুলে এসে দেখ্‌লে, তার
ক্যান্‌ভাসের উপর একটা ছবি আঁকা রয়েছে, সেটা
সে নিজে আঁকে নাই আর সেই ছবিখানা অত্যন্ত
সুন্দর হয়েছে।

সেটা কে যে এঁকেছে তা কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, তার বন্ধুরা প্রায়ই দেখ্‌তে পেত, তাদের ক্যান্‌ভাসের উপর কে একজন ছবি এঁকে যায়। একদিন সকালে তারা স্কুলে এসে দেখ্‌লে, তাদের সাম্‌নেই, সবে আরম্ভ করা হয়েছে এমন একটি সুন্দর ছবি রয়েছে, আর ছবিটি এত সুন্দর হয়েছে যে, তারা আগে কখন এ রকম ছবি দেখে নাই। দেখে তারা সকলে অবাক্ হয়ে গেল। যখন মূরিলো স্কুলে এলেন তখন তিনিও দেখে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কি এটা এঁকেছ?" তারা সকলেই মাথা নেড়ে দুঃখিত স্বরে বল্‌ল, "না"। তখন মূরিলো তাঁর ক্রীতদাস বালককে ডাক্‌লেন। সে বেচারা মাথা নীচু করে এসে দাঁড়াল। প্রভু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রাত্রে এখানে কে আসে"? বালক উত্তর কর্‌লে, "মহাশয়, আমি ছাড়া আর কেউ আসে না।" তখন মূরিলো মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন, তিনি বল্‌লেন, "আজ সারা রাত্রি এখানে থেকে বার ক



"উঠ বৎস! একদিন তুমি প্রসিদ্ধি লাভ করবে"

কে ছবি এঁকে যায়। যদি ধর্‌তে না পার তাহলে আমি তোমাকে চাবুক মার্‌ব।" সেই রাত্রে বালকটি তিনটা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে'ছল, তারপর ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়ে সেই ছবিখানার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "হায়! হায়! ছবিখানা আমায় মুছে ফেল্‌তে হবে, না হলে প্রভু আমায় বেত্রাঘাত কর্‌বেন।" সে ছবিটার দিকে চেয়ে চেয়ে বল্‌লে, "না, আমি তা পার্‌ব না, এটা আমায় শেষ কর্‌তেই হবে," এই বলে সে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সেটা আঁক্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা কিসের শব্দ শুনে সে ফিরে চেয়ে দেখে যে, পিছনে তার প্রভু দাঁড়িয়ে রয়েছেন! তখন সে বেচারা প্রভুর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌লে। কিন্তু মূরিলো ইহাতে কিছুমাত্র রাগ করেন নাই বরং গর্ব্ব অনুভব করেছিলেন। তিনি বল্‌লেন, "উঠ বৎস! একদিন তুমি প্রসিদ্ধি লাভ কর্‌বে।"

বাস্তবিকই এই ক্রীতদাস পরে খুব প্রসিদ্ধ চিত্রকর হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বড় অন্য কোন চিত্রকর ছিল না।

শোভা বসু।

বর্ষা

১

ঝম্-ঝম্-ঝম্, গম্-গম্-গম্,
বর্ষা এলেন দেশে;
শন্-শন্-শন্, বন্-বন্-বন্,
পবন নাচেন এসে।
হুড়্-হুড়্-হুড়্, গুড়্-গুড়্-গুড়্,
গরজিয়া মেঘ আসে;
চিক্-চিক্-চিক্, ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্,
চপলা চমকি হাসে।
তর্-তর্-তর্, ঝর্-ঝর্-ঝর্,
ঝরে বরষার ধারা;

ক্যাঁকোর কোঁকোর, ক্যাঁক্ কোঁ-কোঁ,
ভেকেরা দিতেছে সাড়া।

২

সপ্-সপ্-সপ্, ভিজে গেছে সব,
আকাশ, বাতাস, মহী ;
দোলে দুল্-দুল্, যত ভিজা ফুল,
ভিজা পাতা মাঝে রহি।
তর্-তর্-তর্, গর্-গর্-গর্,
নদী খরতর ছোটে ;
ছল্-ছল্-ছল্, চঞ্চল জল,
তুফান প্রবল ওঠে।
ধন্-ধন্-ধন্, বাঙলার ধন,
ধান, পাট, শন যত ;
করি দল্-মল্, গায়ে পেয়ে-জল
বাড়িতেছে অবিরত।

৩

শুনে ফিস্-ফিস্, দোয়েলের শীশ্,
ভিজা বকুলের গাছে,
পিড়িক্-পিড়িক্, ডাকিছে শালিক,
তিড়িক্-তিড়িক্ নাচে।
করে কুল্-কুল্ ঝুঁটা বুল্-বুল্,
কামিনী ঝোপের আড়ে ;
ঠক্-ঠক্-ঠক্ কাঁপে কুণোবক,
বসিয়া জলার ধারে।
খিল্-খিল্-খিল্, হাসিতেছে চিল,
দেখে খাল বিল ভরা ;
মিলে দলে দলে, হাড়গিলা চলে,
পাথারের জলে ত্বরা।

৪

কভু ড়ু বড়্, কভু ঝর্ ঝর্,
কভু ঝিম্ ঝিম্ ধারা ;
কভু বিরল, কভু বা বিরল,
কখন প্রবল পারা।
জল ভরা মেঘে, কে দিয়াছে এঁকে,
সাত রঙা ধনু খান ;
আলোক পুলকে, ভূ-লোকে দ্যু-লোকে,
বাজে বরষার তান !
যাঁর কাণায়, বরষা ধরায়,
গ্রীষ্মের পর আসে ;
আজি ধরায়, নমি তাঁর পায়
তাঁহারি করুণা আশে !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতার ফল

উত্তর :—

বৈশাখের ভুল ছবি

(১) ছেলেটির বাঁ হাতের আঙ্গুল উল্টাদিকে, (২) ছেলেটির ডান পায়ে ৪টি আঙ্গুল, (৩) "সন্দেশ" ১৩১৮ সাল বাহির হয় নাই, (৪) এপ্রিল মাসে ৩১শে তারিখ হয় না, (৫) চায়ের পেয়ালা ও গ্লাসের ছায়া উল্টা দিকে, (৬) টেবিলের একটি পায়া নাই, (৭) ঘড়ির কাঁটা ভুল জায়গায়, (৮) থাকের বইএর "সন্দেস" ও "ইতিহাশ" ভুল বানান, (৯) বইগুলি দাঁড় করাইয়া রাখিবার কোন "র‍্যাক্" নাই।

জ্যৈষ্ঠের "কিসের কি ?"

(১) পেঙ্গুইনের ডানা, (২) বানরের পা, (৩) কাকাতুয়ার ঝুটি, (৪) ক্যাঙ্গারুর ল্যাজ, (৫) শকুনের মাথা, (৬) হরিণের পিছনের পা, (৭) টেপিরের

মুখ, (৮) Ant-eater (পিপীলিকা-ভুক্)এর মুখ, ( ) গণ্ডারের পিঠ, (১০) রাম ছাগলের দাড়ি, (১১) উটপাখীর পা, (১২) কচ্ছপের মুখ।

এবার বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা প্রতিযোগিতায় যোগদিয়াছিলেন। তিনজন গ্রাহক নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের তিনজনকে প্রথম পুরস্কার ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইবে। নয়জন গ্রাহকের একটিমাত্র ভুল হইয়াছে। তাঁহাদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরস্কার ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন ঃ—

গগনেন্দ্রনাথ দত্ত, (১১৯৮গ্রাহক নং)
অমলকুমার সেন (৮৫৮৫)
মনেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত (৮৬৯ গ্রাহক নং)

দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন ঃ—

সরলকুমার রায়, সুনীলকুমার বসু (৮০৭১), বিশ্বনাথ মিত্র (৮১১২), অসিতবরণ দত্ত (৭৩১৮), শঙ্খচূড় ঘোষ (৬৫৩৮), জ্যোতিরিন্দু দাস (২২৯৪), ইন্দুলেখা বসু (৭৫২৭), অমিয়গোপাল দত্ত (৭২১৭), গুণেন রায় (৭৭৯৯)।

কয়েকজন গ্রাহক 'কিসের কি'র বেশ মজার উত্তর দিয়াছেন। তাহার কয়েকটি নমুনা দিলাম ঃ—

(১) অপোসামের ল্যাজ, ছাগলের কাণ, কাকের ঠোঁট, হাতীর দাঁত, হিপ্পোর ল্যাজ, হিপ্পোর কাণ, ভামের ল্যাজ। (২) সিংহের পা, জলজন্তুর ল্যাজ। (৩) সিংহের থাবা। (৪) ইঁদুরের ল্যাজ, ডালকুত্তার ল্যাজ। (৫) মেয়ে মানুষের জামা-পরা হাত। (৭) ভাল্লুকের মুখ, ভূতুমের মুখ। (৯) বিছে, ঘোড়ার জিন দেওয়া পিঠ, শুঁয়োপোকা, মানুষের বর্ম্মপরা বুক। (১০) উড়ের টিকি, কাঠঠোক্রার ল্যাজ, সিংহের কেশর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং



চতুর্দ্দশ বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৩৩ ৪র্থ সংখ্যা

সন্ধ্যে হ'ল

সন্ধ্যে হ'ল, সন্ধ্যে হ'ল, রাঙ্গা রবি বস্‌ল পাটে,—
নিভ্‌ল আলো, ধূসর কালো, আস্‌ল নেমে শ্যামল মাঠে।
নদীর বাঁকে, কল্‌সী কাঁখে, বৌঝি চলে একটী সারি—
জলটী পূরে, কেউবা ঘুরে, ঘোম্‌টা দিয়ে যাচ্ছে বাড়ী।
রাখাল ছেলে, নাচন ফেলে, পাচন হাতে চল্‌ছে ঘরে,—
খোস্ খেয়ালে, তাল বেতালে, গাইছে জোরে আচ্ছা করে!
লাগ্‌ছে ধীরে, ঐ যে তীরে, পারের তরী আস্তে এসে—
পাট্‌নী জোরে, হাঁক্‌ছে তেড়ে, নৌকা ওপার চল্‌ল ভেসে!
মাছটী হাতে, কেউবা মাথে, বাজার নিয়ে সারে সারে;
প্রাণটা ভরে', হল্লা করে, চল্‌ছে বাড়ী ওই ওপারে!
লাগ্‌ল আলো, লাগ্‌ল আলো, আমের গাছে, বটের শাখে—
হুক্কা হুয়া, টান্‌ছে ধুয়া, শেয়াল গুলো ঝোপের ফাঁকে!
ঝির্ ঝির্ ঝির্, বইছে সমীর, সবার শরীর শীতল করে—
দুলিয়ে মাথা, ধানের পাতা, এক নিমেষে পরাণ হরে!
বকের সারি, দিচ্ছে পাড়ি, বাসার দিকে যাচ্ছে ধেয়ে;—
নিভ্‌ল আলো, ধূসর কালো, নাম্‌ল গাছের অঙ্গ বেয়ে!
খ্যাক্ শিয়ালী, চ্যাঁচায় খালি, দৌড়ে চলে মাঠের 'পরে—
পাখীর সারি, ডালায় ভারী, হল্লা করে—হল্লা করে!

PAGES CONTAINS

দিনটা ভরি', আমোদ করি', খোকন শুয়ে মায়ের কোলে—
ঘুমের গানে, বিভল প্রাণে, সকল ভোলে—সকল ভোলে!
বাঁশের বনে, আপন মনে, হুতোম প্যাঁচা আবোল বোলে,—
বন বাদাড়ে, ঝোপের আড়ে, জোনাক জ্বলে—জোনাক জ্বলে!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শেয়াল ও হাতী

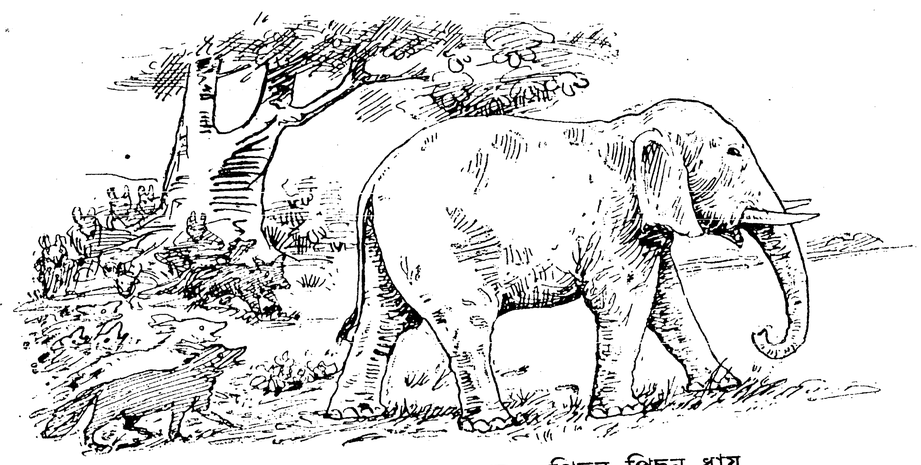

শিয়াল গুলো রোল তুলে সব পিছন পিছন ধায়,
হাতী চলে আপন মনে ফিরেও নাহি চায়।
পথের কাঁটায় ব্যথা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় হাতী—
শেয়াল ভাবে তাদের ঠেলায় লাগ্‌ল বুঝি দাঁতী।
যদিই মেঘের ডাক্ শুনে সে চাহে পিছন পানে,
ল্যাজ তুলে সব শেয়ালগুলো দৌড় মারে কোন্‌খানে।
শেয়াল গুলোর হুক্কি হুয়া বিফল তবু নয়,
বনের বাকী শেয়াল গুলো— অমোদে গায় জয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জাহাজ ডুবি

(সত্য ঘটনা)

১

স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তরে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে সেগুলিকে শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ বলে।

একবার এক শীতকালে, এই শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটি ছোট দ্বীপের অধিবাসীরা অধীর হয়ে একটি জাহাজের আগমনের প্রতীক্ষা কর্‌ছিল। সেই জাহাজে করে অনেকগুলি লোক এই দ্বীপে আস্‌ছিল আর তাদের সঙ্গে দ্বীপ-বাসীদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষও ছিল।

কয়েকটি যুবক বহুদিন সমুদ্রে ভ্রমণ করার পর, এই জাহাজে করে তাদের পিতামাতা, বন্ধু প্রভৃতিকে দেখ্‌বার জন্য জন্মভূমিতে ফিরে আস্‌ছিল; তাদের মধ্যে দুই একজনের ইতিমধ্যে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। বিধবা মায়েরা ছেলের প্রত্যা-গমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। একটি সুন্দরী বালিকা তার ভবিষ্যৎ স্বামীর পথ চেয়ে ছিল। কিন্তু যে জাহাজটির উপর এত লোকের আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, নির্ভর কর্‌ছিল—প্রতিকূল বাতাসের মুখে পড়ে সেই জাহাজটীর শেট্‌ল্যাণ্ডে পৌঁছাতে দিনের পর দিন দেরী হতে লাগ্‌ল।

এই ভীষণ শীতের দিনে, স্কট্‌ল্যাণ্ড থেকে শেট্‌ল্যাণ্ডে যাবার সমুদ্রপথটি বড়ই বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠ্‌ত—সমুদ্র এত চঞ্চল হত যে, শেট্‌ল্যাণ্ডের সাহসী আর নিপুণ নাবিকেরাও সমুদ্র পার হয়ে যেতে ভরসা পেত না।

আকুল প্রতীক্ষায় তিনটি দীর্ঘ সপ্তাহ কেটে যাবার পর, হঠাৎ একদিন একটি ছোট নৌকা দ্বীপে এসে উপস্থিত হল;—খুব অল্প সময়ের জন্য সমুদ্র শান্ত হয়েছিল, সেই সুযোগে নৌকাটি কাছের একটি দ্বীপ থেকে এসেছে। এই নৌকার নাবিকেরা দ্বীপ-বাসীদের কাছে দারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছিল;—তারা বল্ল, যে জাহাজের জন্য দ্বীপবাসীরা এত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কর্‌ছিল, সেটি তাদেরই দ্বীপের খুব কাছে এসে ডুবে গিয়েছে!

এই নিদারুণ সংবাদে দ্বীপবাসীদের দুঃখ আর নিরাশার সীমা রইল না। ঘরের এত কাছে, চিরপরিচিত সমুদ্রতীরে এসে জলমগ্ন হওয়া কি কম দুঃখের

কথা! আর দ্বীপবাসীদের প্রত্যেক পরিবারেরই একজন না একজন সেই জাহাজে ছিল।

তখনও এই সংবাদ একেবারে ঠিক কিনা জানা যায়নি, তাই সবাইকে তারা একথা বলেনি। যাদের বলেছিল, তারা দিন রাত কেবল এই প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, তাদের প্রিয়জনেরা এ জাহাজে যেন রওয়ানা না হয়ে থাকে, তাদের যাত্রায় যেন কোনও রকমে বাধা পড়ে থাকে। এই হতভাগ্যদের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবার ছিল, সেই পরিবারের কর্ত্তা বহুদিন পরে দেশে ফিরে আস্‌ছিলেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা হবে—আর তিনি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবেন না, কারণ, অনেক পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ তাঁর যে কিছু টাকা জমেছিল—তাঁর আশা ছিল যে, তাতেই তাঁর শেষজীবনটা স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। লোকটি সাধু এবং ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েগুলিও পিতার উপযুক্ত সন্তানই হয়েছিল। তারা এই নিদারুণ সংবাদ তাদের মায়ের কাছ থেকে গোপন কর্‌বার খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মায়ের চোখ কি সহজে এড়ান যায়? তাদের মুখ দেখেই মায়ের আর কিছুই বুঝ্‌তে বাঁকী রইল না—বিধাতার এই কঠোর বিধান বজ্রাঘাতের মতই তাঁর প্রাণে লাগ্‌ল।

আরেকটি সপ্তাহ দুঃখে নিরাশায় কেটে গেল।—সমুদ্র শান্ত হয়ে এল, কদিন আগে এই রকম সমুদ্র থাক্‌লে ত তারা নিরাপদে আস্‌তে পার্‌ত! কিন্তু হায়! এখন তারা কোথায় কে জানে?

কিছুদিন পরে কাছের একটি দ্বীপে যখন সেই জাহাজের ভাঙ্গা কাঠ, মাস্তুল প্রভৃতি ভেসে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল—তখন আর জাহাজের ভাগ্য সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ রইল না। কয়েকটি লোক, যেখানে সেই জাহাজের ভগ্নাবশেষ পড়েছিল সেখানে গেল, আবার সেখান থেকে জাহাজডুবির সঠিক খবর আন্‌বার জন্য সহরে গেল—কিন্তু তাদের সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে কয়েকদিন দেরী হল। সে কয়টা দিন দ্বীপবাসীদের কি উৎকণ্ঠায় কেটেছিল, তা বলা যায় না। যে সব জিনিষ ডাঙ্গায় এসে লেগেছিল, তার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গৃহস্বামীরও বাক্স প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ ছিল। তাঁর মৃত্যুর এই প্রমাণ পেয়ে—যেটুকু ক্ষীণ আশার আলো ছিল তাও নিবে গেল।

এই দুঃখের দিনে গ্রামের পাদ্রী ঘরে ঘরে গিয়ে—যাদের সব হারিয়ে কেবল

নিরাশা আর দুঃখই সম্বল রয়েছে তাদের সান্ত্বনা, আর যাদের তখনও কিছু আশা আছে তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রঘেরা দ্বীপটিতে 'দুর্ঘটনা' কথাটি অপরিচিত নয়; সর্ব্বদাই নানারকম দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে দ্বীপবাসীরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। স্বামী পুত্রেরা প্রায়ই সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে ফিরে আস্‌ত, সে জন্য দ্বীপবাসীরা অতি বড় দুর্ঘটনার সংবাদেও বিচলিত হত না। বিপদ হতে রক্ষা পাওয়াটাতেই তারা এত অভ্যস্ত হয়েছিল, যে, তারা বিপদতারণ ভগবানকেই ধন্যবাদ দিতে ভুলে যেত। কিন্তু সত্যই যখন বিপদ এসে উপস্থিত হল—তাদের আত্মীয়স্বজনেরা সমুদ্রের জলে সমাধিস্থ হলেন—তখন, যারা বেঁচে রইল, তাদের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়্‌ল। এই বিপদের দিনে একমাত্র সেই ভুলে-যাওয়া ভগবানের নামই তাদের বল দিতে পেরেছিল।

২

স্কট্‌ল্যাণ্ডে উইক্ (Wick) বলে একটি ছোট বন্দরে একটা জাহাজ নঙ্গর করা রয়েছে, একটু পরেই শেট্‌ল্যাণ্ডের পথে অগ্রসর হবে।

যাত্রীদের জাহাজে উঠ্‌বার জন্য সিগ্‌ন্যাল দেওয়ামাত্র, দলে দলে যাত্রী জিনিষ-পত্র নিয়ে জাহাজে উঠ্‌ল, ঠিক সময়ে জাহাজ ছেড়ে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে যাত্রীরা যার যার জিনিষ ক্যাবিনে গুছিয়ে রেখে এসে, ডেকে বেড়াতে আর পরস্পরের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময়ে কে যেন বলে উঠ্‌ল, "এণ্ডার্‌সন্ (Anderson) কই?"

উত্তর হল, "ক্যাবিনে আছেন বোধ হয়।"

ক্যাবিনে গিয়ে খুঁজে দেখা গেল—এণ্ডার্‌সন্ সেখানে নাই।

একজন যুবক বল্ল, "ক্যাপ্টেইন, এণ্ডার্‌সন্ ত আসেননি!"

ক্যাপ্টেইন বল্ল, "তার আর কি কর্‌ব? তোমরা ত জান, ঠিক নিয়ম মতন সিগ্‌ন্যাল দেওয়া হয়েছিল—তবুও যদি না আসেন ত আমার দোষ কি?"

একজন নাবিক বল্ল, "ওঁর জিনিষ পত্র কিন্তু রয়েছে।"

আর একজন নাবিক বল্ল, "হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন তারপরে শেষ মুহূর্ত্তে, যেন কিছু ফেলে এসেছেন এই রকম ভাবে, কোথায় জানি আবার চলে গেলেন।"

একটি লোক বল্ল, "আমি ওঁকে জাহাজ ছাড়বার সময়ে ডেকে দেখেছিলাম।"

ক্যাপ্টেইন্ বল্ল,"কি আর কর্‌ব,এতদূর এসে পড়েছি এখন ত আর ফেরা যায় না! আস্‌ছে সপ্তাহে আর একটা জাহাজ আস্‌বে, তিনি তাতে করে এলেই পার্‌বেন—তোমরা তাঁর আত্মীয়দের এই খবরটা দিয়ে দিয়ো।"

এণ্ডার্‌সন্ কোথায় গেলেন? তিনি সত্যিই জাহাজে চড়েছিলেন কিন্তু জাহাজ ছাড়বার একটু আগে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে, তাঁর মণিব্যাগ্‌টা হোটেলে ফেলে এসেছেন—সেই ব্যাগেই তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত ধন। কাজেই তিনি তখনই জাহাজ ছেড়ে হোটেলের দিকে দৌড়ালেন। হোটেলে এসে একেবারে তিন সিঁড়ি করে লাফিয়ে উপরে উঠে—এক ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে, ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন। এদিকে এণ্ডার্‌সন্ ঘরে ঢুক্‌তেই কিন্তু দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মণিব্যাগ্‌টা যথা-স্থানে রয়েছে দেখে, তিনি খুব খুসী হয়েই সেটা পকেটে পূরলেন—তারপর দরজা খুল্‌তে গিয়ে দেখেন, যে, সেটা কি করে বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে! তিনি প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিতে আর চেঁচাতে লাগ্‌লেন—কিন্তু তাঁর ঘরটা হোটেলের একধারে ছিল বলে তাতে কোন ফল হল না। জানালা দিয়ে কারো সাহায্য চাওয়া সম্ভব নয়, কারণ, সেটা বাড়ীর পিছন দিক্, সে দিকে কোন লোক ছিল না। জানালা দিয়ে দোতলার উপর থেকে লাফিয়ে পড়াও অসম্ভব, কাজেই, যখন জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, তখন এণ্ডার্‌সন্ নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর্‌তে, ভালবাস্‌তে শিখেছিলেন, তাই তাঁর মনে হল—"ঈশ্বর যা করেন, ভালর জন্যই করেন; আজ যদি আমি জাহাজে চড়ে চলে যেতাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হত, তাই ঈশ্বর আমাকে যেতে দিলেন না।"

তবু, জাহাজ যখন দেশে পৌঁছাবে, তখন তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে কি রকম ব্যস্ত হবে, এই কথা ভেবে মাঝে মাঝে তাঁর মন বড় খারাপ হচ্ছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা লোক এসে, সেই ঘরটা পরিষ্কার কর্‌বার জন্য খুলেই এণ্ডার্‌সন্‌কে দেখে ভয় পেয়ে গেল, কারণ, সে জান্‌ত যে এণ্ডার্‌সন্ চলে গিয়েছেন। তারপর সব কথা শুনে সে খুব সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌ল—সে ত আর জান্‌ত না, যে, ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানেই এণ্ডার্‌সন্ এখানে পড়ে রয়েছেন!

৩

শেট্‌ল্যাণ্ডের সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে, একটি কুঁড়ে ঘরে এণ্ডার্‌সনের স্ত্রী তাঁর নয়টি সন্তান নিয়ে তাঁর জন্য শোক কর্‌ছেন। দীর্ঘকাল পরে এণ্ডার্‌সন্ বিদেশ থেকে ফির্‌ছেন—কত আশা করে সকলে তাঁর পথচেয়ে ছিল, হঠাৎ বজ্রাঘাতে সব আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল! বিছানায় পড়ে এই কথাই তিনি ভাব্‌ছেন। ছেলেমেয়েগুলিরও চোখে ঘুম নাই, মুখে কথা নাই,—তারা চুপ্ করে আগুনের ধারে বসে আছে, তাদের মনের মধ্যে কেবল এই হাহাকার উঠ্‌ছে যে আজ তারা পিতৃহীন! রাত অনেক হয়েছে—বাইরে ভীষণ ঝড়—দূরে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, তাদের কেবল মনে হচ্ছে, ঐ অনন্ত সাগরের তলায় তাদের বাবার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হ'ল—কেউ তাঁর সৎকার কর্‌ল না! কেবল একটি মেয়ে, সে তার বাবার বড় আদরের ছিল—তার কিছুতেই এই নিষ্ঠুর কথায় বিশ্বাস হচ্ছিল না।

এই বাড়ীর কিছু দূরে আরেকটি ছোট বাড়ী—একেবারে নির্জ্জন—একটি বিধবা একা এই বড়ীতে থাকে। কয়েক বছর আগে, এমনই এক দুর্দ্দিনে, সে তার সব কটি ছেলেকেই একসঙ্গে হারিয়েছে। নিজে দারুণ দুঃখ ভোগ করে—তারই মতন দুর্ভাগাদের দুঃখ সে বুঝ্‌তে শিখেছে, তাই, সে দিন রাত্রে তারও ঘুম হচ্ছিল না—সেই জাহাজের লোকেদের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল কিনা, জান্‌বার জন্য তার মন ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। শেষে সে আর থাক্‌তে না পেরে—শাল গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তখনকার দিনে গ্রামে ডাকঘর ছিল না—কোনো মাতব্বর লোকের বাড়ীতে সকলেরই চিঠি আস্‌তো, তিনি যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দিতেন। যাঁর বাড়ীতে চিঠি আসে, সেখানে গিয়ে বিধবাটি দেখ্‌ল, মিসেস্ এণ্ডার্‌সনের নামে একখানি চিঠি রয়েছে—সেখানা সে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য চেয়ে আন্‌ল। হঠাৎ খুব ঝড় এসে পড়ায় সে আর মিসেস্ এণ্ডার্‌সনের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পার্‌ল না—নিজের বাড়ীতেই ঢুকে পড়ল। তখনকার লোকে কথায় কথায় অত চিঠি লিখ্‌ত না—বিশেষ আবশ্যক ছাড়া চিঠি পত্র কারো বড় একটা আস্‌ত না। পাড়াগাঁয়ে সবাই তখন লেখাপড়াও জান্‌ত না, একজনের চিঠি এলে, পাঁচজনে মিলে তা পড়্‌ত। চিঠির মধ্যে যে আবার গোপন কিছু থাক্‌তে পারে, পরের চিঠি খুলে পড়া যে অন্যায়, সরল গ্রামবাসীদের মনে সে ধারণাই ছিল না। বিধবা চিঠিখানি

হাতে নিয়ে ভাব্‌ল, "চিঠিতে যদি দুঃসংবাদ থাকে! খুব সম্ভব তাই থাক্‌বে, আজ রাত্রে আর তাদের জানিয়ে দরকার নাই—কালই দিব" এই ভেবে সে সেই অনাথ পরিবারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে বস্‌ল। খানিক পরে তার মনে হ'ল, "আচ্ছা, খবরটা কি, পড়েই দেখি না? মিসেস্ এণ্ডার্‌সনের শরীরের যে রকম অবস্থা, চট্ করে কোন দুঃসংবাদ দেওয়া তো ঠিক হবে না—চিঠিতে কি আছে দেখে নেওয়া ভাল।" আস্তে আস্তে খামটা খুলে এণ্ডার্‌সনের লেখা দেখেই সে চম্‌কিয়ে উঠ্‌ল, তারপর আনন্দিত মনে ভগবান্‌কে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌ল—গভীর সমুদ্রতলে যাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে বলে সবাই মনে কর্‌ছিল, সেই এণ্ডার্‌সন্ নিরাপদে বেঁচে আছেন!

তুমুল ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল—জলপ্লাবনের মধ্য দিয়ে, বিপদসঙ্কুল সমুদ্রতীর দিয়ে, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে যত জোরে পারে সে চল্ল—যখন এণ্ডার্‌সনের দরজায় এসে পৌঁছাল, তখন তার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়্‌ছে, দুর্ব্বল দেহ থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছে, উত্তেজিত কম্পিত কণ্ঠে সে চীৎকার করে বল্ল, "তেমরা সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও—এণ্ডার্‌সন্ বেঁচে আছেন!"

* * * * * *

তারপর যে কি হ'ল, তা পাঠকবর্গ কল্পনা করে নিবেন। কারণ, ঈশ্বরের জগতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যা মানুষের লেখনী কখনও প্রকাশ কর্‌তে পারে না।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্ত্তী।

শ্রাবণ

এসহে শ্রাবণ; বারি বরিষণ
সাথে লয়ে আজি এস;
ঘোর গরজনে ঘন বরষণে
ঝটিকা স্বননে, এস।
এসহে শ্রাবণ; শ্যামল শোভন,
স্নিগ্ধ শীতল এস;
তৃষাতুর জনে প্রাণ বারি দানে
আঁধারি গগনে এস।

এসহে ধরায়, ঘন বরিষায়,
জলদ মালায় এস;
এস গম্ভীর, জ্বালা ধরণীর
নাশি ঢালি নীর, এস।
এসহে ধরায়, মহা ঝটিকায়,
বজ্র জ্বালায় এস;
এস চঞ্চল, এস নির্ম্মল
চির সুশীতল এস।
এসহে শ্রাবণ, মেঘ গরজন
সাথে লয়ে তুমি এস:—
এস গরজনে এস বরষণে
ঝটিকা স্বননে এস।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রেনাইট্ হাউস আবার দ্বীপবাসিগণের অধিকারে আসিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ভীত হইয়া বানরের দল পলায়ন করিয়াছিল। ভয়ের কারণটি কি এবং সেটি কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই—ব্যাপারটি বড়ই অদ্ভুত! যাহা হউক, হঠাৎ ভয় পাওয়াটাই তাহাদিগের পলায়নের একমাত্র কারণ বলিয়া দ্বীপবাসিগণ মনে করিয়া লইলেন।

দিনের বেলায় বানরগুলির মৃতদেহ বনে লইয়া গিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হইল। তাহার পর সকলে মিলিয়া গ্রেনাইট্ হাউসের জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিলেন। বানরেরা কোন জিনিষ নষ্ট করে নাই, শুধু উলট্ পালট্ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। নেব্ ষ্টোভ জ্বালাইয়া আহারের ব্যবস্থা করিল—সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

আহারের সময় "জাপ্"ও বাদ পড়িল না। পেন্‌ক্রফ্‌ট্ তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল। পায়ের বাঁধন খোলা হইল না, আরও বশ মানিলে, পরে, তাহাও খুলিয়া দিবে।



গ্রেনাইট্ হাউসের নূতন চাকর

আহারের পর হার্ডিং সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন—খুব জরুরি কাজগুলির সম্বন্ধে। সর্ব্বাপেক্ষা জরুরি কাজটি হইল মার্সি নদীর উপরে একটা পোল বানান। এই কাজটি শেষ হইলে, নদীর অপর পারে দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে যাতায়াতের অত্যন্ত সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় জরুরি কাজ—মার্সি নদীর অপর পারে মুস্‌মন্ এবং লোম-ওয়ালা অন্য যে সব জন্তু ধরা হইবে, তাহাদিগের থাকিবার উপযুক্ত একটি জায়গা, বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়া প্রস্তুত করা।

দ্বীপবাসিগণের পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা এখন না করিলেই চলিবে না—উপরোক্ত দুটি কাজ শেষ হইলেই পোষাকের ভাবনা দূর হয়। পোলটি প্রস্তুত হইবামাত্র বেলুনটাকে গ্রেনাইট্ হাউসে আনিতে পারিলেই, সাধারণ কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা হইবে। তাহার পর, খোঁয়াড়ের লোম-ওয়ালা জন্তুর পশম দিয়া হইবে শীত বস্ত্রের ব্যবস্থা।

হার্ডিংএর ইচ্ছা, খোঁয়াড়টাকে রেড ক্রিকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে কোন জায়গায় প্রস্তুত করা হয়। সেখানে প্রচুর ঘাস, জন্তুগুলির খাদ্যের কষ্ট হইবে না। প্রস্‌পেক্ট হাইট্ হইতে সেখানে যাইবার একটা পথও হইয়াছে, ভবিষ্যতে সেখানে গাড়ী লইয়া যাওয়া মুস্কিল হইবে না—হয়ত বা গাড়ী টানিবার উপযুক্ত কোন জন্তুও ধরিতে পারা যাইবে। পাখী রাখিবার স্থানটি গ্রেনাইট্ হাউসের নিকটে হইলেই ভাল—নেব্ ইচ্ছা করিলেই রান্নার সময় সহজে পাখী ধরিয়া আনিতে পারিবে। গ্রেনাইট্ হাউসে যাইবার পুরাতন পথটির মুখের কাছে, লেকের কিনারায় সে স্থান প্রস্তুত করা স্থির হইল।

পরদিন, ৩রা নভেম্বর দ্বীপবাসিগণ হাতুড়ি, বাটালি, কুড়াল, করাৎ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি লইয়া মার্সি নদীর তীরে গেলেন—সর্ব্বপ্রথমে পোল প্রস্তুত করিতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বলিল—"আচ্ছা, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে মাষ্টার জাপ্ যদি সিঁড়িটা উপরে টেনে তুলে ফেলে?" হার্ডিং বলিলেন—"সিঁড়ির নীচের ধাপটা খুব শক্ত করে বেঁধে দাও।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট মাটিতে দুইটি মজবুত খোঁটা পুঁতিয়া, তাহার সঙ্গে সিঁড়ির তলাটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। তারপর সকলে মার্সির বাঁ পার ধরিয়া নদীর একটা বাঁকের কাছে আসিলেন। এই স্থানটি পোল বানাইবার পক্ষে উপযুক্ত বোধ হইল।

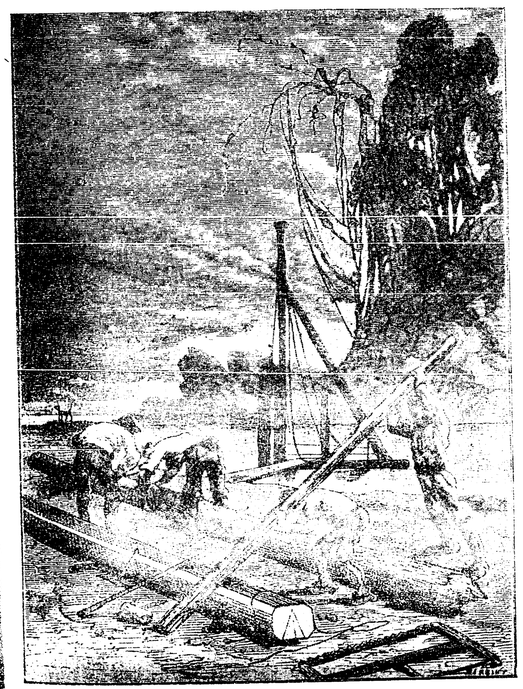

পোল প্রস্তুত হইতেছে

এখান হইতে বেলুন-বন্দর প্রায় সাড়ে তিন মাইল। বেলুন বন্দর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা প্রস্তুত করা মুস্কিল হইবে না। এই পথ প্রস্তুত হইলে, গ্রেনাইট্ হাউস্ হইতে দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে যাতায়াত করার খুবই সুবিধা হইবে।

গ্রেনাইট্ হাউস্, চিম্‌নী, পাখীর জায়গা এবং উপত্যকার উপরের যে অংশটিকে চাষের জন্য ব্যবহার করা হইবে—এই সব স্থানগুলিকে জন্তুর উপদ্রব হইতে নিরাপদ করা দরকার। প্লেটোর তিন দিকেই নদী, ঝরণা প্রভৃতি কোন না কোন রকম জলের বাধা আছে। প্লেটোর পশ্চিম ধারটি মার্সি নদীর একটা বাঁক এবং লেক্ গ্রাণ্টের দক্ষিণ বাঁকের মধ্যে। এই জায়গাটা প্রায় এক মাইল—এই পথে নূতন শত্রু প্লেটোতে আসিতে পারে। এই পথটি বন্ধ করা খুবই সহজ। মার্সি ও লেক্ গ্রাণ্টের মধ্যখানে চওড়া ও গভীর খাল কাটিয়া দিলেই পথটা বন্ধ হইয়া যাইবে।

হার্ডিং বলিলেন—"তাহলে, দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যে, প্রস্‌পেক্ট হাইট্ প্রায় একটা দ্বীপের মতই হলো। যাতায়াতের স্থান হবে মার্সি নদীর পোলটা, পূর্ব্বে প্রপাতের উপরে ও নীচে যে দুটি পোল বানান হয়েছে সে দুটি এবং যে খালটি কাটা হবে তার উপরে যে পোল বানাব —সেটা। এখন, এই পোলগুলিকে ইচ্ছামত তুলে রাখার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লেই, প্রস্‌পেক্ট হাইটে কোন শত্রু আস্‌তে পার্‌বে না।"

যন্ত্রপাতির অভাব নাই, কাঠও যথেষ্ট আছে—তাহার উপরে এন্‌জিনিয়ার স্বয়ং সাইরাস্ হার্ডিং। সকলে মিলিয়া পোল বানাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন। আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল, সকলে কার্য্যস্থলেই আহারাদি করিতেন —রাত্রে শুইতে যাইতেন গ্রেনাইট্ হাউসে।



পেন্‌ক্রফ্‌টের কাক-তাড়ুয়া

মাষ্টার জাপ্ ক্রমেই বশ মানিতেছে, সে তাহার নূতন মনিবদের কাজ কর্ম্ম সমস্তই খুব মনোযোগের সহিত দেখে—যেন সমস্ত বুঝিয়া লইবার ইচ্ছাটা তাহার মনে প্রবল। টপের সঙ্গে সব সময়ই খেলা করে, দুইজনে খুব ভাব হইয়াছে। যাহা হউক, তবু সাবধান থাকা ভাল এবং সেজন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপ্‌কে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল না—প্লেটোতে আসিবার পথগুলি ভাল রূপে বন্ধ করা হইলে পর, জাপ্‌কে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

নভেম্বর মাসের ২০এ তারিখ পোলের কাজ শেষ হইল। পোলের মধ্য খানের প্রায় কুড়ি ফুট অংশটি, ইচ্ছামত তুলিয়া রাখা যায় আবার নামাইয়াও দেওয়া যায়। সুতরাং, ওপারের জন্তুর এপারে আসাটা আবশ্যক মত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারা যাইবে।

এখন সকলের চিন্তা হইল—যত শীঘ্র সম্ভব বেলুনের কেস্‌টি আনিয়া নিরাপদ স্থানে

রাখা। এ কাজের জন্য বেলুন বন্দরে একটা গাড়ী লইয়া যাওয়া দরকার এবং গাড়ীর জন্য ঝোপ জঙ্গল ভাঙ্গিয়া একটা প্রশস্ত পথ করারও প্রয়োজন। এই কাজে অনেক সময় লাগিবে। ইতি মধ্যে নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট গিয়া দেখিয়া আসিল—সেই গহ্বরে বেলুনটা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। সুতরাং, স্থির হইল, উপস্থিত প্রস্‌পেক্ট হাইটের কাজ কর্ম্মই চলিতে থাকিবে।

প্রস্‌পেক্ট হাইটে জমি প্রস্তুত করিতে হইবে—শাক শব্‌জি এবং শস্য বপন করিবার জন্য। যথা সময়ে জমি প্রস্তুত হইল। জমির চারিদিকে মজবুত বেড়া দেওয়া হইল, উঁচু এবং চোঁখা কাঠ দিয়া। এই বেড়া পার হইয়া আসিয়া কোন জন্তু ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি নষ্ট করিতে পারিবে না। পাখীর জন্য ব্যবস্থা করা হইল অন্যরূপ। ছবিতে দেখ—পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্ষেতের মধ্যে কেমন সুন্দর কাক-তাড়ুয়া বানাইয়া দিয়াছে। এগুলি দেখিলেই পাখী ভয়ে পলায়ন করিবে।

২১এ নভেম্বর সাইরাস্ হার্ডিং মার্সি নদী এবং লেক্ গ্রাণ্টের মধ্যখানে খাল কাটিবার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এখানে উপরে ৩।৪ ফুট মাটি তার নীচে শক্ত গ্রেনাইট্, সুতরাং ঐস্থানের মাটি উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। হার্ডিং আবার নাইট্রো-গ্লিসারিন্ তৈরি করিলেন—তাহার সাহায্যে পনর দিনের মধ্যে, বার ফুট চওড়া এবং ছয় ফুট গভীর খাল কাটা হইল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই সমস্তকাজই শেষ হইয়া গেল। এখন প্রস্‌পেক্ট হাইট্ প্রায় চারিদিকেই জলে ঘেরা—বাহিরের কোন রকম অত্যাচার উপদ্রবের আর কোন আশঙ্কা নাই।

ডিসেম্বর মাসে গরম পড়িল ভীষণ। এই গরমের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ কাজ বন্ধ করিলেন না। পাখীর জন্য একটা বাড়ী বানাইতে হইবে, তাঁহারা সেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, প্লেটো নিরাপদ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপ্ তাহার স্বাধীনতা পাইয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়া সে পলায়নের কোন চেষ্টা করিল না, পলায়নের ইচ্ছাও দেখা গেল না। জাপ্ খুব বলবান্ জন্তু, চালাক চট্‌পটে, কিন্তু তবুও খুব শান্ত শিষ্ট। ইতি মধ্যে সে কাঠের বোঝা, পাথরের বোঝা বহিয়া আনিতে শিখিয়াছে।

পাখীর বাড়ীটি গ্রাণ্টলেকের দক্ষিণ-পূব তীরে—তাহার চারিদিকে কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরাও করা। ভিন্ন ভিন্ন পাখীর জন্য ডাল পালার তৈরি ছোট ছোট ঘর, ঘরগুলির মধ্যে পার্টিসন্ দেওয়া।

এই বাড়ীর প্রথম অধিবাসী হইল দুটি টিনামু পাখী। অল্প দিনের মধ্যেই কতগুলি ছানা হইয়া ইহাদিগের পরিবার বৃদ্ধি পাইল। তারপর আসিল ছয়টি হাঁস, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া লেকের তীরে চরিয়া বেড়াইত। পেলিকান, মাছরাঙ্গা, জল-মোরগ—ইহারা নিজেরাই পাখীর বাড়ীর ধারে আসিতে লাগিল। ক্রমে, দিন কয়েক ঝগড়া ঝাঁটির পর, poultry yardএর (পাখীর বাড়ী) অধিবাসীদিগের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহারাও সেখানেই বাসা করিল।

সাইরাস্ হার্ডিং poultry-yard এর এক কোণে পায়রার খোপ বানাইয়া দিলেন। সেখানে প্রতিদিন দলে দলে rock-pigeon (পাহাড়ে-কবুতর) আসিতে লাগিল। পায়রাগুলি দিনের বেলায় চরিয়া বেড়াইত এবং রাত্রে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিত এই নূতন বাড়ীটিতে। এইরূপে ক্রমে তাহারা ঠিক পোষা পায়রার মতই হইয়া গেল।

এখন বেলুনের কেস্‌টিকে আনিয়া, তাহার কাপড় কাটিয়া ছাঁটিয়া সকলের জন্য পোষাক প্রস্তুত করিতে হইবে। টানাগাড়ীটা ছিল বেজায় ভারি, সেটাকে অনেকটা হাল্‌কা করা হইল। গাড়ী টানিবার একটা ব্যবস্থা হইলে খুবই ভাল হয়। দ্বীপে ঘোড়া, গরু কিংবা গাধা জাতীয় কোন জন্তু পাওয়া গেলে আর ভাবনা কি? কিন্তু এসব জন্তু কি লিঙ্কলন্ দ্বীপে আছে?

একদিন, সেটা ছিল ২৩এ ডিসেম্বর, হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল, নেব্ এবং টপ্ ভীষণ চেঁচামেচি করিতেছে! তখন অন্য সকলে চিম্‌নীতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া কি দেখিলেন? সুন্দর এবং বেশ বড় সাইজের দুটি জন্তু। পোল খোলা পাইয়া তাহারা প্লেটোতে আসিয়া ঢুকিয়াছে। জন্তুদুটি দেখিতে ঘোড়ার মতও বটে আবার কতকটা গাধারও মত। ভারি সুন্দর জন্তু—ধূসর রং, পাগুলি এবং লেজটা সাদা, মাথা ও গলায় কাল কাল ডোরা। বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে তাহারা আসিতে লাগিল, মানুষ দেখিয়া একটুও ভয় পাইল না।

হারবার্ট বলিল—এ যে "ওনাগা"! জেব্রা এবং কোনাগার মিশ্রণ!"

নেব্ বলিল—"তার চাইতে বলনা কেন গাধা?"

"গাধার মত লম্বা কাণ নাই যে এগুলির, আর দেখ্‌ছ না—এদের গড়ন গাধার চেয়ে কত সুন্দর?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"গাধাই বল আর ঘোড়াই বল—এগুলিকে যেমন করে হোক্ ধর্‌তে হবে!"

এই বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট ঘাসের মধ্য দিয়া গুড়ি মারিয়া চলিল—ক্রীক্ গ্লিসারিনের (নূতন খালটি যেখানে কাটা হইয়াছে) পোলটির দিকে। এই পোলটি খোলা পাইয়াই জন্তু দুটি প্লেটোতে ঢুকিয়াছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট চুপি চুপি গিয়া এই পোল বন্ধ করিয়া দিল। আর যাবে কোথায়? ওনাগা দুটি প্লেটোতে আট্‌কা পড়িয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইল—জন্তু দুটিকে তাড়াহুড়া করিয়া, ধরিয়া জবরদস্তি করিয়া পোষ মানানটা কি উচিত হইবে? কখনই নয়। স্থির হইল—প্লেটোতে ঘাসের অভাব নাই; দিন কয়েক স্বাধীন ভাবে চরিয়া বেড়াইয়া জন্তু দুটির ভয় ভাঙ্গিয়া যাউক। হার্ডিং poultry-yardএর কাছেই একটা আস্তাবল বানাইয়া দিলেন, সেটার মধ্যে খাবার রাখিয়া দেওয়া হইল।

ওনাগা দুটি নিশ্চিন্ত ভাবে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাদের নিকটে যাইতেন না—পাছে ভয় পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের পলায়নের ইচ্ছা দেখা যাইত—উন্মুক্ত বনে যাহাদের থাকিয়া অভ্যাস, প্লেটোতে হাজার সুখে থাকিলেও তাহাদের তৃপ্তি হইবে

কেন? চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল জায়গাটি জলে ঘেরা, কোন দিকে পলায়ন করিবার পথ নাই। তখন ডাকা ডাকি করিয়া ঘাসের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত এবং মধ্যে মধ্যে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত—বনের দিকে।

এদিকে পেন্‌ক্রফ্‌ট গাছের ছালের দড়ি পাকাইয়া, ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম যথা সম্ভব প্রস্তুত করিল। ওনাগা দুটিকে ধরার দিন কয়েকের মধ্যে বেলুন-বন্দর পর্য্যন্ত রাস্তাও তৈরি হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট নানা রকমে তোয়াজ করিয়া, জন্তু দুটিকে তাহার অনেকটা বাধ্য করিয়াছিল, তাহার হাত হইতে খাবার নিয়া খাইত। কিন্তু তবু তাহাদিগকে গাড়ীতে জুতিবার প্রথম চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল! গাড়ীতে জুতিবামাত্র সে যা হুড়োহুড়ি, লাফালাফি!! ক্রমে, একদিন, পেন্‌ক্রফ্‌ট ওনাগা জুতিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিলে পর সকলে বেলুন-বন্দরে রোয়ানা হইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট গাড়ীতে চড়িল না। ওনাগার মাথার কাছে কাছে থাকিয়া পদব্রজেই চলিল।



বেলুনের কাপড়ের জামা

পথে দারুণ ঝাঁকানি ভিন্ন আর কোন অসুবিধা হইল না। পথটা ত আর ষ্টিম্-রোলার দিয়া তৈরি হয় নাই? পাথুরে পথ—ঝাঁকানি ত হইবেই! যাহা হউক, বেলুনের case-টিকে বোঝাই করিয়া লইয়া, রাত্রি আটটার সময় ওনাগা-টানা গাড়ীটি নিরাপদে গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিয়া আসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহটা বেলুনের আবরণ দিয়া কাপড় চোপড় বানাইতেই কাটিয়া গেল। ছুঁচকাঁচি সেই সিন্দুকের কল্যাণে ত ছিলই। বেলুনের আবরণে সুতারও অভাব ছিল না। স্পিলেট্ ও

হারবার্ট খুঁটিয়া খুঁটিয়া আবরণ হইতে প্রচুর সুতা বাহির করিয়া লইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট সেলাই-কার্য্যের নিকটেও আসিত না। সাধারণতঃ নাবিকগণ সেলাই কাজে খুব পটু হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! পেন্‌ক্রফ্‌ট এ কাজটি একেবারেই পছন্দ করিত না।

বেলুনের আবরণের কাপড়ে বার্ণিস মাখান থাকে, সোডা ও পটাসের সাহায্যে এই বার্ণিস্ দূর হইয়া সাদা ধপ্‌ধপে মোলায়েম কাপড় হইল। সার্ট, পেণ্টালুন, মোজা সমস্তই আবরণের কাপড়ে তৈরি হইল—বিছানার চাদর, ঘুমের সময় গায়ে জড়াইবার চাদর সমস্তই প্রস্তুত হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌টের চেষ্টায় সিল্ মাছের চাম্‌ড়া দিয়া নূতন জুতাও তৈরি হইল।

১৮৬৬ সালের আরম্ভ হইতেই দারুণ গরম পড়িল। এই গ্রীষ্মেও শিকার বন্ধ হইল না। স্পিলেট্ ও হারবার্ট য়্যাণ্ডটি, পিকারি, ক্যাপিবারা প্রভৃতি শিকার করিয়া ভাঁড়ার ভর্ত্তি করিলেন।

প্লেটোর কতক জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে। বাকি জমি পূর্ব্ববৎ ঘাস জঙ্গলে ঢাকাই রাখিয়া দেওয়া হইল—ওনাগা সেখানে চরিয়া বেড়াইবে। জাকামার বন এবং আরও দূরে পশ্চিম ভাগের বন হইতে বুনো শাক শব্‌জি বিস্তর আনিয়া, প্লেটোর ক্ষেতে লাগান হইল। শুক্‌না কাঠ ও কয়লা আনিয়া প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা হইল। এইরূপ যাতায়াতে রাস্তার উন্নতি হইল অনেকখানি, আগের মত আর উব্‌ড়া খাব্‌ড়া রহিল না।

খরগোসের আড্ডার শিকারও পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই আড্ডাটি ছিল নদীর অপর পারে, নতুবা ইহাদিগের উৎপাতে প্লেটোর শস্যের ক্ষেত রক্ষা করা মুস্কিল হইত। পেন্‌ক্রফ্‌ট বড়্‌সি দিয়া মার্সি নদী এবং লেকে বিস্তর মাছ ধরিত। নেব্ তেমনই ওস্তাদ বামুন ঠাকুর, দ্বীপবাসিগণ প্রতিদিন নানা রকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ একটা জিনিষের বড়ই অভাব বোধ করিতেন, সেটি পাঁওরুটি!

ম্যাণ্ডিবল্ কেপের তীরে কচ্ছপ থাকিত প্রচুর। ইহারা সমুদ্রের তীরে বালির মধ্যে রাশি রাশি ডিম পাড়িয়া রাখিত। দ্বীপবাসিগণ মধ্যে মধ্যে গিয়া শুধু যে ডিম আনিতেন তাহা নহে কচ্ছপও ধরিয়া আনিতেন। কচ্ছপের সুপ অতি উত্তম খাদ্য, তাহার উপরে আবার নেব্ সুপের সঙ্গে সুগন্ধি শাক সব্‌জি মিশাইয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করিত।

বুদ্ধিমান্ জাপ্ এখন টেবিল-বয়ের কাজ পাইয়াছে। সে সব সময় রান্না ঘরেই কাটায়, নেব্ যাহা করে তাহাই সে নকল করিয়া থাকে। শুধু কথা বলিতে পারে না, তা ছাড়া নেবের ইঙ্গিতে সে না করিতে পারে এমন কাজ খুব কমই আছে। নেব্ আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত জাপ্‌কে কাজ শিখায়, জাপ্‌ও এমনি বুদ্ধিমান্, যে, কোন কাজ তাহাকে একবারের বেশী দুইবার দেখাইয়া দিতে হয় না।

একদিন ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় সকলে দেখিলেন—জাপ্ কোমরে ন্যাপ্‌কিন্ বাঁধিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। খাওয়ার সময় জল দেওয়া, বাসন বদ্‌লাইয়া দেওয়া, খাদ্যের পাত্র

সমুখে আনিয়া ধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজই সে ইঙ্গিত মাত্র অতি নিপুণ চাকরের মত করিয়া গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না! খাওয়ার সময় "জাপ্! আর একটু সুপ", "জাপ্! একটু য়্যাণ্ডটি-রোষ্ট্", "জাপ্! আর একটা প্লেট্"—সকলের মুখে এই সব কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই।



জাপ্ রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত

জাপ্ এখন ঠিক পরিবার-ভুক্ত লোকের মত হইয়া গিয়াছে। সকলের সঙ্গে বনে শিকার করিতে যায়, তাহার হাতেও একটা মোটা লাঠি থাকে। গাছের উঁচু ডালে কোন ফল দেখা গেলে, ইসারা করা মাত্র জাপ্ পাড়িয়া আনে! গাড়ীর চাকা মাটিতে বসিয়া গেলে, জাপ্ চাকায় কাঁধ লাগাইয়া এমনই টান্ দেয়, যে, চক্ষের নিমেষে চাকা উঠিয়া আসে। এখন গ্রেনাইট্ হাউসই জাপের বাড়ী, গ্রেনাইট্ হাউসের লোকেরাই তাহার সর্ব্বস্ব—পলায়নের কিছু মাত্র ইচ্ছাও তাহার মনে স্থান পায় না।

জানুয়ারীর শেষ ভাগে দ্বীপ-বাসিগণ দ্বীপের মধ্য ভাগের কাজগুলি আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে স্থির করা হইয়াছিল, যে, রেড্‌ক্রীকের উৎপত্তি স্থানের কাছে ফ্রাঙ্কলিন্ পাহাড়ের নীচে ঘোড়া, গরু জাতীয় জন্তু রাখিবার জন্য একটা কোরাল্ (খোঁয়াড়) বানাইতে হইবে। মুস্‌মনের গায়ের লোম্ দিয়া শীতের জন্য পোষাক তৈরি করা চাই। সুতরাং, সকলের আগে খোঁয়াড়ে মুস্‌মনের জায়গা করা দরকার।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে হাডিং, স্পিলেট্ এবং হারবার্ট—কখন বা সকলে মিলিয়া নদীর উৎপত্তি স্থানে যাইতেন—সেই নূতন তৈরি পথে এবং সেই পথের নাম দেওয়া হইল "কোরাল্ রোড্।" পর্ব্বতের দক্ষিণ ধারে পিছনের দিকে একটা জায়গা ঠিক করিয়া, তাহার চারিদিক্

উঁচু বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল। বেড়ার কাঠগুলি বেশ মজবুত, ডগাগুলি চোঁখা এবং পোড়াইয়া শক্ত করা। বেড়াটি উঁচু খুব, তেমন চট্‌পটে জন্তুও চেষ্টা করিয়া ডিঙ্গাইতে পারিবে না। খোঁয়াড়টা বেশ বড় করিয়া করা হইল, শতেক জন্তু তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে পারিবে।

শুধু চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়াই কাজ শেষ হইল না—খোঁয়াড়ের মধ্যে মুস্‌মন্, ছাগল প্রভৃতি থাকিবার জন্য ঘর বানাইতে হইল। সুতরাং, এই কোরাল্ শেষ করিতে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বেড়ার সমুখের দিকে, ঠিক মধ্যখানে একটি দরজা রাখিয়া, তাহাতে মজবুত কপাট দেওয়া হইল। মুস্‌মন্ হরিণের চাইতেও বলবান্ জন্তু। কোরালে আট্‌কা পড়িলে বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুতরাং, হার্ডিং বেড়াটির আগাগোড়া, খানিক দূরে দূরে, খুব মজবুত কাঠের ঠেকা দিয়া দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া, যেখানে মুস্‌মন্, ছাগল প্রভৃতি দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়াইত, সেইখানে গেলেন। হার্ডিং, পেন্‌ক্রফ্‌ট, নেব্ ও জাপ্ বনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রহরী রহিলেন—স্পিলেট্ ও হারবার্ট টপ্‌কে লইয়া উল্টা দিক্ হইতে মুস্‌মন্ ও ছাগলের দলকে এমন ভাবে তাড়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহাদের কোরালের দিকে ভিন্ন আর যাইবার পথ রহিল না।

দলে প্রায় একশত মুস্‌মন্ ছিল। তাড়া খাইয়া বেশীর ভাগই পলায়ন করিল। কোরালে ঢুকিল মোটে ত্রিশটি মুস্‌মন্ এবং দশটি বুনো-ছাগল। দ্বীপবাসিগণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। দেখিতে দেখিতে ইহাদের পরিবার বাড়িয়া যাইবে। তখন শুধু পশম নয়, চাম্‌ড়ারও কোন ভাবনা থাকিবে না।

বিকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সকলে গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিলেন। পরদিন সকালে আবার কোরালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন—কয়েদীর দল বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। আর চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহাদিগের মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

শীত আরম্ভ হইবার আগেই চাষ বাসের কাজে সকলে খুব মন দিলেন। হারবার্ট যখনই বাহিরে যাইত, বন হইতে দরকারী কোন না কোন শাক শব্‌জির গাছ কিম্বা ফল লইয়া বাড়ী ফিরিত। এক দিন কিসের সব বীজ আনিল, সেগুলি জোরে চাপিলে সুন্দর তেল বাহির হয়। হুবহু আলুর মত গাছ আনিল, সেই গাছ এবং আরও নানা রকমের শাক সব্‌জি প্লেটোর ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। এখানকার মাটি বেশ উর্ব্বর, ভবিষ্যতে চাষের ফল খুব ভালই হইবে।

গ্রীষ্মের শেষ ভাগে পাখীর বাড়ীতে নূতন দুটি পাখী আনা হইল—দুটি বাষ্টার্ড (বক জাতীয় পাখী)। আর আসিল চমৎকার সুন্দর এবং বেশ বড় সাইজের দুটি বন-মোরগ। দ্বীপবাসিগণের সকলেই বুদ্ধিমান্, সাহসী এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহাদের চেষ্টায় এবং ভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজেই সুফল ফলিয়াছে।

প্রস্‌পেক্ট হাইটের ধারে একটি বারান্দা তৈরি করা হইয়াছিল। নেবের চেষ্টায়, লতা পাতার আবরণে বারান্দাটি দেখাইত ঠিক একটি কুঞ্জের মত। দৈনিক কাজ কর্ম্মের পর সকলে মিলিয়া সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সেই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। আমেরিকার সেই যুদ্ধের কথা, নিজেদের অবস্থার কথা, নিষ্কলন্ দ্বীপের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে কি কি করিতে হইবে ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়া কথা বার্ত্তা হইত। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট অর্থশূন্য আবোল তাবোল কতকিছু বলিত, হার্ডিং গম্ভীর ভাবে সমস্তই শুনিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই এক চিন্তা ভাসিয়া বেড়াইত—দ্বীপে পর পর কতগুলি অতি অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোনটারই মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

"যাদুঘর"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারপর সভাপতি মহাশয় উদ্ভিদ বিভাগের প্রতিনিধিকে ডাকিলেন। মিষ্টার পটল সাহেব ছিলেন উদ্ভিদ বিভাগের প্রতিনিধি। তিনি গট্‌গট্ করিয়া আসিয়া মঞ্চে দাঁড়াইলেন। প্রথমতঃ দুই তিনবার কাশিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

উদ্ভিদ জগতে পটল, আলু ও কুম্‌ড়া ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সভ্য। তারপর চাল, ডাল, মরিচ ইত্যাদি। উদ্ভিদ জগতে ইহারা সাধারণ প্রাণী। ইহা ছাড়াও অনেক প্রাণী আছে যাহারা নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া জীবনধারণ করে। হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ইহারা উদ্ভিদ জগতে কবিরাজী ব্যবসায় করিয়া থাকে। সিন্‌কোনা, ইউকেলিপ্‌টাস্ প্রভৃতিরা ডাক্তারী ও খোবানী আখ্‌রুট প্রভৃতি হেকিমী ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করে। এই বলিয়া পটল সাহেব এক লম্বা ফর্দ্দ বাহির করিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"মিষ্টার পটল, আমরা এখন মৃত। এখন আর আমাদের চাল, ডাল, আলুর কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় এইরূপ কোন বিষয় আপনার বলিবার থাকে ত তাহাই বলুন।"

মিষ্টার পটল বলিলেন, "হ্যাঁ, তাহাও আমি কিছু বলিতে পারি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন। আজ কাল দুইটী বিষয়ে উদ্ভিদ জগতে বিশেষ আলোচনা হইতেছে। একটী বিষয় ঔষধ অপরটী বীজাণু। কিন্তু মৃতের দেশে উহার কোনটীরই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, মৃতের দেশে গাছেরই প্রয়োজন নাই। এমন বহু গাছ গাছড়া আছে যাহা আশ্রয় করিয়া বহু ভূত বাস করিয়া থাকে। আমি নিজে এমন বহু তাল গাছ ও তেঁতুল গাছ জানি, যাহা আশ্রয় করিয়া বহু শত ভূত প্রেত বাস করেন। এখানে আজ যাঁহারা সমবেত আছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই, মিউজিয়মের পশ্চাতের উঠানে ও সম্মুখের গড়ের মাঠের কয়েকটা বড় বড় গাছে দিন ও রাত্রি কাটাইয়া থাকেন। অতএব মৃত হইলেও আমাদের যে গাছ গাছড়ার প্রয়োজন একেবারে নাই তাহা নহে। ঐ যে ঐ কোণে শ্রীযুক্ত বিষুণ সিং বাবু বসিয়া আছেন (আমি চাহিয়া দেখিলাম একধারে বিশাল এক নরকঙ্কাল মূর্ত্তি বসিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছে) তাঁহার শরীর মিউজিয়মের ঐ উপরের ঘরে রাখিলেও, আসলে তিনি থাকেন তাঁহার বাড়ীর কোণের সেই তেঁতুল গাছের উপর।"

মিষ্টার পটল সাহেব এই পর্য্যন্ত বলিতেই, মিউজিয়মের উপরের ঘরে কুমীরের পাশে যে গোক্ষুরা সাপটী আছে, সেই সাপটী কুলফণা চক্র তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"মহাশয়, এ সভা ভূতের গল্প শুনিবার জন্য ডাকা হয় নাই। আপনি যদি নূতন কিছু কাজের কথা বলিতে না পারেন তবে বসুন। যাহা হয় আমরাই কিছু বলিব। আমরা দেখিতে চাই, এই সভার কার্য্য ব্যর্থ না হয়। যদিও আমরা সকলেই ভূত তথাপি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা মান সম্মান জ্ঞান আছে। সভা ডাকিয়া যদি কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করাও না যায়, তবে, এইরূপে গবর্ণমেণ্টের ভাড়া বাড়ীতে থাকিয়া শুধু শুধু তাহাদের টাকা পয়সা খরচ করাইয়া কোন লাভ নাই। মানুষেরা আমাদের যেরূপ যত্নে রাখিয়াছে, তাহাতে আমাদের উচিত তাহাদেরও কিছু উপকার করা।"

গোক্ষুরা এই কথা বলিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা সর্পরাজ, আপনিই এই বিষয়ে কিছু বলুন।" সর্পরাজ গোক্ষুরা তখন ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে মঞ্চে উঠিয়া আসিল এবং বুক ফুলাইয়া, বিচিত্র ফণা দুলাইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিল।

"মহাশয়গণ! সুন্দর বনের নিকটে কোন এক গ্রামে এক গর্ত্তে আমার জন্ম হয়। মায়ের দুধ খাইয়া একটু বড় হইলে, একদিন মাকে বলিলাম—মা আমি শিকারে



যাইব। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হইলেন না। তখন অগত্যা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একদিন দুপুর বেলা মা পুকুর পাড়ে ব্যাঙ ধরিতে গিয়াছেন, এমন সময় আমি আস্তে আস্তে গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া চারিদিকের সুন্দর পৃথিবী দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমাদের গর্ত্তের নিকটেই একটা বড় বটগাছ ছিল। অনেক পাখীর কলরব শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটী বালক গাছ হইতে একটী পাখীর ছানা লইয়া নীচে নামিতেছে। দেখিয়া বুঝিলাম এই গাছে পাখীর ছানা পাওয়া যায়। মনে মনে ফন্দি আঁটিলাম, এই গাছ হইতে পাখীর ছানা পাড়িয়া খাইতে হইবে। এইরূপ বুদ্ধি আঁটিয়া সে দিনকার মত গর্ত্তে ফিরিয়া গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। পরের দিন মা বাহির হইয়া গেলে, আস্তে অস্তে বাহিরে আসিয়া বটগাছে গিয়া চড়িলাম।

বেশী উঁচুতে উঠিতে সাহস হইল না। নীচু ডালেই একটী পাখীর বাসা দেখিয়া সেখানে ঢুকিলাম। ভিতরে গিয়া দেখি, একটী ছোট ছানা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে কপ্ করিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলিলাম। কচি মাংস; খাইয়া বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল—তাই সেখানেই একটু শুইয়া থাকিলাম। একটু পরেই একটী শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, সেই বালকটী পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য বাসার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। ভাবিলাম, দাঁড়াও! রোজ তুমি আমার খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যাইবে—তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি। এই ভাবিয়া দিলাম জোরে তার হাতে এক কামড়। কামড় খাইয়া সে চীৎকার করিয়া গাছের তলায় পড়িয়া গেল। আমিও তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া গর্ত্তে লুকাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া খবর নিয়া জানিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, পাখীর ছানা খাইয়া ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলাম। শেষে গর্ত্তে যখন আর জায়গা হয় না, তখন একদিন মাকে বলিলাম—আমি দেশ ভ্রমণে যাইব। মা অনেক নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। সুন্দর বনে নানা দ্বীপ ও বন ঘুরিয়া একদিন চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকে শূকর, বাঘ, মহিষ প্রভৃতির গর্জ্জন—ভাল করিয়া কিছু শোনা যায় না। কোন্‌দিক হইতে বেজি আসিয়া ঘাড় মট্‌কাইয়া দিবে তাহার ঠিকানা নাই। তাই যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলাম। বহু দূর চলিয়াছি—অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, আর চলিতে পারি না—এমন সময় দেখিলাম, দূরে একটী মিটি মিটি আলো দেখা যাইতেছে। সেই দিকে মুখ করিয়া আরও জোরে চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী—চারিদিকে ইট্-কাট্ ও জঙ্গল। ফণা তুলিয়া এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিতে করিতে, ভগ্ন ইটের স্তূপের মধ্যে একটী ঘর দেখিতে পাইলাম। চারিদিক্ দেখিয়া নিশ্চিতই মনে হইল, ইহা কোন পুরাকালের রাজার বাড়ী হইবে।

যাহা হউক, ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনেক ফাটলের ভিতর দিয়া ভিতরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ঘরের ভিতরে যাইবার একটী দরজা আছে কিন্তু তাহা ভিতরের দিক্ হইতে বন্ধ। আশে পাশের ইটপাট্‌কেল গুলি সরাইয়া দেখিতে লাগিলাম, দরজায় কোথাও একটু ফাঁক পাওয়া যায় কি না।

অনেক পরিশ্রম করিয়া, নীচের দিকে বাস্তবিকই একটী বড় ছিদ্র পাইলাম। তাহার ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে গিয়া দেখি, পঁচিশটী সোনার ঘড়ায় থরে থরে মোহর সাজান রহিয়াছে ও ঘরের মধ্যখানে এক দিব্য খাটে অপরূপ সুন্দরী নাগ-রাজকন্যা গভীর নিদ্রায় নিমগ্না। খাটের উপরে তাহার সরু লম্বা দেহ পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহার রূপের প্রভায় ঘর আলোকিত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম কিন্তু রাজকন্যার ঘুম আর ভাঙ্গে না। তখন অগত্যা আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া তাহাকে জাগাইলাম। আমাকে দেখিয়া সে চম্‌কাইয়া ফোঁস করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তারপর আমি যখন নিজের পরিচয় দিয়া বলিলাম—'তোমার কোন ভয় নাই—আমি তোমার বন্ধু,' তখন তাহার ভয় দূর হইল। ক্রমশঃ সে একটু একটু করিয়া কথা বলিতে লাগিল। এবং সারারাত্রি আমরা গল্প করিয়া কাটাইয়া সকালে উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু হইলাম। পরেরদিন আমাদের বিবাহ হইল।

মহাসুখে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। আমাদের সন্তান সন্ততিরা ক্রমশঃ দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রকার সাপ আমাদেরই বংশধর। তখন অনেক বৃদ্ধ হইয়াছি। একদিন ছোট পুত্রের বিবাহ নিয়া রাণীর সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধিল। প্রথমতঃ তর্ক, তারপর তুমুল ঝগড়া,। শেষে রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'যাক্, ছেলের জন্যই যখন এত কথা তখন এছেলে মারিয়াই ফেলিব'—এই বলিয়া সে ছেলেকে কাম্‌ড়াইয়া দিল।

কালনাগিনীর বিষ, কিছুতেই কিছু হইল না। সকাল হইবার পূর্ব্বেই ছেলের মৃত্যু হইল। ছেলের শোকে আমি সেই দিনই দেশত্যাগী হইলাম। রাণীও পাগলের মত হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন পরে, আমরা এক বেদের নিকট দুইজনেই ধরা পড়িলাম। বেদে আমাদের একটী হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল। সেখানে অনাহারে আমার মৃত্যু হইল। কালনাগিনী কোনও মতে বাঁচিয়া ছিল। পরের দিন বেদে তাহাকে চিড়িয়াখানার সাহেবের নিকট বিক্রয় করিল ও আমাকে মিউজিয়মের সাহেবদের নিকট বিক্রয় করিল। সেই হইতে আমার শরীর এখানে আছে এবং আমি ভূত হইয়া বেড়াইতেছি।" সর্পরাজ এই পর্য্যন্ত বলিলে—একটী ছোট্ট বালকের কঙ্কাল লাফাইতে লাফাইতে সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল—

"মহাশয়! ঐ দুর্ম্মুখ, দুরন্ত সাপ আমাকেই কাম্‌ড়াইয়াছিল। আপনি উহার শাস্তি বিধান করুন।" এই কথায় সভার মধ্যে একটা হৈ হৈ ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। সাপ যেমন ভীষণ জন্তু—সকলেই তাহাকে গালি দিতে লাগিল। তোমরা মনে করিও না, ভূতের শরীর হাওয়ার মত হাল্কা বলিয়া, তাহারা হৈ চৈ গণ্ডগোল করিতে পারে না। নাকি সুরের গর্জ্জনে সভাস্থল একেবারে গুল্‌জার।

বহু চেষ্টার পর গোলমাল মিটিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আপনারা শীঘ্র যাহার যাহা বক্তব্য আছে শেষ করুন, ভোর হইয়া আসিতেছে।" লিক্ লিক্ করিয়া বহু ভূত উঠিয়া আসিল কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, সভাকবি শ্রীযুক্ত মর্কট নারায়ণ কপিঞ্জল কাব্যবিশারদ একটী মনোমুগ্ধকর কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে শুনাইবেন। আমরা যেমন কবিতা লিখি, ভূতেদের মধ্যে তেমন লিখিবার চল নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, শিল্প বিভাগের রিপোর্ট লিখিয়া আনাতে লেখকের খুবই নিন্দা হইয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত সভাকবি যে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম।

কিচি-মিচি হুপ্—
কিচি-মিচি হুপ্—
কিচি-মিচি হুপ্—
আগ ডালের ফাঁক দিয়ে লিচু গাছে ঝুপ্
কিচি-মিচি হুপ্॥

চিঁ-চিঁ-চিঁ খ্যোঁ—খ্যাঁৎ
ছিঃ—ট'কে গেল সব দ্যাঁৎ
দুত্তারি ছাই, চল্ বাড়ী যাই
দু'ট লিচু খেয়ে—দু'ট গান গাই॥
(গাছ ধরিয়া ঝাঁকি ও সুর করিয়া)
ময়রা দোকানে দেখ্‌বি সে তাজা,
রয়েছে কচুরি হিং দিয়ে ভাজা।
থালা ভরা যত ক্ষীরের মণ্ডা,
রয়েছে সাজান গণ্ডা-গণ্ডা।
ঠাণ্ডা দিনে যদি রে পারিস্—!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কবিবর মণ্ডার ভাবে গদগদ হইয়া, জিভের জল উপর দিকে টানিয়া "ঈস্—ঈস্—ঈস্" করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাহাতেও কবিতার বেশ মিল হয় এবং ভাবেরও কিছুই গোলমাল হয় না। তোমরাও নিজ নিজ জিভের জল সাম্‌লাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিও, কবিতার সঙ্গে ঠিক মিলিবে। যাহা হউক, কিছুক্ষণ ভাবে গদগদ হইয়া 'ঈস্', 'ঈস্' করিয়া কবিবর আবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন— লম্বা লম্বা রম্ভা দেখেছ, বোসেদের ঐ বাগে?
খোট্টা বেটারে পাহারা রেখেছে, দেখে মরে যাই রাগে!
আজ্‌কে বেটার ছিঁড়ব টিকিটি
আয় বুঁচি বাজি আস্ত 'সিকিটি'।
তুমি আর আমি, নিয়ে পাকা রম্ভা,
লাগাবো পাঁচিলটি ডিঙিয়ে লম্বা।
হাবা, কেলো, বোঁচা আর হুতো,
খাবে ওরা খোট্টার গুঁতো।
(আর) চট্ করে আমি ছিঁড়ব টিকিটি
না যদি পারি তো হার্‌ব 'সিকিটি'।

কবিতা শুনিয়া সভায় খুব 'বাহবা' পড়িয়া গেল। চারিদিকে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি পড়িতে লাগিল। কবিবর একটু মুচ্‌কি হাসিয়া আসন গ্রহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় সভাস্থ ভূতেরা চেঁচাইয়া উঠিল—'এঙ্কোঁর,' 'এঙ্কোঁর'—'আঁরও বঁলুন,' 'আঁরও বঁলুন'। কবিবর অগত্যা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

(এবার) আমগাছ, লিচুগাছ, সব গাছ ফাঁকা,
নিরাশায় দেশে তাই গেছে ছোট কাকা।
হায় হায় নিরুপায়, আমি মরি দুঃখে,
চুরি করা ছাড়া বুঝি নাই আর রক্ষে!
'মতিহারি' বাড়ী তোর—ওরে ঐ খোট্টা
তুই-ই শিখালি চুরি—ওরে পাকা চোট্টা।
আমি ছিনু ডালে ব'সে শান্ত ও শিষ্ট,
পাকা দু'টা ফল খাই বলি 'রাধা-কিষ্ট'।
তুই ত রে, এলি তেড়ে——— "

এই পর্য্যন্ত বলা হইতেই, গুপ্-গুপ্-গুপ্—গুরুম্', 'গুপ্-গুপ্-গুপ্—গুরুম্,' করিয়া দুই তিন বার খোলের আওয়াজ হইল এবং এক দল ছুঁচা, নেংটি-ইঁদুর, বেজী, আরশুলা প্রভৃতি মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া, গেরুয়ার আল্‌খাল্লা পরিয়া সভার মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—

'সেকি—এত শীগির রাত পোহাল!' সভাপতি মহাশয় সভাকবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কাব্যবিশারদ মহাশয়! আজ কবিতা এই পর্য্যন্তই থাক্; ভোর হইয়া আসিল, এখন ঊষা কীর্ত্তন সারিয়া আবার সকলকেই নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" মর্কটরাম শর্ম্মা অগত্যা উপবেশন করিলেন। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।—

(কীর্ত্তনের সুর)

জয় জয় বল,
ভূত রাজ্যে চল,
ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ক'রে হাঁচ রে।
কোঁৎ কোঁৎ গিলে
ছোট ছেলেপিলে
খেয়ে ঠ্যাং তুলে নাচ রে।
আমরা করতে পারি সকলি কাণ্ড
দুনিয়া শুদ্ধ লণ্ডভণ্ড।
যে সব ছেলেরা মিছে কথা বলে
চিবাই তাদের মুণ্ড রে।
মিছামিছি যারা করে রাগারাগি
কোন্ দিন খাব ক'রে ভাগাভাগি
ভুতুড়ে ব্যাপার পাবে না টের।
শান্ত, সাহসী, শিষ্ট যাহারা
দুনিয়ায় শুধু বাঁচিবে তাহারা,
তাই বলি চাল মেরো না ফের।

গান ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে জয়ধ্বনির হুঙ্কারে ঘর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ খোলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা একটু

কাঁপিতে ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যখন বাঘ ভালুকেরা ধেই ধেই নৃত্য ও ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিল, তখন আমার দশায় পড়িবার ভাব ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতে লাগিল। একটু পরেই, যে টেবিলে বসিয়া ছিলাম তাহার উপর লুটাইয়া পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম মিউজিয়মের দারোয়ানেরা আমার মুখে চোখে জল ছিটাইতেছে।

শ্রীসুকুমার ঘোষ।

সখের প্রাণ

বুড়োবুড়ীর ছেলেপিলে, নাতি-পুতী কেউ নাই—কেবল আছে তিনটে পোষা বেড়ালছানা—বেজায় আহ্লাদে, একেবারে সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। একটার নাম ধলা,—সে ধপ্‌ধপে সাদা; আরেকটার নাম কেলো,—সে কুচ্‌কুচে কালো; আরেকটার নাম চিতে,—তার রং সাদায়-কালোয় মেশানো মেশানো।

ধলার জন্য রোজ একবাটি ঘন দুধ চাই; কেলোর রোজ ভাল ভাল মাছ চাই, আর চিতের রোজ নরম মাংস চাই;—তা' না হ'লে তারা কিছুতেই খাবে না। তাও যদি একদিন দুধ একটু কম ঘন হয় বা মাছ তত ভাজা না হয় বা মাংস তত নরম না হয়, তা, হ'লে বাবুদের খাওয়া তো হবেই না তার উপর রাগে গজ্‌গজ, করতে করতে খাওয়ার জায়গা থেকে স'রে পড়বে! রোজ খাওয়ার পর তারা বিছনায়, কিম্বা মাদুরে, কিম্বা চেয়ারে শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুম দেবে।



একদিন বুড়োর অসুখ করেছে; সে বাজারে যেতে পারে-নি। ঘরে বাসি দুধ, মাছের কাঁটা-কুটো আর মাংসের হাড়-পর্দ্দা ছিল, তাই দিয়ে বুড়ী বেড়ালদের খাবার ব্যবস্থা করল। নিজের হাতে যত্ন ক'রে রেঁধে বেড়ালদের খেতে বসাল, কিন্তু খাবার

দেখে তিন বেড়াল রাগে ফুলে উঠ্‌ল। "কি! এত বড় অপমান! আমরা এ বাড়ীতে থাক্‌বই না!"—এই-না ব'লে তারা তিনজনে ঘট্‌-ঘট্‌ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল।

খানিক দূর গিয়ে চৌমাথায় এক অমায়িক দাড়িওয়ালা বামন-বুড়োর সঙ্গে তাদের দেখা হ'লো;—তার মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে। বুড়োকে দেখেই তারা তাদের দুঃখের কাহিনী জানাল। বুড়ো তো শুনেই এক গাল হেসে বল্‌ল, "ও, এই কথা? এর তো সহজ উপায় রয়েছেই। ধলা, তুমি যাও সোজা রাস্তায়, কেলো তুমি যাও এই ডাইনে, চিতে তুমি যাও এই বাঁয়ে;—দেখ্‌বে, যে যা' চাও তাই পাবে।" ব'লেই বুড়ো হন্‌ হন্‌ ক'রে চ'লে গেল। তিনটি বেড়ালও যে-যার রাস্তায় রওয়ানা হয়ে পড়্‌ল।

ধলা কিছুদূর দিয়ে দেখ্‌ল, মস্ত এক গোয়ালঘর; তা'তে সারি-সারি গাই রয়েছে। পাশের একটা ঘরে কল্‌সি ভরে দুধ সাজান রয়েছে। ছোট ছোট ঘটিতেও দুধ রয়েছে। গোয়ালারা সব দুধ ঢালাঢালি কর্‌ছে, কেউ কেউ বিক্রীর জন্য দুধ নিয়ে রওয়ানা হচ্ছে। ধলা এক কোণে ব'সে রইল; কিন্তু কেউ আর তা'কে খেতে ডাকে না। ক্ষিদেয় যখন তার পেট চোঁ চোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন সে এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এক কোণায় দেখ্‌ল একটি ছোট্ট মেয়ে এক বাটি দুধ নিয়ে ব'সে আছে। অম্‌নি ধলা এক লাফে সেখানে গিয়ে দুধে মুখ দিতে গেল। মেয়েটিও হঠাৎ বেড়াল দেখে চম্‌কে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। অম্‌নি আর যাবে কোথা! চারিদিক থেকে লোকজন "ধর্‌-ধর্‌' 'মার্‌-মার্‌' ক'রে ধলাকে তাড়া কর্‌ল আর দু-চার ঘা উত্তম-মধ্যম দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। ধলা বেচারা বিষণ্ণ মুখে, যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকেই আবার রওয়ানা হ'লো।

এদিকে, কেলোও পথ চল্‌তে চল্‌তে একটা ছোট্ট নদীর ধারে এল। নদীর জল পরিষ্কার টল্‌টলে, কুল্‌ কুল ক'রে বয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে সে দেখ্‌তে পেল, বড় বড় বাটা আর পুঁটি মাছ খেলা কর্‌ছে। কিন্তু জ্যান্ত মাছ তো আর খাওয়া যায় না;—তাই তার বুড়োর উপর রাগ হ'লো। সে ফিরে আস্‌বে মনে কর্‌ছে, এমন সময় দেখ্‌তে পেলো যে একটি লোক কয়েকটা বড় বড় বাটা আর পুঁটি মাছ ধ'রে নিয়ে চ'লেছে। কেলো তার পিছন পিছন রওয়ানা হ'লো।

লোকটা বাড়ী ফিরে মাছগুলো তার গিন্নীকে রান্না কর্‌তে বল্‌ল। কেলো এক কোণায় ব'সে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্ষিদেয় কিন্তু তার পেট চোঁ-চোঁ

কর্‌ছে। খানিকক্ষণ বাদে বাড়ীর ছেলেপিলেরা খেতে বস্‌ল আর গিন্নী তাদের পাতে গরম-গরম মাছভাজা দিল। এই-না দেখে কেলো আর লোভ সাম্‌লাতেই পার্‌ল না। সে এক লাফে ছোট ছেলেটির পাত থেকে একটা মাছ মুখে ক'রে তুলে নিল বটে, কিন্তু পালাবার আর পথ পেলো না। চারিদিক থেকে তার পিঠে ঠাঁই-ধপ, দমা-দম্‌—চড়, ঘুঁষি, কিল্‌-পড়্‌তে লাগ্‌ল। অতি কষ্টে মাছ ফেলে কেলো সটান্‌ দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল। শেষটায় আবার যে রাস্তায় এসেছিল সে রাস্তায়ই ফির্‌ল।

চিতেও পথ চল্‌তে চল্‌তে একটা মস্ত গোলাবাড়ীতে এসে পৌঁছাল। সেখানে এক কোণায় জালে ঘেরা মস্ত ঘরে হাঁসের ছানা আর মুর্‌গির ছানা পালে পালে রয়েছে। চিতে আস্তে আস্তে বল্‌ল,"এতে আমার কি লাভ?" কে জানি উত্তর দিল, "কিসে কি লাভ?" চিতে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল একটা প্রকাণ্ড বেড়াল। তা'কে বল্‌ল, "জ্যান্ত মুর্গি কিম্বা হাঁসের ছানার মাংস তো আর খাওয়া চলে না; কাজেই এতগুলো হাঁস-মুর্গি থেকেই কি লাভ?" বড় বেড়ালটা বল্‌ল, "অত মাংস খাবার সখ থেকে থাকে তো ইঁদুর ধরে খাও না? গোলাবাড়ীতে ঢের ইঁদুর আছে; তাদের মাংসও বেশ উপাদেয়।" চিতে বল্‌ল, "মাগো কি ঘেন্নার কথা! ইঁদুরের মাংসও কি আবার ভদ্রলোকে খায় নাকি?" বড় বেড়ালটা বল্‌ল, "তবে খাও কাঁচকলা! এখানে অন্য খাবার মিল্‌বেই না তোমার।"—চিতে তখনই রাগ ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। যেতে যেতে সে বল্‌ছে, "অত হাঁস-মুর্গি থেকেই কি লাভ, যদি খাওয়া না যায়!"—অম্নি কে জানি বল্‌ল, "ঠিক ব'লেছ ভাই! থেকেই কি লাভ যদি খাওয়া না যায়?" চিতে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল, একটা শেয়াল ঐ কথা তা'কে বল্‌ছে। সে আবার বল্‌ল, "তুমি যদি ভাই ওদের ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে ধ'রে থাক, তা' হ'লে আমি ঘরে ঢুকে গোটাকয়েক হাঁস-মুর্গি ধ'রে আন্‌তে পারি। তারপর দু'জনে মিলে খাওয়া যাবে।"

যেমন কথা তেম্নি কাজ। চিতে হাঁস-মুর্গির ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ধর্‌ল আর শেয়াল চট্‌ ক'রে ঢুকে পড়্‌ল। কিন্তু হাঁস-মুর্গিরা এত ভয় পেয়ে গেল যে, ঘরের মধ্যে ভীষণ সোরগোল পড়ে গেল; চারদিকে কেবল "কঁক—ক্ক", প্যাঁ——ক্‌, প্যাঁ———ক্‌" আওয়াজ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দরোয়ান, চাকর, মালী, কুকুর সব ছুটে সেই ঘরের দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল। চিতের তো ভয়ে প্রাণ উড়ে

গেল। সে কোনরকমে দরজা ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়ে প্রাণে বাঁচ্‌ল। বাইরে এসে ভাব্‌ল, "বাবা! আর না, ঢের হয়েছে! এবার ফেরা যাক্।

আবার তিন বেড়ালে সেই চৌমাথায় দেখা হ'লো। তিনজনেরই বড় দুর্দ্দশা; ক্ষিদেয় পেট চোঁচোঁ কর্‌ছে। তখন তারা সবাই বল্‌ল, "না ভাই! বুড়ীর বাড়ীর মত সুখ কোথাও নাই; চল সেখানেই ফেরা যাক্।"

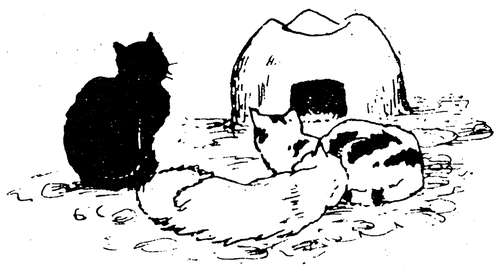

তিনজনে চুপি চুপি বাড়ী ফিরে দেখ্‌ল যে বুড়ী ঘুমুচ্ছে। তাদের খাওয়া তখনও পড়ে আছে। অম্‌নি যে-যার খাওয়া মুহূর্ত্তে শেষ ক'রে, তারা তিনজনে উনুনের কাছে ছাইএর উপর শুয়ে ঘুম দিল।

সে দিন থেকে তারা আর কখনও খাওয়া নিয়ে কোন রকম আপত্তি জানায়নি, আর রোজ ছাইএর গাদায় ঘুমিয়েছে।

গাছের জাতি

জীব-জন্তুকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) দণ্ডহীন অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নাই, (২) দণ্ডী, অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড আছে। আমিবা বা এককোষ প্রাণী থেকে আরম্ভ করে, যত পোকা, মাকড়, কাঁকড়া, বিছে, ফড়িং, মাছি, পিঁপ্‌ড়ে, শামুক, ঝিনুক, সবই দণ্ডহীন; আর মাছ, সরীসৃপ, পাখী ও চতুষ্পদ জন্তু, বাঁদর, মানুষ প্রভৃতি সব দণ্ডী অর্থাৎ এদের মেরুদণ্ড আছে। দণ্ডহীনের চেয়ে দণ্ডী প্রাণীরা অনেক শ্রেষ্ঠ।

উদ্ভিদ জগতেও প্রধানতঃ দুটি ভাগ আছে—(১) যে সব উদ্ভিদের ফুল ফল হয়, ও (২) যাদের ফুল ফল হয় না।

যাদের ফুল ফল হয় না, তারাই হ'ল নীচু শ্রেণীর উদ্ভিদ, সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর জীব যেমন জলে থাকে, সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর উদ্ভিদও তেমনি জলেই পাওয়া যায়। পুকুরের জলের উপর অনেক সময় এক রকম লাল বা সবুজ রঙ্গের সরের মতন ভাস্‌তে দেখা যায়, সেগুলি আর কিছুই নয়—খুব ছোট ছোট এক রকম এককোষ উদ্ভিত। জলের ভিতরেও শ্যাওলার মত দেখ্‌তে নানা রকমের ও নানা রঙ্গের উদ্ভিদ থাকে, তাদের না আছে শিকড়, না আছে ডাল-পালা-ফুল-ফল—তারা খুব নীচু শ্রেণীর উদ্ভিদ। ডায়াটম্ (Diatom) বলে অতি ছোট বিন্দু-প্রমাণ এক রকম জলের উদ্ভিদের অণুবীক্ষণে তোলা ছবি দেখ, কি সুন্দর! (১নং ছবি)

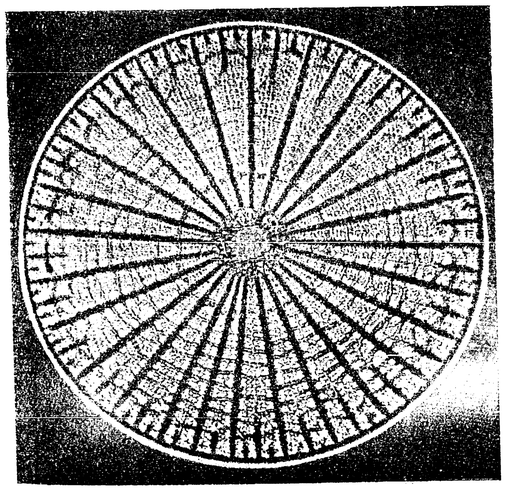

খুব নীচু শ্রেণীর জীবের মধ্যে আবার কতগুলি আছে, তারা উদ্ভিত কি প্রাণী, সেটা ঠিক করে বলা যায় না। তাদের কতকটা লক্ষণ উদ্ভিদের মত, কতকটা লক্ষণ প্রাণীর মত—যেন দুয়ের মাঝামাঝি একটা খিচুড়ি জীব।

বর্ষকালে মাঠে ঘাটে, গাছের গায়ে, খড় গাদায়, ছোট বড় নানা রকম ব্যাঙের ছাতায় ভরে যায়। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কোথা থেকে তারা মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, আবার দু'চার দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু কি ব্যাঙের ছাতা? ফল-তরকারীতে, খাবার জিনিষে, জুতোয়, জামায়, বইয়ে, সব জিনিষেই ছাতা! যত ভিজে স্যাঁৎ সেঁতে জায়গা, আর যতসব গলা-পচা জিনিষই এদের পছন্দ—ঝর্ ঝরে শুক্‌নো জায়গায় কি খট্‌খটে রোদে এরা বাঁচে না। এরা সব পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ—এদের শরীরে সবুজ কণিকা থাকে না, সে জন্য এরা সাধারণ গাছের মত সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে খাবার হজম কর্‌তে পারে না—এরা অন্য জীব বা উদ্ভিদের শরীরে জন্মিয়ে, সেই শরীর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। অন্য জীবদেহকে, কিম্বা

জীবদেহ থেকে তৈরী কোনো জিনিষকে আশ্রয় না কর্‌লে এরা বাঁচে না, তাই এদের পরাশ্রয়ী বলে। ছাতার ফুল হয় না, এদের শরীরে ছোট ছোট থলি কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে খুব মিহি এক রকম গুঁড়ো জন্মায়, তার থেকেই আবার নূতন ছাতা গজায়—এই গুঁড়োগুলিকে স্পোর (spore) বলে। ব্যাঙের ছাতা নানা রকমের আর নানা রঙ্গের হয়, তার মধ্যে কতগুলি বেশ সুখাদ্য, কিন্তু কতগুলি আবার তেমনিই বিষাক্ত! ভুল করে বিষাক্ত ছাতা খেয়ে লোক মরার কথা অনেক শোনা গিয়েছে। সুতরাং, খুব ভাল করে না চিনে, ব্যাঙের ছাতা কখনও খাওয়া উচিত নয়।

আরেক রকম অতি ছোট এক-কোষ, পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ আছে,ছোটহলেও তাদের সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ এমন ঘনিষ্ট, যে, তাদের বিষয়ে কিছু জেনে রাখা দরকার। তোমরা শুনেছ, যে, নানা রকম জীবাণু বা (microbe) থেকে নানা রকম রোগ হয়, সন্দেশে অনেক জীবাণুর ছবিও তোম্‌রা দেখেছ। মাইক্রোব এত ছোট, যে, শুধু চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌তে হয় কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এদের বংশবৃদ্ধি হয়, যে, একটি মাইক্রোব থেকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েক ঘণ্টার ভিতর লক্ষ লক্ষ মাইক্রোব হয়ে যায়! আমাদের শরীরের ভিতরে-বাইরে জামায়, কাপড়ে, বিছানায়, খাবারে, ঘরে, দোরে, জলে স্থলে বাতাসে, চারিদিকে অসংখ্য মাইক্রোবের ছড়াছড়ি—কত রকমের মাইক্রোব যে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, এবং নিত্য-নূতন আরো কত যে হচ্ছে, তার ঠিকানা নাই—এ সবই যদি রোগের বীজ হ'ত, তা'হলে আর আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হ'ত না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, রোগের মাইক্রোব যেমন আছে, তেম্‌নি আবার উপকারী মাইক্রোবও আছে। কতগুলি মাইক্রোব তেম্‌নি আবার তাদের নষ্ট করে। দুধ থেকে যে মাখন, দই, পনীর হয়, খমির দিয়ে যে পাঁউরুটি ফোলে সে সবই ভিন্ন ভিন্ন রকম মাইক্রোবের কাজ—আমাদের আরো অনেক রকম দরকারী জিনিষও মাইক্রোবের সাহায্যে তৈরী হয়। প্রায় সমস্ত মাইক্রোবই পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ—এরা নিজেরা মাটি ও বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে পারে না, সে জন্য জ্যান্ত বা মরা অন্য জীব বা উদ্ভিদের দেহকে আশ্রয় করে। মৃতদেহকে যারা আশ্রয় করে, সে সব মাইক্রোবও মহা উপকারী—পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্ত্তে কত জীব-জন্তু ও গাছ পালা মরে যাচ্ছে, এগুলি যদি কেবল পচ্‌তেই থাক্‌তো তাহ'লে কি কাণ্ড হ'ত, ভাব দেখি! তাহ'লে কি এই পৃথিবী আমাদের বাসের যোগ্য থাক্‌ত? কতগুলি মাইক্রোবের

জন্যই তা' হতে পারে না—তারা মৃতদেহকে আশ্রয় করে, যে উপাদান দিয়ে জীবদেহ তৈরী হয়েছিল, সেই সব উপাদানেই পরিণত করে—"মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়ে" দেয়।

স্যাঁৎসেতে জায়গায় যে সবুজ রঙ্গের উদ্ভিদ জন্মায় তাকে আমরা শ্যাওলা বলি—বর্ষাকালে উঠানে, পাঁচিলে, কার্নিসে যখন ঘন পুরু সবুজ মখ্‌মলের মতন হয়ে শ্যাওলা পড়ে তখন দেখ্‌তে মন্দ দেখায় না। বিশেষতঃ পাহাড়ে জায়গায় যে নানারকম 'মস্' হয়, সেগুলো বড় সুন্দর দেখ্‌তে। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌লে, এদের সৌন্দর্য্য আরো ভাল করে বোঝা যায়। শ্যাওলার ফুল হয় না, স্পোর থেকে নতুন শ্যাওলা জন্মায়। স্যাঁৎসেতে ভিজে জায়গা না হ'লে, এরা বাঁচে না!

ফার্নজাতীয় গাছের ঝালর কাটা পালকের মত ফুর্‌ফুরে পাতা দেখ্‌তে বড় সুন্দর হয়, সেই জন্য লোকে সখ করে বাহারের জন্য নানারকম ফার্নের আদর করে। আমাদের দেশে পাহাড়ে জায়গায় নানারকমের সুন্দর সুন্দর ফার্ন পাওয়া যায়, সবুজ ছাড়া অন্য রঙ্গের ফার্নও দেখা যায়—তার মধ্যে সোণালী (gold-fern) ও রূপালী (silver-fern) ফার্ন দেখ্‌তে ভারি চমৎকার। ফার্নের পাতাগুলি প্রথমে কুণ্ডলী পাকানো থাকে—তারপর আস্তে আস্তে খুলে যায়। সাধারণ ফার্ন গাছ ছোটই হয়, কিন্তু tree-fern বলে একজাতের বড় ফার্ন আছে, সেগুলি নারকল গাছের মত বড় হয়। ফার্নেরও ফুল হয় না, পাতা-গুলি বড় হলে, তার নীচের পিঠে সারি সারি ব্রাউন রঙ্গের গুড়ি গুড়ি দাগ হয়—এইগুলির ভিতরে স্পোর থাকে। ছাতা প্রভৃতি যেমন স্পোর থেকেই জন্মায়, ফার্নের কিন্তু তা হয় না—স্পোর থেকে

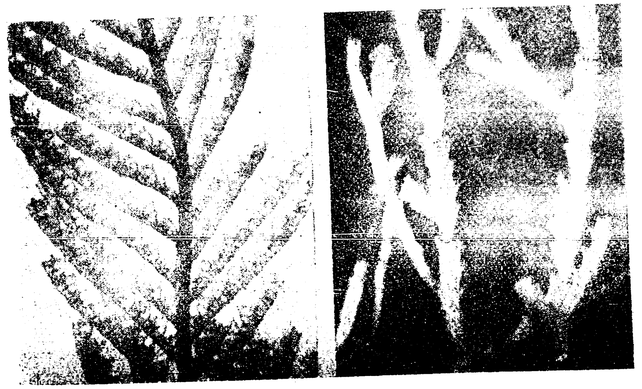

প্রথমে ছোট্ট, চেপ্টা, সবুজ একটি জিনিষ জন্মায়, তাই থেকে নতুন ফার্ন জন্মায়। তাহ'লে দেখ, যদিও ফার্নের ফুল হয় না, তবু ছাতা প্রভৃতি থেকে ফার্ন কতকটা উঁচু ধাপে উঠেছে।

প্রাণী-জগতে যেমন দণ্ডহীন নীচু শ্রেণীর জীবেরই আগে সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর ক্রমে মাছ, সরীসৃপ, পাখী ও অন্যান্য জন্তুর সৃষ্টি হ'ল—উদ্ভিদ জগতেও তেমনি এই সব নীচু শ্রেণীর উদ্ভিদেরই আগে সৃষ্টি হয়েছিল, ফুল ফলওয়ালা গাছ পালা তার অনেক পরে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীতে যে সব জঙ্গল ছিল, সেগুলি ক্রমে মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়, এতদিন পরে মানুষ আবার মাটির নীচ থেকে সেগুলিকে খুঁড়ে বার করছে—এখন আর তারা গাছ নাই, কয়লা হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় কয়লার মধ্যে গাছের পাতা বা ডাল কিম্বা আস্ত গাছটারই চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়—সবগুলিই ফার্ন জাতীয় গাছ, ফলগাছ কি ফুলগাছ কখনও দেখা যায় না। তাতেই মনে হয়, সেকালে কেবল ফুল-ফল-হীন নীচু শ্রেণীর গাছেরই সৃষ্টি হয়েছিল উঁচু শ্রেণীর ফল ও ফুলের গাছ তার অনেক পরে হয়েছে। ফুল-ফল-হীন গাছের কথাই আজ মোটামুটি তোমাদের বল্লাম—ফলগাছ ও ফুলগাছের কথা আরেকদিন বল্‌ব।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

কুকুর বিড়ালদের ঘরকন্না

একজন ওস্তাদ সাহেব তাঁর পোষা কুকুর বেড়ালদের নিয়ে কেমন সুন্দর ফটোগ্রাফ তুলেছেন তার দুটি নমুনা এবারে দিলাম। আস্‌ছেবারে আরও কয়েকটি ছবি দিব। ছবিগুলি এমন সুন্দর আর স্বাভাবিক হয়েছে যে, দেখ্‌লে মনে হয় যেন সত্যিকারের কাজ কর্ম্মের ছবি তোলা হ'য়েছে। বেড়াল-কুকুরদের এই রকমের ছবি তুল্‌বার জন্য সাহেবকে অনেক খাট্‌তে হয়েছে। কাপড় চোপড় পরায় প্রথমে তাদের বিষম আপত্তি হয়। তারপর স্থির হয়ে বসায় আপত্তি হয়।

তা' ছাড়া হাত-পা ঠিক রাখার তো মুস্কিল আছেই! কিন্তু সাহেব অনেক পরিশ্রম ক'রে তাদের আদব কায়দা শিখিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছেন।



বাঁদিকের ছবিখানিতে দেখ, ছোট কুকুরছানা কেমন শান্তভাবে উপুড় হয়ে তার 'মা'এর কোলে শুয়ে আছে। 'মা' তার পেণ্টেলুনে তালি লাগাচ্ছেন। ইনি অবিশ্যি খেলার 'মা'।



পাশের ছবিতে দেখ, কুকুরছানা কেমন মনের আনন্দে গলা ছেড়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান ধরেছে।

ধাঁধা

(১) ম্যাজিষ্ট্রেট পাহারাওয়ালাকে বল্‌লেন, "আসামী চোর বল্‌ছে যে, ও তোমার ২৭ পা আগে ছিল, যখন তুমি ওর পিছনে দৌরাতে আরম্ভ কর্‌লে ?"

পুলিস্—"আজ্ঞে হুজুর !"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"এটাও ঠিক যে তুমি পাঁচ পা চল্‌লে ও আট পা চলে ?"

পুলিস্—"হুজুর, তা'ও ঠিক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তবে তুমি তাকে ধর্‌লে কি ক'রে ?"

পুলিস্—"হুজুর, চোর পাঁচ পা হেঁটে যতদূর যায়, আমি দুই পা হেঁটেই ততটা যাই। আপনি হিসাব ক'রে দেখুন যে, আমি যত পা চ'লেছি, তা'তে ঠিক চোরকে ধর্‌তে পারি কি না।"

বল তো, পুলিস্ কত পা চ'লেছিল আর চোর কত পা চ'লেছিল ?

(২) সৈনিক বিভাগের গোলন্দাজদের জন্য একটা নূতন কামান এসেছে। কামানের আবিষ্কর্ত্তা বল্‌লেন যে, সেই কামানে একসঙ্গে ১৫টা গোলা ভরা যায়, আর গোলা ছুঁড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে মিনিটে একটা হিসাবে ছোঁড়া যায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'লো যে ১৫ মিনিটে ঠিক পনেরটা গোলা ছোঁড়া যাচ্ছে। তবু, সে কামান বাতিল করা হলো। কেন, বল্‌তে পার কি ?

(৩) নীচের ধাঁধাগুলিতে কোন্ কোন্ জায়গা বুঝায় বল্‌তে পার কি ?

(১) কোথাকার গরু পালাতে পারে না ? (২) কোন্ জায়গার আগাটা খুব শক্ত ? (৩) কোথাকার কপাট মেরামত কর্‌তে হবে ? (৪) কোন্ জায়গা আজ কিম্বা পরশু, কিম্বা তার আগে বা পরে ? (৫) কোন্ জায়গা ভাজা ? (৬) কোন্ জায়গা খুব বেশী ধারাল ? (৭) কোন্ দ্বীপ তরকারীতে দেয় ?

গত তিন মাস "সন্দেশ" প্রকাশিত হ'তে কয়েকদিন দেরি হয়েছে। আগামী মাস থেকে "সন্দেশ" সময়মত প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। "সন্দেশ" কার্য্যালয়ের নূতন ঠিকানা "১০০ গড়পার রোড", গ্রাহক গ্রাহিকারা অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখ্‌বেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

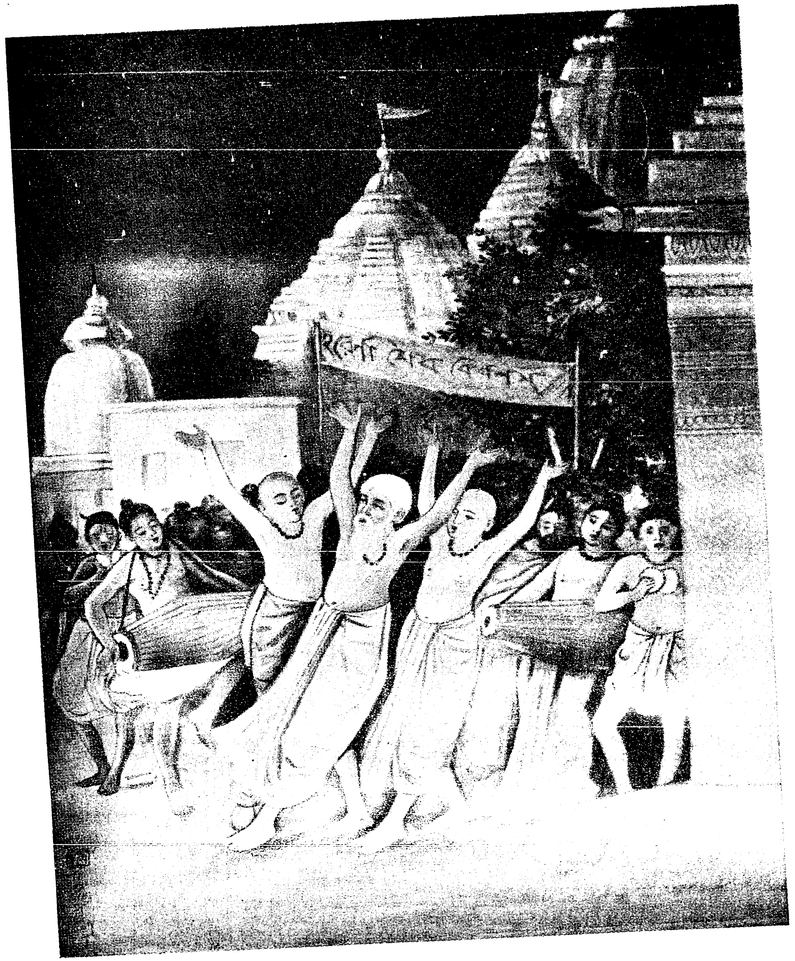

জগন্নাথক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন

(চিত্রকর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সৌজন্যে)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সন্দেশ

চতুর্দ্দশ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৩৩ ৫ম সংখ্যা

বাদল্-মাদল্

এলো ঝড়-বাদল্, ধর্ মাদল— গান্ বাজা,—
ধর্ তান্ বাঁশীর— গ্রাম-বাসীর প্রাণ্ তাজা।
(মাদল্— ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা,— ধিন্ তাতা—)
ওই বাঁশ্-ঝাড়ে শ্বাস্ ছাড়ে কোন্ বাতুল্!
তার নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে মন্ আকুল।
(মাদল্— ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
ওই গ্রাম্ কোণে আম্ বনে শব্দ শোন্;
আজ্ ঝঞ্ঝাতে মন্ মাতে স্তব্ধ মন্।
(মাদল্— ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
নাহি রাশ্ মানে আস্‌মানে মেঘ্-চপল্— ;
ওঠে ধান্-ক্ষেতে গান্ মেতে ভেক্ সকল্।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
কে রে মর্ম্মরি' ঝর্ ঝরি' বন্ কাঁপায়?
বহে পূব্ বাতাস্ খুব সাবাস্ মন্ মাতায়।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
ওই ঝুম্‌কো ফুল চুম্‌ছে ধূল্ ফুল্ ঝরে,—
ডাল্ মট্‌কালো ছট্‌কালো ধূল্ ওড়ে।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)

COLOURED DOCUMENT.

এলো ঝড়্-বাদল্— বর্ষা জল্ ঝর্ছে রে
এলো ঝড়্-বাদল্ ঝরণাতল্ ভর্ছে রে।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
শোন্ বৃষ্টি রব— ; সৃষ্টি সব্ উহু কি ?
ভয়ে বুক্ শুকায়,— মুখ্ লুকায়— সূর্য্য কি ?
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
আরো ঝড়্ জাগে— ডর্ লাগে ? ডর কি তোর ?
আরে ঈস্ পাগল্— দিস্ আগল্ ঘর্ ভিতর।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
এলো বাদ্‌লা-ঘোর ; পাগ্‌লা তোর কোন্ রে কাজ ?
ওই সুর্ সুরু ঝুর্ ঝুরু শোন্ রে আজ।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
সুরু শাল্-বনে তাল-বনে বাদ্‌লা-ঝড়্
আজ্ বৈকালে ঐ তালে মাদ্‌লা-ধর্
(মাদল্— ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা—)
গা'রে দিল্ খুলি' ; বিল্‌কুলি— প্রাণ্ তাজা
তোরা গান্ বাজা গান্ বাজা।
(মাদল্ ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ ধিন্ তা—
বাঁশী— তূ আ তূ, তূ আ তূ— তূ তূ আ—···)

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

কুকুর বেড়ালদের ঘরকন্না

শুধু কুকুরেরাই যে ঘরকন্নার কাজ জানে তা' নয় ; বেড়ালেরাও জানে। আবার, কুকুর বেড়ালে মিলেমিশেও ঘরকন্না কর্‌তে জানে। শূয়রেরাও ঘরকন্না করে ! এবারের কয়েকটি ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে ব্যাপারটা। তবে বাস্তবিক বাহাদুরিটি যিনি ফটো তুলেছেন তাঁ'রই।



মেম-সাহেবের খানা খাওয়া

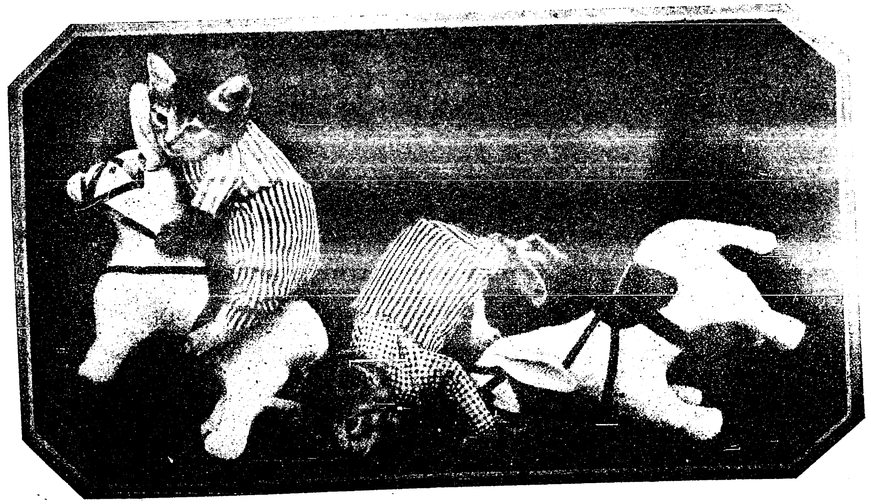

সাবাস সোয়ার ! (ঘোড়া দুটি খেলার ঘোড়া)



"আঁ—আঁ—আঁ—!" চোখের জলে রুমাল একেবারে ভিজে গেল। এত কান্না কিসের জন্য?



উঃ! বেজায় বেদনা হয়েছে দাঁতে! ওষুধ লাগিয়ে, পট্টি বেঁধে, তবে একটু সোয়াস্তি।

বেজায় আদুরে বেড়ালছানা। 'ঘোড়া'টিও হয়েছে বেশ! দিব্যি নিশ্চিন্তে পিঠে ব'সে রয়েছে ছানাটি।



উপরে দেখ—
আদুরে বেড়াল
কেমন কোলে
চড়েছে।

পাশের ছবিতে
দেখ—
'খুকি'কে কুকুর
কেমন আদর
করছে!

স্বপ্নের গির্জ্জা

ষ্ট্রাস্‌বর্গ সহরের গির্জ্জাটি সুন্দর কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। মানুষ এই সুন্দর অট্টালিকাটির শতমুখে প্রশংসা করে কিন্তু এর নির্ম্মাণকর্ত্রীকে কেউ মনে রাখেনি।

এই প্রকাণ্ড প্রাসাদটি আরউইন্ ডি ষ্টিন্‌ব্যাক্ বলে একজন প্রসিদ্ধ স্থপতি তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন,—কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁর এই কাজটি শেষ হতে দিলনা।

আরউইন্ ডি ষ্টিন্‌ব্যাকের জন্ বলে একটি উপযুক্ত ছেলে এবং সাবিনা বলে খুব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। মৃত্যুশয্যায় পড়ে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁর এই শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যে, জন্ যেন তাঁর এই অসমাপ্ত কাজ শেষ করে দেয়; এই গির্জ্জার সঙ্গে যেন ষ্টিন্‌ব্যাক্ বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশের স্মৃতি জড়িত না থাকে। ছেলেমেয়েরা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল তাঁর শেষ ইচ্ছা তারা পূর্ণ কর্‌বে।

ষ্টিন্‌ব্যাকের হাতে এই গির্জ্জাটি খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠ্‌ছিল,—এখন তাঁর মৃত্যুর পর ষ্ট্রাস্‌বার্গের কর্ত্তৃপক্ষ এটিকে সেই রকম তাড়াতাড়িই শেষ কর্‌তে চাইলেন,—তাঁরা বিজ্ঞাপন দিলেন—"ষ্টিন্‌ব্যাকের গির্জ্জাটি যে শেষ করতে পার্‌বে, সে এই সহরের প্রধান স্থপতির পদ পাবে। আজ থেকে বার দিনের মধ্যে সব স্থপতিদের নক্সা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছান আবশ্যক। তাঁরা বিচার করে যার নক্সা সবচেয়ে ভাল বলে স্থির কর্‌বেন, সে-ই এই গির্জ্জাটি শেষ কর্‌বে ও প্রধান স্থপতির পদ পাবে।"

এই বিজ্ঞাপন পড়ে, ষ্ট্রাস্‌বার্গ এবং তার আশেপাশের সব গ্রামের শিল্পীরা মহা উৎসাহের সঙ্গে নক্সা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। জন্ দিনরাত পরিশ্রম করে তার বাবার পদের জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। আর আরউইন্ ডি ষ্টিন্‌ব্যাকের দুটি পুরাণ ছাত্রও প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। এদের এই উৎসাহ বড় পদ, মানসম্ভ্রম কিছু পাবার আশায়, কিম্বা গুরুভক্তির প্রেরণায় হয়নি,—তাদের উৎসাহের মূলে ছিল—ভালবাসা। তারা যখন ছাত্রাবস্থায় ষ্টিন্‌ব্যাকের বাড়ীতে থেকে, তাঁরই কাছে স্থাপত্য বিদ্যা শিখ্‌ত, সেই সময়েই তাঁর কন্যা সাবিনার সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছিল—আর তারা দুজনেই সাবিনার রূপ গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসেছিল,

—তাদের দুজনেরই প্রাণপণ চেষ্টা ছিল কি করে সাবিনাকে খুসী কর্‌বে, আর তাকে বিবাহ কর্‌বে।

এই দুটী ছাত্রের মধ্যে একজন সাইলেসিয়া দেশের লোক—লম্বা, চৌড়া, দাম্ভিক, খামখেয়ালী, জেদী,—তার নাম বার্ণার্ড্। আর একজনের জন্ম আলসেস্ দেশে, তার স্বভাব প্রথম লোকটির ঠিক উল্টা—লাজুক, বিনয়ী, শান্ত; তার গায়ের রং ফরসা, চুল কোঁকড়া,—চেহারা ও স্বভাব অনেকটা মেয়েলী ধরণের। মেয়েরা প্রায়ই ছেলেদের পছন্দ করে তার পুরুষোচিত গুণ দেখে,—কিন্তু সাবিনা ভালবাস্‌ত লাজুক, ছেলেমানুষ,—য়্যাডল্‌ফ্‌কে। এগার দিন কেটে গেল—কাল এই প্রতি-যোগিতার পুরস্কার নির্ব্বাচন করা হবে। সেইরাত্রে সাবিনা আস্তে আস্তে, তার ভাই, আর বাবার ছাত্ররা যে ঘরে ব'সে নক্সা কর্‌ছিল, সেই ঘরে গেল,—বার্ণার্ডের নক্সা হয়ে গিয়েছে—সে খুব জাঁক ক'রে সেটা যেন লোককে দেখাবার জন্যই সাম্‌নে ফেলে রেখেছে। সাবিনা তার বাবার কাছে স্থাপত্যবিদ্যা খুব ভাল করেই শিখেছিল। সে বার্ণার্ডের নক্সা দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, সে-ই কৃতকার্য্য হবে,—সে বুঝ্‌ল যে, তার দাদার ভাগ্যে কিম্বা সে যাকে ভালবাসে তার ভাগ্যে এই সম্মান নাই।

বড় নিরাশ হয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এসে, সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্নে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী দেখ্‌ল—তেমন সুন্দর বাড়ী বোধ হয় দেবতাদের ছাড়া আর কারো কল্পনায় আসে না। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু স্বপ্নের বাড়ীটি তখনও তার স্পষ্ট মনে রয়েছে—সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে, কাগজ পেন্সিল নিয়ে সেটার নক্সা কর্‌তে লাগ্‌ল। বোধ হয় ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সে অমন সুন্দর নক্সাটা কর্‌তে পেরেছিল।

বারদিনের দিন নক্সাগুলি পরীক্ষা করা হল। সেদিন গ্রামের মাতব্বর লোকেরা তাঁদের বাড়ীগুলি খুব সুন্দর করে আলো দিয়ে সাজালেন, পথে, ঘাটে, লোকের মুখে একই কথা,—"ষ্ট্রাস্‌বার্গের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী রমণী সাবিনা এই প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হয়েছে।"

বার্ণার্ড তখন সাবিনাকে বিবাহ কর্‌তে চাইল, কিন্তু সাবিনা য়্যাঙল্‌ফ্‌কে ভালবাসে, সে ত তাকে ছাড়া আর কাউকে বরণ কর্‌বে না? বার্ণার্ড্ নিরাশ হয়ে, রেগে ফিরে গেল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল—এর প্রতিশোধ সে নেবে।

দিন চলে যেতে লাগ্‌ল—সাবিনার হাতে পড়ে গির্জ্জাটি খুব শীগ্‌গির শেষ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল,—এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কাজ কেউ কখন দেখেনি, কি সুন্দর সূক্ষ্ম কারিকুরী! কি সুন্দর সুন্দর সব মিনার! প্রকাণ্ড চূড়াটাই বা কি সুন্দর! কোথাও একটু খুঁত নাই, একটুকুও অনাবশ্যক জাঁকজমক নাই! সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, সাবিনা একদিন যা কাজ কর্‌ত পরদিন সকালে এসে দেখা যেত, কে যেন তার কাজ আরোও খানিকটা এগিয়ে দিয়েছে—একটা ফুল হয়ত ক্ষুদে রেখেছে, একটা থাম হয়ত শেষ করে রেখেছে। দেশের লোকে বল্‌তে লাগ্‌ল—"নিশ্চয়ই কোনও পরী বা দেবী সাবিনার সহায় আছেন, তিনিই এই কাজ করেন।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, গির্জ্জাটির শেষ হতে আর একটু বাকী আছে—আর একদিনের পরিশ্রেমই হয়ে যাবে। লোকেরা সেই শেষ দিনে মহা উৎসাহে সাবিনার কাজ দেখ্‌তে এল, কিন্তু হায়! কে যেন সাবিনার তৈরী সুন্দর গির্জ্জাটির অনেকখানি ভেঙ্গে দিয়েছে! গ্রামের লোকেরা চটে গেল,—তারা বল্ল,—"নিশ্চয়ই কোনও অপদেবতা সাবিনাকে সাহায্য কর্‌ত, এই শেষ সময়ে নিশ্চয় সে সাবিনাকে ছেড়ে গিয়েছে, আর যাবার সময়ে তার গির্জ্জাও নষ্ট করে দিয়েছে।" ডাইনি বলে, তারা সাবিনাকে তাড়া কর্‌ল—বেচারা সাবিনা, অনেক কষ্টে তাদের হাত এড়িয়ে বাড়ী পালিয়ে এল। বাড়ী এসে সে লজ্জায়, দুঃখে, নিরাশায়, ভয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

য়্যাডল্‌ফ্ কিন্তু সাবিনার নামে ও সব অপবাদ বিশ্বাস করেনি,—সে রাত্রে সাবিনার তৈরী গির্জ্জাতে গিয়ে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, কতখানি ক্ষতি হয়েছে, আর কতক্ষণের পরিশ্রমে সেটা মেরামৎ করা যাবে। এমন সময়ে কে যেন সাদা কাপড় পরে গির্জ্জায় এসে ঢুক্‌ল, তারপর আস্তে আস্তে মই দিয়ে ছাতে উঠে বাড়ীটা তৈরী কর্‌তে লাগ্‌ল! য়্যাডল্‌ফ্ আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌ল—এ আর কেউ নয়,—স্বয়ং সাবিনা! সাবিনাই রাত্রে ঘুমের ঘোরে এসে রোজ তার কাজ করে!

খানিকক্ষণ পরে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আর একটী মূর্ত্তি বেরিয়ে এসেই, ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে মই দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল,—য়্যাডল্‌ফ্‌ও আশ্চর্য্য হয়ে নিঃশব্দে তার পিছন পিছন চল্ল। লোকটি মই দিয়ে অনেক উঁচু একটি চূড়ার উপর উঠে, তাড়াতাড়ি সাবিনার তৈরী সুন্দর কারুকার্য্যগুলি নষ্ট

করে দিতে লাগ্‌ল আর ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌ল। চাঁদের আলোতে য়্যাডল্‌ফ্ তখন স্পষ্টই দেখ্‌তে পেল বার্ণার্ডের মুখ!

তখন য়্যাডল্‌ফের আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে, কে রোজ রাত্রে এসে সাবিনার তৈরী গির্জ্জাটীতে নূতন নূতন কারুকার্য্য করে যেত, আর কেইবা গতরাত্রে এসে সেইগুলি ভেঙ্গে দিয়েছিল। এই প্রকাণ্ড বাড়ীর একদিকে সাবিনা তৈরী কর্‌ছে, আর অন্যদিকে তার শত্রু এসে ধ্বংস কর্‌ছে,—কেউ কারো অস্তিত্ব টের পাচ্ছে না, কোন শব্দও শুন্‌তে পাচ্ছেনা!

আর চুপ করে থাক্‌তে না পেরে য়্যাডল্‌ফ্ এগিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—"তবেরে শয়তান! তুই-ই সেনা এই কাজ করিস্? একদিকে সুন্দরী সাবিনা তৈরী করে, আর তুই পাপিষ্ঠ আর একদিকে ধ্বংস করিস্!"

য়্যাডল্‌ফের গলার স্বর বার্ণার্ডের কাণে দৈববাণীর মতন শোনাল—সে ভয়ানক চম্‌কে উঠে মাচার উপর থেকে পা পিছ্‌লে, শত শত হাত নীচে পাথরের উপর পড়ে গেল!

এর মধ্যে নিজের কাজ শেষ করে সাবিনা ঘুমের অবস্থাতেই নিরাপদে বাড়ী ফিরে গেল—এই দুর্ঘটনার কথা সে জান্‌তেও পার্‌ল না।

য়্যাডল্‌ফ্ তাড়াতাড়ি বার্ণার্ডের সাহায্যের জন্য লোক ডেকে আন্‌ল কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হল না—অত উঁচু থেকে পড়বামাত্রই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দিন য়্যাডল্‌ফ্ সহরের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আগের রাত্রের সব কথা বল্ল,—তাঁরা সাবিনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অনেক পুরস্কার দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে য়্যাডল্‌ফের সঙ্গে সাবিনার শুভবিবাহ হয়ে গেল।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্ত্তী।


কাঠবিড়ালী

কাঠ্‌বিড়ালী! কাঠ্‌বিড়ালী! কোন্‌খানে তোর বাস?—
কোন্ কোটরে ঠুক্‌ঠুকিয়ে কাটা'স বার মাস?
একটুখানি শব্দ শুনে, আঁৎকে উঠে একি—
এক্কেবারে নিমেষ মাঝে, আব্‌ডালে যে দেখি!
ল্যাজ ফুলিয়ে চলিস্ যেন নাইকো মনে ভয়—
বুজরুকি সব পড়্‌ছে ধরা, এবার মনে হয়!
মিটির মিটির এদিক্ ওদিক্ চাস্ যে চোখের আড়ে—
আতা গাছের পাতার ফাঁকে থম্‌কে বারে বারে!
ছাদের 'পরে আমের আঁঠি যেথায় হ'ল পুঁজি;
টুক্‌টুকিয়ে কি সব সেথা বেড়াস্ খুঁজি খুঁজি!
আমবাগানে ডালের আগে কেমন লাফালাফি—
টুক্‌টুকে লাল ফলের লোভে করিস্ ঝাঁপাঝাঁপি!
কেউ রেখেছে তোদের বুঝি বাগ্ বাগিচার মালী—
পাকা ফুলের গন্ধে বিভোর, গল্প করিস্ খালি!
ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা ক'টা ঝুল্‌ছে গাছের ডালে—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

কেমন করে আন্‌ব পেড়ে', ভাব্‌ছি যে ফাঁক তালে!
দে'না ফেলে টুব্ করে ভাই, দে'না নীচে ফেলে,—
হয় কি খেতে একলা সব্‌ই, যাহোক কিছু পেলে?
কাঠ্‌বিড়ালী! কাঠ্‌বিড়ালী! মনে বড়ই আশা—
খেল্‌ব আমি তোদের সনে, দেখ্‌ব তোদের বাসা!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

নবম পরিচ্ছেদ

মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহ আরম্ভ হইতেই আকাশে পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পূবে-হাওয়া, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি সবই আরম্ভ হইল। দ্বীপবাসিগণ গ্রেনাইট্ হাউসের দরজা জানালা সব বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে দারুণ ভাবনা হইল, এই দুর্য্যোগে শস্য-ক্ষেত্রের পাছে বা ক্ষতি হয়। বেলুনের আবরণের একটা বড় টুক্‌রা লইয়া তখনই সে ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত! শস্যের সবুজ ডগাগুলি সবে বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কাপড় দিয়া সেগুলিকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিল।

এই দুর্য্যোগ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সামান ভাবে চলিল। এ সময়ে বাহিরের কাজ বন্ধ রাখিয়া, সকলে গ্রেনাইট্ হাউসে বসিয়া ঘরের কাজ কর্ম্মে মন দিলেন। হাতুড়ি, বাটালি, রেঁদা প্রভৃতির কাজ সারাদিনই চলিত। বেলুনের কাপড়ের জামায় বোতাম ছিলনা, এন্‌জিনিয়ার হার্ডিং কাঠ কুঁদিয়া সুন্দর বোতাম বানাইলেন। গ্রেনাইট্ হাউসের পিছনের দিকে, গুদাম-ঘরের নিকটে মাষ্টার জাপের জন্য ছোট্ট একটি ঘর করা হইল। ঘরের খাট, বিছানা, আস্‌বাব কিছুই বাদ পড়িল না। জাপ্ কাহারও সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে না, তাহার ব্যবহারে বেয়াদবি নাই। পেন্‌ক্রফ্‌ট সব সময়ই বলে—"নের্! খাসা চাকর পাওয়া গিয়েছে, এমন সচরাচর দেখা যায় না।"

বাস্তবিক, জাপ্ এখন সকল রকমের কাজই শিখিয়াছে। সে সকলের কাপড় চোপড় বুরুস্ করিয়া রাখে, টেবিলের কাজ করে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাঠের বোঝা বহিয়া আনে, উনুন ধরায়—আরও কত কিছু করে। প্রতিদিন রাত্রে সে একটি কাজ করে, যার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা খুসী! রাত্রে শুইবার সময়, আগে সে পেন্‌ক্রফ্‌টের গায়ের কাপড়টি বেশ করিয়া গুঁজিয়া টুঁজিয়া দিয়া, তারপর নিজে গিয়া শোয়।

লিঙ্কলন্ দ্বীপে আসিয়া অবধি সকলেই বেশ সুস্থ, সবল আছেন। এমন কি, পোষা পাখী

জানোয়ার গুলি পর্য্যন্ত বেশ মোটাসোটা, তেজীয়ান্। হারবার্ট ইতি মধ্যে দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানও বাড়িয়াছে। অবসর হইলেই সে পাঠে মন দেয়, হার্ডিংএর সঙ্গে বিজ্ঞান এবং স্পিলেটের সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঝড় বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু আকাশ তবু পরিষ্কার হইল না। কুয়াসা লাগিয়াই রহিল, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়িত। এই সময়ে ওনাগার একটা বাচ্চা হইল। কোরালে মুস্‌মন্ পরিবারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছাগলেরও বাচ্চা হইয়াছে, কোরালের নিকট যাইবামাত্র তাহাদিগের "ভ্যা, ভ্যা" শুনিতে পাওয় যায়—হারবার্ট ও নেবের মহা আনন্দ! পিকারি থাকিবার জন্য পাখীর ঘরের কাছে একটা খোঁয়াড় তৈরি করা হইয়াছিল, সেখানে পিকারি-পরিবার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পিকারিদের খাবার দেওয়ার ভার দেওয়া হইয়াছিল, মাষ্টার জাপের উপর। মাষ্টার জাপ্ খুব যত্নের সহিত সে কাজ করিত। মধ্যে মধ্যে জাপ পিকারির ছানাগুলির ল্যাজ টানিয়া একটু আধটু তামাসা না করিয়াও ছাড়িত না।

এই সময়ে একদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট্ সাইরাস্ হার্ডিংকে বলিল—"ক্যাপ্‌টেইন্! আপনি না বলেছিলেন—একটা কল তৈরি কর্‌বেন, সিঁড়ির বদলে সেটায় চড়ে গ্রেনাইট্ হাউসে উঠা যাবে?"

"এটা আর তেমন মুস্কিলের কাজ কি? কিন্তু সে কলের কি এখনই দরকার পড়েছে?"

"দরকার বৈকি, ভারি বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে রীতিমত কষ্ট হয়।"

হার্ডিং বলিলেন—"আচ্ছা, তাহলে চেষ্টা করে দেখা যাবে তোমাকে খুসী কর্‌তে পারি কি না।"

"কি করে কর্‌বেন? 'ষ্টিম্-মেসিন্' পাবেন কোথা?"

"কল ত ষ্টিমের জোরেও চলে আবার জলের জোরেও চালান যায়। আমি 'ওয়াটার-মেসিন্' দিয়ে কাজ করে নিব।"

বাস্তবিক, জলের জোরে কল চালানর ব্যবস্থা করা মুস্কিল হইবে না। গ্রেনাইট্ হাউসে থাবার জলের জন্য যে ঝরণার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই ঝরণাটিকে বড় করিয়া কাটিয়া দিলে জলের জোর বাড়িবে। তখন সেই জোরের সাহায্যে কল চলিবে বেশ।

ঝরণাটিকে বড় করা হইলে পর, জলের বেগ অনেক বাড়িয়া নীচে ঠিক প্রপাতের মত হইয়া পড়িতে লাগিল। অতিরিক্ত জলটা, গ্রেনাইট্ হাউসের মেঝেতে যে কুয়াটা ছিল, সেটা দিয়া চলিয়া যায় সমুদ্রে। এই প্রপাতের নীচে সাইরাস্ হার্ডিং একটা চোঙ্গার গায়ে কয়েকটা বৈঠা লাগাইয়া বসাইয়া দিলেন। চোঙ্গাটার সঙ্গে, বাইরের দিকে, চাকায় পরান খুব মজবুত দড়ি লাগান হইল—সেই দড়ির মাথায় একটা বাস্কেট্ বাঁধা। দড়িটা খুব লম্বা, একেবারে মাটি পর্য্যন্ত পৌছায়। এই উপায়ে এই বাস্কেটে চড়িয়া গ্রেনাইট্ হাউসে উঠার ব্যবস্থা হইয়া গেল। চোঙ্গার গায়ের বৈঠায় যখন প্রপাতের জল বেগে পড়িতে থাকিবে, তখন চোঙ্গা বন্ বন্ শব্দে ঘুরিবে—তাহা হইলেই দড়িটা চোঙ্গার গায়ে জড়াইতে থাকিবে এবং দড়ির ডগার বাস্কেট্‌টাও লোকজন শুদ্ধ গ্রেনাইট্ হাউসের দরজায় উঠিয়া আসিবে।

১৭ই মার্চ্চ সাইরাস্ হার্ডিংএর এই লিফ্‌ট্ (উপরে উঠিবার কল) তাহার কাজ প্রথম করিয়া দেখাইল। বলা বাহুল্য, লিফ্‌টের কাজ দেখিয়া সকলে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন হইতে, বড় বড় বোঝা, কাঠ, কয়লা, খাদ্যসামগ্রী এবং দ্বীপবাসিগণ সকলে সিঁড়ি ছাড়িয়া এই লিফ্‌টের সাহায্যে উপরে উঠিতেন। লিফ্‌ট্ পাইয়া সকলের চাইতে খুসী হইল টপ্।

ইহার পর সাইরাস্ হার্ডিং মন দিলেন কাচ তৈরি করায়। মুস্কিল কিছুই না—বালি, চক্, সোডা সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। মাটির বাসন তৈরি করার উনানটি ত আছেই—তাহাতে দারুণ আগুন জ্বালাইলেই হইল। এখন, প্রায় ৫।৬ ফুট লম্বা একটি লোহার চোঙ্গা চাই—তাহার মুখে বালি, চক্, সোডা ইত্যাদি একসঙ্গে গলান পদার্থ গুলি লাগাইয়া ফুঁ দিতে হয়। লম্বা, পাত্‌লা একটুক্‌রা লোহা লইয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট সেটা দিয়া বন্দুকের নলের মত একটা চোঙ্গা বানাইল।



কাচ তৈরি

তাহার পর কি হইল, সেটা বেশী করিয়া বলিবার দরকার নাই—ছবির দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপে হার্ডিংএর উপদেশ মত কাজ করিয়া ক্রমে শাঁসি প্রস্তুত হইল। গেলাস্ বোতল প্রভৃতি বানাইতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। অবশ্য এগুলির চেহারা ভাল হইল না, দেখিতেও তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল না। না-ই বা হইল? কাজ চলিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়াই সকলের মহা আনন্দ। গ্রেনাইট্ হাউসের প্রতি জানালায় যখন শাঁসি বসান হইল, তখন দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমাই রহিল না।

ইহার পর একদিন হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া, মার্সি নদীর বাঁ পারে পশ্চিম ভাগের বনে

শিকারে বাহির হইয়াছেন। হারবার্ট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া হার্ডিংকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময় কতগুলি ক্যাঙ্গারু, ক্যাপিবারা এবং য়্যাগুটি হারবার্টের সমুখ দিয়া দৌড়িয়া পালাইল, হারবার্ট সেগুলিকে গুলি করিবার অবসর পাইল না। বেলা অনেক হইয়াছে, আজ বুঝিবা বিনা শিকারেই ফিরিতে হয়। এমন সময় হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—"ক্যাপটেইন্ হার্ডিং! ঐ গাছটা কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন?" হারবার্ট যেটা দেখাইয়া এই কথা বলিল সেটাকে ঠিক গাছ বলা যায় না—কতকটা পাম্ (palm) জাতীয় ঝোঁপ্‌রা গাছ। হারবার্ট বলিল—"এটার নাম হচ্ছে 'সাইকাস্', এটার বোঁটার মধ্যে ঠিক ময়দার মত একরকম চূর্ণ পদার্থ থাকে।"

"এটা কি তাহলে 'ব্রেড্-ট্রি'?"

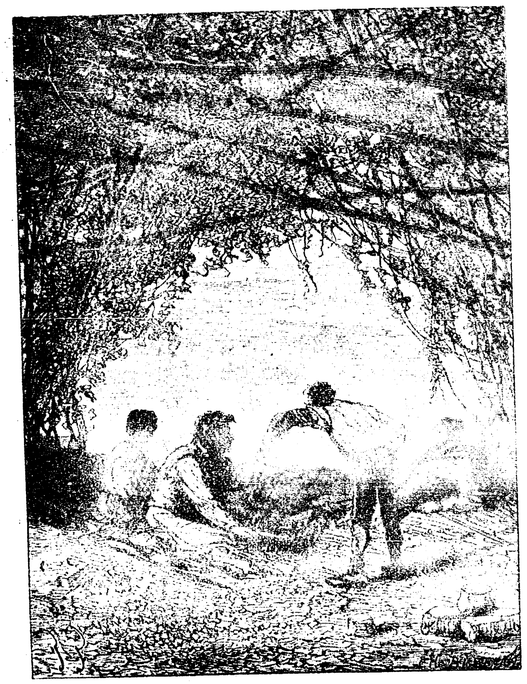

প্রস্‌পেক্ট হাইটের বারান্দা

"হাঁ, ব্রেড্-ট্রিই বটে।" এই বলিয়া হারবার্ট একটা সাইকাসের বোঁটা ভাঙ্গিয়া সেই গুঁরা হার্ডিংকে দেখাইল। এই গাছের গুঁরা খুব বল-কারক। হার্ডিং এই স্থানটির একটা চিহ্ন রাখিলেন এবং গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিয়া আসিয়া, সকলকে এই আবিষ্কারের সংবাদটি দিলেন।

পরদিন সকলে মিলিয়া সেই স্থানে গিয়া, এক রাশ সাইকাসের বোঁটা লইয়া গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিলেন। এই সকল বোঁটা হইতে অনেকখানি ময়দা বাহির হইল। সেগুলি খাঁটি ময়দা না হইলেও হুবহু ময়দারই মত। রান্নায় নিপুণ নেব্ সেই ময়দা দিয়া কেক্ ও পুড়িং বানাইল।

ওনাগা, ছাগল এবং ভেড়া প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত, দ্বীপবাসিগণের দৈনিক ব্যবহারে দুধের কোন অভাব হইত না। ওনাগা-টানা গাড়ীতে কোরালে যাইবার সময়, পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপের হাতে চাবুক দিয়া তাহাকে সহিসের কাজে বাসাইয়া দিত—চতুর জাপ্ গাড়ী চালাইত বেশ সুন্দর।

১লা এপ্রিল, রবিবার—সে দিনটা ছিল ইষ্টার-ডে। হার্ডিং সকলের সহিত ভগবানের নাম করিয়া এবং বিশ্রাম করিয়া সে দিনটা কাটাইলেন। রাত্রে খাওয়ার পর সকলে প্রস্‌পেক্ট হাইটের সুন্দর বারান্দাটিতে বসিয়া গল্প করিতে ছিলেন। সমুখে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর, এই সাগরের একটি দ্বীপে তাঁহারা বাস করিতেছেন—সকলের মনে কত কি ভাব আসিল। স্পিলেট্ বলিলেন—"সাইরাস্! sextant (স্থান নির্ণয় করিবার যন্ত্র) দিয়ে একবার ভাল করে দেখ্‌লে হয় না—লিঙ্কলন্ দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন জায়গায়?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা জেনে দরকার কি? যেখানে খুসী হোক্, আমরা ত বেশ সুখেই আছি।"

"তাহলেও, আমাদের দ্বীপের কাছে অন্য কোন দেশ কিংবা দ্বীপ আছে কি-না, সেটা দেখা ভাল।"

হার্ডিং বলিলেন—"আমি কালই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দিব।" পরদিন হারবার্ট ম্যাপ্ আনিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের ছবি বাহির করিল। হার্ডিং যন্ত্রের সাহায্যে লিঙ্কলন্ দ্বীপের position (যেখানে দ্বীপটি থাকা উচিত) স্থির করিলেন। অবশ্য ম্যাপে সে স্থানে লিঙ্কলন্ দ্বীপের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, লিঙ্কলন্ দ্বীপের পোজিসন্ হইতে দেড়শত মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে, ম্যাপে আর একটি দ্বীপের ছবি আছে, সেটার নাম ট্যাবর্ দ্বীপ।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"এই দ্বীপটি দেখ্‌তেই হবে। একটু বড় সাইজের এবং ডেক্-ওয়ালা নৌকা বানিয়ে আমরা ট্যাবর্ দ্বীপে যাব। দেড়শ মাইল বৈ ত না—ভাল হাওয়া পেলে, আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌছান যাবে।"

তখন স্থির হইল, যে, অক্টোবর মাসে ভাল সময় আরম্ভ হইলে যাহাতে ট্যাবর্ দ্বীপে রোয়ানা হইতে পারা যায়—সেই ভাবে আগে হইতে নৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

পেন্‌ক্রফ্‌টের মাথায় যখন কোন কাজের চিন্তা ঢুকে, তখন সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মন স্থির হয় না। ভাল সময় উপস্থিত হইবামাত্র ট্যাবর্ দ্বীপে যাইতে হইবে, সুতরাং উপযুক্ত নৌকা তৈরি করিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ভাল সময় আসিতে এখনও ছয়মাস বাকি আছে, এই সময়ের মধ্যে নৌকা প্রস্তুত করা চাই-ই চাই। হার্ডিং কাজ ভাগ করিয়া লইলেন। তিনি এবং পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকা বানাইবেন, স্পিলেট্ ও হারবার্টের উপর শিকার করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করার ভার রহিল এবং নেব্ জাপ্‌কে লইয়া খাওয়া দাওয়ার জোগাড় যন্ত্র করিবে।

উপযুক্ত গাছ বাছিয়া লইয়া, সেই গাছের তক্তা হইল। চিম্‌নী এবং প্রস্‌পেক্ট হাইটের মধ্যখানে "ডক্‌ইয়ার্ড" (নৌকা কিংবা জাহাজ বানাইবার জায়গা) বানাইয়া, ৩৫ ফুট লম্বা

নৌকার পত্তন করা হইল। ছবিতে দেখ—হার্ডিং ও পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকার পত্তন করিয়াছেন, সরঞ্জাম সমস্তই প্রস্তুত। পেন্‌ক্রফ্‌ট খাওয়া দাওয়ার সময় ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও কাজ বন্ধ করে না।

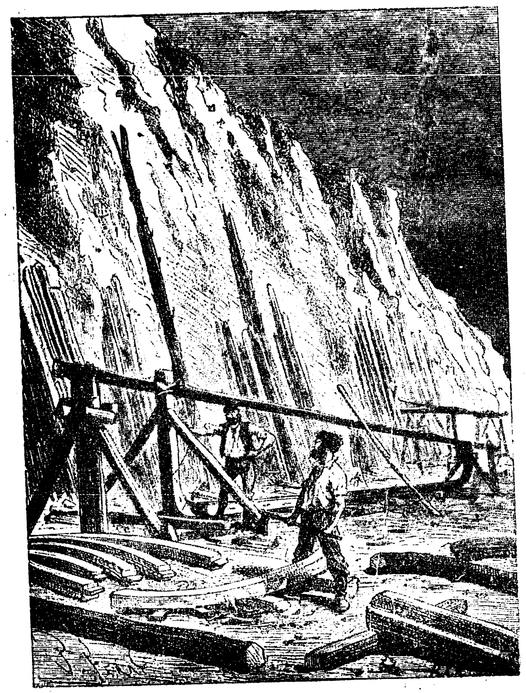

ডক্-ইয়ার্ড

স্পিলেট্ হারবার্টকে লইয়া শিকার করিয়া বেড়ান। ৩০এ এপ্রিল তাঁহারা পশ্চিম ভাগের গভীর বনে শিকারে গিয়াছেন। স্পিলেট্ হারবার্টের আগে চলিয়াছেন। একটু খোলা জায়গায় আসিলে পর, স্পিলেট্ ঝোঁপের মত গাছ দেখিতে পাইলেন, তাহার পাতার গন্ধ একটু কেমন জানি মনে হইল। আঙ্গুরের মত থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার মধ্যে আবার ছোট ছোট ফলও রহিয়াছে। ডালগুলি সোজা, পাতাগুলি লম্বা, চ্যাটাল। একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, হারবার্টের কাছে আসিয়া বলিলেন—"হারবার্ট! এটা কি গাছ?"

গাছ দেখিয়াই হারবার্ট চিনিতে পারিয়া বলিল—"মিষ্টার স্পিলেট্! অতি মূল্যবান্ গাছ আবিষ্কার করেছেন, এরজন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট আপনার কাছে চির-জীবন কৃতজ্ঞ থাক্‌বে।"

"এটা তামাকের গাছ কি?"

"হাঁ! যদিও খুব ভাল তামাক নয়, তবু তামাকের গাছ যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"তা হলে ত বেচারি পেন্‌ক্রফ্‌ট আনন্দে দিশেহারা হয়ে যাবে। তা হোক্, তবে কি-না আমাদের ভাগটাও যেন আমাদের দেয়।"

হারবার্ট বলিল—"মিষ্টার স্পিলেট্! আমি একটা মতলব করেছি—এখন পেন্‌ক্রফ্‌টকে এর কথা কিছু বল্‌ব না। ক্রমে চুপি চুপি তামাক তৈরি করে, একেবারে পাইপে ভরে নিয়ে একদিন তাকে উপহার দেওয়া যাবে।"

স্পিলেট্ ও হারবার্ট এই মূল্যবান্ গাছ অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিলেন। গাছগুলি গোপনে রাখা হইল এবং ইহার কথা বলা হইল শুধু সাইরাস্ হার্ডিং ও নেব্‌কে। গাছের পাতাগুলি শুকাইয়া, কাটিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে প্রায় মাস দুই সময় লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। সে সর্ব্বদা নৌকার কাজেই ব্যস্ত থাকিত, গ্রেনাইট্ হাউসে এক একবার আসিত শুধু বিশ্রাম করিবার জন্য।

এই সময়ে একটা প্রকাণ্ড জন্তু লিঙ্কলন্ দ্বীপের চারিদিকে প্রায় দুই মাইল দূরে সমুদ্রে সাঁতরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। দ্বীপবাসিগণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, জন্তুটা একটা বিশাল তিমি। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"এটাকে শিকার কর্‌তে পার্‌লে কি চমৎকার হতো!" এই বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার কাজে চলিয়া গেল।

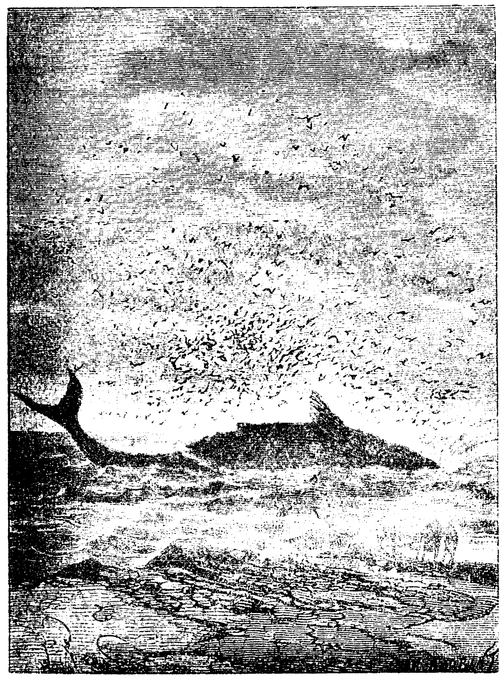

বিশাল তিমি আট্‌কা পড়িয়াছে

আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখা গেল, তিমিটা যেন কিছুতেই লিঙ্কলন্ দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। পেন্‌ক্রফ্‌ট্ ত একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল—কাজ করিবার সময়, বিশ্রামের সময় সর্ব্বদাই যন তিমিটা তাহার চক্ষের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অবশেষে ৩রা মে, দ্বীপবাসি-গণের পক্ষে যে কাজ অসম্ভব ছিল, সেই কাজটি ঈশ্বর ইচ্ছায়, আপনি সম্পন্ন হইয়া গেল। নেব্ রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"তিমি মাছটা সমুদ্র-তীরে আট্‌কা পড়ে গিয়েছে!!"

গিডিয়ন্ স্পিলেট্ ও হারবার্ট শিকারে বাহির হইতেছিলেন, তাঁহারা হাতের বন্দুক রাখিয়া দিলেন; পেন্‌ক্রফ্‌ট কুড়াল মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিল; হার্ডিং ও নেব্ তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া সকলে ছুটিলেন সমুদ্র-তীরে, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য।

ফ্লোট্‌সাম্ পয়েণ্ট্, গ্রেনাইট্ হাউস্ হইতে তিন মাইল দূরে যেখানে যন্ত্র-পাতির সিন্ধুক পাওয়া গিয়াছিল, সেইখানে তিমি মাছটা জোয়ারের সময় আট্‌কা পড়িয়াছে—উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বীপবাসিগণ হাতে বল্লম, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ছুটিলেন। মার্সি নদীর পোল পার হইয়া, নদীর ডান পার দিয়া সমুদ্র-তীরে গেলেন এবং তিমির কাছে পৌঁছিতে মিনিট কুড়ি লাগিল। দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল—বিশাল জানোয়ার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপরে হাজার হাজার পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে!

তিমিটা নড়ে চড়ে না। আরও নিকটে গিয়া দেখা গেল সেটা মরিয়া গিয়াছে; তাঁহার বাঁ পাশে পাঁজরের মধ্যে একটা 'হাপুন্' (তিমি শিকারের বল্লম) বিঁধান!

স্পিলেট্ বলিলেন—"তা হলে দেখ্‌ছি লিঙ্কলন্ দ্বীপের কাছেই তিমি-শিকারী রয়েছে!"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা কেন মিষ্টার স্পিলেট্! অনেক সময় দেখা গিয়েছে, পাঁজরে বল্লম নিয়ে তিমি হাজার হাজার মাইল চলে যায়। এ তিমিটা হয়ত য়্যাট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরে আহত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চলে এসেছে—কিছুই বিচিত্র নয়!!"

পেন্‌ক্রফ্‌ট হাপুন্‌টা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিল, সেটার বাঁটের মধ্যে লেখা রহিয়াছে—

"Maria Stella,"
"Vineyard."

ভিনিয়ার্ড আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের একটি বন্দর, সেখানে পেন্‌ক্রফ্‌টের জন্মস্থান। মেরিয়া ষ্টেলা একটা হোয়েলারএর (তিমি শিকারের জাহাজ) নাম, পেন্‌ক্রফ্‌টের পরিচিত হোয়েলার। পেন্‌ক্রফ্‌ট হাপুনটাকে মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে মনের আবেগে বার বার বলিতে লাগিল—"মেরিয়া ষ্টেলা খাসা হোয়েলার, আমার জন্মস্থান ভিনিয়ার্ডের জাহাজ—আমার বেশ জানাশোনা জাহাজ!"

তিমিটা পচিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, ইহার শরীর হইতে দরকারি মাংস এবং হাড় বাহির করিয়া লইতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট্ পূর্ব্বে হোয়েলারএ কিছুকাল কাজ করিয়াছিল। তিমির চর্ব্বিটারই বিশেষ দরকার, সেজন্য, পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বাছিয়া শুধু তেলাল জায়গাগুলিই কাটিয়া লইল। যে সকল হাড় ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে, সেগুলিও কাটিয়া বাহির করিল। হাজার হাজার পাখী, এতদিনের খাদ্যের জোগাড় পাইয়া আসিয়া জড় হইয়াছে—তাহারা সহজে তাহাদের খাদ্য ছাড়িবে কেন? বন্দুকের আওয়াজ না করা পর্য্যন্ত তাহারা কিছুতেই তিমির মৃত দেহ ছাড়িতে চায় নাই। যাহা হউক, দ্বীপবাসিগণ তাঁহাদিগের দরকারি জিনিষগুলি কাটিয়া লইয়া, তিমির বাকি শরীরটা পাখীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর আবার পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে নৌকা তৈরির কাজ আরম্ভ হইল। পেন্‌ক্রফ্‌টের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীরা

স্থির করিলেন, এই পরিশ্রমের পুরস্কার দিবার আয়োজন করা চাই। ৩১এ মে পেন্‌ক্রফ্‌টকে তাহার জীবনের সকলের চাইতে বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

সেইদিন ডিনারের পর পেন্‌ক্রফ্‌ট টেবিল ছাড়িয়া উঠিতে যাইবে, এমন সময় তাহার কাঁধে গিডিয়ন্ স্পিলেটের হাত পড়িল। তিনি বলিলেন—"পেন্‌ক্রফ্‌ট! একটু সবুর কর—এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে হবে না, এখনও একটা জিনিষ খেতে বাকি আছে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"না মিষ্টার স্পিলেট্, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমি আমার কাজ করতে যাব।"

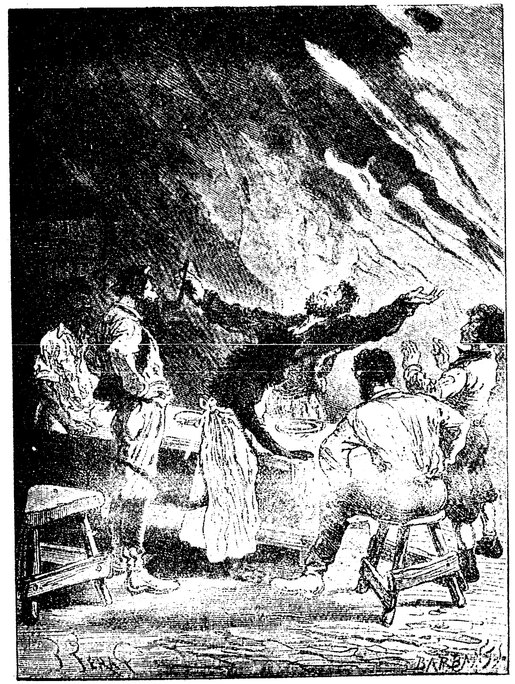

তামাক! সত্যি সত্যি তামাক!!

"আচ্ছা, তাহলে অন্ততঃ এক পেয়ালা কাফি খেয়ে যাও?"

"না, আর কিছু খাব না।"

"অগত্যা এক পাইপ তামাকই খেয়ে যাও।" তামাকের নাম শুনিয়াই পেন্‌ক্রফট লাফাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গিডিয়ন্ স্পিলেট্ তামাক-ভরা পাইপটি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন—হারবার্ট জলন্ত এক টুক্‌রা কয়লা হাতে লইয়া পেন্‌ক্রফটের নিকটে আসিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। হাত বাড়াইয়া পাইপ্‌টি লইয়া মুখে দিল। তার পর পাইপে আগুন ধরাইয়া, চক্ষু বুজিয়া খালি টানের পর টান! তাহার মুখ হইতে তামাকের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল এবং সেই ধোঁয়ার মধ্য হইতে কথা ফুটিয়া উঠিল—"তামাক, তামাক! সত্যি সত্যি তামাক!!"

সাধু পেন্‌ক্রফ্‌ট আশাতীত আনন্দ নীরবে কিছুকাল ভোগ করিয়া, যোড়হস্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"এ আবিষ্কারটি কে করলে গো? হারবার্ট বুঝি?"

"না পেন্‌ক্রফ্‌ট! মিষ্টার স্পিলেট্ করেছেন।"

"মিষ্টার স্পিলেট্!!" এ কথা বলিয়াইয়াই পেন্‌ক্রফ্‌ট স্পিলেট্‌কে বুকে এমনই জড়াইয়া ধরিল, যে, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার জোগাড়!

স্পিলেট্ জোরে দম টানিয়া বলিলেন—"পেন্‌ক্রফট! ধন্যবাদ সকলকেই দাও। হারবার্ট গাছটাকে তামাকের গাছ বলে চিন্‌তে পেরেছিল, হার্ডিং তামাক তৈরি করেছিলেন আর নেব্‌ও এতদিন এ কথা গোপন রাখতে কম কষ্ট পায় নি।"

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কাহিনী

(অনুবাদিত)

রাজ্য যখন অরাজক দেশে সকলেই সাজে প্রভু,
শুধু কাড়াকাড়ি হানাহানি ছাড়া শান্তি নাইক কভু;
নীতি নিয়মের নাইকো বালাই, নাই বিচারের পালা,
রাজশ্রী নিজে অনাথিনী বেশে গাঁথে আঁখিজলে মালা,
পারস্যে যবে হেন দুর্দ্দিন রক্ষক কেহ নাই,
বিপর্য্যয়েরই তাণ্ডব লীলা হেরি যেই দিকে চাই!

ছিল একজন মানুষ—যেথায় পাহাড়ের খোলা বুকে—
সবুজ প্রাণের হিল্লোল খেলে সেথা সে মনের সুখে—
চরাতো তাহার মেষপাল লয়ে;—বাজাত সাধের বাঁশী,
বহু দূরে দূরে বায়ু সনে তার সে সুর বেড়াতো ভাসি।
মৌন প্রকৃতি সঙ্গিনী তার আকাশের নীলিমায়,
স্নিগ্ধ তাহার দৃষ্টি ঢালিয়া প্রীতি জানাইতে চায়;
দরিদ্র হোক্ হোক্ সে রাখাল ছিল সে মহাপ্রাণ,
দীন বসনের তলে যে চিত্ত অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
মহত্ত্ব আর সারল্য আর ভয়ার্ত্তে নির্ভয়,—
করা যে সদাই মানব ধর্ম্ম—দুর্ব্বলে আশ্রয়—

দেওয়া যে সত্য এ তত্ত্ব তার ছিল জীবনের বাণী
তাই রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিনে বিধি নির্দ্দেশ মানি—
ছাড়ি মেষপাল দেশে গ্রামে গ্রামে লইল সেবার ভার,
ক্রমে শৃঙ্খলা অরাজক দেশে হোলো শক্তিতে তার;
একে একে বহু আশে পাশে তার দাঁড়াল শক্তি হয়ে
সকল জনের রক্ষার ভার লইল সে নির্ভয়ে।
দিন যায় শেষে রাজ্যে আবার আসিল শুভক্ষণ
অত্যাচার ও বিদ্রোহ শেষে এলো বীর একজন;
রাজদণ্ড সে নিজ ভুজবলে অক্লেশে তুলি নিল,
দেশবাসী তার চরণে তখন পূজার অর্ঘ্য দিল।
পুষ্প কোথায় ফোটে নিরালায় বায়ু বহে সে বারতা,
রসজ্ঞ তার লয় সন্ধান অজ্ঞ না বোঝে কথা,
দারার সুযশ পঁহুছিল এসে নৃপতির দরবারে,
গুণজ্ঞ রাজা দিল বহু মান সম্মানে ডাকি তারে॥
দেবতারি বর জানি রাজকৃপা লয় দারা মাথা পাতি,
রাজার নামে সে সুশাসনে পালে রাজ্য—বিপুল খ্যাতি
হ'ল বিস্তার—হায় দুনিয়ায় ঈর্ষার ক্রুর চোখ
বিষের জ্বালায় হয় জ্বালাময় যেথা কিছু ভাল হোক্—
রাজার কর্ণে বিষ উদ্গার হোলো ক্রমে এই মতে,
চাটুভাষী সবে কহিল—হে রাজা—দেখিয়াছি চক্ষেতে
যেথা যায় দারা সঙ্গে তাহার চলে দলবল কত,
পার্শ্বে তাহার ভারবাহী এক উষ্ট্র সুসংযত
রহে সর্ব্বদা—পৃষ্ঠ তাহার ন্যুব্জ বোঝার ভারে,
রত্ন পেটিকা রহে সেথা ভরা অমূল্য সম্ভারে;
রাজভাণ্ডারে রক্ষিত করি অগণ্য হীরা মণি
সঞ্চিত আজ করেছে ধূর্ত্ত শঙ্কা না মনে গণি॥
দণ্ড তাহারে দাও তুমি রাজা, নহে অন্যায় হবে,
ধূর্ত্ত কপট দণ্ড না পেলে অখ্যাতি রবে ভবে॥

শান্ত প্রভাতে রবিকর যবে উজলিছে দশদিক্,
বিহঙ্গ গায় ঊষা বন্দনা কুহরে পাপিয়া পিক্ ॥
রাজকাজে দারা হইল বাহির সাথে লয়ে দলবলে,
উষ্ট্র ন্যুব্জ পেটিকার ভারে পার্শ্বে পার্শ্বে চলে ;
সহসা ভেটিল রাজপথে রাজা দারা করে কুর্ণিশ,
রাজা বিস্ময়ে পেটিকার পানে চাহিল নির্ণিমিষ ॥
তার পরে ধীরে গম্ভীরে কহে—পেটিকা দেখাও খুলি,
দারা ক্ষণ তরে রাজার নয়নে চাহিল নয়ন তুলি ;
তারপর ধীরে রত্নপেটিকা ধরিল মুক্ত করি,
হুড়াহুড়ি করি রাজপারিষদ হেরে কৌতুকে ভরি ;
হায় কল্পনা—কোথায় রত্ন কোথায় পান্না মণি,
মেষপালকের চীর কৌপীন উহারি মধ্যে গণি ;
কারও মুখে আর বাক্য না সরে রাজা নিজে নির্ব্বাক—
দারা কহে প্রভু—ধনজন মোহ বিষম দুর্ব্বিপাক,
ছিনু একদিন সুদীন রাখাল, স্মরিবারে সেই বাণী,
রাখালের সাজ রেখেছি যত্নে বহু সৌভাগ্য মানি ;
অশ্ব হইতে নামি এলো রাজা, স্নেহে গদ গদ ভাষ,
বক্ষের পরে বাঁধিল দারারে পরায়ে বাহুর ফাঁস,
কহে প্রেমভরে—তুমিই ধন্য হে দারা দীনতা পণে
ঈর্ষা গর্ব্ব করিলে খর্ব্ব জিনিলে সব জনে ॥

শ্রীসরসীবালা বসু।

মানুষের খাবার

মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব ব'লে পরিচিত ; তাই খাওয়া পরা শোওয়া বসা প্রভৃতিতেও তার নূতনত্বটা একটু বেশী। পশু পাখী তাদের নিয়মের বাইরে কিছু একটা কর্‌লে খুবই আশ্চর্য্য হতে হয় ; সাপ যদি তার খাবার ব্যাং না খেয়ে, ঘাস খায়, তাহলে আশ্চর্য্য হবার কথা বটে ! কিন্তু মানুষকে যদি ব্যাং খেতে দেখা

যায়—তা'হলে খুবই ঘেন্নার কথা মনে হলেও আশ্চর্য্যের কথা কিছু থাকে না ! যারা ব্যাং খায় তারা তাতে একটুকুও ঘৃণা বোধ করে না। দেশ ভেদে মানুষের খাবারটাও একটু ভিন্ন রকমের দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে কতকগুলি সাধারণ খাবার আছে যার বাইরে কিছু খেলেই অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়। ব্যাং ছাড়া মানুষ যে আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত খাবার খেয়ে থাকে, তারই আলোচনা আজ আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।

সব প্রথমে খুব একটা খারাপ দেখেই নাম ধরা যাক্—আরশোলা। লাল লাল পোকা, বিশ্রী গন্ধ, দেখ্‌লেই ঘেন্না হয়। অথচ সভ্য চীন দেশের লোকেরা খুব আদর করে এই আরশোলা খেয়ে থাকেন আর খাবার সময় তাঁরা একবারও ঘেন্নায় নাক সিট্‌কান না। ব্যাংও তাঁরা খুব আদর করে খান। সময়মত চীনেদের জাহাজে যেতে পার্‌লে দেখা যায়, টানান দড়িতে সারি সারি নাড়ি ভুঁড়ি বার করা ব্যাং ঝোলান রয়েছে ; অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি চীনেদের ভক্ষ্য হবার অপেক্ষা কর্‌ছে। শুনা যায় সুসভ্য ফরাসী দেশে এক রকম ব্যাং যত্ন করে খাবার জন্যে পোষা হয়। এছাড়া ব্যাং আর আরশোলা থেকে দুটো ভীষণ রোগের সুন্দর ওষুধ তৈরি হয়। ব্যাংয়ের ঝোল পাগলের খুব ভাল ওষুধ ; আর আরশুলার আরক থেকে হাঁপানীর খুব একটা ভাল ওষুধ হয়।

আমাদের দেশের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বছর কয়েক হ'ল একবার চীনে গিয়েছিলেন। তাঁর যাঁরা সঙ্গী সাথি ছিলেন, তাঁদেরি একজন চীনেদের খাবারের এক মজার ইতিহাস দিয়েছেন। এক চীনে গৃহস্থের বাড়ী একদিন তাঁদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। খাবার সময় সব প্রথম, খাবার তুলে মুখে দেবার জন্য তাঁদের দুটো করে কাঠি দেওয়া হ'ল। তারপর আরশোলার গায়ের রঙের মত কিসের একটা ঝোল দেওয়া হ'ল। তাঁরা ভাল করে খেতে পাচ্ছিলেন না দেখে, গৃহকর্ত্তা খুব ব্যস্ত হয়ে তাঁদের দেশের একটি চমৎকার খাবার মানদ্রীন মাছ (Mandrin fish) তাঁদের খেতে দিলেন, আর বার বার বল্‌তে লাগ্‌লেন "চমৎকার জিনিষ এটা"। এ খাবারটার মজা হচ্ছে, আমাদের দেশের মত মাছটা ভাজা হয় না ; টাট্‌কা তাজা কাঁচা মাছ গরম জলে একবার ডুবিয়েই পাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁদের এক রকম পাখীর বাসা সিদ্ধ ও পায়রার ডিম দেওয়া হয়েছিলো। সেদিন অবশ্য কারও ভাল করে খাওয়া হয়নি। চীনারা হাঁসের ডিমও খেয়ে থাকেন। তাঁদের

খুব ভাল "প্রাচীন ডিম" হচ্ছে ৫।৬ বছরের জমিয়ে রাখা পচা ডিম। দেখ্‌তে যেমন কাল তেম্‌নি ভীষণ দুর্গন্ধ; আর এই ডিম নাকি তাঁদের খুব একটা উপাদেয় খাদ্য।

এতো গেল এক দেশের কথা। কিন্তু এর চেয়ে ঢের আশ্চর্য্য মানুষের অনেক খাবার আছে। এই যেমন ইঁদুরের মাংস। আমাদের দেশের কোন কোন ধাঙড়েরা ইঁদুর ধর্‌তে পার্‌লে যত্ন করে খায়।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কুকুরকে এত ঘৃণা করেন যে, কোন রকমে একটু ছোঁয়া পড়্‌তেই স্নান করে তবে পবিত্র হ'ন। কিন্তু গারো জাতির লোকেরা এই কুকুরের মাংস খুব আনন্দের সঙ্গে খায়। তারা কুকুরটাকে মার্‌বার আগে বেশ করে তাকে চাল খাইয়ে নেয়; তারপর তাকে মেরে আগুনে পুড়িয়ে, আত্মীয় স্বজন মিলে খুব সমারোহ করে তার মাংস খায়। এই রকম করে কুকুর খাওয়াকে তারা কুকুরপিষ্টক বলে।

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা সাপ, কাঠবিড়াল, গিরগিটি, টিক্‌টিকি, কেঁচো, শুঁয়োপোকা, এবং তিত্তির জাতীয় একরকম বড় পাখী খেয়েই জীবন ধারণ করে। সাপ খাবার একটু মজা হচ্ছে—যে সাপ কাউকে কাম্‌ড়াবার পর মরে, তাকে তারা খায় না; কারণ, তাদের বিশ্বাস সেই সাপের মাংসে বিষ সঞ্চারিত হয়। নিজেরা মেরেই তারা সাপ খায়।

কামস্কট্‌কাবাসীরা ভালুকেরা মাংস খায়।

গ্রীনলণ্ড দেশে মাংসই প্রধান খাদ্য; শীলের মাংস খেয়েই তারা জীবন ধারণ করে; কারণ সে দেশে গাছপালা জন্মায় না; সারা দেশটা সকল সময় বরফে একেবারে ঢাকা থাকে।

আফ্রিকায় যত অসভ্য জাত আছে এমন বুঝি আর কোথাও নেই; সেখানকার লীরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা গাধার মাংস খেয়ে থাকে। এই সকল অঞ্চলের বনে বিস্তর গাধা পাওয়া যায়। এখানকার আরও কয়েকটা জাতি, জলহস্তি ও সিংহের মাংস খায়। সিংহের মাংস খেতে মোটেই সুস্বাদু নয় তবুও তারা তা আদর করে খায়।

আমাদের দেশে কায়েকটা জাত, শূকরের মাংস খায়। গরু ও শূকর পৃথিবীর অনেক জাতই আজ কাল খেয়ে থাকে।

আরব মরুভূমির দেশ, সে দেশে বিস্তর উট জন্মায়। লোকে ত অনেক উট পোষে, কারণ, মরুভূমি পার হতে হ'লে উটের চেয়ে দরকারী জীব আর নাই বল্‌লেই চলে। সে দেশের লোকেরা আবার এই উপকারী উটের মাংসও খায়।

খরগোস, হরিণ, কেঙ্গারু অনেক সভ্য জাতিই খেয়ে থাকে।

কোল, বেদে প্রভৃতি কয়েকটা জাত আছে, তারা গোসাপ খেতে ভালবাসে। গোসাপ দেখ্‌লে তারা কাজ কর্ম্ম ফেলে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

আমেরিকার অসভ্য জাতেরা আমাদের চোখে হেয়—তারা অনেক রকম নাম-না-জানা জীবের মাংস খায়। তাদের সংখ্যা দিন দিন যেমন কমে আস্‌ছে, তেমনি শীঘ্র শীঘ্র তারা সভ্য হয়ে উঠ্‌ছে। উত্তর আমেরিকার লোকেরা এবং সাঁওতালেরা কাঠবিড়ালের মাংস খায়। সে মাংস খেতে নাকি খুব কোমল ও সুস্বাদু!

ব্রহ্মপুত্র নদীতে এক শ্রেণীর লোককে মাছ ধর্‌তে দেখা যায়। তারা কুমীর পেলে খুব সমারোহ করে খায়।

পাখীদের মধ্যে মোরগ বক সারস হাঁস তিতির কাক ঘুঘু প্রভৃতি বিস্তর রকম পাখী মানুষের খাবার হয়ে চলে আস্‌ছে।

জলের প্রাণীদের মধ্যে গুগ্‌লি, শামুক, কুঁচে থেকে পোকামাকড় পর্য্যন্ত এত অসংখ্য রকম জীব মানুষের খাদ্য হিসাবে চলে আস্‌ছে যে, তত নাম করা একেবারে দুঃসাধ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার কঙ্গো দেশের লোকেরা আজকাল অনেকটা সভ্য হয়ে উঠেছে। এরা আগে ভয়ানক মানুষ-খেকো ছিল। এখনও সে অভ্যাস্‌টা তারা ছাড়াতে পারেনি। বায়াঞ্চী, বাঙ্‌গালা, বোলাকী, এরা সব কঙ্গো দেশেরই ভিন্ন ভিন্ন জাতি। এদের যুদ্ধে যে দল হেরে যায়, বিজয়ী দল তাদের বন্দী করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে মেরে খেয়ে ফেলে। কাঙ্গালা নামে এখানকার আর একটা জায়গার লোকেরা এম্‌নি ভীষণ নরমাংস-প্রিয় যে, সুযোগ পেলেই তারা আসে পাশের গ্রাম থেকে, কবর খুঁড়ে মরা মানুষের দেহ চুরি করে নিয়ে আসে।

এতক্ষণ মাংসের কথা বল্‌লুম, এইবার ফল-মূল শাক সব্জির কথা বল্‌বো।

এসিয়ার প্রায় সমস্ত দক্ষিণ অংশেই চাল প্রধান খাদ্য।

সমুদ্রের উপকূলে যে সব দ্বীপে প্রচুর নারিকেল জন্মে, সেখানে নারিকেলই প্রধান খাবার বলা যেতে পারে। সমস্ত শীতপ্রধান দেশ সমূহে প্রায় গম, যব, জনার প্রধান খাবার।

আয়ার্লণ্ডে প্রচুর আলু জন্মে। আলুর চাষই এই দেশে সব প্রথমে হয়। আলু ক্রমে এই দেশের প্রধান খাবার হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে ধান না হলে যেমন দুর্ভিক্ষ হয়—এদেশে আলু না হলে তেমনি দুর্ভিক্ষ হয়।

আরব দেশের প্রধান খাবার হচ্ছে খেজুর। আরব দেশের চারিদিকে মরুভূমি। আর এই রকম মরুদেশেই বিস্তর খেজুর গাছ জন্মায়। আমাদের দেশের বাজারে যে সব বাক্সের খেজুর আসে, তার বেশীর ভাগ আরব দেশ থেকে আসে। সে দেশের কোন কোন অংশের লোক শুধু খেজুর আর দুধ খেয়েই জীবন ধারণ করে।

বাঁশ ও বেত থেকেও যে খাবার হয় তা হয়তো অনেকে জানে না। বাঁশ যখন কেবলমাত্র মাটী থেকে বেরিয়েছে, এমন সময় হাঁড়ি দিয়ে শক্ত করে তাকে মাটিতে চেপে রেখে দেওয়া হয়। বাঁশটা তাতে সোজা হয়ে বাড়্‌তে না পেরে, হাঁড়ির মধ্যেই সাপের কুণ্ডলির মত পাকিয়ে পাকিয়ে বাড়্‌তে থাকে। কিছুদিন পরে সেই হাঁড়ি সরিয়ে, গোড়াথেকে বাঁশটা কেটে নিয়ে গিয়ে লোকে রেঁধে খায়। বাঁশটাও নাকি তখন খুব নরম তুক্‌তুকে থাকে, আর তার খাবারটাও নাকি খুব উপাদেয়ই হয়। কচি বেত থেকেও এম্‌নি একটা খাবার তৈরি করে অনেক লোকে খেয়ে থাকেন।

আমাদের দেশটা হচ্ছে শাক সব্জির দেশ; দেশে ফল মূল যতই আক্রা হয়ে উঠ্‌ছে, গরীব লোকেরা ততই শাক পাতার উপর নজর দিচ্ছে। কচুর পাতা নালের (ফুল) ডাঁটা, সজিনার পাতা, পাটের পাতা, জলবিছুটির কচিপাতা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের খাবার হিসাবে খুব চলন না থাক্‌লেও, আজকাল অনেকে আদর করে খাচ্ছেন।

আমরা পিপাসায় জল পান করি, কিন্তু এমন এমন দেশ আছে যেখানে পারত-পক্ষে কেউ জল পান করে না; অনেকগুলি কারণে তারা জল পান কর্‌তে পারে না। কতকগুলি দেশে এমনি ভীষণ শীত যে, জলের গ্লাস মুখে তুল্‌তে তুল্‌তে জল জমে বরফ হয়ে যায়; সময়ে সময়ে জল জমে মুখে ও গ্লাসে এম্‌নি শক্ত হয়ে এঁটে যায় যে, শেষে না কাট্‌লে আর খুল্‌তে চায় না। তারপর চীনদেশের মত দেশে জল এত দূষিত যে, শুধু খেলে তখনই হয়তো ভীষণ রোগ হওয়া সম্ভব। সেই জন্য শুধু জল সেখানে কেহই খায় না। চীন দেশের বিস্তর লোক জলের উপর বাস করে। সেই জলে নানারকম আবর্জ্জনা প'ড়ে শীঘ্র জল দূষিত হয়। সেখানকার লোক তাই ফুটন্ত গরম জলে কাঁচা চায়ের পাতা ছেড়ে দিয়ে তাই খায়। কোন কোন শীতপ্রধান দেশে জলের বদলে অনেক পরিমাণে মদ ব্যবহৃত হয়। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এ।

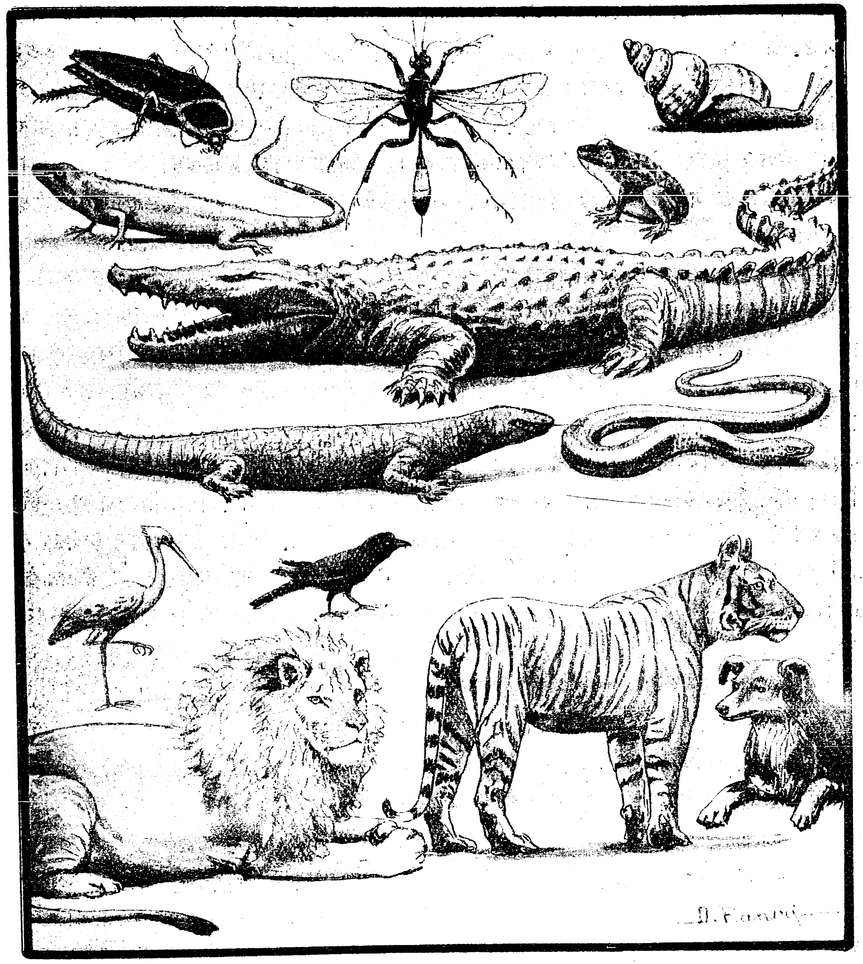

মানুষের কয়েকটি আমিষ খাবার

কুকুরের ভূত

প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল গিয়াছিল, সেই সঙ্গে আমিও ছিলাম। উদয়সিংহ নামে একজন রাজপুত উড়িষ্যা হইতে বদ্‌লি হইয়া আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। উদয়সিংহ সুপুরুষ, সুস্থ, সবল ও নিপুণ যোদ্ধা কিন্তু তাহার স্বভাটি ছিল বড় একগুঁয়ে এবং সে মিছামিছি অন্য সৈনিকদের নিন্দা করিত—সে জন্য সে সকলের অপ্রিয় ছিল। উদয়সিংহের একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর ছিল "ভেলো", তাহার কপালে ছিল একটা সাদা চাঁদ। উদ্ধত উদয়সিংহের এই ভেলোই ছিল একমাত্র প্রিয়পাত্র।

আমাদিগের সৈন্যদল দেখিয়া, সাঁওতালেরা তাহাদিগের আড্ডা সুদৃঢ় করিতে লাগিল। আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং সকলেই সুশিক্ষিত, সুতরাং আমরা সাঁওতালদিগকে সহজেই পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু শত্রুরা আমাদিগের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাদের হাতে আমাদের পক্ষের অনেক সৈন্য মারা যায়। এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, যুদ্ধজয়ের পর, আমাদের সৈন্যগণ অযথা সাঁওতালদিগকে বধ করিতে লাগিল—বালক, বৃদ্ধ কোন সাঁওতালকেই ছাড়িল না। উদয়সিংহ তাহার দল লইয়া সকলের আগে আগে ছিল। একটা মেটে ঘরের সম্মুখে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম, উদয়সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায়, তাহার চক্ষু দুইটা যেন আগুনের গোলার মত জ্বলিতেছে—সে একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে তলোয়ার দিয়া কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতেছে! হঠাৎ কুটিরের দরজা খুলিয়া গেল। একটি সুন্দরী সাঁওতাল মেয়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া, সেই বৃদ্ধ সাঁওতালের মৃতদেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। উদয়সিংহ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম তাহার মুখ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, সে ডঙ্কা বাজাইয়া এই নিষ্ঠুর হত্যা বন্ধ করিয়া দিল।

এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত উদয়সিংহের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন তাহার আরদালির মুখে শুনিলাম, উদয়সিংহ সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছে। মেয়েটি নাকি একদিন উদয়সিংহের তাঁবুতে আসিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিয়াছিল—"সাঁওতালদের নিয়ম অনুসারে আমি আপনার বীরত্বের দাসী হয়েছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিয়ে করুন।" তখন উদয়সিংহ মেয়েটির অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল।

সাঁওতালেরা বশ্যতা স্বীকার করিলে, আমাদের প্রধান সেনাপতি সৈন্যদল লইয়া

কিছুকাল পর্ব্বতের নীচে তাঁবু গাড়িয়া বাস করিলেন। তখন কাজ কর্ম্ম কিছুই ছিল না, আমরা শিকার করিয়া, বনভোজন করিয়া এবং চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া দিন কাটাইতাম। একদিন বিকালে আমার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া, বন্দুক হাতে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছি। শিকারের ইচ্ছায় নহে, শুধু দৃশ্য দেখিবার জন্য—তাই বুনো পথে পর্ব্বতের চূড়ার দিকে উঠিতে লাগিলাম, সেখান হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিব।

সরু একটা পথ চূড়ার দিকে গিয়াছে, সেই পথে প্রায় দুই মাইল চলিয়া একটা ঝোঁপের মধ্যে ঢুকিলাম। সেই ঝোঁপের মধ্যে, কতগুলি গাছের তলায় দেখিলাম—একটা পাথরের উপরে উদয়সিংহ শুইয়া আছে, সেই সাঁওতাল মেয়েটি তাহার চুল লইয়া খেলা করিতেছে আর নিকটেই উদয়সিংহের ভেলো কুকুরটা মাটিতে ঘুমাইতেছে। ইহাদিগের আরামে ব্যাঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না, আমি চুপি চুপি পাশ কাটাইয়া আরো উপরে উঠিতে লাগিলাম। অতি কষ্টে পথ করিয়া চলিতেছি, এমন সময় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত তিনজন সাঁওতাল, হঠাৎ আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিবামাত্র তাহারা তখনই আবার অদৃশ্য হইয়া গেল! মনে করিলাম, বিজিত সাঁওতাল ভূমি হইতে ইহারা পলাইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। এই ভাবিয়া, তাহাদিগের আর সন্ধান না লইয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরিতেছি। যখন সৈন্যদলের ভিতর দিয়া আমার তাঁবুতে যাইতেছিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম, যে, একটা কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে। আমার পাশ দিয়া প্রধান সেনাপতির শরীর রক্ষকগণ দ্রুতবেগে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেল! সৈন্যদের একটা তাঁবুর সমুখে দেখিলাম, একদল লোক মশাল, লণ্ঠন হাতে জড় হইয়া মহা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি—উহা উদয়সিংহের তাঁবু! আমার মন একটা অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর দেখিলাম, একটা লোহার খাটিয়ার উপর একটা মাংস-পিণ্ডের মত পড়িয়া আছে। উহা উদয়সিংহের মৃতদেহ—তলোয়ারের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে! খাটিয়ার তলায় ভেলো শুইয়া আছে, তাহারও শরীর রক্তাক্ত!

তখন সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলাম। সূর্য্যাস্তের কিছু পরেই নাকি ভেলো ভীষণ ডাকিতে ডাকিতে সৈন্যদলে প্রবেশ করে—তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে! কুকুরটা সৈনিকের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়া, একদল লোক তাহার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে গেল। ভেলো

পথ দেখাইয়া সকলের আগে আগে চলিল। ক্রমে সকলে একটা ঝোঁপের তলায় গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া দেখিল—উদয়সিংহের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই স্থানের কিছু দূরে মাটিতে অনেক রক্ত এবং টুক্‌রা টুক্‌রা কতগুলি কাপড়ের খণ্ডও পড়িয়া আছে! তখন সকলে বুঝিতে পারিল, যে, উদয়সিংহের হত্যাকারীদের সঙ্গে ভেলোর লড়াই হইয়াছিল এবং ভেলোই জয়-লাভ করিয়াছে আর সেই যুদ্ধের সময়ই ভেলোর নাকে আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। সেই সাঁওতাল-কন্যার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সে তাহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া পলায়ন করিয়াছে !!

সৈনিকদিগের মধ্যে অনেকেই ভেলোকে পুষিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে কাহারও পোষ মানিল না। কিন্তু ভেলো সকলের নিকটই যাতয়াত করিত, সকলেই তাহাকে খুব আদর করিত। কিছুদিন পরে শুনিলাম—এক সাঁওতাল ভেলোকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে! এই সংবাদ শুনিয়া সত্যই আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। সাঁওতালেরা বশ্যতা স্বীকার করিলে পর, আমি সৈন্যদল ছাড়িয়া দেশে ফিরিলাম।

ইহারপর আঠার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আবার সাঁওতালদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। আমি পুরাতন লোক, সাঁওতালদিগের সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানাশোনা আছে, সেজন্য সৈন্যদলের সঙ্গে আমাকেও সেখানে পাঠান হইল। গিয়া দেখিলাম, সাঁওতালদের সংখ্যা নিতান্ত কম বলিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছে এবং সেজন্য যুদ্ধের কোন আয়োজন উদ্যোগ করে নাই। আমরা নিষ্কর্মা ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম। সাঁওতালদের কেল্লা ছিল পাহাড়ের উপরে, আমরা সেই পাহাড়ের নীচেই ছাউনি করিয়া রহিলাম। সৈন্যদলে তখনও খুব কড়াকড়ি নিয়ম আরম্ভ হয় নাই। দূরের অশ্বারোহী সিপাইদের আড্ডা হইতে মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসিত, যে, সেখানে প্রহরী সৈন্যগণ পাহারার সময় প্রায়ই ঘুমাইয়া থাকে। প্রহরী পাহারা না দিয়া ঘুমায়, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবে কে? এই অসাবধান-তার ফল ফলিল শীঘ্রই। একদিন সাঁওতালেরা হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিল—একটা খণ্ডযুদ্ধে আমরা হারিয়া গেলাম! ইহার পর পাহারার নিয়মে ভারি কড়াকড়ি হইল—পাহারা দিতে দিতে কোন সৈন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দেখিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে পর, একদিন লোকের মুখে গল্প শুনিলাম—বহুপূর্ব্বে কোন সৈনিকের ভেলো নামে একটা কুকুর ছিল সেটা মরিয়া ভূত হইয়াছে এবং এখন সেই কুকুরের ভূতটা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। একদিন শুনিতে পাইলাম, এই গুজব রটাইবার অপরাধে প্রধান সেনাপতি একজন সৈনিককে তিরস্কার করিতেছেন। আমি তিরস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি! এই যে ভেলো বলিয়া একটা কুকুরের ভূতের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, আপনি কি তাহার কিছুই শোনেন নাই?" আমি বলিলাম —"কৈ, আমিত কিছুই শুনিতে পাইনাই!" তখন তিনি বলিলেন:—

যেদিন দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ আমরা সাঁওতালদের নিকট পরাস্ত হই, তাহার পূর্ব্বে সৈন্যদের উপরে পাহারার কড়া হুকুম ছিল না। অনেক আফিসার রোঁদে বাহির হইয়া প্রহরীদিগকে ঘুমাইতে দেখিয়াছে। তাহারপর অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমন্ত প্রহরীদের কাহাকেও ধরিতে পারা যায় নাই। যখনই কোন আফিসার রোঁদে বাহির হইত, কোথা হইতে কপালে সাদা চাঁদওয়ালা একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর বাহির হইয়া, যে কোন প্রহরী ঘুমাইয়া থাকিত, তাহার কাপড় কিংবা পা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিত—আর জাগিয়া উঠিয়াই সে পাইচারি আরম্ভ করিত বলিয়া ধরা পড়িত না—তখন হইতে সৈনিকেরা এই কুকুর সম্বন্ধে প্রচার করিতে লাগিল, যে, এটা জীবন্ত কুকুর নয়—পূর্ব্বে একজন সৈনিকের ভেলো নামে একটা কুকুর ছিল, সাঁওতালদিগের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের সময় একজন সাঁওতাল সেটাকে গোপনে গুলি করিয়া মারিয়াছিল—এটা সেই ভেলোর ভূত!"

তাঁহার কথা শুনিয়া, সেই অতীতের ঘটনাগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি তখন অন্য একজন সেনাপতিকে বলিলেন—"আপনি বোধ হয় জেনারেলের হুকুম শুনিয়াছেন, যে, আজ হইতে কোন সৈনিককে পাহারায় অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া গেলে, অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য তাহাকে গুলি করা হইবে।"

সেনাপতি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বলিলেন—"হাঁ, শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা কুকুর কিংবা কুকুরের ভূত যাহাই হউক, এটার উপরে একবার গুলি চালাইয়া দেখিব—নিশ্চয় সব বদ্‌মায়েসী বাহির হইয়া যাইবে।"

অন্য একজন মান্যগণ্য কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—"বেশত,

আমি এখনই তদারক করিবার জন্য রোঁদে বাহির হইতেছি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন না কেন?" একথায় সকলে সম্মত হইলে পর, আমি বলিলাম—"আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

সকলে রোয়ানা হইলাম। সেনাপতি মহাশয় ভরা পিস্তল সঙ্গে লইলেন। তখন রাত্রি, চারিদিকে সাড়া শব্দ নাই—উভয় পক্ষের ছাউনি নীরব নিস্তব্ধ। কিছুদূর গিয়া শুনিতে পাওয়া গেল, একজন সৈনিক একতারা বাজাইয়া গান করিতেছে। আমরা একটা নির্জ্জন ফালি রাস্তা দিয়া উঁচু চড়াইয়ে উঠিতে লাগিলাম। সেখান হইতে আমরা প্রহরীদিগের পথ পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। পাছে আমাদিগকে কেহ দেখিতে পায়, সেজন্য একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। আমরা যে রোঁদে বাহির হইয়াছি, তাহা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই ঝোঁপের আড়ালে থাকিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া গেল—একজন প্রহরী একটা ঢিপির উপরে বসিয়া ঘুমাইতেছে। আমারা তাহার নিকট হইতে প্রায় একশত গজ গিয়াছি, এমন সময়, হঠাৎ একটা ঝোঁপের পিছন হইতে কপালে সাদা-চাঁদ-ওয়ালা প্রকাণ্ড একটা কাল কুকুর তীরের মত ছুটিয়া গেল! দেখিলাম, সেটা সেই উদয়সিংহের ভেলো!! সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কুকুরটা সেই ঘুমন্ত সৈনিকের নিকট ছুটিয়া গিয়া, তাহার পা ধরিয়া সজোরে টান দিল। এমন সময় হঠাৎ আমার কাণের কাছে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম—সেনাপতি মহাশয় কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছেন! সেই মুহূর্ত্তে অপরাধী সৈনিক আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সকলে তাহার নিকট ছুটিয়া গেলাম। সেনাপতি সকলের আগে ঘোড়া হইতে নামিয়া, যেমন সৈনিকের শরীরটা ধরিয়া উঠাইবেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে হৃদয়-বিদারক চীৎকার বাহির হইল—তিনি অচেতন হইয়া সেই মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলেন।

প্রকৃত ঘটনা জানিতে বিলম্ব হইল না। পিতা পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন! এই যুবক সৈনিক সেইদিন মাত্র সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাহাকে ঘাঁটিতে পাহারার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ফলে, পিতাই পুত্রকে হত্যা করিলেন!!

এই দারুণ দুর্ঘটনার পর, ভেলোর ভূতকে কেহ কোন দিন আর দেখিতে পায় নাই।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বঁড়শীতে বাঘ



জানি কথাটা শুনেই তোমরা এক গাল হাস্‌বে, চাই কি আমায় পাগল বলে ভাব্‌বে। কিন্তু তবু আমায় বল্‌তে হবে যে, কথাটা সত্যি!

হয়েছিল কি, একদিন একটা লোক বোয়াল মাছ ধর্‌বার জন্য বঁড়শীতে খুব মস্ত গোছের একটা টোপ গেঁথে নদীতে টোপ ফেলেছিল।

সন্ধ্যা হব হব এমন সময়ে নদীর ধারে এসে ব্যাপার দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ! প্রথম সে যেন ব্যাপারখানা বিশ্বাসই কর্‌তে পার্‌লে না, তারপর চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে সে দেখ্‌লে যে, ব্যাপারখানা ঠিকই, আর বাঘ মামা তখনো জ্বল্‌-জ্যান্ত বেঁচে।

এতবড় মহামহিম অতিথিকে সে একা সম্ভাষণ কর্‌বার মত সাহস পেল না—ডেকে লোকজন জড় কর্‌লে। সক্কলের বেদম দমাদমের চোটে বাঘমামা অক্কা পেলেন।

ঘটনাটি ঘটেছে—শ্রীহট্টের মুড়াকরি নামক কোন গণ্ড-গ্রামে, গেল জুন মাসে।

পাঁচ ছ' বছর আগে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের মহাদেবপুর নামক গ্রামে এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বুদ্ধির জয়

দুর্ব্বল হ'লেও, তা'র বুদ্ধি যদি রয়;
বলবান তা'র কাছে মানে পরাজয়!

(১)

দুই দিকে দুই পাহাড় ছিল, মধ্যে গহন বন;
মাঝখানে তা'র ক্ষুদ্র নদী, বইত অনুক্ষণ।
সেই বনে এক সিংহ ছিল, দুষ্ট বুদ্ধি তা'র,
অকারণে অনেক পশু, ক'রত সে সংহার!
এক যে ছিল বুড়ো ছাগল, মস্ত দাড়ী পাকা;
শিং দু'টো তা'র বেজায় বড়, ক্রু-পাকের বাঁকা।
শান্ত, শিষ্ট, সদ্বিবেচক, বুদ্ধি চমৎকার;
লোকে কিন্তু, "বোকা-পাঁঠা", নাম দিয়েছে তা'র!
পশু-হিতের সভা যে দিন, ক'রলে পশুগণ;
বক্তারা খুব কইলে কথা,— কর্‌লে আস্ফালন!
ব'ল্‌তে যেতে চাইলে না কেউ, সিংহ রাজার কাছে;
রাজা-ম'শায়-"হালুম" ক'রে, ঘাড়টি ভাঙ্গেন পাছে!
দশের দুঃখে ছাগ বাবাজির, উঠ্‌ল কেঁদে প্রাণ;
ব'ল্‌লে, "যা'ব দশের হিতে, ক'র্‌বো জীবন দান!"
ধন্য ধন্য কর্‌লে সবাই, সাহস দেখে তা'র;
ছাগের মাথায় বুদ্ধি এলো, সিংহ তাড়াবার!

(২)

যে পথ দিয়ে সিংহ মশায়, করেন চলা ফেরা;
তা'র পাশে এক গুহা ছিল, বন বাদাড়ে ঘেরা!
সেটার মধ্যে ঢুকে ছাগল লুকায় শরীর তা'র;
গুহার মুখে মুখখানি তা'র, দেখ্‌তে চমৎকার!
বাহির হ'তে শিং দু'খানি, লম্বা দাড়ী দেখে;
অনেক পশুই ভাব্‌তে ছিল, এলেন আবার এ কে?

সেদিন পথে এলেন যখন, সিংহ মহারাজ;
ছাগল ব'ল্‌লে মাথা নেড়ে, "কি সুপ্রভাত আ'জ!



এলে যদি, ভালই হ'লো, একটু এসো কাছে;"
সিংহ বলে, "আমায় তোমার দরকার কি আছে?"
ছাগল বল্‌লে, দাড়ী নেড়ে, ফুলিয়ে বুকের ছাতি;
"এক শতটি বাঘ মেরেছি, এক শতটি হাতী।
হাজার ভালুক, সিংহ কেবল, শ'এর একটি কম;
তোমায় মেরেই শ-পোরা'ব, আমি তোমার যম!"
এই ব'লে ছাগ শিং বাঁকায়ে, দাড়ী গুলি নাড়ে;
সিংহ ভাবে, "একি আপদ, পড়্‌বে নাকি ঘাড়ে!"
সিংহ ভাবে, "দেখ্‌তে ছাগল, কথা তেমন নয়;
ভূতের রাজা মাম্‌দো এটা হ'বেই সুনিশ্চয়!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
পুস্তক সংখ্যা

(৩)

তা' নইলে কি অমন দাড়ী, যোগী ঋষির মত,
আমার সঙ্গে কইতে কথা, ছাগের সাহস হ'ত ?
যা' হ'ক্ এখন বোকার মত সাহস কিছুই নয় ;
'সাবধানের নাইকো বিনাশ, সকলেই তা' ক'য় !
এখন এ বন ছেড়ে যাওয়াই, যুক্তি আমার মতে ;"
এই ভেবে সে পিছন ফিরে, চল্‌ল সেখান হ'তে।
গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছাগল, ব'ল্‌লে দাড়ী নেড়ে ;
"কাল কি আবার আস্‌বে হেথা, আজ যদি দেই ছেড়ে ?"
বেগ বাড়া'ল সিংহ, ভাবে গতিক ভাল নয় ;
আজকে এখন ভালয় ভালয়— যেতে পার্‌লে হয় !"
ছাগ বলে, "আর একটা কথা, ভাল ক'রে ভাব ;
এ পথে না আস যদি, বনের ভিতর পা'ব ?"
সিংহ বলে, "এ দেশেতেই থাক্‌বো নাক' আর ;"
ছাগল গেল পশুর দলে, দিতে সমাচার !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) চোর ৪৮ পা এগুবার পর পুলিস ত'াকে ধ'রেছিল।

৪৮+২৭=৭৫ পা ; অর্থাৎ, পুলিসের ৩০ পা চলার সমান, কারণ, চোরের ৫ পা চলা পুলিসের ২ পা চলার সমান।

(২) গুলি ভরা কামানে ১৪ মিনিটে ১৫টা গোলা ছুঁড়্‌তে পারা উচিত। কাজেই, ঠিক হিসাব অনুসারে মিনিটে ১টা গোলা সেই কামান থেকে ছোঁড়া যায়নি।

(৩)—(১) গাইবাঁধা, (২) লোহার ডগা, (৩) দ্বারভাঙা, (৪) কাল্‌না, (৫) পুরী, (৬) খরশান, (৭) লঙ্কা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রথম পৃষ্ঠার রঙিন ছবির শিল্পী পূর্ণচন্দ্র সিংহের স্থলে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
পুস্তক সংখ্যা
শ্রেণী সংখ্যা



সাবাস হাতী!

("সুরজমল" লেখাটি দেখ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

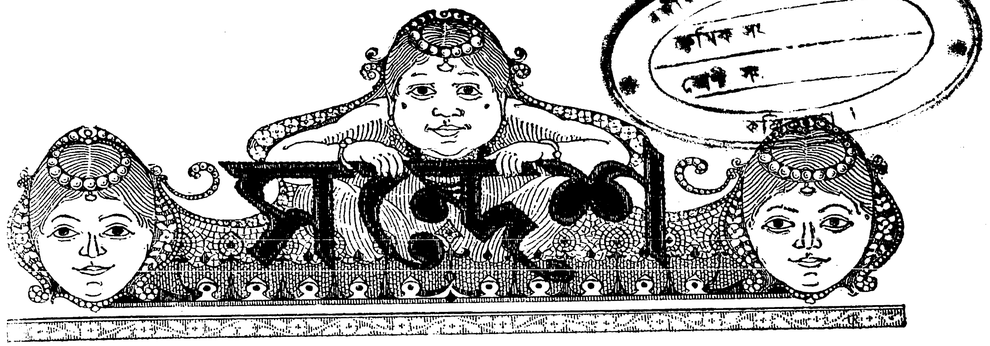

চতুর্দ্দশ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আবার আলো ঝল্‌মলালো

আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আবার ধরা আকুল-করা আলোর আমেজ মাখে মাখে।
আজ ঊষার আলো আকাশ চিরে' ঠিক্‌রে পড়ে বিশ্ব ঘিরে,—
কাঁচা রোদের ঝিলিমিলি— পাতায় পাতায় শাখে শাখে
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

রঙীন্ ফুলের ফুল্‌ঝুরি আজ গুল্-বাহারী গাছে গাছে,
ফুর্‌ফুরে বায় সুড়্‌সুড়ি দ্যায়, ফুল্-কুঁড়িরা নাচে নাচে।
ওই মৌমাছিরা হেনার-ঝাড়ে মৌ-বাটিতে চুমুক্ মারে;
ঘুম্-কুঁড়িদের ঘুম্ ভাঙ্গাতে চুম্ কুড়ি দ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে—
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

শিউলি ফুলের বোঁট্ খসেছে; পড়্‌ছে ঝরে' চুপে চুপে,
পথের-পাশে সবুজ ঘাসে ঐ জমেছে স্তূপে স্তূপে;
তোরা সাম্‌লে চলিস্, মাড়াস্ না রে— আয় চলে আয় একটি ধারে,
আল্‌গোছে আয়, কুড়াই আজি, সাজাই সাজির থাকে থাকে,—
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

COLOURED DOCUMENT.

শালুক-ফুলে ঠোকর মারে শালিখ পাখী মাঝে মাঝে,—
ঢুল্ ধরেছে তার নয়নে মৌ-মদিরার ঝাঁঝে ঝাঁঝে।
আজ প্রজাপতির অথির পাখা,— দায় হ'ল তায় সাম্‌লে রাখা ;
দোলন্ লাগে কাশের রাশে, দোলায় মাথা লাখে লাখে ;
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

পাতার পাশে পারুল হাসে ; কেয়ার কলি ফোটো ফোটো ;
ও মালতী, ভোর হ'ল ভাই, চোখ্ মেলে চাও, ওঠো ওঠো,
ওই হাওয়ায়-কাঁপা চাঁপার শাখে উদাস সুরে দোয়েল্ ডাকে,—
আবেশ লাগে কোয়েল্-বধূর ঢুলু ঢুলু আঁখে আঁখে ;
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

জান্‌লা কপাট্ দে খুলে দে,— ঢুকুক্ আলো ঘরে ঘরে ;
নাশুক আঁধার, হাসুক্ আলো ; আসুক হাওয়া থরে থরে।
ওরে টাট্‌কা-হাওয়া টাট্‌কা আলো মন্-মরাদের লাগ্‌বে ভালো ;
জড়ের মতন ঘরের ভিতর কে ঐ নয়ন ঢাকে ঢাকে !
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

পক্কা মেঘের মোহন-ভেলায় মন্ চলে যায় ভেসে ভেসে
হাল্কা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় স্বপন্-ছাওয়া-দেশে দেশে—
ওরে কেউ জানে না যার ঠিকানা ; পথের খবর নাইক জানা ;
রং তূলিতে কল্পনা মোর আল্‌পনা তার আঁকে আঁকে—
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

বাটের বাউল বাজায় বীণা ; পথের পথিক চলে চলে,
ঘর-ছাড়াদের মন্ মেতেছে, ঘর ছেড়েছে দলে দলে।
ওই দূরের সবুজ মাঠ্‌টি যুড়ি' আলোয় ছায়ায় লুকোচুরি ;—
কোন্ উদাসী বাজায় বাঁশী ভরা-নদীর বাঁকে বাঁকে !
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে—
উল্‌সে উঠে উল্লাসী মন্, আর কি ঘরে থাকে থাকে !
আজ ঝল্‌মলালো শরৎ-ভোরে প্রাণ যে আমার আকুল, ওরে,—
হাত্ ছানি দ্যায় আকাশ বাতাস আমায় যেন ডাকে ডাকে—
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

পথহারা

অনেক দিনের কথা—এদেশে তপদেব নামে এক বুড়ো বামুন থাক্‌তেন। তাঁর একমাত্র ছেলে, নাম—কৃতবোধ। বাপের যত্নে অল্প বয়সে বেদ শাস্ত্রাদি হুবহু কণ্ঠস্থ করে, কৃতবোধ দেশের দশজনের একজন হয়ে উঠ্‌ল। তার গৌরবে বুড়ো মা বাপের কত আনন্দ !

কিন্তু এ আনন্দ তাঁদের চিরদিন থাক্‌ল না। একদিন কৃতবোধ তাঁদের বল্লে, "বেদশাস্ত্রাদি ঘেঁটে দেখ্‌লুম তপস্যা ছাড়া মানুষের মুক্তির অন্য উপায় নেই, অতএব আপনারা আমায় তার অনুমতি দিন।"

তপদেব বল্লেন, "সে কি বাছা ? শাস্ত্র পড়ে শেষটা তোর এই জ্ঞান হলো ? তুই কি জানিস্ না যে মা বাপ থাক্‌তে তাঁদের সেবা ছাড়া সন্তানের অন্য কাজ নাই ?" কৃতবোধ উত্তর কর্‌লে, "তা' বটে, কিন্তু এ নিয়ে বসে থাক্‌লে জগতের কোন বড় কাজই হয় না।"

মা বাপের দুঃখের অবধি রইল না, তাঁরা কত আশা করে, কত কষ্ট সহ্য করে ছেলেকে মানুষ করেছেন, আর সে ছেলে কিনা শেষটা যাবে তাঁদের ছেড়ে—তপস্যা কর্‌তে !

তপদেব আবার বল্লেন, "দেখ বাছা, পিতা মাতার মনে কষ্ট দিয়ে তপস্যা কর্‌তে গেলে কি তোর মঙ্গল হবে, না তোর সে সাধনা সিদ্ধ হবে ?"

কৃতবোধ অচল অটল। বুড়ো মায়ের কাতর ক্রন্দন, পিতার তপ্ত অশ্রুজল, কিছুতেই তাকে তার সঙ্কল্প থেকে টলাতে পার্‌লে না। সে তপস্যা কর্‌বার জন্য বনে চলে গেল।

সন্ন্যাসীর বেশে জটাজুট ধরে নিবিড় বনে বসে কৃতবোধ তপস্যা আরম্ভ কর্‌লে। সে কি কঠোর তপস্যা! তাতে না আছে নাওয়া, না আছে খাওয়া, না আছে ঘুম। গ্রীষ্মের প্রখর তেজ, বর্ষার অশ্রান্ত বারি বর্ষণ, শীতের ভীষণ প্রকোপ সব তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, কিন্তু কিছুতেই তার তপস্যার কোন বাধা জন্মাতে পার্‌ল না।

এমনি অনেক দিন কেটে গেল—একদিন হয়েছে কি, একটা বক উড়্‌তে উড়্‌তে হঠাৎ ময়লা ফেল্‌ল আর তা' গিয়ে পড়্‌ল ঠিক কৃতবোধের গায়ে। কৃতবোধের ভারি রাগ হল। সে চোখতুলে বকের দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাইলে, আর অবাক কাণ্ড! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বকটি ভস্ম হয়ে মাটীতে পড়ে গেল।



এতে নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে, তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হয়েছে ভেবে কৃতবোধ গর্ব্বে লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হল।

যেতে যেতে এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়ে "অতিথি অতিথি" বলে হাঁক্‌তে সুরু কর্‌ল, কিন্তু কেউ সে ডাকে সাড়া দিল না। কিছু সময় পরে একটি মেয়ে তাকে সম্ভাষণ কর্‌বার জন্য বের হল। কৃতবোধ ত রেগেই

আগুন! মেয়েটি বল্লে দেখুন, আমার স্বামী বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন আমি তাঁর সেবায় ব্যস্ত ছিলাম।

কৃতবোধ বল্লে, "কি, অতিথির প্রতি অনাদর! তায় আমি আবার সন্ন্যাসী!" মেয়েটি বল্লে, "সন্ন্যাসী ত সন্ন্যাসী তা' গেরস্থের বাড়ীতে এসে এত জাঁক দেখাবার কি কথা আছে? আর আপনি ত আমার অতিথি নন; এসেছেন বসুন, আমার স্বামী ঘুম থেকে উঠে অবশ্যি আপনার সৎকার কর্‌বেন।"

কৃতবোধ গরম মেজাজে বল্লে, "জানো, আমি তোমার কি কর্‌তে পারি?" মেয়েটি ফিক্ করে হেসে জবাব দিলে, "একটি মাত্র বক ভস্ম করে আপনি মিছামিছি এত গর্ব্ব কচ্ছেন কেন? আমাকে ভস্ম করা আপনার কাজ নয়।"

কথাটা শুনে কৃতবোধের ত চক্ষু স্থির! তার বক ভস্মের সময় সেই নীরব-নিথর বনে যে কেউ ছিল না! তবে এ মেয়েটি কি করে সে সন্ধান পেলে!

তখন কৃতবোধের সুমতি হল; সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, সে নিজেকে যত শক্তিমান মনে করেছে তার এককণা শক্তিও তার নেই। সে আরও বুঝ্‌লে, এই অসামান্যা পতিভক্তিপরায়ণ মেয়েটি ইচ্ছা কর্‌লে তাকে তার মুক্তি-পথের সন্ধান বলে দিতে পারে। তখন সে মেয়েটিকে ধরে বস্‌ল যে—তাকে তার মুক্তিপথের সন্ধান দিতে হবে।

কৃতবোধের অনুনয় বিনয়ে মেয়েটি বল্লে, "আপনার মত পরম পণ্ডিত তপস্বীকে আমি কি বল্‌বো? আমার সম্বল শুধু পতিভক্তি, তবে আপনাকে আপনার ঈপ্সিতের সন্ধান বলে দিতে পারি, আপনি যদি যথার্থই মুক্তি চান তবে কাশীতে যান; সেখানে তুলাধার নামে এক মহাপুরুষ আছেন। যদি তাঁর অনুগ্রহ লাভ কর্‌তে পারেন তবে আপনার আশা পূরবে—তবেই আপনার সাধনা সিদ্ধ হবে।"

কৃতবোধের কি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য হয়! সে তক্ষুণি কাশীতে গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর মন্দিরে মন্দিরে—আশ্রমে আশ্রমে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর কূলে কূলে তুলাধারের সন্ধান করে ফির্‌তে লাগ্‌ল।

শেষটা একদিন যখন সে একটা কসাইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল—তখন জান্‌তে পেলে যে, এই কসাই-ই তার প্রার্থিত তুলাধার।

লজ্জায় ঘৃণায় কৃতবোধের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। জীবনে তার ধিক্কার হ'ল। এত শাস্ত্র ঘেঁটে—এত তপস্যার পর—সে কিনা এলো—সামান্য একটা কসাইয়ের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা কর্‌তে!



ভেবে ভেবে কৃতবোধ পাগলের মতো হ'য়ে উঠ্‌ল। শেষটা কি ভেবে মনস্থির করে সে তুলাধারের কাছে গেল—এবং তার পায়ে ধরে তার পথের সন্ধান জিজ্ঞেস কর্‌লে।

তুলাধার বল্লেন, "আমি সামান্য লোক। তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞানীকে আমি কি মুক্তির পথ বাত্‌লে দেবো? আমি জানি শুধু পিতৃভক্তি। তোমাকে শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি—জীবনে পরশমণির স্পর্শ পেয়েও তুমি তা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মিথ্যে অনির্দ্দেশের পথে ছুটে চলেছ।"

তুলাধারের কথায় কৃতবোধের চৈতন্য হ'ল। সে জটাজুট ফেলে—ছুট্‌ল তার দেশের পানে—যেখানে তার পিতামাতা তারই শোকে অঝোরে চোখের

জল ফেল্‌ছেন। গুরুকৃপায় কৃতবোধ এতদিনে আজ তার হারাপথের সন্ধান ফিরে পেল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-ভূষণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

একাদশ পরিচ্ছেদ

জুন মাসের আরম্ভ হইতে শীত পড়িল। এই সময়ে দ্বীপবাসিগণের প্রধান কাজ হইল শীতের কাপড় প্রস্তুত করা।

কোরালে যতগুলি মুস্‌মন্ ছিল, সকলগুলিরই শরীরের লোম ছাঁটিয়া ফেলা হইল—এই লোম দিয়া গরম কাপড় প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজটি বড় সহজ নয়। সুতা কাটিবার কল নাই, কাপড় বুনিবার কল নাই—সমস্ত সরঞ্জামেরই অভাব, কাপড় তৈরি করা অসম্ভব। এখন উপায়?

সাইরাস্ হার্ডিং উপায় স্থির করিলেন। লোমগুলিকে জলে ধুইয়া তাহার তেল্‌তেলে ভাব দূর হইলে পর, সোডার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া লওয়া হইল। এখন এগুলিকে চাপিয়া পাত্‌লা চাদরের মত করিয়া লইতে পারিলে, ফেলট্‌এর মত একটা জিনিষ দাঁড়াইবে। দ্বীপবাসিগণের কাপড়ের পক্ষে এই পাত্‌লা ফেল্টের চাদরই যথেষ্ট।

খুব বড় বড় কাঠের ডিস্ বানাইয়া তাহাতে সাবান-মাখান পশম রাখিয়া, কাঠের মোটা মোটা মুগুর দিয়া ক্রমাগত সজোরে চাপিতে চাপিতে—সমস্ত পশম জমাট বাঁধিয়া বেশ পাত্‌লা ফেল্টের মত হইয়া গেল। এই ফেল্টের চাদর দিয়া জামা, পেণ্টালুন, গায়ের কম্বল সমস্তই প্রস্তুত হইল। এখন আর ভাবনা কি? দ্বিপবাসিগণ শীতের জন্য বুক ফুলাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের বিশ তারিখ হইতে দারুণ শীত পড়িয়া গেল। এ সময়ে বাহিরে কাজ করা অসম্ভব; বাধ্য হইয়া, অতিশয় দুঃখের সহিত পেন্‌ক্রফ্‌টকে নৌকার কাজ বন্ধ করিতে হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌টের খুবই ইচ্ছা, নৌকা তৈরি হইলে পর ট্যাবর দ্বীপে যাইবে। লিঙ্কলন্ দ্বীপ হইতে ট্যাবর দ্বীপ একশত পঞ্চাশ মাইল। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এতদূরে, সমুদ্র-পথে সামান্য একটা নৌকায় চড়িয়া যাওয়া হার্ডিংএর কিছুতেই পছন্দ হইল না। নৌকা

যদি ট্যাবর দ্বীপে পৌছিতে না পারে এবং লিঙ্কলন্ দ্বীপে ফিরিয়া আসিতেও না পারে—তবে কি উপায় হইবে ?

পেন্‌ক্রফ্‌ট ট্যাবর দ্বীপে যাইবেই, হার্ডিং তাহাকে কত বুঝাইলেন সে কিছুতেই মানিল না। অধিকন্তু বলিল—"আমি ত আর লিঙ্কলন্ দ্বীপ ছেড়ে যেতে চাইছি না, একবার ট্যাবর দ্বীপটা দেখেই আবার ফিরে আস্‌ব।"

হার্ডিং বলিলেন—"কি আর দেখবে পেন্‌ক্রফ্‌ট ? ট্যাবর দ্বীপ লিঙ্কলন্ দ্বীপের মত ভাল কিছুতেই হতে পারে না।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"সেটা বেশ জানি, তবু একবার দেখে আস্‌ব। আপনি ভাব্‌বেন না, ভাল সময়ে রোয়ানা হলে ঝড় বৃষ্টির কোন ভয় থাক্‌বে না। আর একটা কথা—আমি সঙ্গে করে হারবার্টকে নিয়ে যাব ভেবেছি, আপনি অনুগ্রহ ক্ষরে অনুমতি দিন্। আমি খুব ভরসা করেই বল্‌ছি, ভগবানের কৃপায় আমরা কোন রকম মুস্কিলে পড়ব না। নৌকাটা শেষ হলে, এক বার যখন সেটাতে চড়ে দেখ্‌বেন, তখন আপনারও ভাবনা দূর হয়ে যাবে।"



য়্যাল্‌বেট্রস্-দূত

কোন উপায়ে কোন মহাদেশে পৌছান যায় কি-না।

জুন মাসের শেষে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। কোরালে জন্তুর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে রাখা হইয়াছিল, সুতরাং, প্রতিদিন সেখানে যাইবার আবশ্যক হইল না। তবু সকলে স্থির করিলেন, যে, সপ্তাহে একদিন কোরালে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিতে হইবে।

এই স্থলে একটি ঘটনার কথা বলা দরকার। গিডিয়ন্ স্পিলেট্ কিছুকাল যাবৎ ভাবিতেছিলেন—তাঁহাদিগের লিঙ্কলন্ দ্বীপের ব্যাপারটা তিনি দুটি উপায়ের কথা ভাবিয়াছিলেন,

প্রথম—কাগজে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া সেই কাগজটুকু বোতলে বন্ধ করিয়া, তাহাতে এমন ভাবে ছিপি আঁটিয়া দিতে হইবে, যে, বোতলের মধ্যে জল ঢুকিতে না পারে। তারপর সেই বোতল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলে, সেটা একদিন কোন দেশে গিয়া লাগিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—চিঠি লিখিয়া পায়রার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিলেও হয়।

পায়রাই হউক আর বোতলই হউক—বারশত মাইল বিস্তৃত সমুদ্র পার হইয়া যাওয়া কোনটারই পক্ষে সম্ভব নয়! এরূপ কল্পনা করাটাও বাতুলতা! কিন্তু এরূপ কল্পনা বাতুলতা হইলেও, একটি উপায়ের সুযোগ একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

জুন মাসের বিশ তারিখ হারবার্ট একটা য়্যাল্‌বেট্রস্ পাখীকে গুলি করিয়াছিল। গুলি লাগিয়াছিল পাখীটার পায়ে, সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টের পর পাখীটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। য়্যাল্‌বেট্রস্ হাঁস জাতীয় পাখী, সাদা ধপ্‌ধপে রং। পাখা মেলিলে দশফুট লম্বা হয়—ইহার মত উড়িবার শক্তি অন্য কোন পাখীর নাই।

স্পিলেট্ সমস্ত ঘটনা কাগজে লিখিলেন। এই কাগজ থলের মধ্যে ভরিয়া য়্যাল্‌বেট্রসের গলায় বাঁধা হইল। এই লেখার সঙ্গে একখানা অনুরোধ-পত্র ছিল—"এই থলেটি কাহারও হাতে পড়িলে, অনুগ্রহ করিয়া সেটি "নিউইয়র্ক হিরাল্ড" নামক খবরের কাগজের আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।" পাখীটাকে মুক্তি দিবামাত্র, গলায় থলিয়াটি লইয়া সে দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের উপর দিয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গেল।

শীতের আরম্ভ হইতেই, সকলে গ্রেনাইট্ হাউসের মধ্যে থাকিয়া গৃহস্থালির নানা কাজে ব্যস্ত হইলেন। নৌকার জন্য একটা পাল তৈরি করা চাই। বেলুনের আবরণের কল্যাণে কাপড়ের কোন অভাব নাই, পেন্‌ক্রফ্‌ট এই কাজে খুব বেশী মনোযোগ দিল।

জুলাই মাসে শীত পড়িল দারুণ। হার্ডিং খাবারের ঘরে আর একটা আগুন জ্বালাইবার (fire-place) ব্যবস্থা করিলেন। কাঠ কিংবা কয়লার অভাব নাই। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে এই আগুনের ধারে বসিয়া, কাজ করেন, পড়াশুনা করেন, গল্প গুজব করেন।

একদিন সকলে আগুনের পাশে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময় টপ্ ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। শুধু ডাকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই কুয়োটার মুখের চারিদিকে ছুটিয়াও বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে জাপ্‌ও গোঁ গোঁ করিতে আরম্ভ করিল। রাগের গর্জ্জন নয়, টপ্ জাপ্ দুইজনেই যেন কোন করণে একটু ব্যস্ত হইয়াছে।

স্পিলেট্ বলিলেন—"কুয়াটার যোগ আছে সমুদ্রের সঙ্গে। বোধকরি কোন সামুদ্রিক জন্তু কুয়ার তলায় বসে বিশ্রাম কর্‌তে আসে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট ধমক দিয়া বলিল—"টপ্! চুপ কর। জাপ্! গোলমাল করিস্ না, তোর ঘরে যা।" জাপ্ তাহার ঘরে চলিয়া গেল। টপ্ চুপ করিল বটে কিন্তু সে ঘর ছাড়িল না,

মধ্যে মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দও করিতে লাগিল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইল না, কিন্তু এই ঘটনায় সাইরাস্ হার্ডিং একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন।



সকলে আগুনের ধারে বসিয়া আছেন

জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঝড় এবং বরফ পড়া পর পর চলিল। গত বৎসরের শীতকালের মত তেমন ঠাণ্ডা না হইলেও এই, শীতে ঝড় হইল খুবই। এই ঝড়ের সময় বাহিরে যাওয়া বিপদজনক, চারিদিকেই ধুপধাপ্ করিয়া গাছ পালা ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই দুর্য্যোগের সময়ও সপ্তাহে একদিন করিয়া কোরালে খবর লওয়া বাদ পড়িত না। ফ্রাঙ্কলিন্ পাহাড়ের আড়ালে থাকার দরুণ, ঝড়ের সময় কোরালের কোন রকম ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু পাখীর বাড়ীটা প্রস্‌পেক্ট হাইটের উপরে ছিল বলিয়া, ঝড়ে সেটার খুবই ক্ষতি করিয়াছিল।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আকাশ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটা বাড়িয়া গেল খুব। এই সময়ে, ওরা আগষ্ট, স্পিলেট্, পেন্‌ক্রফ্‌ট্, হারবার্ট ও নেব্ শিকারে বাহির হইলেন। ট্যাডর্ন্ মার্স্‌এ বুনো হাঁস, স্নাইপ্ টিল্ প্রভৃতি পাখী বিস্তর চরিয়া বেড়ায়—সকলে এই ট্যাডর্ন্ মার্স্‌এ রোয়ানা হইলেন। সাইরাস্ হার্ডিং তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না, বলিলেন—"গ্রেনাইট্ হাউসে বসে আমাকে অনেক কাজ কর্‌তে হবে।"

শিকারীর দল "বেলুন বন্দরের" দিকে রোয়ানা হইলেন, সেই পথেই সেই জলাভূমিতে (Tadorn marsh) যাইতে হয়। তাঁহারা বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রেনাইট্ হাউসে ফিরিবেন। টপ্ ও জাপ্ তাঁহাদের সঙ্গে গেল। তাঁহারা মার্সি নদীর পোল পার হইয়া গেলে, হার্ডিং পোলটি তুলিয়া দিয়া ফিরিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে একটা মতলব ছিল, সেজন্যই

তিনি শিকারে যান নাই। তাঁহার মতলব ছিল—গ্রেনাইট্ হাউসের কুয়াটি খুব ভাল করিয়া দেখা।

টপ্ কেন প্রায়ই কুয়ার মুখের চারিদিকে ডাকিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া বেড়ায়? আর যখনই ছুটাছুটি করে, তাহার মুখ কেন এমন অস্থিরভাব দেখা যায়? সেদিন জাপ্‌ও কেন টপের সঙ্গে মিশিয়া এমন ব্যস্ততার ভাব দেখাইল? সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছুর সঙ্গে কি কুয়াটার যোগ আছে? দ্বীপের দিকেও কি ইহার কোন পথ গিয়াছে?—এই সকল বিষয়ের সন্ধান করিবার জন্য হার্ডিং ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে, সঙ্গীদের অনুপস্থিতিতে এই কাজটি করিবেন—সেই সুযোগটি এখন উপস্থিত হইয়াছে।



সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না

লিফট্ (Lift) প্রস্তুত হইবার পর হইতে, দড়ির সিঁড়িটা ব্যবহার করা হইত না। এই সিঁড়ির সাহায্যে কুয়ার তলায় নামা খুব সহজ। এই সিঁড়ির একটা মাথা খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, গোটা সিঁড়িটা হার্ডিং কুয়ার মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর পিস্তল ও ছুরি কোমরে বেল্টের মধ্যে গুঁজিয়া, লণ্ঠন হাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন।

কুয়ার ধার প্রায় সমান, মধ্যে মধ্যে চৌখা চৌখা পাথর যেন মাথা বাড়াইয়া আছে। এই সকল পাথরের সাহায্যে কোন চট্‌পটে জন্তুর পক্ষে কুয়ার মুখ অবধি উঠিয়া আসা বিচিত্র নয়! কিন্তু হার্ডিং এমন কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না যাহা দ্বারা মনে হইতে পারে, যে, কোন জন্তু সম্প্রতি এই পাথরের সাহায্যে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি আরও নীচে নামিলেন কিন্তু তবু সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পাইলেন না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত নামিলে পর জল দেখা গেল, সে জল স্থির। হার্ডিং ছুরির বাঁট দিয়া কুয়ার দেওয়ালে ঠুকিয়া দেখিলেন, দেওয়ালটি একেবারে নিরেট। খাঁটি গ্রেনাইট্ পাথরের দেওয়াল, ইহার মধ্য দিয়া পথ করা একেবারে অসম্ভব।

সাইরাস্ হার্ডিং সন্ধান-কার্য্য শেষ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিলে পর, সিঁড়িটা তুলিয়া লইয়া কুয়ার মুখটি বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর ডাইনিং রুমএ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কিছুইত দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহা হইলেও, কুয়ার মধ্যে কিছুনা কিছু যে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শিকারীর দল রাশি-রাশি শিকার লইয়া ফিরিলেন। প্রত্যেকের কাঁধে শিকারের বোঝা, টপের গলায় টীল্ পাখীর মালা, জাপেরও শরীর ময় স্নাইপ্ পাখী ঝুলান।

সাইরাস্ হার্ডিং কুয়ার অনুসন্ধানের বিষয় চুপি চুপি স্পিলেট্‌কে বলিলেন। সব কথা শুনিয়া স্পিলেট্‌ও বলিলেন—"খুঁজে কিছু দেখ্‌তে পেলে না বটে কিন্তু কুয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন জন্তু থাকে কিংবা মধ্যে মধ্যে আসে। দেখা যাক্, ভবিষ্যতে কোন সন্ধান হয় কি-না।"

নেব্ স্পিলেটের সাহায্যে শিকারগুলির ব্যবস্থায় মন দিল। প্রচুর পরিমাণ শিকার, এত ঠাণ্ডায় নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রতিদিন রান্না ত হইতই, আবার নুণ টুন মাখাইয়া ভবিষ্যতের জন্য রাশি রাশি পাখী ও জন্তুর মাংস রাখিয়া দেওয়া হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট হারবার্টকে লইয়া আবার নৌকার কাজে মন দিল। বেলুনের আবরণের কাপড় দিয়া নৌকার জন্য একটা পাল তৈরি হইল অতি সুন্দর। নৌকার সাজ সরঞ্জাম সমস্তই নৌকা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তৈরি হইয়া গেল। এই নৌকার মাস্তলের ডগায় বাঁধিবার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট একটা নিশানও বানাইল। বলা বাহুল্য, নিশানটি হইল "ষ্টারস্ এণ্ড ষ্ট্রাইপ্‌স্"—আমেরিকার জাতীয় নিশান। আমেরিকার জাতীয় নিশানে ৩৭টি তারার ছবি থাকে কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার নিশানে ৩৮টি তারার ছবি দিল—অতিরিক্তি তারাটি জুড়িয়া দিল লিঙ্কলন্ দ্বীপের নামে।

নৌকা তখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং নিশানটিকে গ্রেনাইট হাউসের জানালায় টাঙ্গান হইল। দ্বীপবাসিগণ তিনবার আনন্দধ্বনি করিয়া নিশানকে নমস্কার করিলেন।

শীতঋতু প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মনে হইল, দ্বীপের দ্বিতীয় শীতকালটায় কোন আশ্চর্য্য ঘটনা বুঝি আর হইল না। কিন্তু ১১ই আগষ্ট হঠাৎ এক দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত!

সারাদিন পরিশ্রমের পর সকলে আরামে ঘুমাইয়াছেন। শেষ রাত্রে চারটার সময় সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—টপের চীৎকার চেঁচামেচিতে! এবারে টপ্ কুয়ার কাছে চীৎকার করে নাই, গ্রেনাইট্ হাউসের দরজার কাছে। দরজায় ক্রমাগত আঁচড়াইতেছে, যেন, সেটাকে খুলিবার চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে জাপ্‌ও ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল!

সাইরাস্ হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?" তখনই সকলে কাপড় চোপড় পরিয়া জানালার ধারে গেলেন। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, নীচে যেন বরফের চাদর বিছান রহিয়াছে। আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু দূরে অন্ধকারে শিয়ালের ডাকের মত ডাক শুনা গেল। সকলে বুঝিতে পারিলেন, একদল জানোয়ার প্লেটোতে ঢুকিয়াছে! কি জন্তু? নেব্ বলিল—"বোধ হয় নেকড়ে বাঘ কিংবা জাগুয়ার।"

"কি সর্ব্বনাশ! পাখীগুলির দফা ত রফা হবে!! জন্তুগুলি মাসি নদী পার হলো কি করে?" পেন্‌ক্রফ্‌টের এই কথার উত্তরে হার্ডিং বলিলেন—"নিশ্চয় পোল পার হয়ে এসেছে—আমাদের কেউ হয়ত ভুলে পোল বন্ধ করে নাই।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"এই যা, এ-ত আমারই কাজ! আমিই পোল তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"খাসা কাজটি করেছেন মিষ্টার স্পিলেট্!"

হার্ডিং বলিলেন—"সে কথা এখন বলে আর লাভ কি? এখন ভাবা যাক্ কি কর্ত্তব্য।"

এই সময়ে জানোয়ার গুলি আবার ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়াই হারবার্ট চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, রেড্‌ক্রীকের উৎপত্তিস্থানের কাছে, প্রথম বারে সে এই ডাক শুনিয়াছিল। এ জন্তু শিয়াল জাতীয়—নেকড়ে বাঘের মত ভীষণ!

মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে বন্দুক, পিস্তল, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইলেন। প্লেটোতে পৌঁছিতে পারিলে জন্তুগুলি পাখীর সর্ব্বনাশ করিবে, সুতরাং, তাহার আগেই সেগুলিকে বাধা দেওয়া দরকার। মাসিনদীর বাঁ পার দিয়া আসিলেই প্লেটো আক্রমণ করিবার সুবিধা, সেই পথে গেলেই জন্তুগুলিকে আট্‌কান যাইবে।

হার্ডিংএর উপদেশমত সকলে সেই পথে অগ্রসর হইলে, জন্তুর দল ভীষণ রাগিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া আসিতে লাগিল। হার্ডিং, স্পিলেট্, পেন্‌ক্রফট, হারবার্ট ও নেব্ সকলে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। টপ্ সকলের আগে, তাহার পিছনেই জাপ্—জাপের হাতে মোটা কাঠের ডাণ্ডা।

অন্ধকার রাত্রি, পিস্তল ছুড়িবার সময় চক্‌মকিতে দেখা গেল, প্রায় একশত জন্তু, তাহাদিগের চক্ষুগুলি আগুনের গোলার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"জন্তুগুলিকে কিছুতেই প্লেটোতে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না।" পিস্তল, কুড়াল ক্রমাগত চলিতে লাগিল, অনেক শিয়াল মারাও গেল। দ্বীপবাসিগণও আঁচড় কামড় খাইলেন বটে কিন্তু তেমন গুরুতর নয়। একটা শিয়াল নেবের পিঠে লাফাইয়া

পড়িয়াছিল, কিন্তু হারবার্টের গুলি খাইয়া বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিল না। টপের দারুণ কামড়ে কত শিয়ালের টুঁটি ছিঁড়িয়া গেল, জাপ্ তাহার ডাঙ্গা ঘুরাইয়া দানবের মত শিয়ালগুলিকে বধ করিতে লাগিল। তাহার তেজ দেখে কে! যুদ্ধের মধ্যে সে সকলের আগে। একবার পিস্তলের চক্‌মকিতে দেখা গেল, জাপ্‌কে ৪,৫টা শিয়ালে ঘিরিয়াছে কিন্তু তবু তাহার গ্রাহ্য নাই, বন্ বন্ শব্দে তাহার ডাণ্ডা ঘুরিতেছে।

যাহা হউক, প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া অবশেষে দ্বীপবাসিগণ জয়লাভ করিলেন। পূর্ব্বদিকে আলোক দেখা দিবামাত্র, বাকি শিয়ালগুলি উত্তরে বনের দিকে পলায়ন করিল। অবশ্য পোল পার হইয়া গেল, আর নেব্ ও তখনই গিয়া পোলটা তুলিয়া দিল। বেশী আলো হইলে দেখা গেল, পঞ্চাশটা শিয়াল মরিয়াছে!

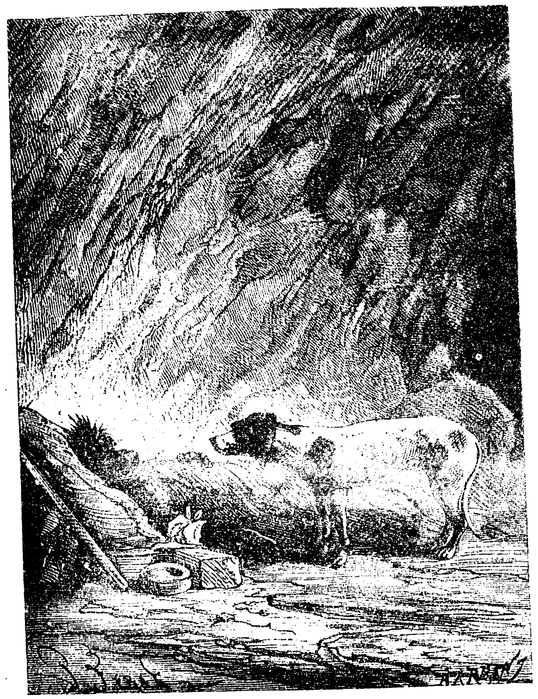

টপ্ বন্ধুকে দেখিতে আসিয়াছে

এই সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—"জাপ! জাপ্ কোথায়?" বাস্তবিক জাপ্ কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে! নেব্ কত ডাকিল, কোন উত্তর নাই। সকলেরই ভয় হইল, মহা ব্যস্ত হইয়া জাপ্‌কে খুঁজিতে লাগিলেন। শিয়ালের মৃতদেহগুলি উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে এক জায়গায় দেখা গেল, এক স্তূপ শিয়ালের নীচে বেচারি জাপ্ মরার মত পড়িয়া আছে। মৃত শিয়ালগুলির কোনটার চোয়াল ভাঙ্গা, কোনটার শরীর একেবারে চুরমার! বুঝিতে পারা গেল, বীর জাপের ডাণ্ডার আঘাতগুলি বিফল হয় নাই। জাপের হাতের মুঠার মধ্যে তখনও সেই ডাণ্ডার বাঁটটি রহিয়াছে, কিন্তু ডাণ্ডাটা আঘাতের চোটে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, শিয়ালের দল তাহাকে কাবু করিতে পারিয়াছিল—জাপের বুকে দারুণ কামড়ের দাগ!

নেব্ উপুড় হইয়া পরীক্ষা করিল—এখনও জাপ্ জীবিত।

নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপ্‌কে কাঁধে করিয়া গ্রেনাইট্ হাউসের নীচে আনিয়া, লিফ্‌টের মধ্যে শোয়াইয়া দিল। লিফ্‌ট উঠিবার সময় জাপ্ সামান্য একটু গোঁ গোঁ করিয়াছিল। ঠিক মানুষের মত যত্নে জাপের শুশ্রূষা চলিল। ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আঘাত গুরুতর নয়, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতে জাপ্ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে অনেক গ্লানি দূর হওয়ায় জাপ্ বেশ ঘুমাইতে লাগিল। সেই সময়ে টপ্, চোরের মত পা টিপিয়া আসিয়া বন্ধুকে দেখিত। একদিন জাপের একটা হাত পাশে ঝুলিয়াছিল, টপ্ সেই হাতখানা চাটিয়া তাহার শুভ ইচ্ছা জানাইল।

এই ঘটনাটি দ্বীপবাসিগণকে বেশ শিক্ষা দিল। সেই দিন হইতে, তাঁহারা রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে একজন গিয়া দেখিয়া আসিতেন, সবগুলি পোল বন্ধ করা হইয়াছে কি-না।

দশ দিন বিছানায় পড়িয়া থাকার পর, জাপ্ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিল, বুকের ঘাগুলি শুকাইয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল, স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিবে। নেব্ বলকারক খাদ্য যত রকমের প্রস্তুত করিতে জানিত, তাহার কোনটাই বাদ পড়িল না—দেখিতে দেখিতে জাপের শরীর বেশ সবল হইয়া উঠিল!

আগষ্ট মাসের ২৫এ তারিখ সকলে শুনিলেন, নেব্ চেঁচাইয়া ডাকিতেছে—"ক্যাপ্‌টেইন্, মিষ্টার স্পিলেট্, হারবার্ট, পেন্‌ক্রফ্‌ট! আপনারা শীগ্‌গীর আসুন, দেখুন এসে তামাসা!"

নেব্ জাপের ঘরে থাকিয়া ডাকিতেছিল, সকলে সেখানে ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?" নেব্ হাসিতে হাসিতে বলিল—"চেয়ে দেখুন।" সকলে চাহিয়া কি দেখিলেন? মাষ্টার জাপ আসন করিয়া বসিয়া গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতেছে!!

দেখিয়াই পেন্‌ক্রফট চেঁচাইয়া উঠিল—"আরে, এটা যে আমার পাইপটা! জাপ আমার পাইপ নিয়েছে। আচ্ছা জাপ! তুমিই এটা নাও, আমি আর একটা তৈরি করে নিব।" জাপের পাইপটানা দেখিয়া হাডিং তেমন কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না—বানরে তামাক খায়, এরূপ ঘটনা তাঁহার নিকট নূতন নয়।

সেপ্টেম্বরের শেষে শীত একেবারে চলিয়া গেল, পেন্‌ক্রফটও দ্বিগুণ উৎসাহে নৌকার কাজে মন দিল। পেন্‌ক্রফটের উপরেই সমস্ত কাজের ভার। শুধু নৌকা নয় নৌকার সাজ সরঞ্জাম, মাস্তুল, হাল, ডেক্, ক্যাবিন সবই পেন্‌ক্রফটের পছন্দ মত হইল। নৌকার কাজে লোহার জিনিষপত্র যাহা কিছু লাগিল, সমস্তই চিম্‌নীর কারখানায় প্রস্তুত হইল। এই রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার পর, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নৌকাটি একেবারে প্রস্তুত, এখন চড়িয়া চালাইয়া দেখিলেই হয়।

১০ই অক্টোবর নৌকাটিকে জলে ভাসান হইল। পেন্‌ক্রফটের আনন্দ দেখে কে! এমন সুন্দর নৌকাটি হইয়াছে, সকলেই মহা খুসী হইয়াছেন—এখন নৌকার একটা নাম দেওয়া

চাই! স্থির হইল নৌকার নাম হইবে "বোনাভেঞ্চার।" সকালবেলা কিছু জলযোগ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, চালাইয়া দেখিবার জন্য। সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য সামগ্রীও লওয়া চাই, যদি ফিরিতে দেরি হইয়া যায়।

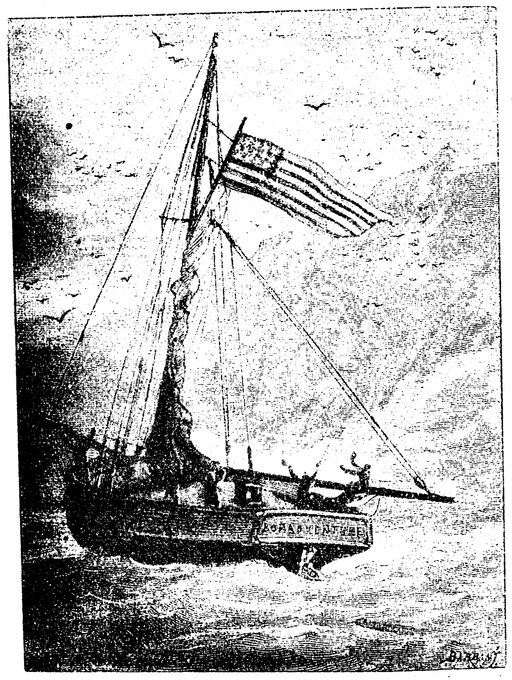

বোনাভেঞ্চারের পরীক্ষা

বেলা ১০॥ টায় সকলে নৌকায় চড়িলেন। টপ এবং জাপও বাদ পড়িল না। পাল তুলিয়া দেওয়া হইল, মাস্তলের ডগায় লিঙ্কলন-পতাকা উড়িতে লাগিল—পেন্‌ক্রফটকে কাপ্তান করিয়া বোনাভেঞ্চার সমুদ্রে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে পোর্ট বেলুন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে বোনাভেঞ্চার চলিয়া গেল। এখান হইতে লিঙ্কলন দ্বীপের দৃশ্যটি কি চমৎকার দেখায়! চারিদিগের দৃশ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

পেন্‌ক্রফট বলিল—"ক্যাপটেইন! নৌকা আপনার কাছে কেমন লাগ্‌ছে? খুসী হয়েছেন ত?"

হার্ডিং বলিলেন—"বেশ সুন্দর চল্‌ছে বলেই ত মনে হচ্ছে।"

"এখন কি আপনার মনে হয়, যে, এ-তে চড়ে নির্ভয়ে দূরে যাওয়া যায়?"

"দূরে কোথা যাবে পেন্‌ক্রফট?"

"এই মনে করুন না যে ট্যাবর-দ্বীপে।"

"পেন্‌ক্রফট! বিশেষ প্রয়োজন হলে বোনাভেঞ্চারে চড়ে ট্যাবর দ্বীপের চেয়েও দূরে যেতে আমার আপত্তি হবে না। কিন্তু, বিনা প্রয়োজনে মিছামিছি ট্যাবর-দ্বীপে যাওয়াটা আমার কাছে পছন্দ হয় না। ভেবে দেখ, তুমি ত আর একা ট্যাবর-দ্বীপে যেতে পার না?"

"একজনমাত্র সঙ্গী পেলেই হবে!"

"তবেই দেখ, লিঙ্কলন্ দ্বীপের পাঁচজন লোকের মধ্যে দুজনের জীবন অযথা বিপদাপন্ন হবে।"

"এতে বিপদের কোনই সম্ভাবনা নাই ক্যাপ্‌টেইন্!"

ট্যাবর-দ্বীপে যাওয়া সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলেই চুপ করিলেন। পেন্‌ক্রফট্ মনে মনে একটু বিরক্ত হইল বটে কিন্তু তবু ট্যাবর-দ্বীপে যাইবার ইচ্ছাটা ছাড়িল না। ভাবিল—"এখন আর ঘাঁটা ঘাঁটি না করে, পরে এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা হবে।"



বোতল ভাসিয়া আসিতেছে।

পেন্‌ক্রফট্ বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ট্যাবর দ্বীপে যাইবার আবশ্যকতা যে ভগবানের ইচ্ছায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, একথা তখন সে ভাবিতেও পারে নাই।

বোনাভেঞ্চার কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আবার তীরের দিকে চলিল—পোর্ট বেলুন লক্ষ্য করিয়া। পোর্ট বেলুনের নিকটেই চ্যানেলের মধ্যে নৌকাটাকে রাখিতে হইবে, সুতরাং এই চ্যানেলগুলি একটু ভাল করিয়া দেখা দরকার। নৌকা তখন তীর হইতে আধ মাইল দূরে, হারবার্ট দাঁড়াইয়া পথ বলিয়া দিতেছে। এমন সময় সে চেঁচাইয়া উঠিল—"পেন্‌ক্রফট্! বোতল। ঐ দেখ একটা বোতল ভেসে আস্‌ছে।" এই বলিয়াই উপুড় হইয়া জলে হাত ডুবাইয়া দিয়াছে এবং একটু পরেই দেখা গেল, তাহার হাতে ছিপি আঁটা একটা বোতল!

সাইরাস্ হার্ডিং তাহার হাত হইতে বোতলটা লইয়া ছিপিটা খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর বোতলের ভিতর হইতে বাহির করিলেন, এক খণ্ড স্যাঁৎসেতে কাগজ, তাহাতে লেখা:——

"জনৈক পরিত্যক্ত হতভাগ্য ব্যক্তি—ট্যাবর-দ্বীপ।"

(153° W. long., 37°॥′ S. lat.)

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

খ্যাক্‌শিয়ালী

খ্যাক্‌শিয়ালী, ল্যাজ ফুলা'লি ভাব্‌লি বুঝি ভয় পেলাম,—
একটুখানি, কি সর দেখে, ভয়ে কি আর চুপ খেলাম!
আমি কি আর ছোট্ট ছেলে, অম্নি আমার হ'বে ভয়—
কাম্‌ড়ে যদি না দিস্ তবে ধর্‌ব তোরে—মিথ্যে নয়!
সাঁঝ, বিহানে দেখি তোদের দৌড়ে চলিস্ মাঠের মাঝ—
হয় মনে যে, তোদের পিছে এক্কেবারে ছুট্‌ব আজ।
কোলে নিতে ইচ্ছে মনে, হাত বুলা'তে গায়ের 'পর—
কাম্‌ড়াবি কি?—ভয় করে ভাই! কেন করিস্ অমনতর!
চ্যাঁচাস্ যখন কেমন লাগে, বিশ্রী বড় আওয়াজ ভাই—
বুঝ্‌লি, তোদের ল্যাজের সাথে, তুলনা আর কারো নাই!
ছানাগুলি তোদের বুঝি, দেখ্‌তে আরো রং বেরং—
হয় মনে যে বসে' বসে', দেখি আমি তাদের ঢং!
বল্‌নারে তোর ক'টা ছানা, কোথায় বা তুই করিস্ বাস?—
পাই না হদিস্ তোদের কোনো, মিটে না যে আমার আশ।
একটুখানি ছোট্ট পায়ে কেম্‌নে পেলি এতই বল?
লাফাস্ এত, ঝাঁপাস্ এত, ছুটিস্ জোরে কি চঞ্চল।
বাঁশের ঝারে, খুঁজিস্ কিরে, ছানা কি তোর হারায় ভাই?—
ঠিক্ লাফিয়ে তোর পিছনে, যাবে যে তায় সন্দ নাই!
খ্যাক্‌শিয়ালী ল্যাজ ফুলা'লি ভাব্‌লি বুঝি পেলাম ভয়!
কাম্‌ড়ে যদি না দিস্ তবে, ধর্‌ব তোরে—মিথ্যে নয়।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অতিকায় গির্‌গিটি

বা

ডাঙ্গার কুমীর

বোর্ণিও থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কোমোডো-দ্বীপ। এই দ্বীপে অনেক পাহাড় আর ঘন বাঁশবন আছে। বনে নানারকম জন্তু থাকে। সম্প্রতি এই দ্বীপে অতি প্রকাণ্ড আর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর টিক্‌টিকি-জাতীয় জন্তু পাওয়া গিয়াছে।

টিক্‌টিকি যদি কুমীরের দ্বিগুণ বড় হয় তবে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়! আবার সেই টিক্‌টিকি যদি ভীষণ বেগে ছুটিতে পারে, তবে প্রায় সকল প্রাণীই তাহার কাছে হার মানিবে। কোমোডো-দ্বীপে যে সকল প্রকাণ্ড গির্‌গিটি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি কুমীরের প্রায় ডবল বড়। কোমোডো-দ্বীপের চারি পাশের অন্য অন্য দ্বীপের লোকেরা এই জন্তুকে "বোজোডাসাট্" অর্থাৎ "ডাঙ্গার কুমীর" বলে। কুমীর ডাঙ্গায় ছুটিতে পারে না, কিন্তু "বোজোডাসাট্" ভয়ঙ্কর তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারে। ইহারা কাহাকেও ভয় করে না। গির্‌গিটি যেমন দেওয়ালের ফাটলে থাকে, বোজোডাসাট্ তেমনি পাহাড়ের ফাটলে আর বাঁশবনে লুকাইয়া থাকে, আর উপর হইতে মাটির সমস্ত প্রাণীর উপর লক্ষ্য রাখে। ইহারা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা হয়। ক্ষুধা পাইলে ইহারা ছাগল, ভেড়া, মানুষ, শূয়র, কাহাকেও ছাড়ে না।

কিছুদিন আগে কয়েকজন ওলন্দাজ রাজকর্ম্মচারী কোমোডো-দ্বীপে গিয়া এই প্রকাণ্ড গির্‌গিটি দেখিয়া আসিয়াছেন। যবদ্বীপে একটি যাদুঘর (Museum) আছে। এই যাদুঘরের পরিচালকগণ এই গির্‌গিটি ধরিবার জন্য একদল লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কোমোডো-দ্বীপে গিয়া কয়েকটি বাচ্চা বোজোডাসাট্ ধরিয়াছিল। আবার একজন ওলন্দাজ রাজকর্ম্মচারীও ঐ জানোয়ার ধরিয়াছিলেন। ছোট বাচ্চাটি ৩ ফুট লম্বা আর বড়টি ১৩ ফুট লম্বা।

বড় বোজোডাসাট্ জীবন্ত অবস্থায় ধরিবার জন্য আমেরিকা হইতে একদল লোক গিয়াছে। ইহাদের সহিত ওলন্দাজ এবং চীনদেশীয় লোকেরাও যোগ দিয়াছিল। সম্প্রতি ইহারা অনেকগুলি জীবন্ত বোজোডাসাট্ ধরিয়াছে।

বোজোডাসাটের শরীর শক্ত আঁইশে ঢাকা। ইহাদের জিহ্বা প্রায় ২ হাত লম্বা এবং সাপের জিহ্বার মত ডগাটা চিরা, ইহারা রাগিলে মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়।

একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, "ইহারা যখন দুই হাত লম্বা হরিদ্রাবর্ণের জিহ্বা বাহির করিতে থাকে, তখন ইহাদিগকে 'ড্র্যাগন' নামক কল্পিত জানোয়ারের ন্যায় দেখায়।"

কোন কোন বোজোডাসাটের মেরুদণ্ডের উপর বড় বড় চূড়া থাকে। তাহাতে ইহাদের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর দেখায়। কোমোডো-দ্বীপের চারি পাশের লোকেরা ইহাদের বিশেষ ভয় করে। এই ভয়ঙ্কর গির্‌গিটি সুবিধা পাইলে মানুষকে ধরিয়া খাইতেও ত্রুটি করে না। চীনদেশে যে সকল ড্র্যাগনের মূর্ত্তি অথবা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি অনেকটা বোজোডাসাটের ন্যায়। অনেকে মনে করেন, যে, এই গির্‌গিটি দেখিয়াই মানুষের মনে ড্র্যাগনের কল্পনা স্থান পাইয়াছিল।

কব্‌হ্যাম্ সাহেব (Allan Cobham) একজন প্রসিদ্ধ লোক। তিনি এরোপ্লেনে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথে কোমোডো-দ্বীপে গিয়াছিলেন আর সেই ভয়ঙ্কর গির্‌গিটি দেখিয়াছিলেন। গত কল্য (১৯এ সেপ্টেম্বর) তিনি কলিকাতায় আসিয়া অল্প কথায় বোজোডাসাটের অতি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি কোমোডো-দ্বীপে দেখিয়াছি, যে, প্রায় ৩০টি অতি বৃহৎ আর অতি ভীষণ গির্‌গিটি ধরা পড়িয়াছে। সবগুলিই অন্ততঃ ১২ ফুট লম্বা। ইহাদের চেহারা এতই বিকট, যে, ইহাদের দেখিলে মনে হয় যেন কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। ইহাদের নখ এবং দাঁত অতি ভয়ঙ্কর। ইহারা সাধারণতঃ ঘোড়া ধরিয়া খায়, তবে ক্ষুধা পাইলে ইহারা আমিষ বা নিরামিষ যাহা পায় তাহাই খাইয়া থাকে। ইহারা শীকার ধরিয়া পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন ইহাদের চেহারা অত্যন্ত ভীষণ হয়। অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে গির্‌গিটিজাতীয় যে সকল বৃহৎ প্রাণী ছিল, ইহারাও সেই জাতীয়। আমি এই জানোয়ার আরও দেখিতে পাইব মনে করিয়া, কোমোডো-দ্বীপের নির্জ্জন জঙ্গলের উপর দিয়া এরোপ্লেনে চড়িয়া আসিলাম, কিন্তু এই জানোয়ারের আর দেখা পাইলাম না।"

এই জানোয়ার ধরিয়া পৃথিবীর নানা দেশের চিড়িয়াখানায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। যদি কলিকাতার চিড়িয়াখানায় এই জানোয়ার আনা হয়, তবে আমরাও দেখিতে পাইব।

শ্রীসুবিমল রায়।

সংবাদ

(১) বড়ি খাবেন না।

ইংলণ্ডে, বার্মিংহাম সহরে কিছুদিন আগে এক মজার ঘটনা হয়ে গেছে। সেখানে রোজ একটা জায়গা থেকে চারিদিকে বেতারের গান, খবর, বাজনা, ইত্যাদি পাঠান হয়; আর যাদের বাড়ীতে বেতারযন্ত্র আছে তারা সেই সব শোনে। একদিন হঠাৎ সকলে শুন্‌ল, বেতারে কে যেন বল্‌ছে, "মিষ্টার পেন্, সেই বড়িগুলো খাবেন না।" সকলে ত শুনে কিছুই বুঝ্‌ল না।

ব্যাপারখানা হয়েছে কি, এক ডাক্তারখানায় মিষ্টার পেন্ নামে এক সাহেব ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন দিয়ে কয়েকটি বড়ি তৈরী করিয়ে নিয়ে যান্। তিনি চ'লে যাবার পর হঠাৎ দেখা গেল যে, ভুলে সেই বড়িতে একটি বিষাক্ত ওষুধ (Strychnine) খুব বেশী পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। খেলেই সর্ব্বনাশ। মিষ্টার পেনের নাম-ধাম কিছুই জানা ছিল না, তাই সেই সহরের যত 'পেন্' উপাধিধারী ভদ্রলোক ছিলেন সকলের কাছে খবর দেওয়া হ'লো, "মিষ্টার পেন্, বড়িগুলো খাবেন না।" তারপর, বিকালে বেতারে চারিদিকে খবর পাঠান হ'লো, "মিষ্টার পেন্, বড়িগুলো খাবেন না"। মিষ্টার পেন্ কিন্তু কিছু খবরই জানেন না; বড়িও তিনি খান্‌নি। পরের দিন লণ্ডনে ব'সে খবরের কাগজে তিনি পড়্‌লেন যে, বার্মিংহামের ওমুক ডাক্তারখানা থেকে বেতারে সকলকে খবর দিয়েছে, "মিষ্টার পেন্ বড়িগুলো খাবেন না।" মিষ্টার পেন্ তখনই টেলিগ্রাম ক'রে জানালেন যে, বড়ি তিনি খান্‌নি। ডাক্তারখানাওয়ালারাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

(২) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা।

এতদিন জ্যাক্ ডেম্প্‌সিকে সকলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ব'লে জান্‌ত। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সহরে জিনি টানী সাহেব ডেম্প্‌সিকে মুষ্টিযুদ্ধে (Boxing) হারিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ব'লে গণ্য হয়েছেন। এই যুদ্ধ দেখ্‌বার জন্য ১,৩০০,০০০ লোক জড় হয়েছিল। ডেম্প্‌সি হেরে গিয়েও ৮,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২৫,০০,০০০ টাকা পেয়েছেন। টানী সাহেব জিতে পেয়েছেন প্রায়

৬,৫০,০০০ টাকা। এঁরা দুজনে আবার নাকি লড়বেন শোনা যাচ্ছে। লড়াইটি হয়েছিল ভীষণ রকমের। দু'জনেই যথেষ্ট জখম হয়েছিল আর দুজনেরই শরীর রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছিল।

(৩) সহরের রাস্তায় বুনো জানোয়ার।

কিছুদিন আগে ফরাসী দেশের এক সহরে একটা সার্কাসের দল খেলা দেখাচ্ছিল। তাদের ১টা বাঘ আর ৮টা সিংহ ছিল। একদিন কি রকম ক'রে বাঘ আর সিংহগুলি হটাৎ ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যায়। সহরের লোকেরা তার কিছুই জান্‌ত না, তারা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল। এদিকে রাস্তা দিয়ে একজন ভদ্রলোক খুব নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনি হটাৎ দেখেন, যে, তাঁর পাশেই এক প্রকাণ্ড সিংহ হেঁটে চলেছে। ভদ্রলোক তো সেই মুহূর্ত্তেই ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু সুখের বিষয় সিংহটা খালি তাঁর হাত শুঁকে আর গা চেটে চলে' গেল। তারপর এক হোটেলে লোকেরা চিশ্চিন্ত মনে খাওয়া দাওয়া কর্‌ছে এমন সময় হটাৎ কয়েকটা সিংহ সেখানে উপস্থিত হয়ে হোটেলের খাবার খেতে লাগ্‌ল। লোকদের মনের অবস্থা বুঝ্‌তেই পার। কিন্তু সেখানেও সিংহেরা মানুষের কোন অনিষ্ট করেনি। সার্কাসের বাঘটা হোটেলের পাশের এক কসাই-খানায় গিয়ে বেছে বেছে তাজা মাংস খেয়ে শেষ করে' দিল। তারপর বাঘটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে উপরের ঘরে গেল। সেখানে একজন লোক ছিল। সে বাঘটাকে দেখেই জানালায় একটা দড়ি বেঁধে সেই দড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে পড়্‌ল। পরদিন বাঘ আর সিংহ কয়টা ধরা পড়্‌ল; তারা কোন মানুষকে আক্রমণ করেনি।

হাতী খেদা

এই প্রবন্ধের লেখক, তোমাদের "সেজ্‌দা", ত্রিপুরার গভীর জঙ্গলে গিয়া হাতী-ধরার ছবি তুলে এনেছেন। এই কাজ নানা রকমে বিপজ্জনক। জায়গা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; সেখানে গেলেই জ্বরে ধর্‌বে। ভীষণ জঙ্গলে নানা রকম বন্য জন্তু; তা'দের ভয়েও সাবধান থাক্‌তে হয়। তা' ছাড়া, খেদার ভিতরে ঢুকে ছবি তোলা যে কতটা বিপজ্জনক তা' তো সহজেই বুঝ্‌তে পার। খেদার মধ্যে যে খাল আছে,

তার অপর পারে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ছবি তুল্‌তে হয়েছে;—দু' পাশে বল্লম আর বন্দুকধারী সিপাই। তারা বারবার বন্দুক ছুঁড়েছে আর বল্লম চালিয়েছে—তবে ছবি তোলা গেছে।

তোমরা সকলেই হাতী দেখেছ। কেউ হয়ত আবার হাতীর উপর চড়েছও। এত বড় জানোয়ার কিন্তু কেমন পোষা—যা বলে তাই করে; আর শুঁড় দিয়ে কত মজাই করে! কখন কি দেখেছ তারা তাদের শুঁড় দিয়ে কত ছোট জিনিষও মাটি থেকে তোলে? যেমন সিকি, দুয়ানি আর আংটি। দেখ্‌লে অবাক্ হয়ে যেতে হয় না? কিন্তু এ সবই তাকে শিখিয়ে দিতে হয়—জঙ্গলি অবস্থায় অবিশ্যি তারা এসব কাজ কর্‌বে না।

হাতী জঙ্গলে থাকে—ভীষণ গভীর জঙ্গলে। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ, খুব বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ, গণ্ডার ও বন মহিষের দল ছাড়া অন্য কোনও জানোয়ার থাক্‌তে পারে না। আর সেখানে যেতে হ'লে বিশেষ সাহস ও কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য থাকা দরকার। খুব ভাল স্বাস্থ্য যাদের নাই, তাদের যথেষ্ট সাহস থাক্‌লেও তারা সেই রকম জায়গায় থাক্‌তে পার্‌বে না—হয় ত পৌঁছাতেই পার্‌বে না। এই রকম ভয়ানক জায়গা থেকে, বিশেষ চেষ্টা করে, বুদ্ধির জোরে মানুষ জঙ্গলি হাতী ধরে আনে, আর তাদের পোষ মানিয়ে, কাজ কর্‌তে শিখিয়ে, লোকের কত দরকারে, উপকারে লাগিয়ে দেয়। বুদ্ধির জোরে কত শক্ত কাজও সহজ হয়ে যায়—তা নয় কি?

ছবিগুলি যদি দেখ তবে বুঝ্‌বে, জঙ্গলি হাতীকে কেমন ক'রে বেড়ার মধ্যে আট্‌কিয়ে রাখা হয়েছে। এদের কৌশল ক'রে তাড়িয়ে এনে বন্ধ করা হয়েছে।

ছবিতে দেখ একটা নক্সা করা হয়েছে, ঠিক কি প্রণালীতে এই বেড়ার ঘর ও দেওয়াল প্রভৃতি করা হয়।

হাতীর দল যখন প্রথম দেখা যায়, তখন ট্রাকার বা পাঙ্গালিরা চারিদিক্ দেখে ঠিক করে এই দল—সপ্তাহ খানেক বা দুই সপ্তাহ সেখানে বা তার আশে পাশে থাক্‌বে কি না। কেমন করে ঠিক করে জান? তারা দেখে হাতীর খাবার জিনিষ, জল, নোনা মাটি ইত্যাদি সাত দিন বা তার বেশীর মধ্যে ফুরিয়ে যাবে কিনা। যদি ফুরিয়ে যায়, তবে হাতীর দল অবশ্য অন্য কোথাও খাবারের খোঁজে চলে যাবে। যদি খাবার মজুত থাকে, তবে পাঙ্গালিরা ক্যাম্পে খবর পাঠাবে এবং খবর পেলেই

খেদার জমাদার 'ষ্টকেড্' তৈয়ারী আরম্ভ করে দেবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ষ্টকেডের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর প্রায় ৬০।৭০ জন খুব সাহসী ও চালাক লোক বোমা ফুটিয়ে, বন্দুকের আওয়াজ করে, আগুন লাগিয়ে হাতীর দলের মধ্যে এমন একটা ভয় লাগিয়ে দেয় যে, তারা বুদ্ধি সুদ্ধি হারিয়ে পেছন থেকে তাড়া খেয়ে

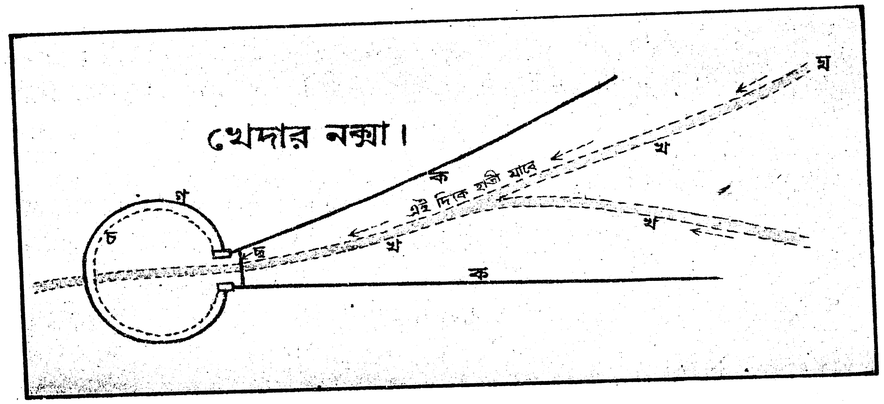

ক—বেড়া। খ—হাতীর রাস্তা। গ—খেদার বেড়া।
চ—খাল। ছ—Trap-door বা দরজা।

সাম্‌নে যে পথ পায় সেই পথেই ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। এমনি ক'রে তাড়া খেয়ে একেবারে ষ্টকেডের ভেতর এসে পড়্‌লে, ট্রাপ ডোর (বা ঝাঁপ) এবং দড়ি কেটে দেওয়া হয়। এমনি করে তারা ষ্টকেডের ভেতর ধরা পড়্‌ল। এবার ষ্টকেডের ভেতর থেকে ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের বার কর্‌তে হবে।

খুব ভাল ভাল পোষা শেখানো হাতী ও খুব ওস্তাদ হাতীধরার মাঝি (বা দাইদার) তখন বিশেষ করে প্রস্তুত করা শক্ত ভারি পাটের দড়ি (এক একটার এমন ওজন হয় যে, লেখক অনেক চেষ্টা করেও তা মাটি থেকে তুল্‌তে পারেননি) সঙ্গে নিয়ে তারা হাতীর উপর চড়ে, আস্তে আস্তে অতি সাবধানে বুনো হাতীর কাছে গিয়ে, তাকে ক্রমে ক্রমে হটিয়ে, ষ্টকেডের ভেতর যে কাটা খাল আছে তার পারেতে আন্‌তে চেষ্টা করে। একবার আনা হলে পর, চারিদিক্ থেকে পোষা হাতীগুলো তাদের ভারী ভারী শরীর দিয়ে বুনো বেচারাকে এমন চেপে ধরে যে, সে এক পা-ও

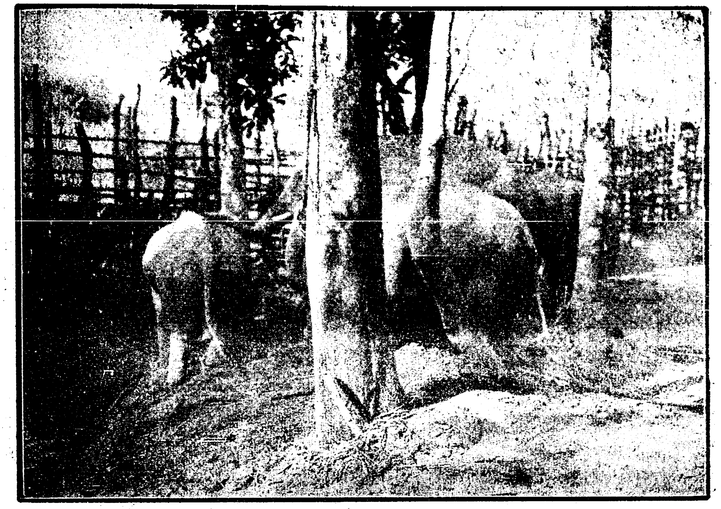

খেদার ভিতর হাতীর দল—এখনও ছাড়া অবস্থায়।

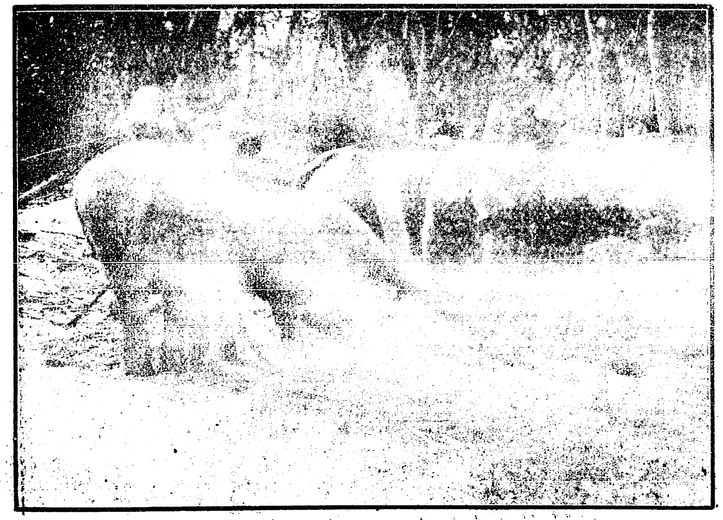

হাতীকে বাঁধবার চেষ্টা হচ্ছে—পায়ের ফাঁস দেখা।

COLOURED DOCUMENT.



হাতীর ছাড়া-পাবার চেষ্টা—দড়ি ধ'রে টানাটানি।
পাশে পোষা হাতীরা ঠেলাঠেলি কর্‌ছে দেখ।



ছাড়া পাবার প্রাণপণ চেষ্টা—দেখ কত জোর টান!

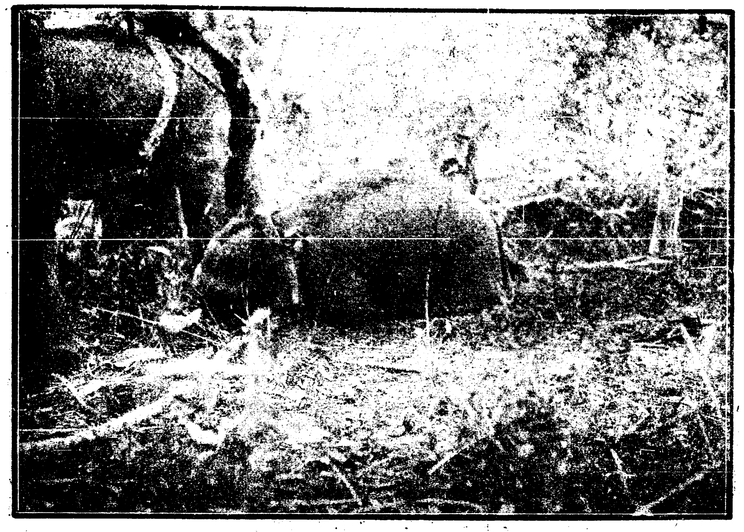

দাঁড়িয়ে টেনে সুবিধা হ'লো না—এবার শুয়ে টানাটানি!



বাচ্চা হাতী তার মাকে ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌ছে।
দেখ বাচ্চাটা কেমন মাথা দিয়ে দড়ি তুলেছে।

COLOURED DOCUMENT.



আচ্ছা ক'রে গাছের সঙ্গে বাঁধা ; তবু ছাড়া পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে।



দেখ কত মোটা দড়ি দিয়ে হাতীকে বাঁধা হয়েছে।

নড়্‌তে পারে না। তখন মাঝিরা তাড়াতাড়ি নেমে ঝট্ পট্ দড়ি দিয়ে পেছনের পা দুটো বেঁধে ফেলে, কাছাকাছি কোন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। একবার বাঁধা হ'লে পর কি ছট্‌ফটানিটা-ই না করে! কিন্তু এমন শক্ত ও ওস্তাদি করে বাঁধা হয় যে পালাবার জো-টি নেই। তারপর ঐ রকম ক'রে তাদের গলায় দড়ি পরিয়ে দেয় (noose) ও চারটা বা পাঁচটা হাতী তাকে চার পাঁচ দিক্ থেকে টেনে হিড়্ হিড়্ করে, বার ক'রে আনে। তারপর স্নান করাবার জন্য নদীতে নিয়ে যায়। একবার নদীতে নামা মাত্র, বুনো বাছাধনদের রাগ ও অভিমান কোথায় যে পালিয়ে যায়—তারা তখন শুঁড়ে করে জল নিয়ে সমস্ত শরীর ধুয়ে স্নান করে—আবার মাঝে মাঝে জল নিয়ে কাছাকাছি কোনও পোষা হাতীর গায়ে দিতেও ছাড়ে না।

পাঠক! হাতী ধরাকে খুব শক্ত কাজ বলে মনে হ'ল কি? বাইরে থেকে যত শক্ত বলে মনে হচ্ছে ভেতরে থেকে ততটা মনে হবে না। বাইরে থেকে অনেক কাজই খুব শক্ত এবং হয়ত অসম্ভব ব'লে মনে হয় কিন্তু কাজে হাত দিলে পর, অনেক সময়ে দেখা যায় যে তত শক্ত নয়। এটা নিশ্চয়ই জান্‌বে যে, মানুষের অসাধ্য এমন কাজ খুব কমই আছে আমাদের পৃথিবীতে, এবং কাজ যত শক্তই হোক্ না কেন, ভগবান তার জন্য আমাদের মধ্যে অনেক শক্তি দিয়ে রেখেছেন। তাই যে কাজেই হাত দেবে "পার্‌ব-নিশ্চয়ই" এই প্রতিজ্ঞা করে নাম্‌লে দেখ্‌বে, কাজ কত সোজা হ'য়ে আস্‌বে—তা বুনো হাতী ধরাই হো'ক্ বা আমাদের পোষা মেনির বাচ্চাকে নাইয়ে দেওয়াই হোক্।

তোমাদের 'সেজ্‌দা'।

তাঁতির বুদ্ধি

এক ছিল তাঁতি। তার একবার গান শিখ্‌বার ভারি সখ হল। তাঁতির আপনার বল্‌তে ছিল কেবল স্ত্রী। প্রত্যেক কাজেই আপনার লোকের পরামর্শ নিতে হয়, তাই তাঁতি তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে বস্‌লো। অনেক বাদ প্রতিবাদের পর ঠিক হ'ল যে, তাঁতী গান শিখে এসে রাজবাড়ীর গায়ক হবে। তাঁতি তার স্ত্রীর গয়না বেচে ১৫টি টাকা নিয়ে গান শিখ্‌তে বেরুল।

COLOURED DOCUMENT.

কিন্তু কার কাছে গান শিখ্‌বে ? তাঁতি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছে, তাইত ! যেমন তেমন লোকের কাছে গান শিখ্‌লে ত চল্‌বে না ! রাজবাড়ীর গায়ক হতে হবে—ভাল ওস্তাদ্ চাই—

একদিন যায় দুদিন যায় তাঁতি চলেইছে। পথে যাকে গান গাইতে দেখে তাকেই ভাল ওস্তাদের নাম জিজ্ঞেস্ করে। কেউ বল্‌লে, "আমাদের গাঁয়ের মনু বামুন ভাল গাইতে পারে", কেউ বল্‌লে, "আমাদের রামা দাদা এমন ঝুমুর গায়, তা আর কি বল্‌ব !" তাঁতির কিন্তু তৃপ্তি হোল না—ওসব রামা শ্যামার কাছে কি গান শেখা হয় ?

আপন মনে তাঁতি চলেইছে। যেতে যেতে একদিন সন্ধ্যায় সে একটা গাঁয়ে ঢুক্‌লো। গাঁয়ে ঢুক্‌তেই একটা পুকুর। পুকুর পারে বসে "কানাই নাপিত" গান গাইছে, এমন সময় তাঁতি যেয়ে তার কাছে হাজির। তাঁতি যেয়েই জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "হ্যাঁ মশায়, এ গাঁয়ে কেউ ওস্তাদ্ আছেন ?" কানাই নাপিত একের নম্বর ধূর্ত্ত। বল্‌লে, "চলুন, চলুন, আপনার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি ওস্তাদ্ খুঁজ্‌তে এসেছেন ওস্তাদের অভাব কি ? আমাদের সাত পুরুষ ওস্তাদ।"

তাঁতি নাপিতের গান শুনে বেশ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। ভাব্‌লে, এইবার ঠিক মিলেছে।

কানাই নাপিত নয়ান তাঁতিকে নিয়ে বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়ে বেশ এক গেলাস সরবৎ খাইয়ে তার ছোট ভাইকে বল্‌লে, "ওরে রামা, বাবুকে বাতাস কর্ !"

বোকা তাঁতি নাপিতের ধূর্ত্তামি বুঝ্‌তে পার্‌লে না। কানাই নাপিত তাকে বেশ একটু তোয়াজ করে বল্‌লে,"মশায়ের কি উদ্দেশ্য ?" তাঁতি বল্‌লে,"আমি গান শিখ্‌তে বেরিয়েছি—গান শিখে রাজবাড়ীর গায়ক হব ; তা যদি আপনারা আমায় গান শেখান তা হলে বেশ ভালই হয়।"

কানাই বল্‌লে, "তা বেশ ত। এমন গান আপনাকে শেখাব, যা কেউ কখনও শেখেনি আর যা কেউ জানে না।"

কথায় বার্ত্তায় কানাই বেশ বুঝে নিয়েছিল—তাঁতি একের নম্বর বোকা। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর কানাই—তাঁতির টাকা পনেরটি হাত করে, তাঁতিকে গান শেখাতে আরম্ভ কর্‌লে। বল্‌লে, "দেখুন মশায়, ৩টির বেশী গান আমি এতে শেখাতে পার্‌বো না।" তাঁতি তাতেই রাজী হলো।

নাপিত তাঁতিকে তিনটি গান শেখালে—

১। একটা ইঁদুর মাটী খুঁড়্‌ছিল আর ফেল্‌ছিল ; সেই দেখে নাপিত তাঁতিকে শেখালে—

"মাটী খুঁড়ে আর ফেলে রে !"

২। একটা ইঁদুর একবার করে ছুটে যাচ্ছিল আর একবার করে পেছনে তাকাচ্ছিল —সেই দেখে তাঁতি শেখালে—

"দৌড়ে যায় ফিরে চায়।"

৩। ইঁদুরগুলো যখন এম্‌নি ছুটা ছুটি কর্‌ছিল, তখন একটা বেড়াল তা দেখ্‌তে পেয়ে যেমন ছুটে এসেছে, অমনি ইঁদুরগুলো গর্ত্তে লুকিয়েছে ; নাপিত তাই দেখে শেখালে—

"এবার কেন লুকালে।"

গান শেখা হলে নাপিতকে প্রণাম করে তাঁতি ঘরে ফির্‌ল।

তাঁতিকে দেখে তাঁতির স্ত্রী আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে। এবার সে রাজার গায়কের বউ হবে। তাঁতি বল্‌লে, "এমন গান শিখে এসেছি যা কেউ জানে না।"

তাঁতির বউ বল্‌লে, "গাওই না শুনি—"

তাঁতি বল্‌লে, "এখন নয় গিন্নী, এখন নয়—যখন সব্বাই ঘুমাবে তখন তোমায় গান শুনাব ! এমন দামী গান যদি কেউ শিখে নেয় ?" তাঁতির বউ ভাব্‌লে, "তাওত বটে ! সত্যিই যদি কেউ শিখে নেয় ? পয়সা দেওয়া গান !"

সারাদিন তাঁতির বউ ছট্‌ফট্ করে কাটালে। যেমন সন্ধ্যে হল, অম্‌নি সে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে রাত দুপুরের অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল—যখন কেউ জেগে থাক্‌বে না।

অন্ধকার রাত, তাঁতি গান ধরেছে, ওদিকে একদল ডাকাত পাশের বাড়ীতে সিঁদ কাট্‌ছে। তাঁতি তখন গাইছে—'মাটী খুঁড়ে আর ফেলে রে'—তাঁতি বারবার ঐ গানই গাইছে। ডাকাতেরা ভাব্‌লে 'তাই ত ! বেটা জান্‌তে পেরেছে নাকি ?' কিন্তু যখন তারা দেখ্‌লে কেউই বেরুল না, তখন নির্ভয়ে সিঁদ কাটা শেষ করে, জিনিষ পত্র নিয়ে পাশের একটা ঝোঁপের মাঝ্‌খানে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। তারা একবার করে ছুটে যায় আর পিছন পানে তাকায়। তাঁতি তখন গান ধরেছে, "দৌড়ে যায়, ফিরে চায়"; বারবার এই গানই গাইতে থাকায় ডাকাতেরা ভাব্‌লে, তাঁতি তাহলে ঠিক

সব্বাইকে দেখেছে। ডাকাতেরা আবার গাঁয়েরই লোক, সবারই চেনা। তারা আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ঝোঁপে লুকিয়ে থাক্‌লে। তাঁতি তখন গান তুলেছে, "এবার কেন লুকালে?"

চোরেরা ভাব্‌লে, তাঁতি সব দেখেছে—এখন তাকে সন্তুষ্ট না কর্‌লে ত রক্ষা নাই? কালই জেলে যেতে হবে। তারা কর্‌লে কি, আস্তে আস্তে তাঁতির ঘরের চালে উঠে চাল ছেঁদা করে কতগুলো টাকা ঢেলে দিলে। তাঁতি তখন তার বউকে বল্‌লে, "দেখেছ, কেমন গান? আপনা থেকে টাকা আসে!" তাঁতির বউ বল্‌লে, "তাই ত বটে?" তাঁতি আর তাঁতির বউয়ের আনন্দ ধরে না। এত টাকা তারা সাত জন্মে দেখেনি। কল্‌সীতে কল্‌সীতে ৩ কলসী টাকা ভরে রাখ্‌লে। তাঁতি বল্‌লে, "দেখ গিন্নী, কালই দালান বাড়ী তৈরী কর্‌তে হবে। আর এ মাটীর ঘরে থাকা চলে না।"

সকালে উঠেই তাঁতি দালান বাড়ী তৈরী কর্‌বে ভেবে মিস্ত্রী ডাক্‌তে গেছে, এদিকে চারিদিকে হুলস্থুল পড়ে গেছে। পুলিশে পাশের বাড়ী ভর্ত্তি। তাঁতি যখন রাজ মিস্ত্রী নিয়ে ফিরে এল তখন দেখে চারদিকে পুলিশের লোক। তাঁতিকে ডেকে পুলিস্ জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "তোমরা কিছু জান না?" অমনি তাঁতির বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "তবেরে মুখপোড়ারা, আমরা বুঝি চুরি কর্‌তে গিয়েছিলুম? আমাদের তিনি যে গান শিখে এসেছেন, তাতে আপনা থেকে লোকে ঘরে এসে টাকা দিয়ে যায়। কাল রাতে তিন কল্‌সী টাকা চাল ছেঁদা করে ঢেলে দিয়ে গিয়েছে।" সবাই ত শুনে অবাক্! কেউ একথা বিশ্বাস কর্‌লে না। ঘরে পুলিস্ ঢুকে টাকার কল্‌সী বের কর্‌লে—আর তাঁতির হাতে হাতকড়া পড়্‌ল!!

শ্রীঅন্নদাকুমার বাণীবিনোদ।

সূরযমল

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যুদ্ধের সময় হাতীদ্বারাও অনেক কাজ হইত। শুঁড় দিয়া আস্ত বাঁশ ধরিয়া, হাতী যখন বন্ বন্ শব্দে সেই বাঁশ ঘুরাইতে থাকে, তখন শত্রু তাহার চতুঃসীমায়ও আসিতে ভরসা পায় না। এই সব কাজ হাতী তাহার

মাহুতের হুকুমেই করিত। যুদ্ধের সময় "যুদ্ধের নিশানটিকে" প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে হয়। এই নিশান শত্রুর হাতে পড়িলে জয়লাভের কোন আশা থাকে না।

পুনা সহরের নিকটে একবার একটি যুদ্ধে, পতাকা-বাহী ছিল একটা প্রকাণ্ড হাতী। হাতীর হাওদার উপরে নিশানটি বসাইয়া দিলে পর, মাহুত বলিল—"বাবা সূরযমল! তোমার পিঠে যুদ্ধের নিশান—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, একটুও নড়ো না।" প্রকাণ্ড উঁচু হাতী, দূর হইতে তাহার পিঠে নিশানটি দেখিয়া সৈন্যগণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে বন্দুকের গুলি লাগিয়া মাহুত মরিয়া গেল, হাতী তবু এক পা-ও নড়িল না। চারিদিকে যুদ্ধের কোলাহল, বন্দুকের শব্দ, চীৎকার চেঁচামেচি—হাতী নিশান-পিঠে পর্ব্বতের মতন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া,

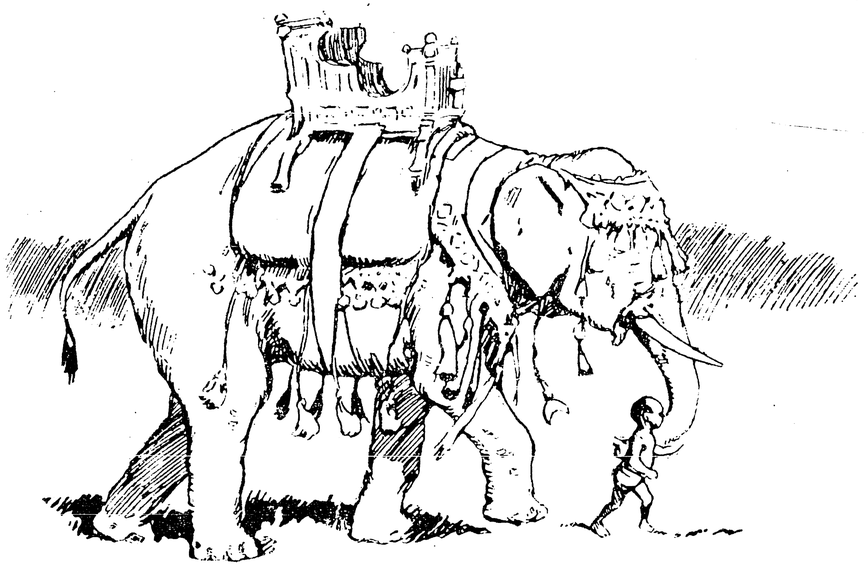

তাহার মাহুতের হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। ক্ষুধায় কাতর, শরীর ক্লান্ত, চারিদিক্ হইতে শত্রুর তীর বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র তাহার শরীরে বিঁধিতেছে—তবু তাহার গ্রাহ্য নাই, পতাকা-বাহী বীর হাতী অটল, অচল—তখনও সে তাহার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

এমন সময় তাহার দলের সেনাপতি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"সৈন্যগণ! অগ্রসর হও। ঐ দেখ হাতীর পিঠে এখনও নিশান উড়্ছে, আমরা জয়ী হবই হব।"

সৈন্যগণ হটিয়া গিয়া পলায়নের অপেক্ষায় ছিল। সেনাপতির কথায় নিশানের দিকে চাহিবামাত্র, আবার উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া শত্রুর ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, শত্রুগণ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল।

জয়ী সৈন্যগণ তখন হাতীটির চারিদিকে জড় হইয়া, তাহাকে কত যে আদর করিল তাহা বলা যায় না! কিন্তু হাতীটিকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতে চাহিলে, সে কিছুতেই এক পা-ও নড়িল না—সে তাহার প্রিয় মাহুতের কথা ছাড়া অন্য কাহারাও কথা শুনিবে না। কিন্তু হায়! সেই প্রিয় মুখের কথা আর শুনিবার উপায় যে নাই!!

অবশেষে একজন সৈনিকের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। তখনই ছুটিয়া একজন গেল মৃত মাহুতের বাড়ীতে—তাহার ছোট্ট ছেলেটিকে আনিবার জন্য। এই ছেলেটি ছিল হাতীটার অত্যন্ত আদরের এবং খেলার সাথী। ছবিতে চাহিয়া দেখ—ছেলেটি আসিয়া হাতীটার শুঁড়ের ডগায় হাত দিবামাত্র, সে নীরবে তাহার সঙ্গে চলিয়াছে!

কাসাই নদীর পারে

পার ডুবিয়ে কাসাই নদী কেমন ছুটেছে—
বাঁকে বাঁকে সকল তাহার বাঁধন টুটেছে।
শালের বনে ঢালু পারে,— ফসল ভরা ক্ষেতের ধারে—
নিখিল ধরার শ্যামলিমা সকল ফুটেছে;
রাজহাঁসেরা সেথায় এসে খেল্‌তে জুটেছে।

সাঁওতালদের ছেলেরা সব সেথায় জুটিয়া,
খেল্‌ছে লুকোচুরি খেলা কেমন ছুটিয়া।
কেউ বা শালের বনে ফিরে, সাঁতার কাটে কেউ বা নীরে—
জাগিয়ে মাথা শালুক যেথা উঠ্‌ছে ফুটিয়া।
ডুব সাঁতারের বাজি খেলে সেথায় জুটিয়া।

সাঁওতালদের মেয়েরা সব মালা গাঁথিছে;
ছেলেরা সব মউয়া ডালে দোল্‌না বাঁধিছে;
মালা পরে সবাই গলায়— দোল্ দোল্ দোল্ দুল্‌বে দোলায়,
মাদল বাজার তালে তালে কেউ বা নাচিছে।
ছেলেরা সব মউয়া ডালে দোল্‌না বাঁধিছে!

সকাল সাঁঝের আলো ছায়ায় নদীর কিনারে—
কে যেন ভাই ফেরে পথে বাজিয়ে বীণা রে।
রৌদ্র ফোটে গগন তলে, ধানের ক্ষেতে লাঙল চলে;
সন্ধ্যাবেলার আলো হাসে তরুর মিনারে।
খেল্‌তে সবে ছুটে আসে নদীর কিনারে।

কেউ বা কাণে বকাঙ ফুলের দুল্‌টি পরেছে।
ভিণ্ডি ফুলের মালাটি কার পরাণ হরেছে।
কেউ করে ভাব, কেউ বা আড়ি, কেউ বা থাকে—কে যায় বাড়ী,
একদিন না এলে পরাণ কেমন করেছে।
কাসাই নদী এম্‌নি তাদের আপন করেছে।

নিঝুম রাতে জোস্না ফোটে ভুবন ভরিয়া
আকাশ ফেটে পড়ে' যেন কিরণ ঝরিয়া।
বিজন নদীর কূলে কূলে তখন কে গায় ভুলে ভুলে
মধুর রবে স্তব্ধ পবন ব্যাকুল করিয়া,
চাঁদের আলোয় যায় রে যখন আঁধার মরিয়া।

কোন্ সুদূরের ছেলেরা সব মেঘের বরণী
সেইখানেতে খেল্‌তে আসে বেয়ে তরণী;
তাদের বাড়ী স্বপন দেশে চাঁদের বাড়ীর সীমাশেষে;
শোকের ছায়া নাই রে সেথা—মানস হরণী,
খেল্‌তে আসে সেথায় তারা মেঘের বরণী!

সরের বনে ছুটাছুটি খানিক খেলিয়া
চাঁপার তলে বসে তারা আঁচল মেলিয়া।
বাহন করি রাজহাঁসেরে কমল বনে কেউ বা ফেরে।
পাতার ভেঁপু বাজায় কেহ দোলায় দুলিয়া।
কাসাই নদী ছুট্‌ছে হাসির তুফান তুলিয়া।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রত্যেক জোড়ার এক কথায় উত্তর হবে। বল্‌তে পার কি ?——

(১) আস্‌ব কি ? দেয়ালে কি টাঙ্গান হয়েছে ?
(২) মাসে মাসে মাইনে পান্ কি তিনি ? কি খাচ্ছ ?
(৩) মাছ ধর্‌তে ব'সে জলে কি ফেল্‌ছ ? কয় গোলে জিতেছ হে ?
(৪) ওরে বাস্ রে ! ওটা কিসের আওয়াজ ? আকাশে ওটা কি উড়্‌ছে ?
(৫) ও লোকটা অমন ক'রে বুক উঁচিয়ে যাচ্ছে কেন ? কিসে থেকে বেরি বেরি হয় ?
(৬) ওটা কিসের মিষ্টি আওয়াজ ? কোথায় যাবেন আপনি ?
(৭) ওটা কি পিট্‌ছ ? ছবিটা কি খোলা রাখ্‌ব, না কি কর্‌ব ?
(৮) কা'র আঁকা ছবি জান না কি ? গলায় কালো-মত ওটা কি ?

ভৌগলিক নামের ধাঁধা—

(১) কোন্ দেশকে গ্রহণ ক'রে পালন কর্‌তে বল্‌ছে ? (২) কোন্ দেশ 'আ' শব্দ করে ? (৩) কোন্ জায়গায় পারস্যের রাজা হারিয়েছে ? (৪) কোন্ দ্বীপ শস্য ? (৫) কোন্ দ্বীপের মাত্রাটা ভাল ?

কার্ত্তিকের "সন্দেশ" পূজার ছুটির পর,
কার্ত্তিকের তৃতীয় সপ্তাহে বাহির হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

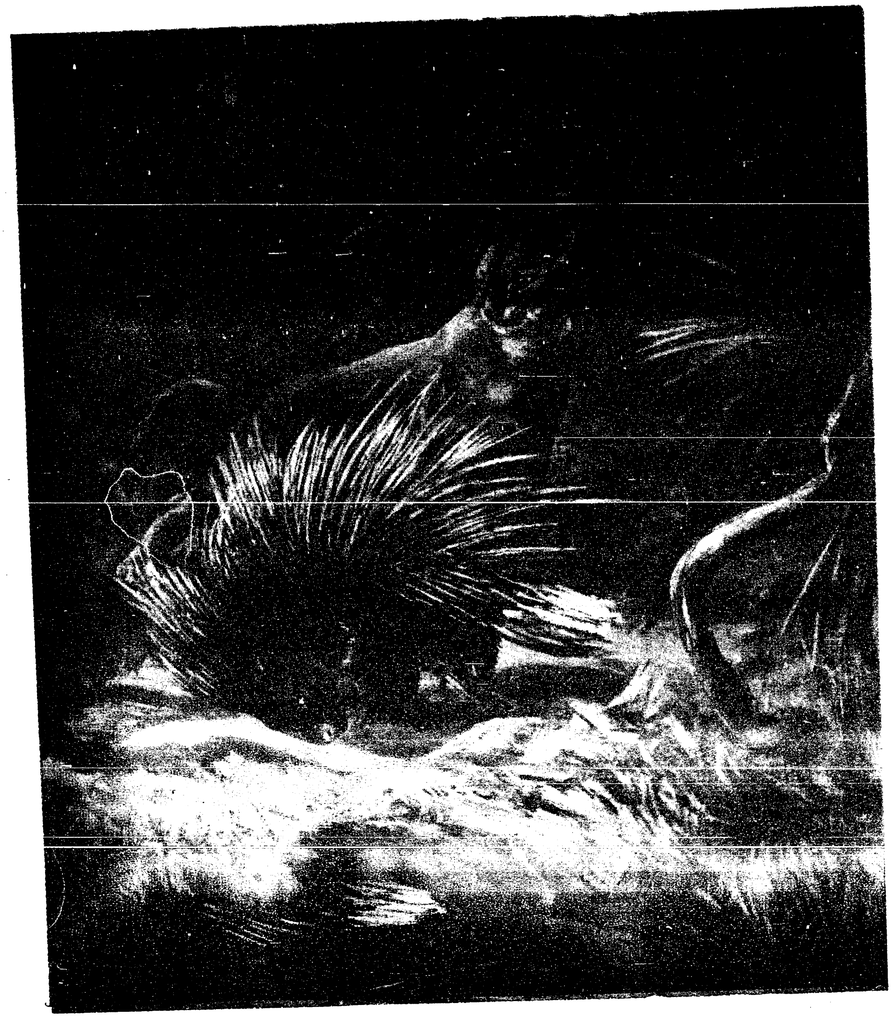

সজারু ও বনবিড়াল

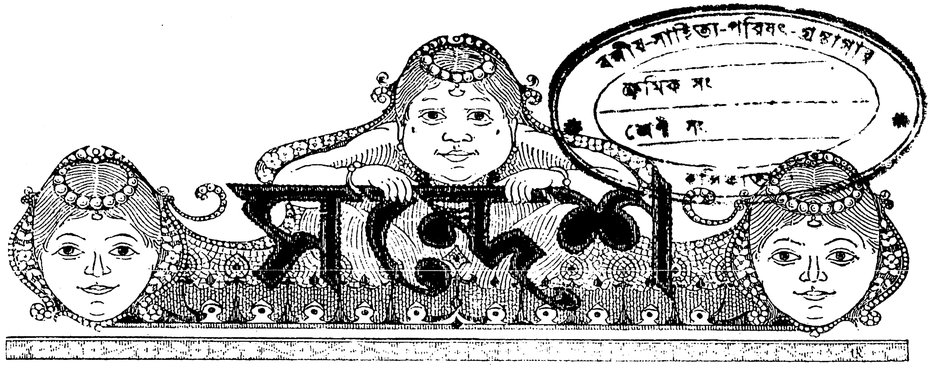

চতুর্দ্দশ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৩ | ৭ম সংখ্যা।

সজারু ও বনবিড়াল

নিরালাতে গাছতলাতে বন্‌বিড়ালটি বসে'
মনে ভাবে, "আজকে আমার পেট্‌টি ভরে কিসে?"
চেয়ে ছাখে সজারুটা, খেতে আসে জল,
আড়ালে বিড়াল ভায়া হাসে খল্ খল্!
মনে ভাবে, "ভোজ্‌টি খেয়ে, দিব গড়াগড়ি,
সজারু বেজায় গরু, যাবে যমের বাড়ী।"
এই না ভেবে, এক লাফেতে যেই পড়েছে ঘাড়ে,
সজারুটার খাড়া কাঁটা বিঁধ্‌ল গিয়ে হাড়ে।
খোঁচা খেয়ে মাথায় হ'ল এয়া বড় টাক্,
বগলেতে বিঁধে কাঁটা পাঁজর হ'ল ফাঁক।
গায়ের লোম ঝরে' গেল, খোঁড়া হ'ল ঠ্যাং,
ফাঁড়া দেখে বনবিড়াল পালায় ন্যাং ন্যাং।

COLOURED DOCUMENT.

ভেল্কী বাজি

এক মুসলমান ফকির খুব যাদুবিদ্যা জানিতেন। ফকিরের কুটিরের কিছু দূরেই একজন মান্যগণ্য মোগলের বাড়ী ছিল। ফকিরের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া, মোগলের ভারি ইচ্ছা হইল তাঁহার নিকট যাদুবিদ্যা শিখেন।

একদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময়, মোগল ঘোড়ায় চড়িয়া ফকিরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। ফকিরকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন। ফকির বলিলেন—"সাহেব! লোক বড় নিমকহারাম, যাদুবিদ্যা শিখে নিয়ে আর গুরু বলে মানে না! তাই আমি স্থির করেছি, যে, আর কাকেও যাদু-মন্ত্র শেখাব না।"

মোগল বলিল—"এত বড় বিদ্যা যদি আপনি কাকেও না শেখান, তবে ত সেটা আপনার মৃত্যুর পরেই লোপ পেয়ে যাবে। আমাকে দয়া কর্‌তেই হবে, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, চিরজীবন আপনাকে গুরু বলে মান্‌ব, কোন দিন নিমকহারামি কর্‌ব না।" ফকির একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, কিন্তু তোমাকে আরো একটি প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, শীগ্‌গিরই তুমি খুব বড় লোক হবে; তখন কিন্তু আমার ছেলেটিকে একটা ভাল চাকুরি করে দিতে হবে।" মোগল এই কথায় সম্মত হইলে, ফকির তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ থেকে দুইজনের খাদ্য প্রস্তুত করো। এই লোকটি কিছু দিন আমার কাছে থেকে যাদুবিদ্যা শিখ্‌বেন।"

ফকির মোগল সাহেবকে বসিতে বলিয়া, তাঁহার সমুখে সাদা কাগজ ও দোয়াত কলম রাখিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে যা যা বল্‌ব মধ্যে মধ্যে লিখে নিও।" ইহার পর মোগলকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফকির তাঁহার সমুখে বসিলেন। ফকিরের হাতে একটা ছোট লাঠি ছিল, তাহা দিয়া মোগলের মাথায় ছুঁইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্য নানা রকমের কথাবার্ত্তা হইল, যাদুর কথাও হইল। মোগল মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া শুনিতে লাগিলেন।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, হঠাৎ খুলিয়া গেল। সেই সময়ে মোগল সাহেবের এক চাকর আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা পত্র দিল। মোগল পত্র পড়িয়া হাসিতে

লাগিলেন। ফকির তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মোগল বলিলেন—"খুব ভাল সংবাদ। রাজসরকারে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনি আমার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন, রাজা অনুগ্রহ করে আমাকে একটি ভাল চাকুরি দিয়েছেন। এখনই আমাকে রাজবাড়ীতে যেতে হবে।" ফকির বলিলেন—"আমি ত বলেই-ছিলাম তুমি শীগ্‌গিরই বড়লোক হবে। যাহোক্, প্রতিজ্ঞা ভুলো না, আমার ছেলেকে কিন্তু চাক্‌রি দেওয়া চাই।" মোগল বলিলেন—"তা কি আর বল্‌তে হবে? আমি রাজবাড়ী পৌঁছেই আপনাকে চিঠি লিখ্‌ব, আপনি আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দিবেন।"

রাজবাড়ীতে গিয়া মোগল চাকুরি করিতে লাগিলেন। অনেক দিন চলিয়া গেল, ফকিরকে কোন চিঠি লিখিলেন না। শেষে ফকিরই তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া চিঠি লিখিলেন। মোগল উত্তর দিলেন—"আপনার পুত্রের কথা আমার মনে আছে। এ পর্য্যন্ত কোন ভাল চাকুরি খালি হয় নাই। সামান্য দুই একটি কাজ খালি ছিল, তাতে আমার কয়েকজন গরীব আত্মীয়কে নিযুক্ত করেছি। রাজা আমাকে খুব ভালবাসেন। সম্প্রতি উড়িষ্যাদেশ জয় হয়েছে, বোধ করি আমাকে সেখানে শাসনকর্ত্তা করে পাঠাবেন। আপনি কটকে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে, আপনার ছেলের বিষয় বিবেচনা করে দেখ্‌ব।"—মোগলের প্রতিজ্ঞা ইতি-মধ্যেই বিবেচনায় দাঁড়াইয়াছে!!

মোগল উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলে পর, তাঁহার অধীনে এক নায়েবের পদ খালি হইল। এই সংবাদ পাইয়া ফকির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুত্রের জন্য সেই কাজটি প্রার্থনা করিলেন। মোগল বলিলেন—"ফকির সাহেব! এই কাজে খুব বিশ্বাসী ও প্রবীণ লোকের দরকার। আমার স্ত্রীর অনুরোধ নিয়ে আমার শ্যালক এখানে এসেছে, তাকেই এ কাজটি দিতে হবে।"

কিছুদিন পরে মোগল প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখন তিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিবার অবসর পান না।

এদিকে অপুত্রক রাজার হঠাৎ মৃত্যু হইল। মোগল সাহেব আমীর, ওমরাহ প্রভৃতিকে এমনই বশ করিয়াছিলেন, যে, রাজার মৃত্যুর পর সকলে মিলিয়া তাঁহাকেই শূন্য সিংহাসনে বসাইল। মোগল সাহেবের কি অদৃষ্টের জোর!!

ফকির রাজদরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই রাজার নজরে পড়িতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে একদিন তিনি রাজার নজরে পড়িলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি? কি চাও?" ফকির বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আমি সাধু ফকির, আপনার গুরু—আপনি আমার কাছে যাদুবিদ্যা শিখেছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত গুরুদক্ষিণা পাই নাই। মহারাজ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমার পুত্রকে একটি চাকুরি দিবেন।"

মোগল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য কথা! আমার রাজ্যে যাদুমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব! তোমার ছেলে কি যাদুবিদ্যা জানে?" ফকির বলিলেন—"না মহারাজ! তাকে আমি যাদু শিখাই নাই, শুধু আপনাকেই শিখিয়েছিলাম।" রাজা মোগল কর্কশ স্বরে বলিলেন—"তার ভাগ্য ভাল, যে, তাকে যাদুবিদ্যা শিখাও নাই। জান, মুসলমান শাস্ত্রের বিধি কেমন গুরুতর? তোমাকে ছেড়ে দিলে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট হতে পারে। যাহোক্, তুমি বুড়ো হয়েছ, তাই দয়া করে এই হুকুল দিলাম—সাত দিন পরে তোমার ফাঁসী হবে।"

ফকিরের ফাঁসির হুকুম লিখিয়া প্রধান কোতোয়ালের হাতে দিবামাত্র, মোগল সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন, ভয়ে তাঁহার চক্ষু বুঁজিয়া গেল। পরক্ষণেই চাহিয়া দেখেন—কোথায় বা রাজদরবার আর কোথায় বা রাজসিংহাসন, ফকিরের ঘরে সেই খাটিয়াতেই বসিয়া আছেন—সম্মুখে কেবল ফকির সাহেব!! ফকির মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মোগল সাহেব! এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতা? রাজা হয়েই একেবারে ফাঁসির হুকুম! কি দয়া, কি চমৎকার গুরু-দক্ষিণা!! যাহোক্, তুমি রাজা মোটেই হওনি, এটা শুধু আমার একটা ভেল্কী দেখ্‌লে মাত্র—তাতেই তোমাকে বেশ চিন্‌তে পেরেছি। আর যাদুবিদ্যায় কাজ নেই, শীগ্‌গির বাড়ী চলে যাও।"

ফকির চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—"কোন কারণবশতঃ মোগল সাহেব এখনই বাড়ী চলে যাবেন। সুতরাং, শুধু আমার জন্যই রান্না করো।"

মোগল সাহেবের চক্ষুস্থির! লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ীর পথে ছুটিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

দুর্গাপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

শরৎ-রাণী

শিউলী মালা, ভুবন আলা, গলায় দুলিয়ে,
আজ প্রভাতে, ধরার মাথে, হাতটি বুলিয়ে;—
কে এলোরে, কার নূপুরে, বাজ্‌ছে রিণিঝিনি—
মৌমাছি দল—হর্ষ উজল, খেল্‌ছে ছিনিমিনি!
কার পরশে, আজ হরষে, সূর্য্যিমামা জাগে—
সব ভোলানো, মন মাতানো, পুলক বুকে লাগে!
প্রজাপতি, দুলিয়ে মতি, দেখ্‌তে কারে আজ—
রং বেরংএ, অযুত ঢংএ, ছুট্‌ছে ফেলে কাজ!
ঝুম্‌কো জবা, ফুলের সভা, মাতিয়ে একাকার—
মুচ্‌কি হেসে, বল্‌ছে দেশে, কিসের এ গুল্‌জার!
দোয়েল গুলি, পরাণ খুলি, কর্‌ছে কলরব—
তাদের প্রাণে, কিসের গানে, জাগ্‌ছে মহোৎসব!
আলোর ঝিলিক, দিচ্ছে ফিনিক, লাগ্‌ছে গাছে গাছে—
আশীষ কত, কাহার শত, জড়িয়ে তাতে আছে!
মন ভোলানো, প্রাণ মাতানো, জাগ্‌ল চারিধার—
আলোয় গানে, সবার প্রাণে, কাট্‌লো অযুত ভার!
দুল্‌ছে লতা, মনের কথা, কইছে গাছের কাণে—
হাত বুলিয়ে, সব ভুলিয়ে, দিচ্ছে কে আজ প্রাণে!
সবার প্রাণে, আলোর গানে, দোল্ লেগেছে আজ—
কে এলোরে, কে এলোরে, ধরার বুকের মাঝ!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আশ্চর্য্য দ্বীপ

দ্বিতীয় খণ্ড

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাইরাস্ হার্ডিং লেখাটুকু পড়িবামাত্র, পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ট্যাবর আইল্যাণ্ডে পরিত্যক্ত ব্যক্তি! লিঙ্কলন্ দ্বীপ থেকে মোটে দুই শ মাইলের মধ্যে একজন লোক রয়েছে! ক্যাপ্‌টেইন্ হার্ডিং! এখন নিশ্চয়ই ট্যাবর আইল্যাণ্ডে যাওয়া সম্বন্ধে আপনি আর আপত্তি করবেন না"

হার্ডিং বলিলেন—"না পেন্‌ক্রফ্‌ট! এখন যত শীগ্‌গির সম্ভব তোমাকে ট্যাবর দ্বীপে যেতে হবে।"

"কালই রোয়ানা হই?"

"হাঁ, কালই যাও।"

সেই কাগজের টুক্‌রাটুকু তখনও হার্ডিংএর হাতে ছিল, তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"এই লেখাটুকু পড়ে মনে হচ্ছে—ট্যাবর দ্বীপের লোকটির নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। দ্বীপটি সমুদ্রের কোন জায়গায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমরা যা ঠিক করেছিলাম, এ-ও দেখ্‌ছি ঠিক তাই লিখেছে। আর—লোকটি হয় ইংরেজ না হয় আমেরিকান, তা নাহ'লে ইংরাজিতে চিঠি লিখ্‌ত না।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"হার্ডিং! তোমার অনুমান ঠিক বলেই মনে হয়। আর, এই পরিত্যক্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব জান্‌তে পেরেই, সেই যে সিন্ধুক পাওয়া গিয়েছিল সেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে—নিশ্চয়ই ট্যাবর দ্বীপের কাছে কোন জাহাজ ডুবেছিল। যাহোক্, লোকটির সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, যে, চিঠিশুদ্ধ বোতলটা পাবার আগেই পেন্‌ক্রফ্‌ট বোনাভেঞ্চার শেষ করে ফেলেছে। আজ যদি নৌকাটা পরীক্ষা করবার জন্য আমরা না বেরোতাম, তাহলে, কে জানে, হয়ত পাথরে ঠুকে গিয়ে বোতলটা ভেঙ্গেই যেতো।"

হারবার্ট বলিল—"এটাও সৌভাগ্যের বিষয় বল্‌তে হবে, যে, বোতলটা ঠিক যেখান দিয়ে ভেসে আস্‌ছিল আমরাও সেইখান দিয়েই গিয়েছিলাম।" সাইরাস্ হার্ডিংএর নিকট এই ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

এদিকে পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকা ঘুরাইয়া ক্লু-কেপের দিকে চলিয়াছে। সকলেরই মনে ট্যাবর দ্বীপের লোকটির কথা জাগিয়া রহিল। এখন ভগবানের কৃপায় লোকটি জীবন্ত থাকিতে সেখানে পৌছিতে পারিলেই মঙ্গল।

ক্লু-কেপ্ ঘুরিয়া, বেলা চারটার সময় বোনাভেঞ্চার মাসি নদীর মুখে অসিয়া লঙ্গর ফেলিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, যাত্রার আয়োজন সমস্ত একেবারে ঠিক—পেন্‌ক্রফ্‌ট হারবার্টকে লইয়া ট্যাবর দ্বীপে যাইবে। পরের দিন, ১০ই অক্টোবর রোয়ানা হইলে, উপস্থিত অনুকূল বাতাসের সাহায্যে ট্যাবর দ্বীপে পৌছিতে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। দ্বীপে কাটাইতে হইবে একদিন, ফিরিয়া আসিতে ৩।৪ দিন—তাহা হইলে ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত লিঙ্কলন্ দ্বীপে ফিরিয়া আসিবার কথা। হার্ডিং ও স্পিলেট্ নেব্‌কে লইয়া গ্রেনাইট্ হাউসে ততদিন কাটাইবেন।



ট্যাবর যাত্রা

এই ব্যবস্থায় স্পিলেট্ মহা আপত্তি উপস্থিত করিয়া বলিলেন—"আমি নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড কাগজের সংবাদ-দাতা—এমন চমৎকার সুযোগটা কি আমি ছাড়তে পারি? আমিও পেন্‌-ক্রফ্‌টের সঙ্গে যাব। আমি সাঁত্‌রিয়ে হলেও ট্যাবর দ্বীপে না গিয়ে ছাড়ব না।" কি আর করা যায়, হার্ডিং অগত্যা স্পিলেট্‌কেও যাইতে দিলেন।

পরদিন, ভোর পাঁচটার সময়, বোনাভেঞ্চার ট্যাবর দ্বীপে যাত্রা করিল। প্রায় সিকি মাইল গেলে পর, বোনা-ভেঞ্চার-যাত্রীদল ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—গ্রেনাইট্ হাউসের পাহাড়ে দাঁড়াইয়া হার্ডিং ও নেব্ টুপি, রুমাল, গাছের ডাল প্রভৃতি উড়াইয়া তখনও শুভ-যাত্রা জানাইতেছেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও স্পিলেট্ রুমাল উড়াইয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে ক্লু-কেপের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে গ্রেনাইট্ হাউস অদৃশ্য হইয়া গেল।

দিনের প্রথম ভাগে বহুদূর হইতে লিঙ্কলন্ দ্বীপ দেখা যাইতে ছিল, যেন, সবুজ রংএর একটি

বাস্কেট তার মধ্যখানে ফ্রাঙ্কলিন্ পর্ব্বত। ক্রমে, বিকালের দিকে, লিঙ্কলন্ দ্বীপের চিহ্নমাত্র আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

পরিষ্কার বাতাসে ঢেউএর উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে বোনাভেঞ্চার চলিয়াছে। পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে আনন্দের সীমা নাই। কখনও বা হালের ভার হারবার্টকে দিয়া, সে স্পিলেটের সঙ্গে গল্প গুজব করিতেছে। এই ভাবে সারাদিন কাটিয়া ক্রমে অন্ধকার রাত্রি দেখা দিল। রাত্রি অন্ধকার হইলেও আকাশ পরিষ্কার; চাঁদ এবং অগণ্য তারার আলোকে কম্পাসের সাহায্যে বোনাভেঞ্চার অবিরাম চলিতেছে।

রাত্রি নিরাপদে কাটিয়া গেল, সমস্ত দিনও কাটিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল, ততক্ষণে বোনাভেঞ্চার লিঙ্কলন্ আইল্যাণ্ড হইতে প্রায় একশত কুড়ি মাইল পথ আসিয়াছে। হিসাব ঠিক হইয়া থাকিলে এবং বোনাভেঞ্চার ঠিক পথেই আসিয়া থাকিলে, পরের দিন ভোর বেলা ট্যাবর দ্বীপ দেখা যাইবার কথা। পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও স্পিলেট্ কেহই সে রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। সকলের মনে দারুণ উদ্বেগ—ঘুম আসিবে কেন? সকাল বেলা ট্যাবর দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যাইবে কি? পরিত্যক্ত ব্যক্তি কি তখনও দ্বীপেই আছে? লোকটি কে? এক কারাগার ছাড়িয়া অন্য কারাগারে যাইতে সে কি রাজি হইবে? এই সকল চিন্তা সকলের মনে আসিয়া তাঁহাদিগকে সারারাত্রি সজাগ রাখিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র, সকলে উৎসুক নেত্রে পশ্চিমের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভোরে ছয়টার সময় পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—"ঐ ল্যাণ্ড! ঐ দূরে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে!!"

পেন্‌ক্রফ্‌টের মত অভিজ্ঞ নাবিকের পক্ষে ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব নয়, খানিক দূরে ল্যাণ্ড নিশ্চয়ই আছে—যাত্রীদলের আনন্দের সীমা রহিল না। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাহারা দ্বীপের তীরে নামিবে।

ক্রমে ট্যাবর দ্বীপের নীচু তীর সমুদ্রের উপর দিয়া সত্যসত্যই দেখা যাইতে লাগিল—বোধ হইল, প্রায় পনর মাইল দূরে হইবে। বোনাভেঞ্চারের মুখটা দ্বীপের একটু দক্ষিণ দিকে ছিল, তখন সেটাকে সোজা দ্বীপের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

বেলা এগারটার সময় বোনাভেঞ্চার দ্বীপ হইতে মাত্র মাইল দুই দূরে, পেন্‌ক্রফ্‌ট খুব সাবধান হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অজানা পথ, জলের নীচে কিছুতে লাগিয়া হঠাৎ নৌকার বিপদ হইতে পারে। ছোট্ট দ্বীপটি, ক্রমে তাহার সবই দেখিতে পাওয়া গেল। দ্বীপের গাছপালা অনেকই লিঙ্কলন্ দ্বীপের জাতীয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সমস্তটা দ্বীপে কোথাও ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া গেল না কিংবা মানুষের অস্তিত্বের অন্য কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

কিন্তু তাহা হইলেও বোতলের কাগজটুকুতে পরিষ্কার লেখা ছিল "পরিত্যক্ত ব্যক্তি—

ট্যাবর দ্বীপ।" সুতরাং, এই ব্যক্তিটির উচিত ছিল দৃষ্টি রাখা—তাহার উদ্ধারের জন্য কেহ আসে কি-না।



ঐ দূরে ট্যাবর দ্বীপ

বেলা বারটার সময় বোনাভেঞ্চারের তলা ট্যাবর দ্বীপের তীরে বালিতে আট্‌কাইল—যাত্রীদল লঙ্গর ফেলিয়া দিয়া তীরে নামিলেন।

তীর হইতে আধ মাইল দূরে প্রায় তিনশত ফুট উঁচু একটা পাহাড়, তাহার উপর হইতে সমস্ত দ্বীপটি বেশ দেখা যাইবে। যাত্রীদল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

পাহাড়টির নীচে পৌঁছিলে পর, তাহার ডগায় উঠিতে মিনিট কয়েকের বেশী লাগিল না। উঠিয়া দেখা গেল, দ্বীপটি ছোট্ট, তাহার পরিধি ছয় মাইলের বেশী হইবে না। পাহাড় পর্ব্বত, নদী-নালা,কেপ প্রভৃতি লিঙ্কলন্ দ্বীপের মত তেমন কিছুই নাই—যেন প্রায় চেটাল বনপূর্ণ একটা দ্বীপ এবং ডিমের মত তাহার আকৃতি।

চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"চলুন নেমে গিয়ে ভাল করে সন্ধান করা যাক্।"

সকলে বোনাভেঞ্চারের কাছে ফিরিয়া আসিয়া স্থির করিলেন,প্রথমে দ্বীপটির চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিবেন, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করা যাইবে।

সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলাই বেশ সুবিধাজনক। মধ্যে মধ্যে ছোট পাহাড় সমুখে পড়িল কিন্তু তাহাতে চলার কোন ব্যাঘাত হইল না। যাত্রীদল দক্ষিণ দিকে চলিলেন। পথে দলে দলে সমুদ্রের পাখী, সিল মাছ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল—ইতিপূর্ব্বে ইহারা মানুষ দেখিয়াছে, সেজন্য তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল।

একঘণ্টা চলিয়া যাত্রীদল দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে চার ঘণ্টা চলিবার পর, দ্বীপের চারিদিক্ ঘুরিয়া আসা হইল কিন্তু জনমানবের কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না। মনে হইল, ট্যাবর দ্বীপে কোন দিন মানুষ আসে নাই, কিংবা আসিয়া থাকিলেও এখন সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। হয় ত বা বোতলটি অনেকদিন যাবৎ সমুদ্রে ভাসিতেছিল, ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি কোন উপায়ে দেশে ফিরিয়া গিয়াছে কিংবা দারুণ কষ্ট ভোগের পর তাহার মৃত্যুই হইয়াছে।

ইহার পর বোনাভেঞ্চারে ফিরিয়া সকলে আহার করিলেন। আহারের পর, তখন বিকাল পাঁচটা, সকলে চলিলেন দ্বীপের মধ্যে বনে বনে সন্ধান করিয়া দেখিতে।

তাঁহাদিগের আগমনে বন্য জন্তু সব পলাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে বেশী ভাগ ছাগল এবং শূয়র—ঠিক ইউরোপের ছাগল শূয়রের মতই ইহারা। হয়ত কোন "হোয়েলার" (তিমি শিকারের জাহাজ) এইগুলিকে ট্যাবর দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং ক্রমে তাহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। হারবার্ট ঠিক করিল, ইহাদিগের কয়েকটা ধরিয়া লিঙ্কলন দ্বীপে লইয়া যাইবে।

কোন সময়ে যে ট্যাবর দ্বীপে মানুষ আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বনের মধ্যে মানুষ চলাফিরার পথের চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ পড়িয়া রহিয়াছে, পরিষ্কার কুড়াল দিয়া কাটা।

স্পিলেট্ বলিলেন—"এসব দেখে শুনে মনে হয়—মানুষ শুধু যে এখানে এসেছিল তা নয়, কিছুকাল তারা এই দ্বীপে বাসও করেছে। এখন কথা হচ্ছে—এরা কারা? এদের কেউ কেউ এখনও এখানে আছে কি-না?"

হারবার্ট বলিল—"বোতলের কাগজে ত শুধু একজনের কথাই লেখা ছিল।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"সে ব্যক্তি যদি এখনও এখানে থেকে থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌ব।"

দ্বীপের ঠিক মধ্য দিয়া, কোণাকুণিভাবে একটা পথ গিয়াছে, যাত্রীদল সেই পথে ছোট একটা নদীর পার ধরিয়া চলিয়াছে। নদীটা পড়িয়াছে গিয়া সমুদ্রে। মধ্যে মধ্যে খোলা জায়গায় দেখা গেল, কে যেন কোন দিন শাক সব্‌জির চাষ করিয়াছিল। হারবার্ট চিনিতে পারিল—বাঁধা কপি, ক্যারট, টার্ণিপ প্রভৃতির চাষ হইয়াছিল। ইহাদের বিচি লিঙ্কলন দ্বীপে লইয়া যাইতে হইবে।

স্পিলেট্ বলিলেন—"তা ত বুঝলাম, কিন্তু, চাষের অবস্থা দেখে ত মনে হয়, সে লোকেরা বেশী দিন এখানে থাকেনি। তা নইলে এমন দরকারি জিনিষের চাষ কি এমন অযত্নে নষ্ট হতে পারে?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা ঠিকই বলেছেন। বোধ করি সেই লোক চলে গিয়েছে। বোতলটা বোধ করি সেই কাগজটুকু নিয়ে অনেক দিন যাবৎ সমুদ্রে ভাস্‌ছিল।"

যাহা হউক, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর অনুসন্ধান চলে না। স্পিলেট্ বলিলেন—"চল আজকার মত নৌকায় ফিরে যাই, আবার কাল সকালে আরম্ভ করা যাবে।"

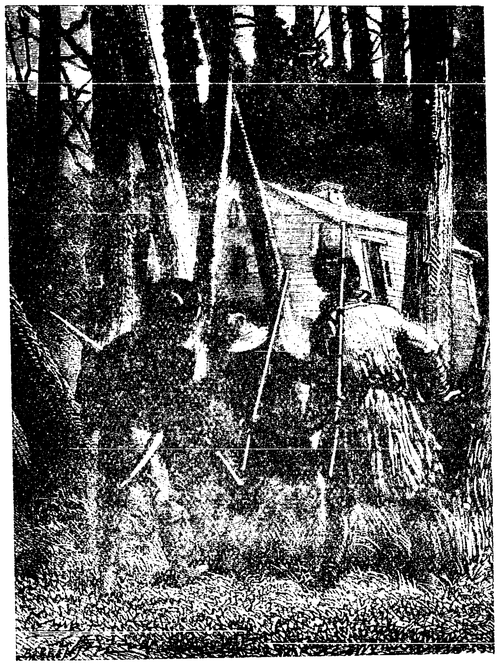

গাছের মধ্যে কুটির

অতি উত্তম পরামর্শ, সকলে তাহাই করিবেন ভাবিয়াছেন—এমন সময় হারবার্ট বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখুন, গাছের মধ্য দিয়ে একটা কুঁড়ে-ঘর দেখা যাচ্ছে!"

সকলে তখনই ছুটিলেন কুটিরের দিকে। গিয়া দেখিলেন, ঘরটি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি তাহাতে মোটা টারপলিনের ছাত।

কুটিরের দরজাটি অর্দ্ধেক ভেজান ছিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঢুকিয়া দেখিল, কুটির শূন্য!!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হারবার্ট, পেন্‌ক্রফট ও স্পিলেট্ অন্ধকার কুটিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট চীৎকার করিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট আগুন জ্বালাইলে পর দেখা গেল, শূন্য ছোট্ট একটি কাম্‌রা, তাহার পিছনের দিকে একটা আগুন জ্বালাইবার যায়গা (fire-place) আছে। কতগুলি ঠাণ্ডা কয়লা আর এক বোঝা কাঠ পড়িয়া আছে। আর দেখা গেল, ঘরে একটা বিছানাও রহিয়াছে, তাহার স্যাঁৎসেঁতে হল্‌দে চাদর দেখিয়া মনে হইল—সে বিছানা অনেক দিন যাবৎ কেহ ব্যবহার করে নাই। Fire-placeএর কোণায় দুইটা কেৎলি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে মরিচা ধরা। একটা তাকের উপর নাবিকের জীর্ণ পোষাক; একটা টেবিলের উপর একটা টিনের প্লেট এবং একটা বাইবেল। ঘরের এক কোণায় কিছু যন্ত্রপাতি, কোদাল, কুড়াল, আর দুইটা বন্দুক—একটা বন্দুক ভাঙ্গা। দেওয়ালের গায়ে তক্তার তাকের মধ্যে

এক পিপা বারুদ, এক পিপা গুলি আর অনেকগুলি ক্যাপের বাক্স—সব ধূলায় একেবারে যেন ডুবিয়া আছে!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"কুটির ত শূন্য! আর অনেক দিন যাবৎ কেউ এখানে বাস করেনি বলে মনে হচ্ছে। এখন কর্ত্তব্য কি? আমি বলি, নৌকায় ফিরে না গিয়ে, চলুন, আজ রাতটা আমরা এই কুটিরেই কাটাই।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলেছ পেন্‌ক্রফ্‌ট! কুটিরের মালিক যদি ফিরে আসে, তাহলে আমাদের দেখে বোধ করি দুঃখিত হবে না।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট—"মালিক ফিরে আস্‌বে না।"

"তবে কি দ্বীপ ছেড়ে সে চলে গিয়েছে?"

"দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে কি সে তার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ফেলে যেতো মিষ্টার স্পিলেট্? জাহাজডুবির লোকেদের কাছে এসব জিনিষ কিরূপ মূল্যবান্, সেটা বুঝ্‌তে পারেন না? না! না! সে দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় নি—এই দ্বীপেই আছে!"

হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল—"বেঁচে আছে কি?"

"বেঁচে আছে কিংবা মরে গিয়েছে। যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে, তার শরীরটাকে ত আর সে নিজে গোর দেয়নি? তার চিহ্ন কিছু না কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।"

সেই রাত্রে কুটিরের ভিতরে আগুন জ্বালাইয়া তিনজন বসিয়া রহিলেন, যদি কখনও লোকটি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, কুটিরের দরজাও কেহ খুলিল না, বাহিরে কোন রকম সাড়া শব্দও পাওয়া গেল না। সকলে স্থির করিলেন, ভোর হইলেই আবার সন্ধানে বাহির হইবেন—লোকটির মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে, তাহার কবর দিতে হইবে।

ভোর হইলে পর, পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও স্পিলেট্ প্রথমে বাড়ীর বাগান, মাঠ প্রভৃতি চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলেন। সমুখে একটি মাঠ আছে, দূরে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটা পাহাড়ের নীচে, প্রকাণ্ড বড় কতগুলি গাছের মধ্যখানে কুটিরটি—জায়গাটি দেখিতে ভারি সুন্দর। বাড়ীর সমুখের মাঠটার চারিদিকে কাঠের বেড়া, এখন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এই বেড়ার কিছু পরেই সমুদ্র, বেড়ার বাঁ দিকেই সেই নদীটির মুখ।

কুটিরের কাঠ তক্তা সবই কোন জাহাজ থেকে নেওয়া। সম্ভবতঃ দ্বীপের নিকটে জাহাজ ডুবিয়াছিল, তাহারই তক্তা দিয়া জীবিত আরোহীটি এই ঘর বানাইয়াছিল। স্পিলেট্ দেখিতে পাইলেন, একটা তক্তার মধ্যে অস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে:—

"Br-tan-a",

অর্থাৎ জাহাজটার নাম ছিল "Britannia", কয়েকটা অক্ষর একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

ইহার পর যাত্রীদল বোনাভেঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া আহার করিলেন। আহার করিলেন

একটু বেশী পরিমাণ, সারাদিন অনুসন্ধানে কাটাইয়া আবার কখন আহারের সুবিধা হইবে কে জানে?

আহারের পর তন্ন তন্ন করিয়া দ্বীপের অর্দ্ধেকের বেশী খুঁজিয়া দেখা হইল, কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। তবে কি লোকটি মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার শরীরটা বন্য জন্তুতে খাইয়া ফেলিয়াছে একেবারে হাড় টাড় শুদ্ধ সব!!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আর কি হবে, আমরা তাহলে কালই সকালে ফিরে যাব।" বেলা দুইটার সময় সকলে, একটা গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিবার সময়, এইরূপ স্থির করিলেন।



হারবার্টের বিপদ

হারবার্ট বলিল—"যাবার সময় পরিত্যক্ত ব্যক্তির বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র সবই আমরা নিয়ে যাব। দুই একটা শূয়র ছাগলও ধরে নিতে হবে।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"ঠিক বলেছ হারবার্ট! কিন্তু, তাহলে, আরো একদিন ট্যাবর দ্বীপে থাকা দরকার।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"না মিষ্টার স্পিলেট্! আমরা কালই ভোরে রোয়ানা হব। আমার বোধ হয়, যেন, পশ্চিমে হাওয়া শীগ্‌গিরই আরম্ভ হবে। আস্‌বার সময় নিরাপদে এসেছি, যাবার বেলাও তাই চাই। হারবার্ট! তুমি তাহলে এখনই গিয়ে শার্ক্ শব্‌জির বিচি যা পার সংগ্রহ করে নাও। আমি আর মিষ্টার স্পিলেট্ একবার চেষ্টা করে দেখি, দুই একটা শূয়র ধরতে পারি কি-না।"

হারবার্ট তখনই ক্ষেতের দিকে গেল, পেন্‌ক্রফ্‌টও স্পিলেট্ গেলেন বনের দিকে।

ঘণ্টা খানেক চেষ্টার পর, একটা ঝোঁপের মধ্যে পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ দুটো শূয়র

ধরিলেন। এই সময়ে উত্তর দিকে একটা চীৎকার এবং আর্ত্তনাদ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা গর্জ্জনের মত ডাক !

এ-যে হারবার্টের চীৎকার !! কোথায় বা গেল শূয়র ধরা আর সেগুলিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা—পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। পথটার মোড় ফিরিয়াই দেখিলেন—সমুখে একটা খোলা জায়গায় হারবার্ট মাটিতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার বুকের উপরে একটা ভীষণ হীংস্র মানুষ, যেন তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে !!

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া, লোকটাকে হারবার্টের উপর হইতে টানিয়া আনিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

সৌভাগ্য বশতঃ হারবার্টের কোন রকম অনিষ্ট হয় নাই। যে ভীষণ জানোয়ার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয় স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট সময়মত আসিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা হারবার্টের কি হইত কে জানে ? লোকটা মানুষই বটে কিন্তু এমন বুনো ভীষণ চেহারার মানুষ কল্পনায়ও আসে না !! আবার তাহার গায়ে এমনই জোর, যে, স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহাকে ছাড়াইয়া বাঁধিতে রীতি মত বেগ পাইয়াছিলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"মিষ্টার স্পিলেট্ ! এ-ই বোধ হয় সেই পরিত্যক্ত-ব্যক্তি।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"হাঁ, সে-ই বটে। কিন্তু এর মধ্যে এখন আর মানুষের কিছু নাই। আকৃতি প্রকৃতিতে লোকটা একেবারে পুরোদম জানোয়ারই হয়ে গিয়েছে।"

স্পিলেট্ ঠিকই বলিয়াছেন। নির্জ্জনে একাকী বাস করার দরুণ লোকটার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। মুখ দিয়া কথার পরিবর্ত্তে শুধু গলাভাঙ্গা আওয়াজের মত বাহির হয়। দাঁতগুলি ঠিক মাংস খেকো হিংস্র জন্তুর মত চোঁখা চোঁখা। তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে, নিজের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। কি করিয়া আগুন জালাইতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। গিডিয়ন্ স্পিলেট্ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলিলেন, কিন্তু সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুনিতে পাইল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। কিন্তু স্পিলেট্ তাহার চক্ষের দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলেন, যে, তাহার জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। চুপ করিয়া বাঁধনে পড়িয়া আছে, ছাড়াইবার কোন রকম চেষ্টা নাই। তবে কি বহু কাল পরে হঠাৎ তাহারই মত মানুষ দেখিয়া, তাহার মগজে জ্ঞানের কণা জলিয়া উঠিল !—কে তাহা বলিতে পারে ! স্পিলেট্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, বলিলেন—"লোকটি যে কেউ হোক্, ভবিষ্যতে এর অবস্থা যাই কেন হোক্ না, এখন একে লিঙ্কলন্ দ্বীপে নিয়ে যেতেই হবে।"

হারবার্ট বলিল—"নিশ্চয়ই নিতে হবে। আর, আমার খুবই বিশ্বাস, উচিত মত সেবা যত্ন হলে এর বুদ্ধিশুদ্ধি সবই ক্রমে ফিরে আস্‌বে।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"আমারও তাই বিশ্বাস। আত্মার মরণ নাই। ভগবানের সৃষ্ট

এই জীবটিকে যদি পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তবে, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে ?"

এখন ইহাকে নৌকায় লইয়া যাওয়া দরকার। হারবার্ট বলিল—"আমার মনে হয়, এর পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া যাক্, তাহলে বোধ হয় আমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাবে এখন।"

কয়েদীর হাতের বাঁধন রাখিয়া পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইলে পর, সে নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। পলায়নের কোন রকম চেষ্টা দেখা গেল না, যাত্রীদলের সঙ্গেই চলিল। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের পানে তাকায়। কিন্তু তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া সে যে চিনিতে পারিয়াছে, এমন কোন ভাব বুঝা গেল না।

স্পিলেটের কথা মত তাহাকে প্রথম সেই কুটিরেই লইয়া যাওয়া হইল—তাহার নিজের জিনিষ পত্র দেখিয়া যদি তাহার মনে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কুটিরে পৌঁছিলে পর কয়েদীর স্মৃতি জাগিল না, বোধ হইল যেন সমস্ত সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

স্পিলেট্ ভাবিলেন, হয়ত আগুন দেখিলে তাহার মনে কোন ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আগুন জালাইলে পর, মুহূর্ত্তের জন্য সেদিকে তাহার দৃষ্টি গেল বটে, আবার পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া নিল। কি আর করা যাইবে, এখন তাহাকে-বোনাভেঞ্চারে লইয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। নৌকায় গেলে পর, কয়েদীকে পেন্‌ক্রফ্‌টের জিম্মায় রাখিয়া, স্পিলেট্ ও হারবার্ট তাঁহাদিগের কাজগুলি শেষ করিতে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহারা বাসন পত্র, বন্দুক, একরাশ শাকসব্‌জি ও বিচি আর দুই যোড়া শূয়র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জিনিষপত্র সবই বোনাভেঞ্চারে তোলা হইল। প্রাতঃকালে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সমুখের ক্যাবিনে কয়েদীকে রাখা হইল। কয়েদী নীরব, নিস্তব্ধ—সে যেন কালা-বোবা !

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহাকে খাইতে দিলে পর, রান্না করা খাদ্য সব ঠেলিয়া সরাইয়া দিল—যেন তাহা সে পছন্দ করে না। হারবার্ট কতগুলি হাঁস মারিয়া আনিয়াছিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট একটা হাঁস লইয়া তাহার সমুখে ধরিবামাত্র, বন্য জন্তুর মত ছোঁ মারিয়া হাঁসটা লইয়া কাঁচাই খাইয়া ফেলিল !

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"মিষ্টার স্পিলেট্ ! এর জ্ঞান ফিরে আস্‌বে বলে মনে করেন কি ? তবে অবশ্য, নির্জ্জন বাসের দরুণই বেচারির এরূপ দুরবস্থা হয়েছে। আমাদের সেবা যত্নে এর পরিবর্ত্তন হওয়াটা বিচিত্র নয়।"

রাত্রিটা কাটিয়া গেল। রাত্রে কয়েদী ঘুমাইয়াছিল কি-না বলা যায় না। তবে, তাহার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সে নড়ে চড়ে নাই। বন্য জন্তুকে প্রথম ধরিলে যেমন সেটা হতবুদ্ধি হইয়া যায়, কয়েদীর অবস্থাও বোধ করি সেইরূপই হইয়াছে।

১৫ই অক্টোবর, ভোর ৫টার সময় বোনাভেঞ্চার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট পাল তুলিয়া, উত্তর-পূর্ব্বদিকে নৌকা চালাইল, সোজা লিঙ্কলন্ দ্বীপের পথ লক্ষ্য করিয়া।

প্রথম দিন বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। কয়েদী ক্যাবিনের মধ্যে চুপ্‌চাপ রহিয়াছে —যেন সে অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন বাতাসের বেগ বাড়িল। একটু ভাবনার বিষয় বটে! সমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, লিঙ্কলন্ দ্বীপে পৌঁছিতে দেরি হইতে পারে। পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু চিন্তিত হইল কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিল না।

১৭ই প্রাতঃকালে, বোনাভেঞ্চার আটচল্লিশ ঘণ্টা যাবৎ সমুদ্রে, তবু মনে হইল না, যে, নৌকা লিঙ্কলন্ দ্বীপের কাছাকাছি আসিয়াছে।

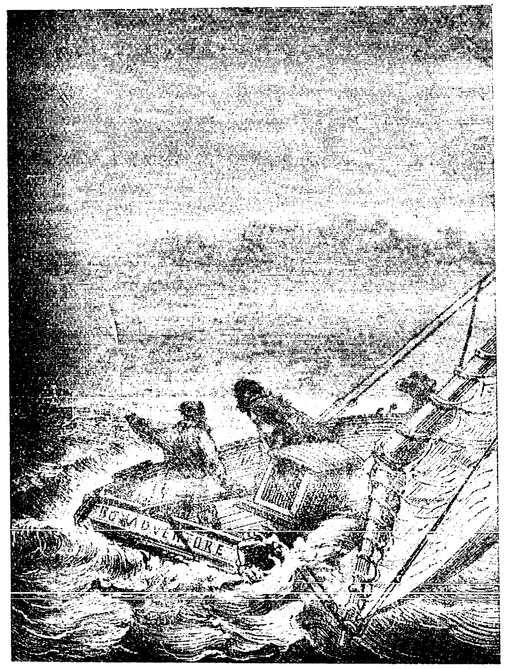

ঐ আলো! ঐ আলো!

আরও চব্বিশ ঘণ্টা কাটিল, তবু লিঙ্কলন্ দ্বীপের দেখা নাই! সমুদ্র ক্রমেই চঞ্চলতর হইয়া উঠিতেছে, হাওয়ারও জোর বেশ। ১৮ই তারিখ একটা বিশাল ঢেউ নৌকার উপর দিয়া চলিয়া গেল। যাত্রীদল পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া ডেকের সঙ্গে নিজেদের বাঁধিয়াছিলেন, নতুবা, ঢেউ সকলকে ধুইয়া লইয়া যাইত।

ঢেউ চলিয়া গেলে, সকলে নিজেদের বাঁধন খুলিতে ব্যস্ত—এমন সময় কয়েদী এমন এক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিল, যাহা যাত্রীদল কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কয়েদী হঠাৎ ক্যাবিন্ হইতে বাহিরে আসিয়া, ডেকের কার্ণিসের কাঠ খানিকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! তখন ডেকের সমস্ত জল সেই ভাঙ্গা জায়গাটা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ডেক পরিষ্কার হইয়া গেল, নৌকা হাল্‌কা হইল, কয়েদীও নীরবে আবার চলিয়া গেল তাহার ক্যাবিনের মধ্যে!! এই কাণ্ড দেখিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও গিডিয়ন্ স্পিলেট্ অবাক্ হইয়া গেলেন।

যাত্রীদলের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। পেন্‌ক্রফ্‌টের ভয়

হইল, বিশাল সমুদ্রে পথভ্রষ্ট হইয়া, বুঝিবা লিঙ্কলন দ্বীপে পৌঁছিবার আর সম্ভাবনা থাকিবেনা।

দারুণ অন্ধকার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত, ঠাণ্ডাও একেবারে কন্‌কনে। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় রাত্রি ১১টার সময় বাতাস কমিয়া গেল, সমুদ্র আবার স্থির হইল—সঙ্গে সঙ্গে নৌকার গতিও বাড়িল।

যাত্রীদল মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু বুঁজেন নাই। সকলেরই মন উদ্বিগ্ন। লিঙ্কলন দ্বীপ হয়ত নিকটেই, ভোর বেলা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর না হয় বোনাভেঞ্চার বাতাসের বেগে এবং স্রোতের টানে এত দূরে চলিয়া আসিয়াছে, যে, আবার ঠিক পথে যাওয়া অসম্ভব। সকলের চাইতে বেশী ভাবনা পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে, কিন্তু সে নিরাশ হয় নাই। হাল্‌টি ধরিয়া চারিদিকে গভীর অন্ধকারে ক্রমাগত দেখিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় হঠাৎ সে চেঁচাইয়া উঠিল—"ঐ আলো! ঐ আলো!"

সত্যই দেখা গেল—উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে উজ্জ্বল একটি আলো, যেন, আকাশে একটি প্রকাণ্ড তারা জ্বলিতেছে! ঐ দিকে লিঙ্কলন আইল্যাণ্ড। নিশ্চয়ই হার্ডিং আলো জ্বালাইয়াছেন, যাহাতে যাত্রীদল অন্ধকার রাত্রে আলো দেখিয়া পথের সন্ধান করিতে পারে। পেন্‌ক্রফ্‌ট অনেকটা উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছিল, তখন নৌকার গতি ফিরাইয়া আলোর দিকে চালাইয়া দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বাঘা-কট্‌কটী পাখী

এই নামটিও এখানকার একটি ছেলের নিকট হইতে পাওয়া। পূর্ব্বেও পাখীটিকে অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু নাম জানিতাম না। আমাদের দেশের পাখী সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে সমস্ত বই আছে তাহাতে দেখিলাম, এই পাখীটির নাম Shrike। 'বাঘা-কট্‌কটী' নামটি উহার চেহারা ও ডাকের সঙ্গে খুব মিশিয়া গিয়াছে। সেই জন্য পাখীটির নাম বাঘা-কট্‌কটীই রাখিলাম। তোমাদের অন্য নাম জানা থাকিলে, জানাইলে পরে বদ্‌লাইতে পারিব।

এটিও বাংলা দেশের খুব একটি সাধারণ পাখী। তোমাদের মধ্যে যাদের পাখী দেখিবার একটু সখ আছে, কোন না কোন সময়ে পাখীটি নিশ্চয়ই তাদের

নজরে পড়িয়াছে। শীতকালেই পাখীটিকে বাংলা দেশে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া, অন্যান্য শীতের-পাখীর মত উহারা যে অন্য সময়ে বাংলা দেশ ছাড়িয়া হাওয়া খাইতে একেবারে অন্য দেশে চলিয়া যায়, তা মনে করিও না। আমাদের আশ্রমে শীতের সময় ছাড়া অন্য সময়েও উহাদের

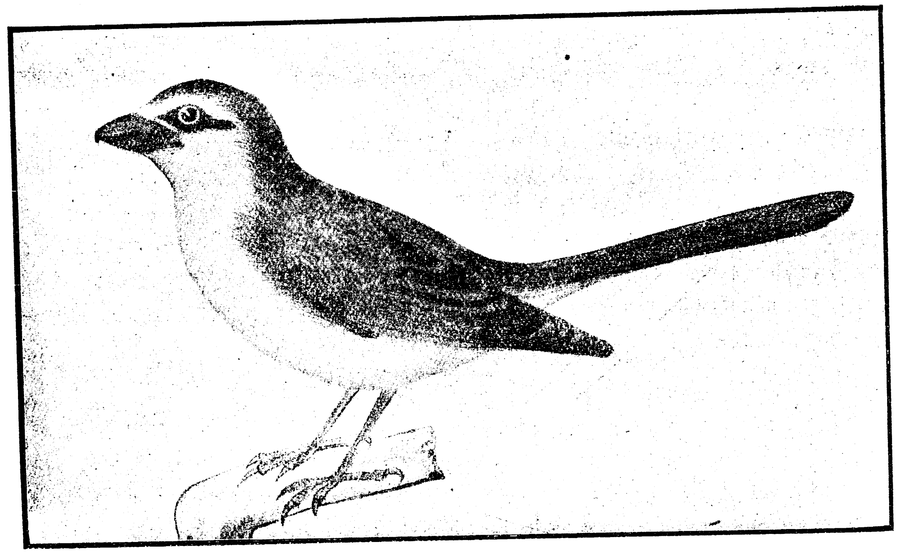

দেখিয়াছি। তখন উহারা ঝোঁপের মধ্যে নিরিবিলিই সময় কাটায়। ফাঁকা খোলা জায়গায় তখন উহাদের খুব কমই দেখিতে পাইয়াছি। সেইজন্য অনেকেই হয়তো মনে করিতে পারেন, শীতের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে উহারা এদেশে থাকে না।

বর্ষাশেষে যেমন একটু শীতের আমেজ দিতে আরম্ভ করে আর এমনি উহাদের ডাকে শরতের শিশির-সিক্ত সকালটি একেবারে ভরিয়া উঠে। ডাকটি যে মিষ্টি তা নয়, বরং শ্রুতি কঠোর বলিতে হইবে—গলা-ভাঙ্গা কেমন একরকম খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ শব্দ। একবার ডাকিতে আরম্ভ করিলে সহজে থামিবেও না। এক জায়গায়ই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিতে থাকে—মাঝে মাঝে যে এদিক ওদিক একটু উড়িয়া না

যায় তাও নয়। ডাকিবার সময় লেজের আস্ফালন ও আন্দোলন, ডাকের তালে তালে দ্রুত চলিতে থাকে—সরু লেজটি তখন পাখার মত ছড়াইয়া যায় এবং শূন্যে ঘন ঘন ঘুরিতে থাকে। ডাকিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, লেজের আস্ফালনটি পুরুষ-পাখীই বেশী করিয়া থাকে—ডাকেও উহারাই বেশী। স্ত্রী-পাখীটি এক একবার খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ শব্দ করিয়া এক ডাল হইতে যেমন অন্যডালে উড়িয়া যায়, অমনি নিকটে যে পুরুষ-পাখীটি থাকে, সেও তারস্বরে খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ শব্দ করিয়া স্ত্রী-পাখীটিকে অনুসরণ করে। স্ত্রী-পাখীটিও ধরা না দিয়া একটু দূরে দূরে উড়িয়া বেড়ায়। এখন উহাদের জোড় বাঁধিবার সময়। জোড় বাঁধা হইয়া গেলে দুটি-পাখীরই ডাক বন্ধ হইয়া যায়। তারপরে সমস্ত শীত উহারা নিরিবিলি কাটাইবে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন উহাদের ডাক আর শুনিতে পাইবে না।

ছবিতে পাখীটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ, চেহারাটা একটু অদ্ভুত রকমের। পাখীদের সাধারণতঃ যেমন লম্বা ছিপ্‌ছিপে ধরণের শরীর থাকে, উহাদের শরীরের গড়নটি মোটে তেমন নয়। তোমাদের মধ্যে যারা একটু বেশী করিয়া দুধ ঘি খাও, তাদের কি পেটের দিকটা একটু মোটা হইয়া ভুঁড়ি হয় না? এই পাখীটিরও, ভুঁড়ি না থাকুক, পেটের দিকটা যে একটু মোটা তাহাতে সন্দেহ নাই। দুধ ঘি অবশ্য উহাদের কখনও খাইতে দেখি নাই। লেজটি একটু লম্বা ও সরু—সমস্ত শরীরের সঙ্গে এমন বেমানান্ যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কয়েকটি পালক যেন আল্‌গা গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন মত ইচ্ছা করিলেই, উহারা যে সরু লেজটিকে ছড়াইয়া পাখার মত করিতে পারে, সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঠোঁটটিও প্রায় সেই রকমেরই—শরীরের সঙ্গে মোটেই মানান্-সই নয়—খাটো ও মোটা। শিক্‌রে পাখীর মত ঠোঁটের মাথাটা আবার বড়শীর মত বাঁকা। ঘাড়টাও খাটো কিন্তু ডাকিবার সময় জোর-শব্দ করিবার জন্য, গলাটাকে বেশ একটু লম্বাও করিতে পারে। ডানা দুটিও ছোট ছোট, সেই জন্য উহারা খুব দ্রুত উড়িতে পারে না। উড়ে-ও উহারা কেমন একটু মজা করিয়া। যারা জলে খুব ভালো সাঁতার দিতে পারে, তাদের দেখিবে, সাঁতার দিবার সময় শরীরটা খুব কমই নড়ে। আর যারা ভাল সাঁতার দিতে পারে না, তারা সাঁতার দিবার সময় ক্রমাগতই হাত, পা, ছুড়িতে থাকে, ঘাড় মাথাও এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকে না। মনে হয়, সমস্ত শরীর দিয়াই তাহারা সাঁতার কাটিতেছে। বাঘা-

কট্‌কটীর উড়াও অনেকটা সেই রকমের আনাড়ির সাঁতার কাটার মত—উড়িবার সময় উহারা লেজ, পা, ডানা কেবলি শূন্যে ছুড়িতে থাকে। কিন্তু ওড়ে খুব কমই।

শরীরের রংটি খুব বেশী উজ্জ্বল নয় বলিয়া, একটু দূর হইতে পাখীটির সমস্ত শরীর ফিঁকে বাদামী রংএর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি কখনও খুব নিকট হইতে দেখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে দেখিবে, এই বাদামী রঙের মধ্যে আরও অনেকগুলি রঙের পোঁছ্ আছে। একটু নিকটে গেলে, প্রথমেই চোখের উজ্জ্বল কাজলের রেখাটি তোমাদের নজরে পড়িবে। তারপরেই দেখিবে চোখের উপরের ও নীচের খানিকটা অংশ সাদা। বুকটা আগাগোরাই ফিকে সাদা। ঠোঁটের মাথাটুকু ও পায়ের নখগুলি কালো। পিঠের পালকগুলি খানিকটা সাদা, খানিকটা কালো। লেজের দিকটায় আবার খানিকটা জায়গা খয়েরী রঙের। সবগুলিরই একটার সঙ্গে আর একটা এমন মিশিয়া গিয়াছে, যে, হঠাৎ কতটুক জায়গা কোন্ রঙের তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত বলিয়া মনে হয়। যদিও পাখীটির রং খুব উজ্জ্বল নয়, তবুও নিকট হইতে রংগুলিকে আলাদা আলাদা দেখিলে তোমরা তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। মনে হয়, রংগুলির উপর তেল মাখিয়া যেন চক্‌চকে করিয়া রাখা হইয়াছে। ঠিক ঠোঁটের গোড়ায়ই উহাদের আবার কয়েকগাছি গোঁফ আছে। দূর হইতে সেগুলি দেখা যায় না।

কতকগুলি পাখী আছে, গাছের ছায়া উহারা বেশী ভালবাসে। আবার কতকগুলি পাখী আছে, আলো-বাতাসের প্রতি উহাদের আকর্ষণ বেশী। বাঘা-কট্‌কটীর ছায়া অপেক্ষা আলোর দিকেই বেশী টান বলিয়া মনে হয়। শীতকালে যখনই উহাদের দেখিবে, তখনই দেখিবে, বেশ ফাঁকা জায়গায় রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া আছে। ছোট ছোট ঝোঁপের মাথায় ছাড়া, ঝোঁপের ভিতরে কখনও উহাদের বসিয়া থাকিতে দেখিবে না। কখনও একটা শুক্‌নো ডালে, খুঁটিতে, বেড়ার উপর কিম্বা টেলিগ্রাফের তারের উপরে বসিয়া আছে দেখিতে পাইবে। সে সময় উহারা মানুষের খুব নিকটে আসিতেও ভয় পায় না। একটি পাখীকে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘরের ধারেই একটি বেড়ার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। সাম্‌নে দিয়া ছেলেদের যাতায়াতেও কিছুমাত্র ভয় পাইত না।

এই বসিয়া থাকার উদ্দেশ্য, শিকার ধরা। বাঘা-কট্‌কটীর শিকার ধরাও একটু অদ্ভুত রকমের। মাছ-রাঙ্গা যেমন করিয়া জলের উপর হইতে শিকার

ধরে, বাঘা-কট্‌কটীরও শিকার ধরিবার প্রণালী অনেকটা সেই রকমের। শিকার ধরিবার সময় মাটি হইতে উহারা খুব বেশী উপরে বসিয়া থাকে না। বেড়াতে, বুনো খেজুর ঝোঁপের মাথায়, কিম্বা অন্য কোন গাছের নীচের দিকের খুব সরু একটি ডালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ডানা, পা কিছুই নড়ে না—শুধু নড়ে ঘাড়টি, মাথাটি ও চোখ দুটি। নিকটে কোথায় পোকা আছে তাহারই সন্ধানে মাথাটি এদিক্-ওদিকে ঘন ঘন নাড়িতে থাকে। যেমন একটি পোকা নজরে পড়িল, অমনি ঝুপ্ করিয়া উহার উপর গিয়া পড়িবে। পোকাটি মুখে করিয়া অমনি পূর্ব্ব স্থানে কিম্বা নিকটেই অন্য কোথাও গিয়া বসিবে। মাটিতে বসিয়া কিম্বা শালিক, কাকের মত মাটির উপর ঘুরিয়া কখনও উহারা পোকার অনুসন্ধান করে না। গাছের ডালে ডালে কিম্বা পাতার আড়ালে কখনও উহাদের শিকার অনুসন্ধান করিতে দেখি নাই। মাটির উপরকার পোকার প্রতিই উহাদের লোভ বেশী বলিয়া মনে হয়। সমস্ত সকালটায় এই রকম পোকা ধরায় উহারা খুব ব্যস্ত থাকে। দুপুরের সময়টায় উহাদের বেশী দেখা যায় না। হয়তো বা সেই সময় ঝোঁপের মধ্যে কিম্বা পাতার আড়ালে বসিয়া বিশ্রাম করে। বিকালের দিকে, বিশেষভাবে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আবার উহাদের খুব পোকা শিকার করিতে দেখা যায়। সব পাখীই, সন্ধ্যার পর বাসায় কিম্বা ঝোঁপে পাতার আড়ালে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে, একবার পেট ভরিয়া খাইয়া লয়। ইহা অনেকটা আমাদের রাত্রির ভোজনের মত।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

বন্ধু

অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন;
নিজের অনিষ্ট তা'র কে করে খণ্ডন!

(১)

নদীর পাড়ে, বনের ধারে, এক হরিণের বাস;
হৃষ্ট-পুষ্ট নধর শরীর,— খায় সে কচি ঘাস!

কোনখানেই যায়না, কেবল বনের ধারেই চরে ;
কত ফিকির করে শেয়াল, তা'রে খাবার তরে।
একদিন সেই ধূর্ত্ত শেয়াল, বলে, "হরিণ ভাই !
তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব, ক'র্‌তে আমি চাই।"
সরল হরিণ বলে, "তাতে আমিও আছি রাজি ;
প্রাণের বন্ধু মিল্‌ল আমার, কি সুপ্রভাত আজি !"

(২)

কাক একটি এসব কথা— শুন্‌লে গাছে ব'সে ;
ঘাড়টি তুলে দুলে দুলে, ডাক্‌লে দু'বার ক'সে !
তা'র পরেতে বল্‌লে, "হরিণ, হও হে সাবধান ;
লোভী শেয়াল কর্‌ছে এখন বন্ধুত্বের ভাণ !
অমন ধূর্ত্ত নাইকো দু'টি, সবাই তাহা জানে ;
শেয়ালের মিত্রতায় এবার, মর্‌বে তুমি প্রাণে !
শেয়াল বলে, "কাকের কথা তুল্‌বে না ভাই কানে ;
কাক যে কেমন ধূর্ত্ত, তাহা সকল লোকেই জানে !

(৩)

"ফাঁকি দিয়ে খায় সে কেবল, ছেলের হাতের মোয়া ;
গায়ের মত মনটি তাহার আল্‌কাতারায় ধোয়া !
আমি লোকের উপকারী, ব'ল্‌বে না কি কেউ ;
বাঘ বেরুলে জানাই সবে, কেবল ডাকি ফেউ !"
কাক ব'ল্‌লে, "খুব ব'লেছ কথাগুলি বেশ ;
আর কিছু ভাই বল্‌তে না চাই থাক্‌লে বাঁচি শেষ !
যা'বার সময় আবার বলি, "হওগে সাবধান ;"
শেয়াল বলে, "বন্ধু ও'তে আর দিওনা কান !"

(৪)

দু'চার দিনে হরিণ সনে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ;
শৃগাল তখন ক্ষেত-খামারের গল্প শুনায় তা'রে !

বলে, "এই এক ঘাস-পাতা-জল, ক'দিন খাওয়া চলে ?
থাক ব'সে একা কেন ? মিল্‌বে চল দলে।
দেখ্‌বে কেমন লতা-পাতা তৃণের শ্যামল-শোভা ;
ক্ষেত ভরা সব খন্দ কত— দেখ্‌তে মানস লোভা !
স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা মত যথা তথা যা'বে ;
মনের মতন নিত্য নূতন, কত জিনিষ খা'বে !"

(৫)

আঁধার রাতে চল্‌ল হরিণ, ধূর্ত্ত শেয়াল সনে ;
নূতন নূতন দৃশ্য দেখে স্ফূর্ত্তি ভরা মনে।
এম্‌নি ক'রে রাত দু'পুরে, গেল ক্ষেতের পাশ ;
জান্‌ত শেয়াল, পাততো চাষা সেই জমিতে ফাঁস !
ব'ল্‌লে শেয়াল, "হেথায় বসি, তুমিই ক্ষেতে যাও ;
কতই ফসল ফ'লে আছে, ইচ্ছামত খাও !"
তাই শুনে সেই হরিণ যেমন ঢুক্‌বে এ পাশ দিয়ে ;
পগারে জাল পাতা ছিল, প'ড়্‌ল তা'তে গিয়ে !

(৬)

হরিণ ডাকে প্রাণের দায়ে, "বন্ধু কোথা" ব'লে ;
শেয়াল বলে, "পেট ভ'রে খাও, যাইনি আমি চলে।"
হরিণ বলে, "খা'ব কি ভাই গেল বুঝি প্রাণ ;
জালের বাঁধন দাঁতে কেটে কর পরিত্রাণ !"
শেয়াল বলে, "তাই নাকি ভাই ! প'ড়্‌লে নাকি জালে ?
ঘুমাও এখন, ক'র্‌বে মোচন, কৃষাণ প্রভাত কালে !"
এই ব'লে সে মনের সুখে যুড়ে দিলে গান ;
"হুক্কাহুয়া—হুক্কা-হুয়া— হুয়া-হুয়া" তান !

(৭)

রাত পোহা'ল প্রভাত হ'ল, ভাব্‌ছে শেয়াল ব'সে ;
"চাষাভায়া কখন এসে প্রহার দেবে ক'সে !

মেরে যখন ফেলে দেবে ঐ পগারের পার ;
কেয়া মজা ! পেট্‌টি ভ'রে মাংস খা'ব তা'র !"
হেন কালে কাকের ধ্বনি, শুন্‌লে হরিণ কানে ;
কাক ব'লে শিয়রে ব'সে, "বাঁচিয়ে দেবো প্রাণে।
যতক্ষণ না খুল্‌বে ও ফাঁস, থাক্‌বে মরার মত ;
ডাক্‌বো যখন, ছুট্ দেবে ভাই, ছুট্‌তে পার যত !"

(৮)

কাক ব'স্‌ল গাছে, চাষা লাঠি হাতে ক'রে ;
এসে দেখে জালে প'ড়ে হরিণ গেছে ম'রে !
জাল খুলে সে তফাৎ গেল, কাক ডাক্‌লে—"কা—" ;
উঠে হরিণ ছুট্‌ল এমন, পড়ে ত ওঠে না !
হরিণ পলায় ছুটে, দেখে চাষা করে তাড়া ;
দেখ্‌লে চাষা বনের ধারে, শেয়াল আছে খাড়া !
তা'কেই লাঠি মার্‌লে চাষা, শক্ত মুঠে ধ'রে ;
হরিণ গেল আপন দেশে শেয়াল গেল ম'রে !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ

বৃদ্ধ খেলোয়াড়

সম্প্রতি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণওয়াল প্রদেশে, দুইজন বৃদ্ধ পালোয়ান কুস্তি লড়িয়াছেন। উঁহাদের একজনের বয়স ৮৩ বৎসর, আর একজনের বয়স ৭৬ বৎসর। এই কুস্তি দেখিবার জন্য প্রায় ৬০০০ লোক জড় হইয়াছিল।

মিষ্টার জি, ফিশার (G. Fysher) ইংলণ্ডের লীড্‌স্ (Leeds) সহরে বাস করেন। ইনি একজন বৈজ্ঞানিক। ইঁহার বয়স ৮১ বৎসর। এই বয়সে ইনি সাইকেল্ চড়িয়া ৭২ মাইল পথ পার হইয়াছেন। এই পথ যাইতে তাঁহার ১০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। তিনি পথে কোথাও বিশ্রাম করেন নাই।

দীর্ঘজীবী মানুষ

সম্প্রতি উইলিয়াম স্মিথ্ নামক এক ব্যক্তির ১২৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি প্রত্যহ প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া থাকেন।

রাস্তা পরিষ্কারের নূতন উপায়

আমেরিকায় রাস্তা পরিষ্কার করিবার এক নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। রাস্তায় যে সব লোহার জিনিষ—যেমন পেরেক, স্ক্রু, তার, গজাল ইত্যাদি—পড়িয়া থাকে, সেগুলাকে উঠাইবার জন্য একটা খুব বড় গাড়ীর নীচে খুব বড় একখণ্ড চুম্বক বসাইয়া দেওয়া হয়। চুম্বকটা গাড়ীর তলা হইতে মাত্র ৪ ইঞ্চি উপরে থাকে। গাড়ীটাকে সমস্ত রাস্তায় ঘুরাইয়া আনা হয়, আর রাস্তায় যে সব লোহার তৈয়ারী ভাঙ্গাচোড়া জিনিষ পড়িয়া থাকে, সেগুলা গাড়ীর নীচের চুম্বকে আট্‌কাইয়া যায়। এই ভাবে একটা গাড়ীর চুম্বক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রায় ১৫০ পাউণ্ড লোহার জিনিষ টানিয়া তুলিয়াছিল।

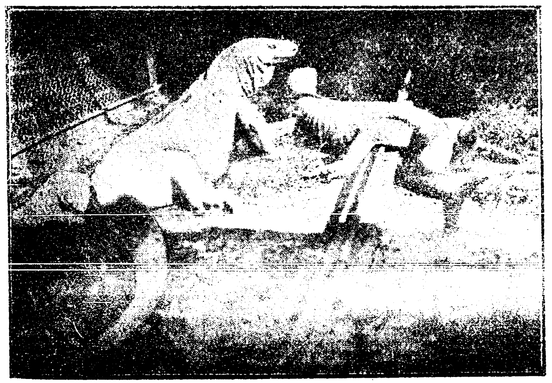

অতিকায় গির্‌গিটি বা ডাঙ্গার কুমীর

আশ্বিন মাসের সন্দেশে অতিকায় গির্‌গিটি, বা বোজোডাসাটের কথা লেখা হইয়াছিল। সেই গির্‌গিটির ছবি এখানে দেওয়া হইল।



"যেমন কুকুর তেম্নি মুগুর"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেষ্ঠ সং

ভাগ্য-লিপি

কাহারও সন্তান জন্মিলে, বিধাতাপুরুষ তখনই সন্তানের কপালে তাহার ভাগ্যের ফলাফল লিখিয়া দেন। বিধাতাপুরুষ অদৃশ্য, সুতরাং কোন জননী জানিতে পারেন না, তিনি কখন সূতিকাঘরে আসিয়া কি লিখিয়া গেলেন। জননীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, সময়ে সময়ে তাঁহাকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইত।

বিধাতাপুরুষের স্ত্রীর একটি কন্যা জন্মিলে, তিনি সূতিকাঘরে আসিয়া তাহার অদৃষ্টের ফলাফল লিখিলেন। তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আমার কন্যার ভাগ্যে কি লিখিলেন?" বিধাতাপুরুষ বলিলেন—"ভাগ্যফল আমি কাহাকেও বলি না, তোমারও সে কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই।" স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করার শক্তি নাকি বিধাতাপুরুষেরও নাই, সুতরাং, শেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল—"তোমার কন্যার অদৃষ্ট বড় মন্দ, শুনিলে তোমার মনে দারুণ কষ্ট হইবে, আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" কিন্তু তবুও স্ত্রী ক্ষান্ত না হওয়ায়, বিধাতাপুরুষ বলিলেন—"কন্যার ভাগ্যে লিখিয়াছি—মাঠের মধ্যে ঘর, কপালে তোর মরা বর।"

কন্যার ভাগ্যফল শুনিয়া বিধাতাপুরুষের স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! নিজের কন্যার কপালে এরূপ দারুণ দুঃখ লিখা কি আপনার ঠিক হইয়াছে? লোকে আপনাকে যে নিন্দা করিবে, শীঘ্র ভাগ্যফল বদ্‌লাইয়া দিন্।" বিধাতা বলিলেন—"নিজের সন্তানের বেলা শুধু সুখ লিখিব, বিধাতাপুরুষ এরূপ স্বার্থপর হইলে চলিবে কেন? তাছাড়া, ভাগ্যের ফল একবার লিখিয়া উহা বদল করিবার ক্ষমতা আমরাও নাই।"

বিধাতা-পত্নী রাগিয়া আগুন হইলেন! স্বামীকে গালাগালি ত দিলেনই, তাহার উপর আবার কন্যাটিকে কোলে লইয়া, তখনই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন হইতে তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, আর খালি স্বামীর উদ্দেশে কটুবাক্য বর্ষণ করেন। এইরূপে ক্রমে বার বৎসর কাটিয়া গেল, তবু বিধাতা-পত্নীর রাগ দূর হইল না—তিনি পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কন্যার সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন একটা মাঠের মধ্যে এক কুটিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! তখন কন্যার ভারি তৃষ্ণা পাইয়াছে, সে মায়ের নিকট জল চাহিল। প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে জল কোথায় পাওয়া যাইবে? বিধাতা-পত্নী কুটিরের

সমুখে গিয়া, তাহার বন্ধ-দরজায় ঘা দিলেন। বিধাতার চক্র! সেই ঘরের দরজা কেহই খুলিয়া দিল না। মাতা কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"মা! আমি ত আর পারিলাম না, তুই একবার গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ্ দরজা খুলিয়া দেয় কি-না।" আশ্চর্য্যের বিষয়, কন্যা গিয়া দরজায় ঘা দিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল! তখন কন্যা যেমন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি দরজাটি আবার পূর্ব্বের মত বন্ধ হইয়া গেল! বাহিরে মা এবং ভিতরে কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেলে পর, ভিতর হইতে কন্যার আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তখন কন্যা মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, বিধাতা-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। কন্যা সেই কুটিরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল।

বিধাতাপুরুষের বাড়ীর কিছু দূরে এক রাজার বাড়ী ছিল। রাজার দুই রাণী কিন্তু তাঁহার সন্তানাদি নাই। রাজা সন্তান-কামনায় মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহারাজের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন—"শীঘ্রই তোমার একটি পুত্র জন্মিবে। কিন্তু আমি তোমাকে একটি মালা দিতেছি, এই মালাটি যতক্ষণ জলে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার পুত্র জীবিত থাকিবে; পুত্র জন্মিবা মাত্র এই মালা তুমি জলে ফেলিয়া দিও।" এই বলিয়া মহাদেব রাজাকে একটি সোণার হার দিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, রাজা বড় রাণীকে হার ছড়াটি দিয়া, সমস্ত কথা বলিলেন। ক্রমে বড় রাণীর একটি পুত্র জন্মিল। পুত্র জন্মিবামাত্র, রাজা সেই হার বাগানে পুকুরের জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে একটা রুই মাছে সেই হার গিলিয়া ফেলিল।

ক্রমে রাজকুমার বড় হইয়া উঠিল। এই সময়ে একদিন, পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য জেলেরা জাল ফেলিয়াছে। যে মাছটা হার গিলিয়াছিল, অন্য মাছের সঙ্গে সেটাও ধরা পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারও অসুস্থ হইলেন।

বড় রাণীর ছেলে হইবার পর হইতে, ছোটরাণী তাঁহাকে ভারি হিংসা করিতেন। এমন কি, ছোটরাণী দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন, যাহাতে রাজকুমারের মৃত্যু হয়। মহাদেবের হারের কথাও তিনি জানিতেন। হার জল হইতে তুলিলেই যে রাজকুমারের মৃত্যু হইবে—এটাও তাঁহার জানা ছিল। মাছগুলি রাজবাড়ীতে আনিয়া কাটিবার সময়, ছোটরাণী দেখিলেন—একটা রুই মাছের পেটের ভিতর

হইতে একছড়া হার বাহির হইয়াছে! দেখিয়াই তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং হারছড়া গোপন করিতেও মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না।

রাজকুমার মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, কি উপায়ে কে জল হইতে সে হার চুরি করিয়াছে। তিনি মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা রাজবাড়ীর কিছুদূরে, একটা মাঠের মধ্যে, একটি কুটির বানাইয়া, তাহার মধ্যে সোণার খাটের উপরে রাজকুমারের দেহটি রাখিয়া দিয়া, অট্টালিকার দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইতে পারে? বিধাতা-পত্নী কন্যার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই অট্টালিকার দরজাতে আসিয়াই দরজায় ঘা দিয়াছিলেন। তাহার পর কি হইয়াছিল, ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এদিকে ছোটরাণী দিনের বেলায়, অন্যান্য অলঙ্কারের সঙ্গে সেই হারটিও পরিয়া থাকিতেন। রাত্রে, ঠিক রাজা আসিবার সময়, হার গলা হইতে খুলিয়া একটা জলপাত্রের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতেন। মহাদেবের বরে, ঠিক সেই সময়ে কুটিরের মধ্যে রাজকুমারের মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিত।

বিধাতা-পত্নী যখন কন্যার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার কিছু পরে, রাত্রে, রাজকুমার জীবিত হইয়া পাইচারি করিতে করিতে, কুটিরের দরজায় আসিয়া দেখিলেন—পরম সুন্দরী এক কন্যা দরজায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। কন্যাকে ভিতরে নিয়া, সেবা যত্নের পর কন্যার চৈতন্য হইল। তখন উভয়ে উভয়ের জীবনের সমস্ত কথা পরস্পরকে বলিলেন। তারপর রাজকুমার বলিলেন—"আমার সৎমা হার চুরি করিয়া গলায় পরিয়াছেন। রাত্রে, পাছে বাবা হার দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন, তাই তিনি সে হার জলের কলসিতে রাখিয়া দেন। সেই জন্যই আমি রাত্রে বাঁচিয়া উঠি। তোমার পিতা বিধাতা-পুরুষ ত তোমার কপালে লিখিয়াছেন 'মাঠের মধ্যে ঘর, তোর কপালে মরা বর'—ঠিক্ ফলিয়াছে; আমারইত মাঠের মধ্যে ঘর। এখন তুমি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার মরা বরও জুটিবে।" বিধাতা-কন্যা মালা বদল করিয়া রাজকুমারকে বিবাহ করিয়া, সেই কুটিরে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কালে বিধাতা-কন্যার একটি ছেলে হইল। ছেলে একটু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা মতলব স্থির করিলেন—সেই হারটি ছোটরাণীর নিকট হইতে

আদায় করিতেই হইবে। বিধাতা-কন্যা আল্‌তা প্রভৃতি কিনিয়া নাপিতানী সাজিলেন। প্রতিদিন রাজবাড়ীতে গিয়া সকলের—বিশেষতঃ ছোটরাণীর—পায়ে আল্‌তা পরাইয়া দিতেন। ক্রমে ছোটরাণী তাঁহার স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে খুব ভালবাসিয়া ফেলিলেন। ছেলেটিকে সঙ্গে না নিয়া বিধাতা-কন্যা রাজবাড়ী যাইতেন না। দেবপুত্রের মত খোকা, সকলেই তাহাকে খুব ভালবাসিত। ছোট রাণীর পায়ে আল্‌তা পরাইবার সময়, একদিন, বিধাতা-কন্যা পুত্রের পিছনে চিম্‌টি কাটিলেন, সে চীৎকার করিয়া উঠিল! ছোটরাণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"খোকা কাঁদে কেন? নিশ্চয় ক্ষুধা পাইয়াছে।" বিধাতা-কন্যা বলিলেন—"রাণী মা! ওর ক্ষুধা পায় নাই, বড় দুষ্ট ছেলে! বলিতে লজ্জা বোধ করি—আপনার গলার চক্‌-চকে হারটি দেখিয়া, একবার পরিবার জন্য জেদ্ ধরিয়াছে। কাল বাড়ী গিয়া অবধি আমাকে যা জ্বালাতন করিয়াছে, তা আর কি বলিব!" ছোটরাণী হার খুলিয়া বলিলেন—"বেশ ত, একটিবার পরিতে দাও না, ভবেই সে ঠাণ্ডা হইবে।" হার ছেলের গলায় পরান হইয়াছে, এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল—"রাণী মা! মহারাজ আপনার ঘরে আসিয়াছেন, বিশেষ দরকারে এখনই আপনার সহিত দেখা করিতে চান্।" ছোটরাণী "খোকার গলায় এখন হারটা থাকুক" বলিয়াই রাজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। এদিকে বিধাতা-কন্যাও খোকাকে কোলে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্!! পথে নদীতে হারটা ফেলিয়া দিয়া, একেবারে রাজকুমারের কাছে গিয়া উপস্থিত! রাজকুমারকে দিনের বেলায় জীবিত দেখিয়া, যেন ভারি অবাক্ হইয়াছেন এরূপ ভাবে বলিলেন—"একি ব্যাপার! দিনের বেলায় তুমি বসিয়া আছ?" রাজকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিধাতাপুরুষের কন্যা ভিন্ন কি আমার অনন্ত-নিদ্রা কেহ ভাঙ্গাইতে পারে?"

তখন বিধাতা-কন্যা আগাগোড়া সব কথা রাজকুমারকে বলিলেন। ক্রমে রাজা সংবাদ পাইয়া, মহা আনন্দে এবং ধুমধামের সহিত পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলেন। ছোটরাণীর চিরজীবনের জন্য কারাদণ্ড হইল।

এই সুখের সংবাদ বিধাতাপুরুষের বাড়ীতেও পৌঁছিল। তখন বিধাতা-পত্নী স্বামীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন—"ঠাকুর! তোমার লীলা বুঝা ভার। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়



ভালবাসার জয়

বনের পশু মানুষকে দেখ্‌লে ভয় পায় কেন?—তার সঙ্গে মানুষের আলাপ নেই ব'লে। কিন্তু, আলাপ হবে কি ক'রে? সে তো সাহস ক'রে এসে মানুষের সঙ্গে ভাব কর্‌তে পারে না? মানুষের মত অদ্ভুত





একটা হিংস্রপশুমনের পিঠে ব'সে, মেম-সাহেব হিংস্রপশুদের কাঁটা খাওয়াচ্ছেন।

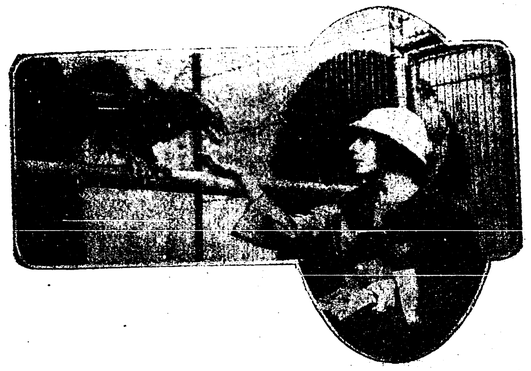

ঈগলপাখীও মেমসাহেবের হাত থেকে শান্ত হয়ে খাবার নিয়ে খায়।

জীবকে তো ভয় করার কথাই। কাজেই, বেচারারা ভয়ে ভয়েই থাকে। মানুষ যখন ভালবেসে পশুপাখীর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করে, তখনই পশু-পাখী তার ভয় আর হিংস্র স্বভাব ভুলে গিয়ে, মানুষের সঙ্গে দিব্যি ভাব ক'রে বসে।

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটি মেমসাহেব পশুপাখী-দের সঙ্গে কেমন ভাব পাতিয়েছেন, সঙ্গের ছবিগুলি দেখ্‌লেই তা' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। এ সম্বন্ধে আরও কথা আগামীবারে বল্‌ব।

আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর

প্রশ্নের উত্তর ঃ—(১) আয়না, (২) পান, (৩) চার, (৪) বাজ, (৫) চাল, (৬) বেহালা বা বীণা, (৭) ঢাক, (৮) কার।

ভৌগোলিক নাম ঃ—(১) নেপাল, (২) আরব, (৩) সাহারা, (৪) যবদ্বীপ (৫) সুমাত্রা।

যাঁহারা নির্ভুল ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন ঃ—জ্যোতিরিন্দু দাস, অরুণকান্তি, কল্যাণী বসু, চপলাবালা দেবী, শিবানী দেবী, রাণী দেবী, মুকুল, "দেশবন্ধুস্মৃতি সঙ্ঘের বালক সভ্যবৃন্দ", উপেন্দ্রকুমার সেন, পূর্ণেন্দুনাথ রায়, যামিনীমোহন রায়, জ্যোৎস্নাময়ী রায়, নিমাইচন্দ্র পাল, শান্তিলতা দত্ত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, "পুষ্প ও আভা", সোমেন্দ্রনাথ সেন, রেণুকা বিশ্বাস, টুনু, গোবিন্দপ্রসাদ মিত্র।

[illegible]-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

BLEED THROUGH.